

নমঃ সচ্ছিন্দ্রানন্দবিগ্রহায়

সর্বদর্শনসংগ্রহঃ ।

নিরপেক্ষ ধর্ম-সঙ্কারিণী সভা হইতে . .

শ্রী শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সাল্লানন্দ আচার্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্বেদান্তর্গত “অষ্টোত্তরশতের্পনিষৎ” “পঞ্চদশী” “বেদান্তসাত্রী”
“গায়ত্রী” এবং “ষড়দর্শনাদি” বিবিধশাস্ত্র প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(উপনিষৎ কার্যালয় । ১৪১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

৩৯ নং, সিমলা ষ্ট্রীট; সাল্লানন্দ-শ্রীম মেনিন-প্রসাদে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

সংবৎ ১৯৫০, আশ্বিন ।

(All rights reserved.)



RMIC LIBRARY	
Acc No. 130705	
Class No. 181 ⁴ MAD	
Date	3.8.85
St. Card	S.C.
Class	✓
Cat.	✓
Bk Card.	✓
Checked	Ssg

॥ ত্রীশ্রীগুরুবে নমঃ ॥

সর্বদর্শনসংগ্রহঃ ।

অথ চার্বাকদর্শনম্ ।

নিত্যজ্ঞানাত্ম্যং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবম্ ।

যেনৈব জাতং মহাদি তেনৈবেদং সর্কর্তৃকম্ ॥ ১ ॥

পারং গতং সকলদর্শনসাগরাগা-

মাত্মোচিতার্থচক্রিতার্থিতসর্বলোকম্ ।

ত্রীশার্শপাণিতনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং

সর্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমম্বহমাশ্রয়েহম্ ॥ ২ ॥

ত্রীমৎসায়নহুঙ্কারিকৌস্তভেন মহৌজসা ।

ক্রিয়তে মাধাবার্যোণ সর্বদর্শনসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

যিনি নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় মুক্তির আকরস্বরূপ এবং যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাदि উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি এই অনন্তব্রহ্মা-
ণ্ডের কর্তা, সেই শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যিনি সকল দর্শন শাস্ত্ররূপ সাগরের পারে গমন করিয়াছেন, যিনি আশ্রোচিত অর্থদ্বারা সমস্ত অর্থীজনকে চরিতার্থ করিয়াছেন, সেই ত্রীশার্শপাণিতনয় নিখিল শাস্ত্রবেত্তা সর্বজ্ঞ বিষ্ণু গুরুকে নিয়ত সেবা করি ॥ ২ ॥

ত্রীমৎসায়নস্বরূপ হুঙ্কাসাগরের কৌস্তভমণিরূপ মহাতেজস্বী মাধবা-
চার্য্য সর্বদর্শন সংগ্রহ প্রণয়ন করিতেছেন । ৩ ॥

পূর্বেষামতিদুস্তরাণি স্ততরামালোভ্য শাস্ত্রাণ্যসৌ
শ্রীমৎসায়নমাধবঃ প্রভুরূপন্যাস্থং সতাং প্রীতয়ে ।

দুরোৎসারিতমৎসরেণ মনসা শৃণুস্ত তৎ সজ্জনা

মাল্যং কস্য বিচিত্রপুষ্পরচিতং প্রীতৈর্ন সজ্জায়তে ॥৪॥

অথ কথং পরমেশ্বরস্য নিঃশ্রেয়সপ্রদত্তমবধীয়তে বৃহ-
স্পতিমতানুসারিণা নাস্তিকশিরোমণিনা চার্বাকেন
দুরোৎসারিতত্বাৎ । দুরূচ্ছেদং হি চার্বাকস্য চেষ্টি-
ভম্ । প্রায়েণ সর্বপ্রাণিনস্তাবৎ ।

যাবজ্জীবং স্তথং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃত ইতি ॥ ৫ ॥

লোকগাথামমুরুদ্ধানা নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণাথ-

শ্রীমৎসায়ন মাধবাচার্য্য প্রভু সাধুগণের সন্তোষের নিমিত্ত পূর্বতন
পণ্ডিতগণের দুর্ল্লোধ শাস্ত্রসকল পর্যালোচনা করিয়া এই সর্বদর্শন
সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়নকরিয়াছেন । সাধুগণ মানসিক মাৎসর্য্য পরি-
ত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন । বোধ হয়, তাহাতে
তাহাদিগের অসন্তোষ হইবে না । বিচিত্র পুষ্পমালা দর্শনে কাহাবও
অসন্তোষ জন্মিতে পারে না ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর যে মুক্তি প্রদান করেন, ইহা কিরূপে জানা যায় ? বৃহস্পতি
মতানুসারী নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদত্ত স্বীকার
করেন না । এই চার্বাকমত খণ্ডন করা প্রায় অসাধ্য । সকলেই বলিয়া
থাকেন যে, যাবৎ জীবন থাকিবে, তাবৎ স্তথভোগ করিবে, কেহই
মৃত্যুর অনায়ত্ত নহে, সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে এবং মরণের
পর যে স্তথভোগ হইবে, তাহারও সম্ভব নাই, দেহ একবার ভস্মীভূত
হইলে কোনরূপেই সেই দেহের পুনরাগমন হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

গাহাবা লৌকিক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া নীতি ও কাম শাস্ত্রানুসারে

কাংগাবেব পুৰুষার্থো মন্থমানাঃ পাৰলৌকিকমৰ্থমপহু-
বান্নাশ্চাৰ্ৱাকমতমমুৰ্বৰ্তনানা এবানুভূয়ন্তে । অতএব তস্মৈ
চাৰ্ৱাকমতস্মৈ লোকায়াতমিত্যম্বৰ্ণমপৰং নামধেয়ম্ ॥ ৬ ॥

তত্র পৃথিব্যাदीनि ভূতানি চহ্মাণি তস্মানি তেভ্য এব
দেহাংকাৰপরিণতেভ্যঃ কিণাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্য-
মুপজায়তে তেষু বিনষ্টেষু সংস্র স্বয়ং বিনশ্চতি । তদিহ
বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্বেবানু
বিনশ্চতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্থীতি ॥ ৭ ॥

তৎ চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবান্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি
প্রমাণাভাৱং প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেৱ-
নঙ্গীকারণে প্রামাণ্যাভাৱং ॥ ৮ ॥

কাম ও অৰ্থকেই পুৰুষাৰ্থ বলিয়া স্বীকাৰ করেন, পাৰলৌকিক অৰ্থ স্বীকাৰ
করেন না সেই সকল চাৰ্ৱাক মতামুৰ্বৰ্তীৰাই অনুভব করিয়া থাকেন । এই
নিমিত্তই চাৰ্ৱাকমতের “লোকায়াত” এই অপর নামটি সার্থক হইতেছে ॥৬॥

পৃথিব্যাদি চারিভূতই তত্ত্বস্বরূপ, এই ভূতচতুষ্টয় হইতে দেহ উৎপন্ন হয় ।
অনন্তর মদকণাসমূহের যেমন মাদকতা শক্তি জন্মে, সেইরূপ দেহাংকাৰে
পরিণত ভূতচতুষ্টয় হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় ; সুতরাং সেই সকল ভূতের
বিনাশ হইলেই মনুষ্য স্বয়ং বিনাশ পাইয়া থাকে ; অতএব জানা যায় যে,
যে সকল ভূত হইতেই মনুষ্য সমুৎপত্ত হয় সেই ভূতসকলের বিনাশে মনুষ্যও
বিনাশ পায়, পরকালে আর তাহার কোন সংজ্ঞা থাকে না ॥ ৭ ॥

পূৰ্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা,
দেহভিন্ন আত্মা স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই, যাহাদিগের মতে কেবল
একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণরূপে গণ্য হয়, অনুমানাদি প্রমাণ মধ্যে পরি-
গণিত নহে, তাহাদিগের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকারে অল্প প্রমাণ
দেখা যায় না ॥ ৮ ॥

অঙ্গনালিঙ্গনাদিজ্ঞাতং স্বথমেব পুরুষার্থঃ । ন চাস্থ
 দুঃখসংশ্লিষ্যতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যাম্ অবজ্ঞ-
 নীয়তয়াপ্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ স্বথমাত্রৈশ্চৈব ভোক্ত-
 ব্যত্বাৎ । তদ্ব্যথা মৎস্তার্থী সশঙ্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানু-
 পাদতে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ততে । যথা বা
 ধাত্তার্থী সপলালানি ধাত্তাত্মাহরতি স যাবদাদেয়ং তাব-
 দাদায় নিবর্ততে । তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং স্বথং
 ত্যক্তু মুচিতম্ । ন হি মৃগাঃ সন্তীতি শালয়ো নোপ্যন্তে
 ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থালয়ো নাধিশ্রীয়ন্তে । যদি
 কশ্চিদ্ ভীৰুর্দৃষ্টঃ স্বথং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবন্মূখো
 ভবেৎ ॥ ৯ ॥

উক্ত মতে কামিনীসঙ্গজনিত স্বথই পুরুষার্থ । স্ত্রীসঙ্গজনিত স্বথে
 দুঃখসম্পর্ক আছে বলিয়া উহা পুরুষার্থ নহে, ইহা স্বীকার করা যায় না ।
 যদিও যুবতীসংসর্গে দুঃখ থাকুক, তথাপি সেই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল
 স্নেহেরই ভোগ হইতে পারে । যেমন মৎস্তার্থী ব্যক্তির শঙ্ক ও কণ্টক
 সংযুক্ত মৎস্ত গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার সেই মৎস্তের শঙ্ক ও কণ্টক পরি-
 ত্যাগ করিয়া সার ভাগমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে । আর ধাত্তার্থী ব্যক্তির
 তৃণযুক্ত ধাত্ত আহরণ করিয়া তৃণপরিত্যাগপূর্বক ধাত্তগ্রহণ করে, সেইরূপ
 স্ত্রীসঙ্গে দুঃখ থাকিলেও সেই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া স্বথভোগ করা
 যাইতে পারে ; অতএব দুঃখভয়ে স্বথ পরিত্যাগ করা উচিত নহে । যে
 দেশে মৃগ আছে, সেই দেশে কি কেহ ধাত্তরোপণ করিবে না ? এবং
 ভিক্ষুকভয়ে কি স্থালীমার্জন করিবে না ? যদি কোন ভীৰুব্যক্তি এইরূপ
 দৃষ্ট স্বথ পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে পশুবৎ মূর্খ ভিন্ন আর কি বলা
 যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

তদুক্তম্—ত্যাংজ্যং স্বথং বিষয়সঙ্গমজ্ঞস্য পুংসাং

দুঃখোপশ্চম্ভমিতি মূৰ্খবিচারণৈষা ।

ত্ৰীহীন জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্

কো নাম ভোক্তৃষকণোপহিতান্ হিতার্থী ॥ ১০ ॥

নমু পারলৌকিকস্বথাভাবে বহুবিভব্যয়শরীরায়াম-
সাধ্যো অগ্নিহোত্রাদৌ বিদ্যাবৃদ্ধাঃ কথং এবতিষ্যন্তে ইতি
চেৎ তদপি ন প্রমাণকোটিং এবেক্ষুমীক্ষে অন্তব্যাত-
পুনরুক্তদোষৈদৃষিততয়া বৈদিকম্মৈয়েব ধূর্তবচৈকঃ পর-
স্পরং কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভিজ্ঞানকাণ্ডস্ত জ্ঞানকাণ্ড-
প্রামাণ্যবাদিভিঃ কৰ্ম্মকাণ্ডস্ত চ প্রতিক্ষিপ্তেন ত্রয়্যা ধূর্ত-
প্রলাপমাত্রেন অগ্নিহোত্রাদেৰ্জীবিকাসাত্র প্রয়োজনত্বাৎ ।
তথা চাভানকঃ—

বিষয়ভোগজনিত স্বপে দুঃখসম্পর্ক আছে, এই নিমিত্ত যে সেই
বিষয়ভোগস্বথ পরিত্যাগ করা ইহা মূৰ্খের কার্য্য । গুরুবর্ণ উত্তম তণ্ডুল
যুক্ত ধাত্তে তুষ এবং কণা আছে বলিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই ধাত্ত
পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ১০ ॥

যদি পরলোকে কোন স্বথই না থাকিবে, তবে কি নিমিত্ত প্রাচীন
বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বহু বিভব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি
যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ইহা পারত্রিক স্বথের অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে
পারে না, কারণ বৈদিকমতাবলম্বী ধূর্ত বকেরা মিথ্যা, ব্যাঘাত ও পুন-
রুক্তাদি দোষে দূষিত বেদকে অবলম্বন করিয়া স্বথোপায়ে আপনাদিগের
জীবিকা নিরীহের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিধি প্রচারিত করি-
য়াছে । বেদ ধূর্তদিগের প্রলাপমাত্র । বিশেষতঃ কৰ্ম্মকাণ্ড বাদীরা
কৰ্ম্মের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিদোষারোপ করেন এবং জ্ঞান-
কাণ্ডবাদীরা জ্ঞানকে পদান বণিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডকে নিন্দা করিয়া থাকেন ;

অগ্নিহোত্রজ্ঞয়ো বেদান্তিদণ্ডঃ ভগ্নগুণনঃ ।

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেনি বৃহস্পতিঃ ॥ ১১ ॥

অতএব কণ্টকাদিজন্মং দুঃখমেব নরকং লোকসিদ্ধো
রাজা পরমেশ্বরঃ দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ । দেহাত্মবাদে চ
ক্লেশোহহঃ ক্লেশোহহমিত্যাদিসামান্যাদিকরণ্যোপপত্তিঃ ।
নম শরীরমিতি ব্যবহারো রাহোঃ শির ইত্যাদিবদোপ-
চারিকঃ ॥ ১২ ॥

তদেতৎ সর্বং সমগ্রাহি—

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্ঘ্যনলানিলাঃ ।

সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের প্রথা দর্শনে পারলৌকিক সুখ স্বীকার কবা
যায় না । প্রাচীন ধর্ম ব্রাহ্মণেরাই অর্থ লালসা চরিতার্থ করিবার মানসে
অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রথা প্রচারিত করিয়াছেন । বৃহস্পতি বলেন যে,
তিনবেদ, যজ্ঞোপবীত ও ভঙ্গলেপন, এই সকল বুদ্ধি ও পৌরুষ হীন
ব্যক্তিদিগের জীবিকামাত্র ॥ ১১ ॥

এইক্ষণ প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কণ্টকাদি জন্ম দুঃখই নরক, লোক-
প্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর এবং দেহ পাতই মুক্তি । দেহই আত্মা, এইমত
স্বীকার করিলেই “আমি ক্লেশ ও আমি ক্লেশ” এইরূপ বাক্যের অর্থোপপত্তি
হইতে পারে । দেহ ও আত্মা বিভিন্ন হইলে “ক্লেশ ব্যক্তি, আমি ক্লেশ এবং
ক্লেশবর্ণ পুরুষ, আমি ক্লেশ” এইরূপ বলিতে পারিত না । যদি দেহই আত্মা
হইল, তবে “আমার শির” এইরূপ ব্যবহার কিরূপে সম্ভবিত্তে পারে ?
তাহার উত্তর এই যে, যেমন বাহু শির ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি
“বাহুর শির” এইরূপ উপচাব প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ দেহ ও আত্মা
অভিন্ন হইলেও আমার শির এই প্রকার উপচার হইতে পারে ॥ ১২ ॥

পূর্বোক্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন, এই জগতে ভূমি,
জল, বায়ু ও অগ্নি এই চারিট মাত্র ভূত আছে, সেই চারিভূত হইতেই

চতুৰ্থাঃ থলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্মুপজায়তে ॥ ১৩ ॥

কিপ্ণাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্ৰব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ ।

অহং স্থূলঃ কৃশোহস্মীতি সামান্যধিকরণ্যতঃ ॥ ১৪ ॥

দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাক্ত স এবাত্মা ন চাপরঃ ।

মম দেহোহয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকীতি ॥ ১৫ ॥

অাদেতৎ অাদেষ মনোরথো যদ্যনুমানাদেঃ প্রামাণ্যং
ন অাৎ অস্তি চ প্রামাণ্যং কথমনুত্থা ধুমোপলন্তানন্তরং
ধুমধ্বজে প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিরূপপদ্যেত । নদ্যাস্তীরে

চৈতন্ত জন্মে । যেমন মদ্য কণা সকল মিলিত হইলেই তাহাতে মাদ-
কতা শক্তি জন্মে, সেইরূপ ভূতসকল সমবেত হইলেই তাহাতে চৈতন্ত
জন্মিতে পারে । দেহ ও আত্মার অভেদ বিষয়ে প্রমাণান্তর এই যে,
“আমি স্থূল এবং আমি কৃশ” এইরূপ প্রতীতি সৰ্ব্বদাই হইতেছে, যদি
দেহ ও আত্মা বিভিন্ন হইত, তাহাহইলে উক্তরূপ প্রতীতি হইত না ।
যাহার দেহ স্থূল, সেই ব্যক্তিই বলে আমি স্থূল এবং যে ব্যক্তি কৃশ, তাহা-
বই আমি কৃশ এইরূপ প্রতীতি হয়, সুতরাং দেহ ও আত্মা অভিন্ন জানা
যাইতেছে । এইরূপ এইরূপ সংশয় হয় যে, যদি দেহ হইতে আত্মা
অভিন্ন হইল, তবে “আমার দেহ” এইরূপ প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে ?
তাহাব উত্তরে বক্তব্য এই যে, “বাহর শির” ইত্যাদি প্রতীতির স্থায়
আমাব দেহ এইরূপ ঔপচারিক প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৫ ॥

এইরূপ হইলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, এইকণ বল দেখি, যদি
অনুমানাদির প্রামাণ্য অস্বীকার কর, তাহাহইলে ধুমদৰ্শনমাত্র এইস্থলে
অগ্নি আছে, এই জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ? নদীর তীরে ফল আছে, এই
বাক্য শ্রবণ করিলেই ফলার্থী ব্যক্তিদিগের নদীতীরে গমনে প্রবৃত্তি হয়
কেন ? প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, যদি তোমাদিগের এইরূপ মনোগত
হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর । অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরা ব্যাপ্তিজ্ঞান
ও পক্ষধৰ্ম্মতাশালী ধূমাদি লিঙ্গকে অনুমানের প্রতি কারণ স্বীকার

ফলানি সন্তীতি বচনশ্রবণসমনস্তরং ফলাধিনাং নদো-
 তীরে প্রবৃত্তিরিতি । তদেতন্মনোরাজ্যবিজৃম্ভণম্ ব্যাপ্তি-
 পক্ষধর্ম্মতাশালি হি লিঙ্গং গমকমভ্যুপগতমমুমানপ্রামাণ্য-
 বাদিভিঃ ব্যাপ্তিশ্চোভয়বিধোপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ স চ
 সত্তয়া চক্ষুরাদিবম্মান্নভাবং ভজতে কিন্তু জ্ঞাততয়া । কঃ
 খলু জ্ঞানোপায়ো ভবেৎ । ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ
 বাহ্যমাস্তরং বাস্তবিতম্ । ন প্রথমঃ তস্মৈ সম্প্রযুক্তবিষয়-
 জ্ঞানজনকত্বেন ভবতি এসরসস্ত্ববেহপি ভূতভবিষ্যতোক্তদ-
 সম্ভবেন সর্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তেহু জ্ঞানত্বাৎ । ন চ
 ব্যাপ্তিজ্ঞানং সামান্যগোচরমিতি মন্তব্যং ব্যক্তোরবিনা-
 ভাবপ্রসঙ্গাৎ । নাপি চরমঃ অন্তঃকরণস্ত বহিরিন্দ্রিয়-
 তন্ত্রেণ বাহ্যেহর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ প্রত্যক্ষানুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

করেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্বন্ধবিশেষ, উহা প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি গ্রাহ্য অনু-
 মানের কারণ নহে, ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল জ্ঞান হইয়া থাকে ।
 তবে জ্ঞানের উপায় কি হইতে পারে ? যদি বল প্রত্যক্ষই জ্ঞানের কারণ
 বিদ্যমান আছে তাহাও নহে, কারণ তুমি যে প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের কারণ
 বলিতেছ, সেই প্রত্যক্ষ বাহ্য কি আভ্যন্তরিক ? বাহ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের
 কারণ হইতে পারে না, কারণ যে বস্তুতে ইন্দ্রিয় সংযোগ হয়, তাহারই
 বাহ্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ; সূতরাং বর্তমান বস্তু ভিন্ন অতীত ও ভবিষ্য-
 দ্বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবিত্তে পারে না । অতএব সর্বোপসংহারকারক
 ব্যাপ্তির হুর্ধ্বোদ্য হইল । ব্যাপ্তি যে সামান্যরূপে গোচর তাহাও বলা
 যায় না, কারণ ব্যাপ্তির সম্বন্ধের সর্বদা স্থায়িত্বই প্রসিদ্ধ আছে । আর
 আভ্যন্তর প্রত্যক্ষও জ্ঞানের কারণ হইতেছে না, যেহেতু অন্তঃকরণ বহি-
 রিন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র, স্বতন্ত্ররূপে বাহ্যবিষয়ে অন্তঃকরণের প্রযুক্তি হইতে
 পাবে না । শাস্ত্রাস্তরেও ইহা উক্ত আছে ॥ ১৬ ॥

তদুক্তং—চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মান ইতি ।
 নাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানোপায়ঃ তত্র তত্রাপ্যেবমিতি
 অনবস্থাদৌহ্যপ্রসঙ্গাৎ । নাপি শব্দস্তুপায়ঃ কাণাদ-
 মতানুসারেণানুমান এবাস্তাৰ্ভাবাৎ অনন্তৰ্ভাবে বা বুদ্ধ-
 ব্যবহাররূপলিঙ্গাবগতিসাপেক্ষতয়া । প্রাপ্তুক্তদুষণলজ্জনা-
 জজ্ঞালজ্ঞাৎ ধূমধূমধ্বজয়োৰবিনাভাবোহস্তীতি বচনমাত্ৰে
 মত্বাদিবদ্ বিশ্বাসাভাবাচ্চ । অনুপদিষ্টাবিনাভাবস্ত
 পুরুষস্তার্থান্তরদৰ্শনেনার্থান্তরানুমিত্যভাবে স্বার্থানুমান-
 কথ্যাঃ কথ্যশেষত্বপ্রসঙ্গাচ্চ । উপমানাদিকন্ত দূৰাপাত্তং
 তেষাং সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধাদিবোধনবত্বেনানৌপাধিকসম্বন্ধ-
 বোধকত্বাসম্ভবাৎ । কিঞ্চ উপাধ্যভাবোপি ছুরবগমঃ
 উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্বনিয়মাগন্তবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্ত

আর বলিতেছেন, ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের হেতু নহে, কারণ তাহা-
 হইলে উক্তরূপে সেই সেইস্থলে অনবস্থাদৌহ্যের প্রসঙ্গ হয় এবং শব্দ ও অজু-
 মানের কারণ হইতে পারে না । যেহেতু কণাদমতানুসারে শব্দ ও অনুমানের
 অন্তর্গত, যদি ইহা স্বীকার কর, তাহাহইলে অনুমান বুদ্ধব্যবহারপ্রাপ্ত
 ধূমাদিদর্শনরূপ লিঙ্গজ্ঞানসাপেক্ষপ্রযুক্ত পূৰ্ব্বোক্তদৌষ তদবস্থাই থাকিল ।
 দেহই উক্ত দৌষ খণ্ডন করিতে পারে না । বিশেষতঃ ধূম ও অগ্নি, এই
 উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ধূমাদিকরণে কখনও অগ্নির অভাব
 থাকে না । ইহা কেবল বাক্যমাত্রে বিশ্বাস করা যায় না । যে ব্যক্তির
 ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধে উপদেশ নাই, সেই পুরুষের অর্থান্তর দর্শনে
 অন্ত্যর্থের অনুমান হয় না ; সুতরাং স্বার্থানুমান কথ্যমাত্র শেষ হইল ।
 উপমানাদির প্রামাণ্য সূদূর পরাহত হয়, কারণ সংজ্ঞাসংজ্ঞির সম্বন্ধ
 বোধেই উপমানাদির বোধ হয়, তাহাদিগের অনৌপাধিক বোধ হয় না ।
 আর উপাধি অভাবও দূৰ্ব্বোধ, যেহেতু উপাধি সকলের প্রত্যক্ষ নিয়মের

প্রত্যক্ষত্বেইপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্তাপ্রত্যক্ষতয়া অনু-
মানাদাপেক্ষায়ুক্তদূষণানতিরুক্তেঃ ॥ ১৭ ॥

অপি চ সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তিরিতি
তল্লক্ষণং কক্ষীকর্তব্যম্ । তদুক্তম্ অব্যাপ্তসাধনো যঃ
সাধ্যসমব্যাপ্তিরুচ্যতে স উপাধিরিতি ॥ ১৮ ॥

শব্দেহনিত্যত্বে সাধ্যে সর্কর্ষকত্বং ঘটত্বমশ্রাবণতাঞ্চ
ব্যাবর্তয়িতুমুপাত্তান্তত্র ক্রমতো বিশেষণানি ত্রৌণি ।
তস্মাদিদমনবদ্যং সমাসমেত্যাদিনোক্তমাচার্য্যেষ্টেতি ।
তত্র বিধ্যধ্যবসায়পূর্ব্বকত্বান্নিষেধাধ্যবসায়শ্চোপাধিজ্ঞানে
জ্ঞাতে তদভাববিশিষ্টসম্বন্ধরূপং ব্যাপ্তিজ্ঞানং ব্যাপ্তি

অসম্ভব প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাভাবের অপ্রত্যক্ষত্ব এবং অপ্রত্যক্ষাভাবের প্রত্য-
ক্ষতা হেতু অনুমানাদির অপেক্ষা আছে ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের
অনতিরুক্তি (পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি) হইতেছে ॥ ১৭ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, সাধনের অব্যাপকত্বসঙ্গে সাধ্যসমতাই ব্যাপ্তি,
এইরূপ ব্যাপ্তি লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ যে সাধনে ব্যাপ্তিজ্ঞান নাই,
তাহাতে যে সাধ্যসমব্যাপ্তি কথিত হয়, উহাই উপাধি, উপাধিসঙ্গে অনু-
মান হয় না ; সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না ॥ ১৮ ॥

অনুমানের দোষান্তর প্রদর্শন করিতেছেন,—সর্কর্ষকত্বহেতু শব্দের
অনিত্যত্ব সাধন করিতে হইলেও উপাধি দোষ ঘটয়া উঠে, এই নিমিত্তই
আমাদিগের আচার্য্যেরা অনুমান অস্বীকার করিয়া থাকেন । বিশে-
ষতঃ উপাধির অভাববিশিষ্ট সম্বন্ধবিশেষই ব্যাপ্তিজ্ঞান, আবার সেই
ব্যাপ্তিজ্ঞানের অধীনই উপাধিজ্ঞান ; সুতরাং পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িতাবরূপ
দোষ অনিবার্য্য হইল । অতএব ধূম ও বহ্নির অবিবর্তিত সম্বন্ধ ; অর্থাৎ
ধূমাদিকরণ স্থানে বহ্নির অভাব অপ্রসিদ্ধ, এইরূপ সম্বন্ধের দূর্ব্বোধতা
প্রযুক্ত অনুমান হইতে পারে না, তবে ধূমাদি জ্ঞানের পর যে বহ্নি প্রভৃ-

জ্ঞানাবীনং চোপাধিজন্যমিতি পরস্পরাশ্রয়বজ্রপ্রহার-
দোষোবজ্রলোপায়তে । তস্মাদবিবাক্যত্বাৎ দুর্কোপ-
তয়া নানুমানাদ্যবকাশঃ । ধূমাদিজনানন্তরমগ্নাদিজন্যে
প্রবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষমূলতয়াভ্রান্ত্যা বা যুক্ত্যতে । কচিৎ ফল-
প্রতিলম্বস্তু মণিমস্ত্রোষধাদিবৎ যাদৃচ্ছিকঃ অতন্তৎসাধ্যম-
দৃষ্টাদিকমপি নাস্তি । নহ্নদৃষ্টানির্কৌ জগদৈচিত্র্যমাক-
স্মিকং স্মাদিতি চেৎ ন তদন্তঃ । অগ্নিরক্ষো জলং শীতং
শীতলস্পর্শস্থানিলঃ । কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবা-
তদ্যবস্থিতিরिति ॥ ১৯ ॥

তদেতৎ সর্বং ব্রহ্মস্পত্তিনাপ্রাপ্তম্ ।

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ ।

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ ২০ ॥

তির জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান জানিবে । ধূমদর্শন করিলেই অত্রান্ত
বহ্নিজ্ঞান হইয়া থাকে । মণিমস্ত্র ঔষধাদি প্রয়োগে যেমন আপন ইচ্ছা-
যায়ী ফললাভ হয়, সেইরূপ এইস্থলেও কদাচিৎ ফলপ্রাপ্তির সম্ভব হয় ।
অতএব জানা যাইতেছে যে, যাগাদিসাধ্য অদৃষ্ট নাই । যদি অদৃষ্ট স্বীকার
না করিলে, তবে জগতে নানাপ্রকার লোক সৃষ্টির কারণ কি ? ইহার
উত্তর এই যে, জগতের সমুদায়ই আকস্মিক, ইহার প্রতি কোন কারণ
নাই, যদি এই আকস্মিক সৃষ্টি স্বীকার না কর, তাহাহইলেও স্বভাবতই
জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে হইবে । যেমন অগ্নির উষ্ণতা জলের
শৈত্য এবং বায়ুর শীতলস্পর্শ স্বাভাবিক, অর্থাৎ এইরূপ বৈচিত্র্যের কোন
কারণ নাই, সেইরূপ স্বভাবতই জগতের বৈচিত্র্য ও অবস্থিত হইয়া
থাকে ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মস্পত্তি বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গও নাই, মোক্ষও নাই, আত্মাও নাই
এবং পারলৌকিক কোন ফলও নাই । আর বর্ণ ও আশ্রমভেদে ক্রিয়া

অগ্নিহোত্রঃ ত্রয়ো বেদাজ্জিদগুং ভস্মগুণনম্ ।

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতুনির্মিতা ॥ ২১ ॥

পশুশ্চেচ্চমিতঃ স্বর্গং জ্যোতিকৌমে গমিষ্যতি ।

অপিতা যজমানেন তত্র কস্মিন্ন হিংস্রতে ॥ ২২ ॥

মৃতানাংপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতুশ্চিকারণম্ ।

গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথৈরকল্পনম্ ॥ ২৩ ॥

অর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিঃ গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ ।

করিলে যে পরকালে সেই ক্রিয়ার কোন ফল হইতে পারে, তাহারও সম্ভব নাই ॥ ২০ ॥

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই বেদত্রয়, ত্রিদগু (যজ্ঞো-পবীত) ও অগ্নে ভস্মলেপন, এই সকল কেবল বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ধূর্তদিগের জীবিকামাত্র । যাহাদিগের বুদ্ধি, অথবা কোনরূপ ক্ষমতা নাই, তাহারা ই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা লোক সকলকে বঞ্চনা করিয়া স্বার্থসাধন করে । বিধাতা মূর্খদিগের নিমিত্ত এইরূপ জীবিকা বিধান করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

তোমরা বলিয়া থাক, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে সকল পশুবধ করা যায়, তাহারা স্বর্গে গমন করে । যদি ভাহাই হইবে, তবে তুমিও কোন যজ্ঞ করিয়া আপন পিতাকে বলি প্রদান কর না কেন ? তাহা-হইলে তিনি অনায়াসে স্বর্গপুরে গমন করিতে পারিবেন ॥ ২২ ॥

আব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেই যদি সেই মৃতের তৃপ্তি হইতে পারে, তবে কোনস্থানে গমন করিতে হইলে পাথৈর সংগ্রহেব প্রয়োজন কি ? বাটীতে তোমার ভোজনের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়া নিবেদন করিলেই পথিমধ্যে তোমার ভোজনসিদ্ধি হইতে পারে । শ্রাদ্ধও যদি পরলোক গামীর তৃপ্তিজনক হয়, তবে স্বর্গস্থিত ভোজনীয় দ্রব্য তোমার তৃপ্তিসাধন করিবে না কেন ? ॥ ২৩ ॥

পিতা যখন স্বর্গে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে দান করিলে যদি সেই দানে পিতা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার আপন

প্রাসাদেশোপরিস্থানমত্র কস্মাৎ দীয়তে ॥ ২৪ ॥

যাবজ্জীবং স্বথং জীবদৃগং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃত্বা ॥ ২৫ ॥

যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ্যে বিনির্গতঃ ।

কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্তিহ ।

মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্বদ্বিদ্যতে কচিৎ ॥ ২৭ ॥

প্রাসাদেব উপরি পিতৃস্থান কল্পনা করিয়া দান কর না কেন ? দানদ্বারা স্বর্গস্থিত পিতার তৃপ্তি হইতে পারিলে প্রাসাদোপরিস্থিত পিতার তৃপ্তি হইবে না কেন ? ॥ ২৪ ॥

পূর্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পরলোক প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, ইহকালে যে কিছু স্বথভোগাদি করিতে পার, তাহাই কর । যাবৎ জীবন থাকিবে, তাবৎ স্বথসম্বন্ধে কালযাপন করিবে । যাহাতে শারীরিক পুষ্টিসাধন হইতে পারে, তাহাই কর্তব্য ; অতএব ঋণ করিয়াও মৃত পান করিবে । এই দেহ ভস্মীভূত হইলে সেই দেহের পুনরাগমন কোনরূপেও হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

যদি কেহ এই দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোকে গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুবর্গের স্নেহে সমাকুল হইয়া পুনর্বার আগমন করে না কেন ? যে দেহ হইতে চলিয়া যাইতে পারে, পুনর্বার তাহার আগমন হইতে বাধা কি ? মৃতরাং জানা হইতেছে যে, দেহভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণ আপন আপন জীবনোপায়ের নিমিত্ত নানাবিধ ক্রিয়া কাণ্ডের বিধান করিয়াছেন । তাহারা বলেন, কোন ব্যক্তির মরণ হইলে শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য করিতে হয়, তাহা না করিলে মৃত ব্যক্তির পরলোকে স্বথভোগের অল্প উপায় নাই ॥ ২৭ ॥

ত্রয়ো বেদস্ত কৰ্ত্তারো ভুতধূতনিশাচরাঃ ।

জবরীতুৰ্জরীত্যাণি পণ্ডিতানাং বচঃ শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

অশস্ত্রাহি শিশস্ত্র পত্নীগ্রাহ্যঃ প্রকীর্তিতম্ ।

ভট্টেন্দ্রবৎ পন্নকৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্ ।

মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতমিতি ॥

তত্ৰাদ্বেছনাং প্রাণিনামমুগ্রহার্থং চার্কাকমতমাশ্রয়-
ণীয়মিতি রমণীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি সাধারণমাধবীয়ে সর্বদর্শনসংগ্রহে

চার্কাকদর্শনম্ সমাপ্তং ।

ভুত, ধূত ও নিশাচর ইহারা ই বেদের কৰ্ত্তা, তাহাদিগের নানাবিধ
জবরীতুৰ্জরীত্যাণি বিকট ব্যাধ্যই বেদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এই সকল
ব্যাক্যারাই বেদ কতদূর সত্য তাহা জানা যায় । ২৮ ॥

অশমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশশিশ্র গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় সকল
ভণ্ডের রচিত । স্বর্গনরকাদি বিষয় সকল ধূতের প্রণীত । আর যে সকল
শাস্ত্রে মদ্যমাংস নিবেদনাদির বিধি আছে, তাহা নিশাচরের কল্পিত । এই-
রূপে ধূত, ভণ্ড এবং নিশাচর পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার
করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধি করিয়াছেন । চার্কাক সেই ভণ্ড
পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়া সৰ্ব্বপ্রাণীর প্রতি অমুগ্রহপ্রকাশপূৰ্ব্বক যে
মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাই সকলের আশ্রয় করা কর্তব্য । এই মত
সর্বমত প্রধান ॥ ২৯ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্কাকদর্শন সমাপ্ত । *

* এই সকল দর্শনশাস্ত্র জনসমাজে অপ্রকাশিত থাকাই কর্তব্য ।
নি, ধ, স, সভা ।

তথ বৌদ্ধদর্শনম্ ।

অত্র বৌদ্ধৈরভিধীয়তে যদভ্যধাপি অবিনাভাবো
দুর্কোপ ইতি তদসাধীয়ঃ তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিত্যমবিনা-
ভাবস্ত হৃদ্যানহাৎ । তদুক্তম্—

কার্য্যাকারণভাবায়া স্বভাবান্ন নিয়ামকাৎ ।

অবিনাভাবনিয়মো দর্শনাস্তরদর্শনাদিতি ॥ ১ ॥

অস্বয়ব্যতিরেকাববিনাভাবনিশ্চয়কাবিতি ননু । পক্ষে
সাধ্যসাধনয়োঃ অব্যভিচারো দূরবধারণো ভবেৎ সূত্রে ভবি-
ষ্যতি বর্তমানে অনুপলভ্যমানে চ ব্যভিচারশঙ্কয়া অনি-
বারণাৎ । ননু তথাবিধস্থলে তাবকেহপি মতে ব্যভি-

বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পূর্বে যে ধূম ও অগ্নির অবিনাভাবসম্বন্ধ
দুর্কোপপ্রযুক্ত অনুমানের অপ্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে । এইমত সাধু নহে,
যেহেতু তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তিদ্বারাই অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞাত হইতে পারে ।
শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ধূম ও বহ্নি ইহাদিগের কার্য্যাকারণভাববশত
ও নিয়ামকস্বভাবহেতু অবিনাভাব সম্বন্ধ হৃদ্যপট প্রতীয়মান হইতেছে
এবং দর্শনাস্তরেও এইরূপ সম্বন্ধ প্রমাণীকৃত হইয়াছে । ১ ॥

আর ধূমসত্তাবদেশে বহ্নির সত্তা এবং বহ্ন্যভাববদেশে ধূমের অভাব,
এইরূপ অস্বয় ব্যতিরেক প্রমাণেও ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নিশ্চয়
হইতেছে । যদি বল, পক্ষে (অনুমানের আধারভূত পূর্ব্বতাদিতে) সাধ্য
বহ্ন্যদি এবং সাধন ধূমাদির অব্যভিচার অবধারণ করা দুষ্কর হইতেছে,
বাস্তবিক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়েই উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা
অনিবার্য্য । তথাপি যদি বল, তোমার মতেও পূর্ব্বোক্ত স্থলে ব্যভিচার

চারশক্ষা দুষ্পরিহর্যেতি চেৎ মৈবং বাচঃ বিনাপি কারণং
 কার্যমুৎপাদ্যতামিত্যেবং বিধায়াঃ শক্ষায়া ব্যাঘাতাবধি-
 কতয়া নিবৃত্তত্বাৎ । তদেব হ্যাশঙ্ক্যেত যস্মিন্নাশঙ্ক্যমানৈ
 ব্যাঘাতানয়ে নাবতরেয়ুঃ তদুক্তম্ । ব্যাঘাতাবধিরাশ-
 ক্ষেতি । তস্মাত্তদুৎপত্তিনিশ্চয়েন অবিনাভাবো নিশ্চী-
 যতে তদুৎপত্তিনিশ্চয়শ্চ কার্যাহেত্বোঃ প্রত্যক্ষোপলভ্তানু-
 পলস্তপঞ্চকনিবন্ধনঃ । কার্য্যশ্চোৎপত্তেঃ প্রাগ্নুপলভ্তঃ
 কারণোপলস্তেসত্ত্ব্যপলভ্তঃ উপলব্ধস্ত পশ্চাৎ কারণানুপ-
 লভ্তাদনুপলভ্ত ইতি পঞ্চকারণ্যা ধূমধূমধ্বজয়োঃ কার্য্য-
 কারণভাবো নিশ্চীয়তে । তথা তাদান্ন্যানিশ্চয়েনোপ্য-
 বিনাভাবো নিশ্চীয়তে যদি শিংশপা বৃক্ষত্বমতিপতেৎ
 স্বাত্মানমেব জহাদিতি বিপক্ষে বাধকপ্রবৃত্তেঃ । অপ্রবৃত্তে
 তু ত্রাধকে ভূয়ঃ সহভাবোপলস্তেহপি ব্যাভিচারশক্ষায়াঃ

শক্ষা দুষ্পরিহার্য্য । এই কথা বক্তব্য নহে, যেহেতু কারণব্যতিরেকে কার্য্য
 উৎপন্ন হউক, এইরূপ আশঙ্কার ব্যাঘাতাবধিকৃত্তহেতু নিবৃত্ত আছে ।
 বাহার আশঙ্ক্যে ব্যাঘাতাদি দোষের অবতরণ হয় না, তাহারই আশঙ্কা
 হইয়া থাকে । শাস্ত্রাস্তরে উক্ত আছে যে, ব্যাঘাতাবধিই আশঙ্কা হয়, অর্থাৎ
 যাবৎ ব্যাঘাতদোষ থাকে, তাবৎ আশঙ্কা হইতে পারে । অতএব তদুৎপত্তি
 নিশ্চয়দ্বারাই ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নিশ্চিত হইতেছে । কার্য্য,
 হেতু, প্রত্যক্ষ, উপলভ্ত ও কারণের উপলভ্ত হইলেই কার্য্যের উপলভ্ত,
 কার্য্যোপলভ্তের পশ্চাৎ কারণানুপলভ্ত ইত্যাদিরূপে পঞ্চকারণ জন্ত ধূম
 ও বহ্নির কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় হয় । এই প্রকার তাদান্ন্য নিশ্চয়
 হেতুও ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নিশ্চয় করা যায় । সিংসাপা-নামক
 বৃক্ষ যদি বৃক্ষত্বের অতি পাতন করে, তাহাইহলে সে আত্মাকেই পরি-
 ত্যাগ করিল । ইত্যাদিস্থলে বিপক্ষে বাধকপ্রবৃত্তি আছে, পরন্তু বাধকের

কো নিবারণিতা । শিংশপাবৃক্ষয়োঃ তাদান্মানিশ্চয়ো
বৃক্ষোহয়ং শিংশাপেতি সামানাদিকরণ্যবলাদুপপদ্যতে ।
ন হত্যন্ত্যভেদে তৎ সম্ভবতি পর্যায়ত্বেন যুগপদপি
প্রয়োগাযোগাৎ নাপ্যত্যন্তভেদে গবাংযোরনুপলম্বাৎ ।
তস্মাৎ কার্য্যাত্মানো কারণমাত্মানমনুমাণয়ত ইতি
সিদ্ধম্ ॥ ২ ॥

যদি কশ্চিৎ প্রামাণ্যমনুমানস্ত নান্দ্রীকূৰ্ঘ্যাৎ তং
প্রতি ক্রয়াৎ অনুমানং প্রমাণং ন ভবতীত্যেতাবশ্যাদ-
মুচ্যতে তত্র ন কিঞ্চন সাধনমুপপন্নম্ভূতং উপপন্নম্ভূতং বা ।
ন প্রথমঃ একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়ে-
দিতি ন্যায়াৎ । নাপি চরমঃ অনুমানং প্রমাণং ন ভব-

অপ্রবৃত্তিতে পুনর্বার সহকারী ভাবের উপলব্ধ হইলে কে ব্যভিচার শব্দার
নিবারণ করিতে পারে ? শিংশপা ও বৃক্ষ এই উভয়েরই তাদান্মান নিশ্চয়
আছে । যেহেতু এই বৃক্ষটি শিংশপা, এইরূপ সামানাদিকরণ্যবলেই
শিংশপা ও বৃক্ষের তাদান্মান উপপন্ন হইতেছে । অত্যন্ত অভেদস্থলে
তাদান্মান সম্ভবে না, কারণ, পর্যায়ক্রমে একদা প্রয়োগ অসম্ভব, আর
অত্যন্ত ভেদস্থলেও তাদান্মান সম্ভবে না, গো ও অশ্ব ইহাদিগের অত্যন্ত
ভেদ হেতু তাদান্মান সম্ভব নাই । অতএব জানা যায় যে, কার্য্যস্বরূপ পদার্থ
কারণের অনুমান করায় ॥ ২ ॥

যদি কোন ব্যক্তি অনুমানের প্রামাণ্যস্বীকার না করে, তাহাহইলে
সেই অনুমানপ্রতিবাদীকে বলিতে হইবে যে, তুমি কি অনুমান প্রমাণ
নহে, এই বাক্যমাত্রই বলিতেছ, কিম্বা তাহার কোন কারণ আছে ?
যদি কোন কারণ থাকে, তাহা কার্য্যকারী নহে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলেই
কি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাত বিষয় সাধন করিতে পারে ? আর যদি

ভীতি ক্রবাণেন ত্বয়া অশিরক্ষবচনশ্রোণম্বাসে মম মাতা
বক্ষ্যোতিবক্ষ্যাবাতাপাতাৎ । কিঞ্চ প্রমাণতদাভাসব্যব-
স্থাপনং তৎসমানজাতীয়ত্বাদিত্যি বদতা ভবতৈব স্বীকৃতং
স্বভাবানুমানম্ । পরগতা বিপ্রতিপত্তিস্তু বচনলিপ্তে-
নেতি ক্রবতা কাঞ্চালিঙ্গকমনুমানম্ । অনুপলক্য কঞ্চি-
দর্থং প্রতিষেধয়তানুপলকি লিঙ্গকমনুমানম্ । তথাচোক্তং
তথাগতৈঃ—

প্রমাণান্তরসামান্যস্থিতিরনুশিষ্যাং গতেঃ ।

প্রমাণান্তরসম্ভাবঃ প্রতিষেধাচ্চ কশ্চিদিতি ॥

পরাক্রান্তকাত্তসুরিতিরিতি গ্রন্থভূয়স্তত্তয়াত্পরম্যতে ॥ ৩ ॥

বল, অনুমানের অপ্রমাণ্যে কোন কারণ নাই, তথাপি অনুমান প্রমাণ
নহে। তোমার এইরূপ শিরোবিহীন বচনবিশ্বাসে “আমার মাতা
বক্ষ্য” এই ব্যাকের ছায় ব্যাঘাতদোষাপাত হইতেছে। আর তুমি
স্বয়ংই বলিয়া থাক যে, সমান জাতীয়ত্বপ্রযুক্ত প্রমাণ ও প্রমাণভাস
ব্যবস্থাপন করিতে হয়; সুতরাং স্বভাবতই অনুমানের প্রামাণ্যস্বীকার
করিতেছ। পরগত বিপ্রতিপত্তিও বচনমাত্রেরই আছে, এই কথা বলিলেই
কাঞ্চালিঙ্গকানুমান স্বীকৃত হইল, আর অনুপলকিবশত কোন অর্থ
প্রতিষেধ করিলেই অনুপলকিলিঙ্গক অনুমান স্বীকার হয়। পণ্ডিতগণ
বলিয়া থাকেন যে, কোন কোনমতে একরূপ প্রমাণে সামান্যস্থিতি
জানা যায় এবং অপরাপরমতে অন্তপ্রকার প্রমাণে পদার্থ পরিকল্পিত
হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আচার্য্যদিগের বহুবহু বাদানুবাদশক্তি সত্ত্বেও
তাঁহারা গ্রন্থ বাহ্যভায়ে বিরত হইয়াছেন। সাধারণতই উক্ত মতে দোষ
দর্শন হইতেছে; সুতরাং বাদানুবাদ নিশ্চয়োজ্ঞান ॥ ৩ ॥

তে চ বৌদ্ধাশ্চতুর্বিধয়া ভাবনয়া পরমপুরুষার্থঃ
কথয়ন্তি তেচ মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক বৈ ভাষি-
কসংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধাঃ । বৌদ্ধা যথাক্রমঃ সর্বশূন্যত্ব-বাহ্য
শূন্যত্ব-বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানতিষ্ঠন্তে ॥৪॥

যদ্যপি ভগবান্ বুদ্ধ এক এব বোধয়িতা তথাপি
বৌদ্ধব্যানাং বুদ্ধিভেদান্চতুর্বিধাঃ যথা গতেহিস্তমর্ক
ইত্যুক্তে জারচোরানুচানাদয়ঃ স্বেচ্ছানুসারেণাতিসরণ-
পরস্বহরণসদাচরণাদিসময়ঃ বৃধ্যন্তে । সর্বং কণিকং
কণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্য-
মিতি ভাবনাচতুষ্টয়মুপদিষ্টং দ্রষ্টব্যম্ । তত্র কণিকত্বঃ
নীলাদিক্ণানানাং সত্ত্বেনানুমান্যতব্যং যৎ সৎ তৎ কণিকং

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চতুর্বিধ ভাবনাস্বাভা পরমপুরুষার্থ কহিয়া থাকেন।
মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই নামচতুষ্টয়ে উক্ত
ভাবনা চতুষ্টয় প্রসিদ্ধ আছে। মাধ্যমিক ভাবনাতে সর্বশূন্যত্ব, যোগাচার
ভাবনাতে বাহ্যশূন্যত্ব, সৌত্রান্তিক ভাবনাতে বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব এবং
বৈভাষিক ভাবনাতে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষবাদ অবস্থিত আছে। ইহার বিশেষ
বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে ॥ ৪ ॥

যদিও ভগবান্ একমাত্র বুদ্ধই বোধয়িতা, তথাপি বুদ্ধিভেদবশতঃ
বৌদ্ধবাবিষয়ের চাতুর্বিধ্য জানিবে। যেমন মৃগ্য অন্তর্গমন করিয়াছেন,
এই কথা বলিলে জার (উপপত্তি) চোর ও অনুচান (যাহারা গুরুর নিকট
সাপবেদ অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত আছেন) ইহারা সকলেই আপন
আপন ইষ্টকার্য্য সাধনের সময়জ্ঞান করে, অর্থাৎ জারব্যক্তি পরজী অহু-
সন্ধানের, চোরব্যক্তি পরস্বাপহরণের এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণের
সময় উপস্থিত মনে করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধ এক
হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বৌদ্ধবাবিষয়ের চাতুর্বিধ্য জানিবে। সকল

যথা জলধরপটলং সমুচ্চামী ভাবা ইতি । ন চায়মসিদ্ধো
 হেতুঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণস্য সত্ত্বস্য নীলাদিলক্ষণাঃ
 প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ ব্যাপকব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপ্যব্যাবৃত্তিহ্মায়েন
 ব্যাপকক্রমক্রমব্যাবৃত্তাবক্ষণিকাৎ সত্ত্বব্যাবৃত্তেঃ সিদ্ধ-
 ত্বাচ্চ । তচ্চার্থক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাত্ম্যং ব্যাপ্তং ন
 চ ক্রমাক্রমাত্ম্যমন্তঃ প্রকারঃ সমস্তি—

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ ।

নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাাত্রবিরোধতঃ ॥

ইতি হ্মায়েন ব্যাঘাতশ্চোক্তত্বাৎ । তৌ চ ক্রমাক্রমৌ
 স্থায়িনঃ সকাশাদ্যাবর্ত্তমানৌ অর্থক্রিয়াগপি ব্যাবর্ত্তয়ন্তৌ
 ক্ষণিকত্বপক্ষ এব সত্ত্বং ব্যবস্থাপয়ত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৫ ॥

পদার্থই ক্ষণিক, দুঃখময়, স্থলক্ষণাক্রান্ত এবং সকলই শূন্য, এইরূপে
 ভাবনাচতুষ্টয়ের উপদেশ জানিবে । নীলাদিলক্ষণের সত্ত্বাহেতু ক্ষণিকত্ব
 অনুমান করিতে হইবে, অর্থাৎ যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, সমু-
 দায়ই ক্ষণিক, মেঘশ্রেণীর ছায়া কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে । ইহা
 অসিদ্ধহেতু নহে, কারণ সমুদায় বিদ্যমান পদার্থেরই অর্থক্রিয়াকারিত্ব
 এবং নীলাদিগুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । নীলবর্ণ ঘট আনয়ন কর,
 ইত্যাদিস্থলে ঘটের আনয়ন ও নীলগুণের প্রত্যক্ষ হয় । ক্রম ও অক্রম
 প্রকারে অর্থক্রিয়াকারিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় । অর্থজ্ঞান বিষয়ে ক্রম ও অক্রম
 ভিন্ন অল্প প্রকার নাই । পদার্থ সকলের পরস্পর বিরোধ হইলেও ক্রম ও
 অক্রম ভিন্ন প্রকাবাস্তরে অবস্থিতি হয় না এবং মুক্তিমাত্রের বিরোধপ্রযুক্ত
 বিবক্ষ পদার্থের একতাও সম্ভবে না, এই প্রসিদ্ধ ছায়া বলে ব্যাঘাতের উক্তব
 হইয়া উঠে । স্থায়ী পদার্থের সম্বন্ধেই উক্ত ক্রম ও অক্রম ব্যাবৃত্ত আছে
 এবং অর্থক্রিয়াতেও উহাদিগের ব্যাবৃত্তি জানিবে ; সুতরাং ক্ষণিকত্ব-

নন্বক্ষণিকস্তার্থক্রিয়াকারিত্বং কিং ন স্তাদিতি চেৎ
তদযুক্তং বিকল্পাসহজাৎ তথা হি বর্তমানার্থক্রিয়াকরণ-
কালে অভীতানাগতয়োঃ কিমর্থক্রিয়য়োঃ স্থায়িনঃ সামর্থ্য-
মস্তি ? নো বা ? আদ্যে তয়োরনিরাকরণপ্রসঙ্গঃ সমর্থস্ত
ক্ষেপাযোগাৎ যৎ যদা যংকরণসমর্থং তৎ তদা তৎ-
করোত্যেব যথা সামগ্রী স্বকার্য্যঃ সমর্থশ্চায়াং ভাব ইতি
প্রসঙ্গানুমানাচ্চ । দ্বিতীয়েহপি কদাপি ন কুর্যাৎ সামর্থ্য-
মাত্রানুবন্ধিত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বস্ত যৎ যদা যম্ম করোতি
তৎ তদা তত্রাসামর্থ্যঃ যথা হি শিলাশকলমঙ্কুরে । ন চৈষ
বর্তমানার্থক্রিয়াকরণকালে বৃত্তবর্ত্তিস্যমাণে অর্থক্রিয়ে
করোতীতি তদ্বিপর্য্যাসাচ্চ ॥ ৬ ॥

পক্ষই সর্ব্বের ব্যবস্থাপক ইহা সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে
বলিয়াই পদার্থ সকলকে সং বলা যায় ॥ ৫ ॥

যদি বল, পদার্থ সকলকে অক্ষণিক বলিলে কি তাহাদিগের অর্থক্রিয়া
কারিত্ব সম্ভবে না ? এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু ক্ষণিকত্ব ও অক্ষ-
ণিকত্ব এইরূপ বিকল্প সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ বর্ত্তমান অর্থক্রিয়াকরণ
কালে অভীত ও ভবিষ্যৎ অর্থক্রিয়ার সামর্থ্য আছে কি না ? যদি বল,
সামর্থ্য আছে, তবে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য ইহার নিরাকরণ হয় না, সমর্থ
হইলে তাহার অকরণ সম্ভবে না । যে যে কার্য্যের সমর্থ, সে অবশ্যই সেই
কার্য্য করিয়া থাকে । আর যদি বল, সামর্থ্য নাই, তাহাহইলে সে কখনও
কার্য্যসাধন করিতে পারে না, পরন্তু কখন কখন কার্য্য দৃষ্ট হয় ।
অর্থক্রিয়াকারিত্ব সামর্থ্য মাত্রের অঙ্গগামী । যখন যে যাহা করে না ;
সুতরাং সেই কার্য্যে তাহার অসামর্থ্যই জানা যায় । যেমন শিলাখণ্ডে
কখনও অঙ্কুরোৎপাদন দেখা যায় না ; সুতরাং শিলাখণ্ডের অঙ্কুরোৎ-

130405

THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

নমু ক্রমবৎসহকারিতাং স্থায়িনঃ অতীতানাং-
 তয়োঃ ক্রমেণ ক্রমণ মুপপদ্যতে ইতি চেৎ তত্রোদং
 ভবান্ পৃষ্ঠৌ ব্যাচক্ষাং সহকারিণঃ কিং ভাবস্থাপ-
 কুর্বন্তি ? ন বা ? ন চেৎ নাপেক্ষণীয়ান্তে অকিঞ্চিৎ
 কুর্বতাং তেষাং তাদার্থাযোগাৎ । উপকারকত্বপক্ষে
 সৌহার্দ্যমুপকারঃ কিং ভাবান্তিদ্ব্যতে ? ন বা ? ভেদপক্ষে
 আগন্তুকশ্চৈব তস্মৈ কারণত্বং স্তাৎ ন ভাবস্থান্দগিকস্ম
 আগন্তুকাতিশাশ্বাদ্ব্যব্যাতিরেকানুবিস্থায়াং কার্য্যাস্ত ।
 তদুক্তম্—

বর্ষাতপাত্যাঃ কিং ব্যোম্মশ্চক্ষুর্ন্যস্তি তয়োঃ ফলম্ ।

চক্ষৌপগমশ্চেৎ সৌহৃদিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলম্ ইতি ॥ ৭ ॥

পাদকতা সামর্থ্য নাই, ইহাই জানিতে হইবে । সেইরূপ সর্বত্রই সামর্থ্য
 ও অসামর্থ্য প্রকাশ পায় । আর বর্তমান অর্থক্রিয়াকরণকালে 'অতীত
 'ও ভবিষ্যৎ অর্থ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

ক্রম ও অক্রমে যেমন অর্থক্রিয়াকারিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ
 সহকারী হইতেও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ক্রম উপপন্ন হইতেছে ।
 যদি এইরূপ স্বীকার কর, তাহাইহলে তোমাকে জিজ্ঞাসা কবিতোছি, তুমি
 বল দেখি, সহকারীরা ভাবের উপকার করে কি না ? যদি উপকার না
 করে, তাহাইহলে সহকারী অপেক্ষণীয় নহে. কারণ যে কার্য্যে উপকার
 করে না, তাহার অর্থযোগ নাই । আর যদি বল, উপকার করে, তাহাইহলে
 বল দেখি, সেই উপকার কি ভাব হইতে ভিন্ন, অথবা ভিন্ন নহে ? যদি
 ভিন্ন হয়, তাহাইহলে আগন্তকেরও কারণতা হয়, ক্ষণিকভাবের কার
 গতা হয় না, কোনরূপেও আগন্তকের কার্য্যানুবিস্থায়া নাই । শাস্ত্রা-
 ন্তরে উক্ত আছে যে, বর্ষা ও আতপহারা আকাশের কিছুই হয় না, চন্দ্র-

অথ ভাবৈশ্বঃ সহকারিভিঃ সঠৈব কার্য্যং করোতীতি
স্বভাব ইতি চেৎ অন্ত তহি সহকারিণো ন জহ্যৎ প্রত্যুত
পলায়মানানপি গলে পাশেন বদ্ধা কৃত্যং কার্য্যং কুর্য্যৎ
স্বভাবস্থানপায়াৎ । কিঞ্চ সহকারিজ্ঞোহতিশয়ঃ কিম-
তিশয়াস্তরমারভতে ন বা উভয়থাপি প্রাপ্তদূষণপাষণ-
বর্ষণপ্রসঙ্গঃ । অতিশয়াস্তরারম্ভপক্ষে বহুমুখানবস্থাদৌ-
হ্যমপি স্ম্যৎ অতিশয়ে জনয়িতব্যে সহকার্য্যস্তরাপে-
ক্ষায়াঃ তৎপরম্পরাপাত ইত্যেকানবস্থা আশ্বেয়া তথাহি
সহকারিভিঃ সলিলপবনাদিভিঃ পদার্থসার্থৈরাধীয্যমানে
বীজস্ম্যতিশয়ে বীজমুৎপাদকমভূতপেয়ম্ অপরথা তদ-
ভাবোহপ্যতিশয়ঃ প্রাপ্তুর্ভবেৎ বীজজ্ঞাতিশয়গাদধানং সহ-

তেই আহাদিগের ফল হয়, ভাবপদার্থ চক্ষের জায় অনিত্য, তাহাতে
কখনও সংকল হয় না ॥ ৭ ॥

আর যদি বল, ভাবপদার্থে সহকারীর সহিত কার্য্য করে, ইহাই
তাহার স্বভাব, তাহাইহলে কখনও সহকারীকে পরিত্যাগ করিত না,
বরং সেই সহকারী পলায়ন করিলে গলদেশে রজ্জুবদ্ধনপূর্ব্বক আনয়ন
করিয়া কার্য্য করাইত, যেহেতু কদাচ স্বভাবের অজ্ঞথা হয় না, আর সহ-
কারী যে কার্য্য উৎপাদান করে, তাহা অতিরিক্ত, সেই সহকারী অতি-
রিক্তাস্তর জন্মায় কি না? উভয়থাই প্রাপ্ত দূষণরূপ পাষণবর্ষণপ্রসঙ্গ
আছে । আর যদি বল, সহকারীরা অতিশয়াস্তর আরম্ভ করে, তাহা-
ইহলে বহুবিধ অনবস্থা দোষ হয় । যখন অতিরিক্ত কার্য্য জন্মিবে, তখনও
অন্য সহকারীর অপেক্ষা করে, এইরূপ পরস্পর অপেক্ষিতত্বপ্রযুক্ত এক
অনবস্থা দোষ হয় । বীজোৎপত্তির প্রীতি জলবায়ু প্রভৃতি সহকারীপদার্থ
সাধকের সহকারিতাতেই বীজ উৎপাদক হয়, অজ্ঞথা তাহার অভাবে

কারিসাপেক্ষমেবাধতে অথবা সর্বদোপকারাপত্তৌ অঙ্ক-
রস্তাপি সদোদয়ঃ প্রসজ্যেত । তস্মাদতিশয়ার্থমপেক্ষ-
মাণৈঃ সহকারিভিরতিশয়াস্তরমাধেয়ং বীজৈ তস্মিন্নপ্যুপ-
কারে পূর্বক্ৰমেন সহকারিসাপেক্ষা বীজস্ত জনকভে
সহকারিসম্পাদ্য বীজগতাতিশয়ানবস্থা প্রথম ব্যব-
স্থিতা ॥ ৮ ॥

অথোপকারঃ কার্য্যার্থমপেক্ষমাণোহপি বীজাদিনির-
পেক্ষং কার্য্যং জন্য়তি তৎসাপেক্ষো বা । প্রথমে
বীজাদেবাহেতুত্বমাপত্তেং । দ্বিতীয়ে অপেক্ষ্যমাণেন
বীজাদিনা উপকারে অতিশয় আধেয় এব তত্র তত্রা-
পীতি বীজাদিজ্ঞাত্যতিশয়নিষ্ঠাতিশয়পরম্পরাপাত ইতি
দ্বিতীয়ানবস্থা স্থিরা ভবেৎ । এবমপেক্ষ্যমাণেনোপকা-

অনুরূপে প্রাপ্তৃত্ব ইহীয়া থাকে । বীজসকল যে, অতিরিক্ত কার্য্য
জন্মায়, তাহাও সহকারীসাপেক্ষ । অথবা সর্বদা উপকারসম্ভবে সর্ব-
দাই বীজ ইহাতে অঙ্কুরের উৎপত্তি ইহাতে পারে । অতএব অতিশয়ার্থ
অপেক্ষমাণ সহকারী সকল বীজেতে শক্ত্যস্তরাদান করে । সেই উপকারে
পূর্বোক্তপ্রকারে সহকারীসাপেক্ষ বীজের জনকত্ববিষয়ে অথ সহকারী
সম্পাদ্য বীজস্থিত অতিশয় অবস্থাই প্রথম অনবস্থা ব্যবস্থিত আছে ॥ ৮ ॥

বল দেখি,—কার্য্যসাধনের নিমিত্ত উপকারের অপেক্ষা করে কি
না ? এবং বীজাদির অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য জন্মায় কি না ? অথবা
বীজাদির অপেক্ষা করিয়া কার্য্য জন্মায় ? ইহাতে যদি বল, বীজাদির
অপেক্ষা করে না, তাহাহইলে বীজাদি অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু নহে,
ইহাই ইহাতে পারে । আর যদি বল, সহকারী অঙ্কুরোৎপাদনে বীজাদির
অপেক্ষা করে, তাহাহইলে অনবস্থা দোষের অবস্থিতি স্থিরতর হয় ।

রেণ বীজাদৌ ধর্মিণ্যুপকারান্তরমাধেয়মিত্যুপকারাধেয়-
বীজাতিশয়াশ্রয়াতিশয়পরম্পরাপাত ইতি তৃতীয়ানবস্থা
দুরবস্থা স্যাৎ । অথ ভাবাদভিমোহতিশয়ঃ সহকারিভি-
রাধীযত ইত্যুপগমাতে তর্হি প্রাচীনো ভাবোহনতি-
শয়াত্মা নিবৃত্তঃ অন্তশ্চাতিশয়াত্মা কুব্জরূপাদিপদ বেদ-
নীয়ো জায়ত ইতি কলিতং সমাপি মনোরথক্রমেণ ॥ ৯ ॥

তস্মাদক্ষণিকস্বার্থক্রিয়া দুর্ঘটা নাপ্যক্রমেণ ঘটতে
বিকল্পাসহস্রাৎ । তথাহি যুগপৎসকলকার্য্যকরণসমর্থঃ
সভাবন্তুদূতরকালমনুবর্ততে ন বা । প্রথমে তৎকালবৎ
কালান্তরেহপি তাবৎ কার্য্যকরণমাপত্তেত । দ্বিতীয়ে
স্থায়িত্বরূপাশা মূমিকভক্ষিতবীজাদাবক্ষুরাদিজননপ্রার্থনা-
মনুহরেৎ । যৎ বিরুদ্ধস্বাধাস্তং তন্মানা যথা শীতোষ্ণে
বিরুদ্ধস্বাধাস্তশ্চায়মিতি জলধরে প্রতিবন্ধমিচ্ছিঃ । ন

এইরূপে বীজাদিতে উপকারের অপেক্ষাহেতু উপকারান্তর আবশ্যকীয়
বোধ হইতেছে, এই নিমিত্ত পরস্পর উপকার ও আধেয়ভাবের অতিশয়
আশ্রয়াশ্রয়িতাপ্রযুক্ত তৃতীয় অবস্থা ঘটয়া উঠে ; সুতরাং কার্য্যের দুব-
বস্থাপাত হইতেছে । আর যদি ইহাই স্বীকার কর যে, সহকারীরা ভাব
হইতে অতিশয় অভিন্নভাবে আশ্রয় করে, তাহাইহে অনতিশয় প্রাচীন-
ভাবে নিবৃত্ত হয়, যাহা আশ্রয়াতিশয়স্বরূপ, তাহাও অন্তপ্রকাব ; সুতরাং
আমার মনোরথই সফল হইল ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত কাবণে জানা যায় যে, অক্ষণিকের অর্থক্রিয়াও দুর্ঘট, আর
বিকল্পতাহেতু, অক্রমেও অর্থক্রিয়া ঘটতেছে না । এইক্ষণ আশঙ্কা
হইতেছে যে, স্বভাবট সকল কার্য্যকরণসমর্থ, উহা উত্তরকালের অনুবর্তন
কবে কি না ? যদি বল, উত্তরকালের অনুবর্তন করে, তাহাইহে সেই
কালের স্থায় কালান্তরেও কার্য্যকরণ সম্ভবিত্তে পারে । আর উত্তর কালের

চায়মসিক্তো হেতুঃ স্থায়িনি কালভেদেন সামর্থ্যাসাম-
র্থ্যয়োঃ প্রসঙ্গতদ্বিপৰ্য্যয়সিদ্ধত্বাত্ত্রাসামর্থ্যসাধকৌ প্রস-
ঙ্গতদ্বিপৰ্য্যয়ো প্রাপ্তৌ সামর্থ্যসাধকাবভিধীয়তে যদ্যদা
যজ্জননাসমর্থং তত্তদা তন্ন করোতি যথা শিলাশকলমঙ্কু-
রম্ অসমর্থশচায়ং বর্তমানার্থক্রিয়াকরণকালে অতীতানা-
গতয়োর্থক্রিয়য়ো রতিপ্রসঙ্গঃ যদ্যদা যৎ করোতি
তত্তদা তত্র সমর্থং যথা সামগ্রী স্বকার্যে করোতি চায়-
মতীতানাগতকালে তৎকালবর্ত্তিণ্যাবর্থক্রিয়ে ভাব ইতি
প্রসঙ্গব্যত্যয়ঃ বিপর্য্যয়ঃ । তস্মাদ্বিপক্ষে ক্রমযোগপদ্য-
ব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপকানুপলন্তেনাধিগতব্যতিরেকব্যাপ্তিকং
প্রসঙ্গতদ্বিপৰ্য্যয়বলাৎ গৃহীতাস্বমব্যাপ্তিকং মত্বং ক্ষণিকত্ব-
পক্ষ এব ব্যবস্থাস্ততীতি সিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

অনুবর্তন না করিলে স্থায়িত্বভিত্তির আশা মুখিকভক্তি বীজের অঙ্কু-
জনন প্রার্থনার ছায় অলীক হইতেছে । আব যে বিরুদ্ধধর্মের সংযোগ
তাহাও অনেকবিধ, যেমন শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি । জলধরে যে প্রতিবদ্ধ-
সিদ্ধি, তাহাও বিরুদ্ধ ধর্ম জানিবে, আর ইহা অসিদ্ধহেতু নহে, স্থায়ী-
বিষয়ে কালভেদহেতু সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের প্রসঙ্গ ও তদ্বিপৰ্য্যয়সিদ্ধত্ব-
প্রযুক্ত প্রাপ্ত প্রসঙ্গ ও তদ্বিপৰ্য্যয় অসামর্থ্যসাধক হইতেছে । অতএব
সামর্থ্যই কার্যসাধক বলিয়া জানা যায় । যখন যাহা কার্যজননের অস-
মর্থ হয়, তখন তাহা কার্য করিতে পারে না, যেমন শিলাখণ্ড অঙ্কুরোৎ-
পাদনের প্রতি অসমর্থ । আর বর্ত্তমানার্থ ক্রিয়াতে এবং অতীত ও
অনাগত অর্থক্রিয়াতে অতিপ্রসঙ্গ হয় । যখন যে যাহা করে, তখন
সে তাহাতে সমর্থ হইয়া থাকে । যেমন কার্যমানের প্রতিই সেই
কার্যের সামগ্রী কার্যসাধনে সমর্থ হয় । অতএব বিপক্ষে ক্রমযোগ
ব্যাবৃত্তি অনুসারে ব্যাপকানুলম্বহেতু অধিগত ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এবং

তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—যৎ সত্তং ক্ষণিকং যথা জলধরঃ
সন্তুশ্চ জ্ঞানী সত্তাশক্তিরিহার্থকশ্মনি মিত্তেঃ সিদ্ধেষু
সিদ্ধা ন সা । নাপ্যেতৈব বিধান্থা পরকৃতেনাপি
ক্রিয়াদির্ভবেৎ হেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ
বিশ্রাম্যতীতি ॥ ১১ ॥

ন চ কণভক্ষাকচরণাদিপক্ষকক্ষীকারণে সত্তাসামান্য-
যোগিত্বমেব সত্ত্বমিতি সন্তব্যং সামান্যবিশেষগমবায়ানাম
সত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন চ তত্র স্বরূপসত্তানিবন্ধনঃ সদ্যবহারঃ
প্রয়োজকগোরবাপত্তেঃ অনুগতত্বানুগতত্ববিকল্পপরাহ-
তেশ্চ সৰ্পপমহীধরাদিষু বিলক্ষণেষু ক্ষণেষুগতত্বাকারত্ব
মণিষু সূত্রবদ্ধত্বগণেষু গুণবচ্চাপ্রতিভাসনাচ্চ ॥ ১২ ॥

প্রসঙ্গত তদ্বিপৰ্য্যয়বশতঃ গৃহীত অবয়ব্যাপ্তিহেতু ক্ষণিকত্বপক্ষই সিদ্ধ
হইল ॥ ১০ ॥

জ্ঞানশ্রী বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ সং, তাহাই ক্ষণিক, যেমন আকাশে
মেঘ বিদ্যমান দেখা যায়, ক্ষণকাল পরেই তাহার অভাব হয় । এই
সকল পদার্থের বিদ্যমানতা ক্রিয়ামাত্রেই সিদ্ধ আছে । আর উহা এক
বিধও নহে, অতথা পরিনিমিত্তেও ক্রিয়াদি হইতে পাবে । ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিও
দ্বিবিধ, অতএব তাহা সাধ্যেতে বর্তমান আছে ॥ ১১ ॥

কণাদ ও অক্ষপাদাদির মত স্বীকার করিয়া সত্তাসামান্যযোগিত্বই
সব্ব ইহাও বলা যায় না । যেহেতু সামান্যও বিশেষের সমবায়ের সত্ত্বপ্রসঙ্গ
হয় । আর যদি তাহার স্বরূপসত্তানিবন্ধন সদ্যবহার হয় না বল, তাহাইহলে
প্রয়োজকের গোরবাপত্তি হইয়া উঠে । আর অনুগতত্ব ও অননুগতত্ব এই
বিকল্পের পরাভব হইয়া থাকে । কখনও অতি বিধম সৰ্প ও পর্শতে এবং
মণি ও গুণবদ্ধ ভৌতিকপদার্থের সমান প্রতিভাস হয় না ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ সামান্যং সৰ্বগতং স্বাশ্রয়সৰ্বগতং বা প্রথমে সৰ্ববস্তুসম্বন্ধরপ্রসঙ্গঃ অপসিদ্ধান্তাপত্তিশ্চ যতঃ প্রোক্তং প্রশস্তপাদেন অবিসয়সৰ্বগতমিতি । কিঞ্চ বিদ্যमानে ঘটে বর্তমানং সামান্যমন্ত্র জায়মানেন সম্বধ্যমানং তস্মাদাংগচ্ছৎ সম্বধ্যতে অনাগচ্ছদা আদ্যে দ্রব্যত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে সম্বন্ধানুপপত্তিঃ । কিঞ্চ বিনষ্টে ঘটে সামান্য-মবতিষ্ঠতে বিনশ্চতি স্থানান্তরং গচ্ছতি বা প্রথমে নিরাধারত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে নিত্যত্ববাচো যুক্ত্যযুক্তিঃ তৃতীয়ে দ্রব্যত্বপ্রসক্তিঃ ইত্যাদি দুষণগ্রস্তত্বাং সামান্যমপ্রামাণিকম্ ॥ ১৩ ॥

পক্ষান্তবে বলিতেছে,—সামান্যই কি সৰ্বগত ? কিম্বা স্বাশ্রয়ই সৰ্বগত ? এই আশঙ্ক্য যদি বল, সামান্যই সৰ্বগত, তাহাইলে সৰ্ববস্তুর সাধারণ্যপ্রসঙ্গ হয়, আর অপসিদ্ধান্তেব উপপত্তি হয় । যেহেতু প্রথমপাদেই সৰ্বগতত্ব উক্ত আছে । আর বিদ্যমান ঘটেতেই সামান্য বর্তমান রহিয়াছে, অন্ত্র জায়মান পদার্থের সম্বন্ধমাত্র দেখা যায় । অতএব বাহ্য বর্তমান, তাহার সহিতই সম্বন্ধ হয় ? কি যাহা অবর্তমান তাহার সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে ? তাহার আদ্যপক্ষে দ্রব্যত্বাপত্তি এবং দ্বিতীযপক্ষে সম্বন্ধের অনুপপত্তি হয় । পক্ষান্তবে বলিতেছে,—বিনষ্ট ঘটেতেই সামান্য বর্তমান থাকে ? অথবা ঘটের নাশে তাহার নাশ হয় ? কিম্বা উহা স্থানান্তরে গমন করে ? যদি বল, বিনষ্ট ঘটেই উহা বর্তমান থাকে, তাহাইলে নিরাধারাপত্তি হয়, অর্থাৎ ঘটের নাশে কোন আধারে তাহা বর্তমান থাকিতে পারে । আব ঘটেব নাশে সামান্য বিনষ্ট হয়, এই কথা বলিলে সামান্যের নিত্যত্বাবাক্য অলৌকিক হইয়া পড়ে । আর ঘটের নাশ হইলে সামান্য অন্ত্র গমন করে, এই কথা বলিলে দ্রব্যত্বপ্রসক্তি হয় । এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, সামান্য উক্ত দোষসমূহ গ্রস্তবিধায় উহা অপ্রামাণিক ॥ ১৩ ॥

তদুক্তম্—অন্যত্র বর্তমানস্য ততোহন্যস্থানজন্মানি ।

তস্মাদচলতঃ স্থানাদবৃত্তিরিত্যতিযুক্ততা ॥

যত্রাসৌ বর্ততে ভাবস্তেন সম্বধ্যতে ন তু ।

তদেধিনঞ্চ ব্যাপ্নোতি কিমপ্যেতন্মহাদুতম্ ॥

ন যাতি ন চ তত্রাসীদস্তি পশ্চাৎচাংশবৎ ।

জহাতি পূর্বং নাধারমহো ব্যসনসমুত্তিরিতি ॥

অনুবৃত্তপ্রত্যয়ঃ কিমালম্বন ইতি চেৎ অঙ্গ অণ্যাপী-
হালম্বন এবেতি সম্ভোষ্টব্যাম্যুজ্ঞতেতি অনলগতিপ্রস-
ঙ্গেন ॥ ১৪ ॥

সর্বস্য সংসারস্য দুঃখান্নকল্পং সর্বতীর্থকরসম্মতম্
অন্থথা তন্নিবর্তয়িষ্যাং তেষাং তন্নিবৃত্ত্যুপায়ে প্রবৃত্ত্যানু-
পপত্তেঃ । তস্মাৎ সর্বং দুঃখং দুঃখমিতি ভাবনীয়ম্ ।
ননু কিং বদিতি পৃষ্ঠে দৃষ্টান্তঃ কথনীয় ইতি চেন্নৈবং

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অন্যত্র বর্তমান পদার্থের অন্যস্থানে অবস্থান
ও অন্যস্থানে জন্ম হইতে পারে, কিন্তু যাহারা স্বস্থান হইতে সচল, তাহা-
দিগেরই এইরূপ বৃত্তি হইয়া থাকে । ইহা যুক্তিগত মত নহে । যে স্থানে
ভাবপদার্থ বর্তমান থাকে, সেই স্থানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই,
কেবল তত্রত্য পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকে, ইহা মহা অদ্ভুত ঘটনা নহে ।
যাহা অন্যত্র গমন করে না, সেইস্থানে পূর্বেও ছিল না এবং পরেও অংশ-
রূপে নাই, সেই পদার্থ পুনরাধার পবিত্যাগ করে না । ইহাই স্থিরবৃত্তি
জানিবে ॥ ১৪ ॥

সকলের পক্ষেই সংসার দুঃখকর, ইহাই সর্বসম্মতপক্ষ । অন্থথা
সংসারনিবৃত্তিসমুৎস্রকদিগের সংসারনিবৃত্তির উপায়ে প্রবৃত্তিব অনুপ-
পত্তি হয় । অতএব সর্বসংসারই দুঃখজনক, ইহাই ভাবনা কবিত্তে
হইবে । এই বিষয়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, সংসার কাহার গ্রায়

স্বলক্ষণানাং ক্ষণানাং ক্ষণিকতয়া সালক্ষণ্যভাবাৎ নৈতেন
সদৃশমপরমিতি বক্তৃশমশ্যত্বাৎ । ততঃ স্বলক্ষণং স্বল-
ক্ষণমিতি ভাবনীয়ম্ । এবং শূন্যং শূন্যমপি ভাবনীয়ং
স্বপ্নে জাগরণে চ ন ময়া দৃষ্টমিদং রজতাদৌতি বিশিষ্ট-
নিষেধস্তাপলম্ব্যত্বাৎ । যদি দৃষ্টং সৎ তদা তদ্বিশিষ্টস্য
দর্শনশ্চেদন্তায়া অধিষ্ঠানস্য চ তস্মিন্নধ্যস্তস্য রজতত্বাদে-
স্তৎসম্বন্ধস্য চ সমবায়াদেঃ সত্ত্বং স্ত্রীং ন চৈতদিকং কস্ত-
চিৎপ্রাদিনঃ । ন চার্কজরতীয়মুচিতং ন হি কুরুট্যা একো
ভাগঃ পাকায় অপরো ভাগঃ প্রসবায় কল্যাণামিতি
কল্পাতে । তস্মাদধ্যস্তাধিষ্ঠানতৎসম্বন্ধদর্শনদ্রষ্টৃণাং মধ্যে
একস্থানে কস্ত বা অসত্ত্বে নিষেধবিয়ত্বেন সর্বস্তাসত্ত্বং
বলাদাপতেদिति ভগবতোপদিষ্টে মাধ্যমিকাস্তাবদ্রুতম-

ভূতং প্রদান করে ? ইহাতে দৃষ্টান্তকথন আবশ্যক, তাহা নহে, স্বলক্ষণ-
ক্ষণের ক্ষণিকত্বহেতু সালক্ষণ্যের অভাব আছে, অর্থাৎ সদৃশ্যভাবপ্রযুক্ত
দৃষ্টান্তোপস্থাপন অসম্ভব, সংসারে যেকোন ভূতভোগ হয়, এইরূপ ভূতের
অন্তর সম্ভব নাই বলিয়াই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা সাংসারিক ভূতের প্রকাশ
হইতে পারে না । অতএব যাহার কোন লক্ষণ নাই, তাহাকে তৎস্বরূপে
ভাবনা করিবে, যেমন শূন্যকে শূন্যস্বরূপেই জ্ঞান করিতে হয় । আমি
স্বপ্নে কি জাগরণে রজতাদি দেখি নাই, এইস্থলেও বিশিষ্ট নিষেধের অপ-
লাভ আছে । আর যদি দৃষ্টপদার্থই সৎ হয়, তাহাহইলে তদ্বিশিষ্টের
দর্শন হইলেই তাহার অধিষ্ঠানের এবং সেই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত রজতাদি
ও তৎসম্বন্ধ সমবায়াদিসত্তা জানা যায়, ইহা কোন বাদীরাও স্বীকার
করেন না । আর অর্ক জরতীয়মতও উচিত হয় না, যেহেতু কুরুটীর
একভাগ পাকার্থ এবং অপরভাগ প্রসবার্থ এইরূপ কল্পনা করা যায় না ।
অতএব সমাস্ত্র. অধিষ্ঠান ও তৎসম্বন্ধ দর্শনদ্রষ্টাদিগের মধ্যে একের বিধা

প্রজ্ঞা ইথমচীকথন্ । ভিক্ষুপাদপ্রসারণশ্চায়েন কণভস্মা-
দ্যভিধানমুগেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগতসৰ্ব্বসত্যত্ব-
ভ্রমব্যাবর্তনেন সৰ্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্য্যবসানাম্ । অত-
স্তত্ত্বং সদসদ্ব্যনুভয়ানুভয়াকচতুকোটিবিনিস্মৃক্তং শূন্যমেব ।
তথাহি যদি ঘটাদে: সত্ত্বং স্বভাবস্তর্হি কারকব্যাপারবৈয়-
র্থ্যম্ । অসৎ স্বভাব ইতি পক্ষে প্রাচীন এব দোষ:
প্রাচুর্য্যং ॥ ১৫ ॥ ১৩৫৭০৫

যথোক্তম্—ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেব যুক্ত্যতে ।
কার্য্যশ্চাসম্ভবী হেতুঃ খপুষ্পাদেবাসত ইতি ॥

বিরোধাদিতরৌ পক্ষাবনুপপন্নৌ তদুক্তং ভগবতা-
লঙ্কাবতীরে—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধারণ্যতে ।

অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতা ইতি ॥

অনেকের অসম্মতে বলপূর্ব্বক সকলের অসম্মত আপত্তি হয় । ভগব-
দ্রূপদিষ্টবিষয়ের মধ্যে ৭ উত্তমপ্রাজ্ঞমাদামিকেরাই এইরূপ কহিয়াছেন ।—
কণভস্মাদিকণনদ্বারা স্থায়িত্বানুকূল জ্ঞাতব্যার্থাভগত সকল পদার্থই সত্যত্ব-
ব্রাহ্মণের ব্যাবর্তনহেতু সৰ্ব্বশূন্যতাই পর্য্যবসিত হইতেছে । অতএব তত্ত্বই
সৎ ও অসৎ এই উভয়ানুক, বাস্তবিক উহা শূন্য । যদি ঘটাদির সত্ত্বই
স্বভাব হইত, তাহাহইলে কণাদিকাব্যাপার ব্যর্থ হয় । আর অসৎ
স্বভাবপক্ষেও প্রাচীনদোষের প্রাচুর্য্য হইয়া উঠে ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন আকাশাদির কারণাপেক্ষা নাই,
সেইরূপ সংস্কারার্থো কাবণাপেক্ষা যুক্ত হয় না, আব যেমন আকাশকুন্ড-
লের কার্য্য অসম্ভব, সেইরূপ অসংস্কারার্থে অভাবহেতুই তাহার কার্য্য
অসম্ভব জানিবে । আব বিরোধহেতু ইতর পক্ষদ্বয়ও অমুপপন্ন হইতেছে,

ইদং বস্তুবলয়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ ।

যথা যথার্থাশ্চিত্যন্তে বিশীর্ঘ্যন্তে তথা তথ্যেতি চ ॥

ন কচিদপি পক্ষে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । দৃষ্টার্থব্যব-
হারশ্চ ন স্বপ্নব্যবহারবৎ সংবৃত্ত্যা সঙ্গচ্ছতে ।

অত এবোক্তম্—পরিভ্রাট্কা মুকশুনামেকশ্চাং প্রমদাতনে
কুণপঃ কামিনীভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনা ইতি ॥ ১৬ ॥

তদেবং ভাবনাচতুষ্টয়বশান্নিখিলবাসনানিবৃত্তৌ পর-
নির্বাণং শূন্যরূপং সৎস্মৃতীতি বয়ং কৃতার্থাঃ নাস্মাক-
ম্পদেদংশং কিঞ্চিদন্তীতি । শিষ্যস্তাবদযোগশ্চাচারশ্চেতি
দ্বয়ং করণীয়ম্ । তত্রাপ্রাপ্তস্বার্থস্য প্রাপ্তয়ে পর্য্যায়যোগো
যোগঃ গুরুভ্রাতৃস্বার্থস্বাক্ষীকরণমাচারঃ গুরুভ্রাতৃস্বাক্ষীকরণা-
ছুত্তরাঃ পর্য্যায়যোগস্বাক্ষীকরণাদধমাশ্চ অতন্তেষাং মাধ্য-
মিকা ইতি প্রগিদ্ধিঃ । গুরুভ্রাতৃভাবনাচতুষ্টয়ং বাহ্যার্থস্য
শূন্যত্বং চাক্ষীকৃত্যন্তরস্য শূন্যত্বাক্ষীকৃতং কথমতি ?

ভগবান লঙ্কাবতীরে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিদ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থেব স্বভাব
অবধারণ করা যায় না, অতএব পদার্থসকলের কোন স্বভাব নাই, ইহাই
জানা যায় । আর ইহা এই বস্তু,—পণ্ডিতেরা বলপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া
থাকেন । যেহেতু যে যে স্থানে বস্তুর নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে
তাহারা শীর্ণ হয় ; সুতরাং বস্তুসত্তাই অসম্ভব হইতেছে । দৃষ্টার্থব্যবহারও
বৃত্তিক্রমে সম্ভব হয় না । অতএব কথিত আছে যে, পরিভ্রাজক, কামুক ও
কুরু, ইহারা সকলেই এক প্রমদা শরীরে সমাশ্রিত । পরন্তু ইহাদিগের
প্রকার ভেদ আছে ॥ ১৬ ॥

তবে ভাবনাচতুষ্টয়বশত নিখিল বাসনাব নিবৃত্তি হইলে যে পবন
নির্বাণ পদলাভ হয়, তাহাও শূন্যরূপে সিদ্ধ হইতেছে, এইক্ষণ আমরাই

পর্যায়যোগস্থ কীরণাং কেষাকিদ্ যোগাচারপ্রথা । এষা
হি তেষাং পরিভাষা স্বয়ং বেদনং তাবদঙ্গীকার্য্যম্ অত্থা
জগদাক্ষ্যং প্রসজ্যেত । তৎ কীর্ত্তিতং ধর্ম্মকীর্ত্তিনা ॥ ১৭ ॥

অপ্রত্যক্ষোপলব্ধস্য নার্পদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতীতি । বাহ্যং
গ্রাহ্যং নোপপদ্যত এব বিকল্পানুপপত্তেঃ । অর্থো জ্ঞান-
গ্রাহ্যো ভাবাত্মপন্নো ভবতি অনুৎপন্নো বা ন পূর্ব্বঃ
উৎপন্নস্য হিতাভাবাৎ নাপরঃ অনুৎপন্নস্তাসম্বাৎ । অথ-
নন্তেষাং অতীত এবার্থো জ্ঞানগ্রাহ্যঃ তজ্জনকত্বাদিতি

কৃতার্থ হইলাম, আমিদিগেব আমি কোন উপদেশ নাই । কিন্তু শিষ্যগণ
যোগ ও আচার এই দুই কার্য্য করিলে । অর্থাৎ অর্পণ গ্রাহ্য নিমিত্ত
যে পর্যায়যোগ, তাহাকেই যোগ বলা যায়, আর শুক যাহা বলেন, তাহা
স্বীকারই আচার । যাহারা শুক উপদেশ গ্রহণ করে, তাহারাও উদ্ভ-
নাদিকাবী, আমি যাহাও যোগান্তধান কবে না তাহারা অদমাদিকারী ।
অতএব মাধ্যমিকাদিকাবী প্রসিদ্ধই আছে । অকৃত্ত ভাবনাচতুষ্টয় ও
শূন্যতা স্বীকার করিলে সান্ত্বিকের শূন্যতা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে ?
যোগাচরণহেতুই কোন কোন ব্যক্তি যোগাচরণপ্রথা প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।
ইহা তাহাদিগেব পরিভাস্যামাত্র । স্বয়ং জ্ঞানই তাহাদিগেব স্বীকার্য্য,
অত্থা জগতেরই অকৃত্তা প্রসঙ্গ হইয়া উঠে । ইহাই ধর্ম্মকীর্ত্তি মানবগণ
কীতন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

আমি অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের অর্পদৃষ্টি প্রসিদ্ধ নাই, যেহেতু বাহ্যপদার্থ
গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য ? এইরূপ বিকল্পেব উপপত্তি সম্ভব । জ্ঞানগ্রাহ্য অর্থ
কি ভাবপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, অথবা অভাবজ্ঞা ? ইত্যেতত্তত্ত্বা এই
যে, জ্ঞানগ্রাহ্য অর্থ ভাবপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ
উৎপন্ন পদার্থের স্থিতি নাই । আমি অভাবজ্ঞা ইহাও হইতে পারে না,
যেহেতু অনুৎপন্নের সত্তা অসম্ভব । যদি ইহাই জ্ঞান কর যে, তজ্জনকত্ব-
হেতু অতীত অর্থই জ্ঞানগ্রাহ্য, ইহাও বালকের বাক্য, যেহেতু অতী-

তদপি বালভাষিতং বর্তমানতাবভাগবিরোধাৎ ইন্দ্রিয়া-
দেৱপি গ্রাহ্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ গ্রাহ্যঃ কিং পরমাণুরূপোহর্থঃ অবয়বরূপো বা ।
ন চরমঃ কুৎসৈকদেশবিকল্পাদিনা তন্নিরাকরণাৎ । ন
প্রথমঃ অত্রীন্দ্রিয়ত্বাৎ ঘটকেন যুগপদযোগস্ত বাধকত্বাচ্চ ।
যথোক্তম্—

ঘটকেন যুগপদযোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা ।

তেষামপ্যেকদেশোহে পিণ্ডঃ স্রাদ্ধমাত্রক ইতি ॥

তস্মাৎ স্বব্যতিরিক্তগ্রাহ্যবিরহাত্তদাত্মিকাবুদ্ধি স্বয়মেব
স্বাত্মরূপপ্রকাশিকা প্রকাশবদিতি সিদ্ধম্ । তদুক্তম্—

নান্তোহনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তত্তা নানুভবোহপরঃ ।

গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধূর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ইতি ॥ ১৯ ॥

তার্থের বর্তমানতার বিরোধ আছে এবং ইন্দ্রিয়াদিরও গ্রাহ্যত্ব প্রসঙ্গ হয় ।
অতএব অতীতার্থ জ্ঞানগ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—পরমাণুরূপেই কি অর্থগ্রহণ হয়, অথবা অব-
য়বরূপে অর্থগ্রহণ হইয়া থাকে ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অবয়বরূপে
অর্থগ্রহণ হয়, ইহা বলা যায় না । কারণ সর্বপদার্থের কি একদেশের
জ্ঞান হয় ? এইরূপ বিকল্পদ্বারাই তাহার নিরাস হইতেছে । আর পর-
মাণুরূপে অর্থগ্রহণ হয়, ইহাও সম্ভবে না । বেহেতু পরমাণু অতীন্দ্রিয়, তাহা
গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং ঘটপদার্থের একদা যোগে বাধক আছে ।
শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ঘটপদার্থের একদা বোঁগ স্বীকার করিলে পর-
মাণুরও ষড়ংশ হইতে পারে । আর ভাহাদিগের একদেশমাত্র বলিলে
পিণ্ডও অণুমাত্র হইয়া উঠে । অতএব স্বব্যতিরেকে গ্রাহ্য হইতে পারে না ;
অতরাং তৎস্বরূপবুদ্ধি স্বয়ংই আত্মরূপে প্রকাশ পায় । যেমন প্রকাশ
আপনি বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বস্তুবিষয়ক বুদ্ধিও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া

গ্রাহগ্রাহকয়োঃ ভেদশ্চানুগাতব্যঃ তদ্ব্যেত্যে যেন
বেদনেন তত্ততো ন ভিদ্যতে যথা জ্ঞানেনাত্মা বেদ্যন্তে
তৈশ্চ নীলাদয়ঃ । ভেদে হি সত্যধুনা অনেকার্থস্ত সন্ম-
ক্লিষ্টং ন স্মাৎ তাদাত্ম্যস্ত নিয়মহেতোরভাবাৎ তদ্বৎ-
পত্তেরনিয়ামকত্বাৎ যশ্চায়াং গ্রাহগ্রাহকসংবিভীনাং পৃথ-
গবভাসঃ স একস্মিংশ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাস ইব ভ্রমঃ
অত্রাপ্যাদিরবিচ্ছিন্নপ্রবাহভেদবাসনৈব নিমিত্তম্ ।

যথোক্তম্—

সহোপলম্বনিয়মাদভেদো নীলতন্ধিযোঃ ।

ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দ্রবিবাদয় ইতি ॥

অবিভাগোহপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্যাসিতদর্শনৈঃ ।

গ্রাহগ্রাহকসংবিভিভেদবানিব লক্ষ্যত ইতি চ ॥

পক্ষে। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, বুদ্ধির অথ অমুভাবনীয় নাই এবং
বুদ্ধিরও অপর অমুভব অসম্ভব, তবে গ্রাহ ও গ্রাহকেব বৈচিত্র্যবশত
স্বয়ংই বুদ্ধিপ্রকাশ পায় ॥ ১৯ ॥

আর গ্রাহ ও গ্রাহক এই উভয়ের অভেদহেতু ইহাই অনুমান করা
যাইতে পারে যে, তাহাই জানা যায়, যে জ্ঞানদ্বারা তাহার ভেদজ্ঞান হয়
না, যেমন জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে জানা যাইতে পারে এবং নীলাদিও পরি-
জ্ঞাত হইয়া থাকে । যদি ভেদজ্ঞান থাকে, তাহাহইলে ইদানীং অর্থের
সম্বন্ধ হয় না, যেহেতু তাদাত্ম্যের নিয়মহেতুর অভাবপ্রযুক্ত তত্ত্বপত্তির
নিয়ামকতা আছে । এইরূপে যে গ্রাহগ্রাহক জ্ঞানের পৃথক্ প্রকাশ হয়,
তাহা এক চক্রেতে দ্বিত্বজ্ঞানের স্থায় ভ্রমমাত্র জানিবে । বাস্তবিক এই
বিষয়ে অনাদি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহভেদবাসনাই নিমিত্ত । শাস্ত্রান্তরে উক্ত
আছে যে, একত্র জ্ঞানের উপলক্ষি নিয়ম হইলে নীলপদার্থ ও তাহার
বুদ্ধি ইহাদিগের অভেদ হয় । আর ইহার যে ভেদজ্ঞান, তাহা এক চক্রে

ন চ রসবীৰ্য্যবিপাকাদি সমানমাশামোদকোপার্জিত
মোদকানাং আদিতি বেদিতব্যং বস্তুতো বেদ্যবেদকা-
কারনিধুরায়া অপি বুদ্ধৈর্য্যবহুত্বপরিজ্ঞানানুরোধেন
বিভিন্নগ্রাহ্যগ্রাহকাকাররূপবত্তয়া তিমিরাভ্যাপহতাস্ফাং
কেশেন্দ্র-নাড়ী-জ্ঞানা ভেদবদনাভ্যুপগববাসনাসামর্থ্যাভ্যব-
স্থোপপত্তেঃ পর্যানুযোগাযোগাং । যথোক্তম্—

অবেদ্যবেদকাকারা যথা ভ্রান্তিনিরীক্ষ্যতে ।

বিভক্তলক্ষণগ্রাহ্যগ্রাহকাকারবিপ্লবা ॥

তথ্য বৃত্তব্যবস্থেয়ং কেশাদিজ্ঞানভেদবৎ ।

যদা তদা ন সঞ্চোদ্যা গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণেতি ॥

- তস্মাদ্-বুদ্ধিরেবানাদি-বাসনাবশাদনেকাকারাবভাসত
ইতি সিদ্ধম্ । ততশ্চ প্রাপ্তভাবনা প্রচয়বলানিখিল-

দ্বিধ্যানেব ভ্রান্তি লাভি বলিয়া জানিবে । আব যাহারা বিপরীতদর্শী
তাহাদিগেব গম্ভে বুদ্ধি ও আশ্রয় অবিভাগ গ্রাহ্যগ্রাহকজ্ঞানের ভেদ-
বিশিষ্টের ভ্রায় লক্ষিত হইতেছে । আন রসবীৰ্য্যবিপাকাদি আশামোদকো-
পাদির সমান নহে, ইহাচ জানিতে হইবে । বাস্তবিক বুদ্ধি বেদ্য ও বেদন-
কর্তার অধীন, ব্যবহাবকর্তার পরিজ্ঞানানুরোধে বিভিন্ন গ্রাহ্যগ্রাহকাকার-
রূপবত্তা আছে । যেমন যাহাদিগের চক্ষু অন্ধকাবাদিদ্বারা উপহত হই-
যাছে, তাহাদিগের কেশ, ইন্দ্রিয় ও নাড়ী এই সকলের অভেদজ্ঞান হয়,
সেইরূপ অনাদি উপগববাসনা সামর্থ্যাদির উপপত্তি আছে । শাস্ত্রাস্তরে
উক্ত আছে যে, যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তিব্য প্রকৃতার্থ না জানিয়াও জানিয়াছি
বলিয়া জ্ঞান কবে এবং তাহারা গ্রাহ্য ও গ্রাহকবিভাগ করিতে পারে না,
সেইরূপ বুদ্ধির ব্যপত্তা জানিবে । উপহতচক্ষু ব্যক্তিব কেশাদি জ্ঞান-
ভেদেব ভ্রায় গ্রাহ্যগ্রাহক লক্ষণ বক্তব্য নহে । অতএব জানা যাইতেছে
যে, বুদ্ধিই অনাদিবাবনাবশত অনেকাকারে প্রকাশ পায় । এই নিমিত্তই

বাগনোচ্ছেদবিগলিতবিবিধবিষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধবিজ্ঞা-
নোদয়ো মহোদয় ইতি ॥ ২০ ॥

অথো তু মন্যন্তে যথোক্তং বাহ্যং বস্তুজাতং নাস্তীতি
তদযুক্তং প্রমাণাভাবাৎ । ন চ সহোপলস্তনিয়মঃ প্রমাণ-
মিতি বক্তব্যং বেদ্যবেদকয়োঃ ভেদসাধকত্বেনাভিমতস্য
তস্যা প্রয়োজকত্বেন সন্দিগ্ধবিপক্ষে ব্যাৱৃত্তিকত্বাৎ । ননু
ভেদে সহোপলস্তনিয়মাত্মকং সাধনং ন স্যাদিতি চেন্ন
জ্ঞানস্বাত্ত্বমুখতয়া চ ভেদেন প্রতিভাসমানতয়া একদেশ-
ত্বৈককালত্বলক্ষণসহননিয়মাসম্ভবাচ্চ নীলাদ্যর্থস্য জ্ঞানা-
কারত্বে অহমিতি প্রতিভাসঃ স্যাৎ নস্তদমিতি প্রতিপত্তিঃ
প্রত্যয়াদব্যতিরেকাৎ । অথোচ্যতে জ্ঞানস্বরূপোহপি

পূৰ্ণোক্ত ভাবনাসমূহবশে বাসনাব উচ্ছেদ হইয়া বুদ্ধির বিবিধ বিষয়া-
কাবতা নিবৃত্তি হইলে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকেই মহোদয়
বলিয়া জানা যায় ॥ ২০ ॥

অত্যাশ্র বাদীবা ইহাই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, বাহ্যবস্তুসমূহ
নাই, ইহা গুণিত্যক্তমত নহে, যেহেতু বাহ্যপদার্থ নাই, এই বিষয়ে কোন
প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে না । ইহাও বলা যায় না যে, সহোপলক্ষিই প্রমাণ-
রূপে বিদ্যমান আছে । কাবণ বেদ্য ও বেদক, এই উভয়েব অভেদকত্বে
অভিমত উপলক্ষিব সন্দেহ আছে, যেহেতু বিপক্ষেবা উচার নিবৃত্তি করে ।
যদি বল, ভেদবিষয়ে সহোপলক্ষিনিয়মে প্রয়োজনসাধন হয় না, তাহা
নহে, কাবণ জ্ঞানের আন্তরিকত্বপ্রযুক্ত ভেদরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে ;
সুতরাং একদেশত্ব ও এককালত্ব লক্ষণে সহোপলক্ষিনিয়মের সম্ভব হয় না ।
নীলাদি অর্থের জ্ঞানাকারকত্ব হইলেই “অহং” এইরূপ প্রতিভাস হইতে
পাবে, কিন্তু “ইদং” এই জ্ঞান প্রত্যয়ের অব্যতিবিক্ত নহে । এই বিষয়ে
ইহাই বলা বাহিঁতে পারে যে, জ্ঞানস্বরূপ ও নীলাকার কেবল ভ্রান্তিক্রমে

নীলাংকারো ভ্রাস্ত্র্য বহির্ব্বদ্যেদেন প্রতিভাসত ইতি ন চ
তত্রাহমুল্লেক্ষ ইতি । তথোক্তম্—

পরিচ্ছেদান্তরাদেশায়াং ভাগো বহিরিব স্থিতঃ ।

জ্ঞানস্তাভেদিনো ভেদপ্রতিভাসোহপ্যুপপ্লব ইতি ।

যদন্তজ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্বহির্ব্বদবভাসত ইতি চ ॥ ২১ ॥

তদযুক্তং বাহ্যার্থাভাবে তদুৎপত্তিরহিততয়া বহির্ব্ব-
দিত্যুপমানোক্তেরযুক্তো ন হি বহুমিত্রো বক্ষ্যাপুত্রবদব-
ভাসত ইতি প্রেক্ষাবানচক্ষীত ভেদপ্রতিভাসস্ত ভ্রাস্ত্রে
অভেদপ্রতিভাসস্ত প্রামাণ্যং তৎপ্রামাণ্যে চ ভেদপ্রতি-
ভাসস্ত ভ্রাস্ত্রমিতি পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাচ্চ অবিসংবাদা-
বল্লীতাদিকমেব সংবিদ্যানা বাহ্যমেনোপাদদতে জগত্যা-
পেক্ষন্তেহবাস্ত্রমিতি ব্যবস্থাদর্শনাচ্চ । এবঞ্চায়মভেদ-
সাধকো হেতুর্গোময়পায়সীয়তায়বদাভাসতাং ভজেৎ

বাহ্যপদার্থের জ্ঞান ভেদরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সেইস্থলে অহং শব্দেব
উল্লেখ নাই । শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, এইরূপ বিভাগ পরিচ্ছেদান্তবেব
আদ্য, ইহা বাহ্যপদার্থেব জ্ঞান অবস্থিত আছে । অভেদজ্ঞানেব যে
ভেদ প্রতিভাস তাহা নির্দুষ্টি নহে । আর জ্ঞানের যে আন্তরিকত্ব, তাহাও
বাহ্যপদার্থের জ্ঞান প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২১ ॥

আব বাহ্যপদার্থ স্বীকার না করিলে তাহাদিগের উৎপত্তিরহিতপ্রযুক্ত
“বাহ্যপদার্থের জ্ঞান” এই উপমানোপগ্রাস অযুক্তিক হয় । ভেদজ্ঞান
ভ্রাস্ত্র হইলে অভেদ প্রতিভাসেরই প্রামাণ্য হইয়া উঠে, আর তাহার
প্রামাণ্য হইলে ভেদপ্রতিভাসকে ভ্রাস্ত্র বলা যায় ; সুতরাং পরস্পরাশ্রয়
দোষের প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু নীলজাদিবিষয়ে কোন বিবাদই নাই । এইরূপ
ইটলেই অভেদসাধক গোময়পায়সীজ্ঞানের জ্ঞান আভাসতাভাগী হইতে
পাবে । অতএব বাহ্যপদার্থের জ্ঞান এই কারণ ইহা বলিয়াই বাহ্যপদার্থ

অতোবহির্ষদিত্তি বদতা বাহুং গ্রাহমেবেতি ভাবনীয়-
মিতি ভবদীয় এব বাণো ভবন্তুং প্রহরেৎ ॥ ২২ ॥

ননু জ্ঞানাভিন্নকালস্থার্থস্থ বাহুত্বমনুপপন্নমিতি চেৎ
তদনুপপন্নম্ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধস্থ বিষয়স্তোংপাদ্যে জ্ঞানে
স্বাকারসমর্পকতয়া সমর্পিতেন চাকারেণ তস্থার্থস্থানুমেয়-
তোপপত্তেঃ অতএব পর্য্যনুযোগপরিহারো সমগ্রাহি-
যাতাম্ ।

ভিন্নকালং কথং গ্রাহমিতি চেৎ গ্রাহ্যতাং বিহুঃ ।

হেতুত্বমেব চ ব্যক্তেজ্ঞানাকারার্ণক্ষমমিতি ॥

তথ্যচ যথা পুষ্ঠ্যা ভোজনমনুমীয়তে যথা চ ভাষয়া
দেশঃ যথা বা সম্ভমেণ স্নেহঃ তথা জ্ঞানাকারেণ জ্ঞেয়মনু-
মেয়ম্ । তদুক্তম্—

অর্দ্বেন ঘটয়্যতোনাং ন হি মুক্তাঙ্করূপতাম্ ।

তস্মাৎ প্রমেয়াদিগতেঃ প্রমাণং মেয়রূপতেতি ॥ ২৩ ॥

গ্রাহ্য, ইহা ভাবনা কবিত্তে হইবে, অতএব তোমাদিগের কথা রূপবান্
তোমাদিগকেই প্রহার কবিত্তেছে ॥ ২২ ॥

যদি বল,—জ্ঞানাভিন্ন কালার্ণের বাহুত্ব অনুপপন্ন, ইহারও উপপত্তি
নাই, ইন্দ্রের সম্বন্ধিত্তা বিষয়েব জ্ঞান উৎপন্ন হইলে স্বীয় আকারের সমর্প-
কতাপ্রযুক্ত সমর্পিত আকারে সেই অর্থের অনুমান হয়, অতএব পর্য্যনু-
যোগ ও পরিহার গ্রহণ কবা হইয়াছে । এই বিষয়ের প্রাচীন উপদেশ
আছে যে, ভিন্নকাল কিরূপে গ্রহণ কবা যাইতে পারে ? এই আশঙ্কায়
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির হেতুত্বই জ্ঞানাকারসমর্পণে সক্ষম হয় । এট-
ক্ষণে ইহাই জানা যাইতেছে যে, যেমন পুষ্টিদ্বারা ভোজন অনুমিত হয়,
যেমন ভাষাদ্বারা দেশ অনুমিত হয় এবং সম্ভবদ্বারা স্নেহ অনুমিত হয়,
সেইরূপ জ্ঞানাকারে জ্ঞেয় পদার্থের অনুমান হইয়া থাকে । এই বিষয়ে

ন হি বিত্তিসম্ভব তদেদনা যুক্তা তস্মাৎ সর্বজ্ঞা-
বিশেষাৎ তাস্ত্ব সারূপ্যাবিশেষে সারূপ্যিত্বং ঘটয়েদিত্তি
চ । তথাচ বাহ্যার্শমস্তাবে প্রয়োগঃ যে যস্মিন্ সত্যপি
কদাচিৎকাঃ তে সর্বে তদতিরিক্তসাপেক্ষাঃ যথা অবি-
বক্ষতি অজিগমিসতি স্যি বচনগমনপ্রতিভাসা সা বিবক্ষু-
জিগমিষু-পুরুষান্তরসন্তান-সাপেক্ষা তথাচ বিবাদাধ্যা-
মিতাঃ প্রবৃতিপ্রত্যয়াঃ সত্যপ্যালয়বিজ্ঞানে কদাচিদেব
নীলাদ্যুল্লেখনা ইতি । তত্রালয়বিজ্ঞানং নামাহমাস্পাদং
বিজ্ঞানং নীলাদ্যুল্লেখি চ প্রবৃতিবিজ্ঞানম্ । সথেন্তম্—
তৎ আদালয়বিজ্ঞানং যদ্ববেদহমাস্পাদম্ ।

তৎ স্মাৎ প্রবৃতিবিজ্ঞানং যমৌলাদিকমুল্লিখেন্দিত্তি ॥২৪॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, কখনও অন্ধ পবিত্রাণ করিয়া অর্দ্ধদ্বারা কার্গ্য
ঘটনা হইতে পারে না, অতএব প্রমেয়রূপতাই প্রমেয়ের অধিগমবিশেষে
কারণ ॥ ২৩ ॥

আর জ্ঞানসত্তাই যে জ্ঞান, ইহাও যুক্ত হইতেছে না, যেহেতু জ্ঞান-
সত্তাব সপত্রই অবিশেষ দেগা যায়, ঐ জ্ঞানসত্তার সমানরূপতা প্রবেশ
আছে, তাহাতেই সমানরূপতা ঘটনা করিতে পাবে; সূত্রবাং জানা
যায় যে, বাহ্যার্শমস্তাবেই প্রয়োগ হইয়া থাকে । যে সকল পদার্থ যাহার
সত্তাতে কদাচিৎ উপপন্ন হয়, সেই সকল পদার্থেই তদতিরিক্ত পদার্থেব
অপেক্ষা থাকে । যেমন “অবিবক্ষতি” ও “অজিগমিসতি” এই পদদ্বয়ে
বচন ও গমন প্রতিষেধ প্রতীয়মান হয় । পরন্তু বচনেচ্ছু ও গমনেচ্ছু
বাক্তি পুরুষান্তর অপেক্ষা করে ; সূত্রবাং এইক্ষণ প্রবৃতি প্রত্যয় বিবাদা-
স্পাদই হইল । আদালয়-পরিজ্ঞানসত্তাবেই কদাচিৎ নীলাদির উল্লেখ হইয়া
থাকে । এইক্ষণ আদালয়বিজ্ঞানই “অহং” ইত্যাকার জ্ঞানের আস্পাদ
এবং উহাও জ্ঞানস্বরূপ । আর প্রবৃতিবিজ্ঞানও নীলাদিকে উল্লেখ

তস্মাদালয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কদাচিৎকঃ প্রবৃ-
ত্তিবিজ্ঞানহেতুর্বাহোহর্থো গ্রাহ্য এব ন বাসনাপরিপাক-
প্রত্যয়ঃ কদাচিৎকত্বাৎ কদাচিছুৎপাদ ইতি বেদিতব্যম্ ।
বিজ্ঞানবাদিনয়ে হি বাসনানামেকসন্তানবর্ত্তিনামালয়বি-
জ্ঞানানাং তত্তৎপ্রবৃত্তিজননশক্তিঃ তস্মাচ্চ স্বকার্যোৎপা-
দাৎ প্রত্যাভিমুখ্যং পরিপাকঃ তস্মা চ প্রত্যয়ঃ কারণং
স্বসন্তানবর্ত্তিপূর্ব্বক্ষণঃ কক্ষাক্রিয়তে সন্তানান্তরনিবন্ধন-
জ্ঞানঙ্গীকারাৎ । তত্শ্চ প্রবৃত্তিজ্ঞানজননালয়বিজ্ঞানবর্ত্তি-
বাসনাপরিপাকং প্রতি সর্ব্বৈহপ্যালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনঃ ক্ষণাঃ
সমর্থী এবোতি বক্তব্যম্ । ন চেদেকোহপি ন সমর্থঃ
স্মাদালয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিহাবিশেষাৎ । সর্ব্বৈ সমর্থী ইতি

করিতে হয় । এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, বাগ্ন অহং জ্ঞানের আশ্পদ,
তাহাই আলয়বিজ্ঞান, আর তাহাই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, বাহাতে নীলাদিব
উল্লেখ হয় ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে জানা যায় যে, আলয়বিজ্ঞানসমূহ ব্যতিরেকে
যে কদাচিৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের হেতু, তাহাই বাহ্য অর্থ, কিন্তু উহা
গ্রাহ্য হয় না, পবন্ত ঐ বাহ্যবাসনা পরিপাকজন্তু, যেহেতু ঐ বাহ্যর্থ
কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, ইহাই জানিতে হইবে । বিজ্ঞানবাদীর মতে এক
সন্তানবর্ত্তী বাসনাসমূহই আলয়বিজ্ঞান । তাহাদিগের সেই সেই প্রবৃত্তি-
জননশক্তি আছে এবং সেই শক্তির যে স্বকার্যোৎপাদনে আভিমুখ্য,
তাহাই পরিপাক, প্রত্যয়ই এই পরিপাকের কারণ, ইহাতে স্বীয়প্রবাহ-
বর্ত্তী পূর্ব্বক্ষণের রক্ষা করা যায়, যেহেতু স্বপ্রবাহানন্তর নিবন্ধনত্বের
স্বীকার নাই । অতএব প্রবৃত্তি জ্ঞানজননহেতু তদালয়বিজ্ঞানবর্ত্তী
বাসনা পরিপাকের প্রতি সকল আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তীক্ষণই সমর্থ, ইহা
বলিতে হইবে । যদি বল,—একক্ষণও সমর্থ নহে, তাহা বলা যায় না,

পক্ষে কার্য্যক্ষেপানুপপত্তিঃ ততশ্চ কাদাচিৎকল্পনির্বা-
 হায় শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ স্খাদিবিষয়াঃ ষড়পি
 প্রত্যয়াশ্চতুরঃ প্রত্যয়ান্ প্রতীত্যোৎপদ্যন্তে ইতি চতু-
 রেণানিচ্ছতাপ্যচ্ছমতিনা স্বানুভবমনাচ্ছাদ্য পরিচ্ছেদ-
 ব্যম্ । তে চহ্মারঃ প্রত্যয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ আলম্বনসমনস্তর-
 সহকার্যাধিপতিরূপাঃ । তত্র জ্ঞানপদবেদনৌয়স্য নীলাদ্যব-
 ভাসস্য চিত্তস্য নীলালম্বনপ্রত্যয়াৎ নীলাকারতা ভবতি
 সমনস্তরপ্রত্যয়াৎ প্রাচীনজ্ঞানাদ্বোধরূপতা সহকারি-
 প্রত্যয়াদালোকাৎ চক্ষুমোহধিপতিপ্রত্যয়াবিষয়গ্রহণ-
 প্রতিনিয়মঃ বিদিতস্য জ্ঞানস্য রসাদিসাধারণ্যপ্রাপ্তেন্নিয়া-
 মকং চক্ষুরধিপতির্ভবিতুমর্হতি লোকে নিয়ামকস্যাধিপতি-
 ত্বোপলভ্যতাং । এবং চিত্তচৈত্বাভ্যকানাং স্খাদীনাং চহ্মারি

কারণ আলয়বিজ্ঞানপ্রবাহবর্ত্তিৎ কোন বিশেষ নাই । সকল ক্ষণই
 সমর্থ, এই পক্ষে ও কার্য্যক্ষেপের অনুপপত্তি হয় । এই নিমিত্তই জ্ঞানেব
 কাদাচিৎকল্প নির্বাহার্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের বিষয় সকল, স্খা-
 দির বিষয় এবং ষড়বিধ প্রত্যক্ষ এই সমুদায়ই চতুর্বিধ প্রত্যয়ের অন্তর্গত
 হইয়া উৎপন্ন হয় । ইহাই নির্মূলমতি পণ্ডিতগণ বলেন । উক্ত চতুর্বিধ
 প্রত্যয়ই প্রসিদ্ধ আছে, ইহারা অবলম্বন, সমনস্তর, সহকারী ও অধিপতি-
 রূপ । উক্ত প্রত্যয় চতুষ্ঠয়ের মধ্যে অবলম্বন প্রত্যয় হইতে জ্ঞানপদ
 প্রতিপাদ্য নীলাদির অবভাসবিশিষ্ট চিত্তের নীলাবলম্বন প্রত্যয়হেতু
 নীলাকারতা হয় । সমনস্তর প্রত্যয় হইতে প্রাচীন জ্ঞানহেতু বোধ-
 রূপতা জন্মে, সহকারীপ্রত্যয় হইতে আলোকহেতু চক্ষুর কার্য্য হয়
 এবং অধিপতি প্রত্যয় হইতে বিষয়গ্রহণেব নিয়ম হইয়া থাকে । জ্ঞানের
 রসাদিসাধারণ্য প্রাপ্তির নিয়ামক চক্ষুই অধিপতি হইতে পারে, যেহেতু

কারণানি দ্রষ্টব্যানি । এবং চিত্তচৈতান্যকস্কন্ধঃ পঞ্চ-
বিধঃ রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ । তত্র
রূপ্যন্ত এভির্বিষয়া ইতি রূপ্যন্ত ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা
সবিষয়াগীন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ । আলয়বিজ্ঞানপ্রবৃত্তিবিজ্ঞান-
প্রবাহো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ । প্রাপ্তকস্কন্ধদ্বয়সম্বন্ধজ্ঞঃ সুখ-
দুঃখাদিপ্রত্যয়প্রবাহো বেদনাস্কন্ধঃ । গৌরিত্যাदिशब्दো
ল্লেখ্যসবিজ্ঞানপ্রবাহঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ । বেদনাস্কন্ধবিনশ্চ
রাগদ्वेषাদয়ঃ ক্লেশা উপক্লেশাश्च मदगानादयो धर्मा-
धर्मो च संस्कारस्कंधः ॥ ২৫ ॥

তদিদং সর্বং ছুঃখং ছুঃখায়তনং ছুঃখসাধনক্ষেতি
ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ । অত
এবোক্তং ছুঃখসমুদায়নিরোধমার্গাশ্চত্বারঃ আৰ্য্যস্ত বুদ্ধা-
ভিন্নতানি তদ্বানি । তত্র ছুঃখং প্রসিদ্ধং সমুদায়ে ছুঃখ-

লোকে নিয়ামকেরই অধিপতিহোপলাভ আছে । এইরূপে চিত্তামুগত
সুখাদির কারণচতুষ্টয় দেখা যায় এবং চিত্তসম্বন্ধীয় স্কন্ধ পঞ্চবিধ যথা,—
রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার । যাহাদিগেরদ্বারা বিষয়গ্রহণ
হয়, এই ব্যুৎপত্তি করিয়া সবিষয় ইন্দ্রিয়সকলকেই রূপস্কন্ধ বলিয়া জানা
নান, আবার বিজ্ঞানপ্রবৃত্তিপ্রবাহই বিজ্ঞানস্কন্ধ, উক্ত স্কন্ধদ্বয়জ্ঞাত সুখ-
দুঃখাদিপ্রত্যয়প্রবাহই বেদনাস্কন্ধ, আর গো ইত্যাদি শব্দোল্লেখ্যী সবি-
জ্ঞানপ্রবাহই সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং বেদনাস্কন্ধবিনশ্চ রাগদ্বেষাদি ক্লেশ, উপ-
ক্লেশ, মদমাদি এবং ধর্মাদি ইহারাই সংস্কারস্কন্ধ ॥ ২৫ ॥

এই সংসারই ছুঃখময়, ছুঃখায়তন এবং ছুঃখসাধন, এইরূপ চিন্তা
করিয়া সংসার নিরোধের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদনে যত্ন করিবে ।
এই নিমিত্ত শাস্ত্রাঙ্করে উক্ত আছে যে, ছুঃখসমুদায়নিরোধের চারি পস্থা

কারণং তদ্বিধিঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধনো হেতুপনিবন্ধ-
নশ্চ । তত্র প্রত্যয়োপনিবন্ধনস্য সংগ্রাহকং সূত্রম্ ইদং
কার্য্যং যে অশ্মে হেতবঃ প্রত্যয়ন্তি গচ্ছন্তি তেষামব-
মানানাং হেতুনাং ভাবঃ প্রত্যয়ত্বং কারণসমবায়ঃ তন্মা-
ত্রস্য ফলং ন চেতনস্য কশ্চিদিতি সূত্রার্থং যথা বীজ-
হেতুরঙ্কুরো ধাতুনাং স্রষ্টাঃ সমবায়াজ্জায়তে । তত্র
পৃথিবীধাতুরঙ্কুরস্য কাঠিষ্ঠ্যং গন্ধক জন্ময়তি অক্লাতুঃ স্নেহং
রসঞ্চ জন্ময়তি তেজোধাতু রূপগৌল্যঞ্চ বায়ুধাতুঃ স্পর্শনং
চলনঞ্চ আকাশধাতুরবকাশং শব্দঞ্চ ঋতুধাতুর্ঘৃথাযোগঃ
পৃথিব্যাদিকম্ । হেতুপনিবন্ধনস্য চ সংগ্রাহকং সূত্রম্
উৎপাদাদ্বা তথাগতানাংগুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈবাং ধর্ম্মাণাং
ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা চ প্রতীত্য সমুৎপাদা
নুলোমতেতি । তথাগতানাং বুদ্ধানাং মতে ধর্ম্মাণাং

আছে । অর্থাৎ বুদ্ধের অভিমতে তত্ত্বসকলই উক্ত দুঃখনিবোধের মার্গ ।
দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা প্রসিদ্ধ আছে, পরন্তু সমুদায় সংসারই দুঃখের
কারণ, এই কারণ দ্বিবিধ, যথা—প্রত্যয়োপনিবন্ধন এবং হেতুপনিবন্ধন ।
ইহাতে প্রত্যয়োপনিবন্ধনকারণের সংগ্রাহক হ'ল এই,—কার্য্যের প্রতি যে
সকল অণুহেতু গমন করবে, সেই সকল হেতুর ভাবই কারণ সমবায়,
ইহাই তন্মাত্রের ফল, ইহা কোন চেতন পদার্থেব সম্ভব হয় না । যেমন
বীজের হেতুভূত অঙ্গুর বচবিধ ধাতুর সমবাসে জন্মিয়া থাকে । পৃথিবী
ধাতু অঙ্কুরের কাঠিষ্ঠ ও গন্ধ জন্মায়, জলধাতু স্নেহ ও রস উৎপাদন করে,
তেজোধাতু রূপ ও উষ্ণতা, বায়ুধাতু স্পর্শ ও চাপল্য, আকাশধাতু অব-
কাশ ও শব্দ উৎপাদনকরে এবং ঋতুধাতু পৃথিব্যাদির যথাযোগ্যসাধন
করিয়া থাকে । আন হেতুপনিবন্ধন কারণের হ'ল এই, বুদ্ধিগেব মতে

কার্য্যকারণরূপাণাং যা ধর্ম্মতা কার্য্যকারণভাবরূপা
এষোৎপাদানুৎপাদাদ্বা স্থিতা যস্মিন্ সতি যদুৎপাদাতে
তত্তস্য কারণস্য কার্য্যমিতি ধর্ম্মতেত্যস্য বিবরণং ধর্ম্মস্য
কার্য্যস্য কারণানতিক্রমেণ স্থিতিঃ স্বার্থিকস্তলপ্রত্যয়ঃ ।
ধর্ম্মস্য কারণস্য কার্য্যং প্রতি নিয়ামকতা ॥ ২৬ ॥

নন্বয়ং কার্য্যকারণভাবশ্চেতনমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি
অত উক্তং কারণে সতি তৎপ্রতীত্য প্রাপ্য সমুৎপাদে
অনুলোমতা অনুসারিতা যা সৈব ধর্ম্মতা উৎপাদানুৎ-
পাদাদ্বা ধর্ম্মাণাং স্থিতা । ন চাত্র কশ্চিচ্ছেতনৌহধি-
ষ্ঠাতোপলম্বত ইতি সূত্রার্থঃ । যথা প্রতীত্য সমুৎপাদস্য
হেতুপনিবন্ধঃ বীজাদঙ্কুরোহঙ্কুরাং কাণ্ডং কাণ্ডান্নালো
নালাদ্গর্ভস্ততঃ শূকং ততঃ পুষ্পং ততঃ ফলং ন চাত্র বাহে

কার্য্যকারণরূপ ধর্ম্ম সকলের যে কার্য্যকারণ ভাবস্বরূপ ধর্ম্মতা আছে, এই
ধর্ম্মতা উৎপাদ বা অনুৎপাদ হইতে স্থিত আছে । বাহার সম্বন্ধে যে পদার্থ
উৎপন্ন হয়, তাহাই সেই কারণের কার্য্য । ইহাই ধর্ম্মতা, এই শব্দেব
বিবরণ । কার্য্যরূপ ধর্ম্মেব কারণের অতিক্রম না করিয়া যে স্থিতি, তাহাই
কার্য্যেব প্রতি কারণের নিয়ামকতা ॥ ২৬ ॥

উক্তরূপ কার্য্যকাবণভাব চেতনব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অতএব
উক্ত হইয়াছে যে, কারণসম্বন্ধে সেই কারণকে আশ্রয় করিয়া সমুৎপাদন
বিষয়ে যে অনুলোমতা, তাহাই ধর্ম্মতা, ইহা উৎপাদ বা অনুৎপাদ হইতে
ধর্ম্মেতে স্থিত আছে । ইহাতে কোন চেতন অধিষ্ঠাতা উপলব্ধ হইতেছে
না, ইহাই সূত্রার্থ জানিবে । যেমন, সমুৎপাদনের প্রতি হেতুপনিবন্ধন
কাবণ প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড
হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শুক, শুক হইতে পুষ্প এবং

সমুদায়ে কারণং বীজাদি কার্যমক্ষুরাদি বা চেতীয়তে
অহমক্ষুরঃ নির্বর্তয়ামি অহং বীজেন নির্বর্তিত ইতি ।
এবমাধ্যাত্মিকেষুপি কারণদ্বয়মবগন্তব্যম্ । পুরঃস্থিতে
প্রায়োক্তৌ গ্রন্থবিস্তরভীরুভিরুপরম্যাতে ॥ ২৭ ॥

তদুভয়নিরোধঃ তদনন্তরং বিমলজ্ঞানোদয়ো বা
মুক্তিঃ তন্নিরোধোপায়োমার্গঃ সচ তত্ত্বজ্ঞানং তচ্চ প্রাচীন-
ভাবনাবলান্দবতীতি পরমং রহস্যম্ । সূত্রশাস্ত্রং পৃচ্ছতাং
কথিতং ভবন্তশ্চ সূত্রশাস্ত্রং পৃষ্ঠবন্তঃ সৌত্রান্তিকা ভব-
ন্ত্বিত্তি ভগবতাভিহিততয়া সৌত্রান্তিকসংজ্ঞা সজ্জা-
তেতি ॥ ২৮ ॥

কেচন বৌদ্ধা বাহ্যেণ গন্ধাদিষু আন্তরেণ রূপাদি-

পুষ্প হইতে ফল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বীজ ও অক্ষুর ইত্যাদি কোন কারণই
বাহ্যে চেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, অর্থাৎ কোন কারণই বলিতে পারে
না যে, আমি অক্ষুর সম্পাদন করি, কিম্বা আমি বীজদ্বারা সম্পাদিত ।
আধ্যাত্মিক বিষয়েও উক্তরূপ কারণদ্বয় জানিতে হইবে । গ্রন্থবিস্তারভয়ে
এই স্থলে তাহার বিবরণ বিবৃত হইল । আধ্যাত্মিক বিষয়ের উক্তরূপ
কারণদ্বয় বর্ণন করিতে গেলে গ্রন্থ গৌরব হইয়া পড়ে ॥ ২৭ ॥

উক্ত উভয় কারণের নিরোধ হইলেই তৎপর বিমলজ্ঞানোদয় অথবা
মুক্তি হয় । যিনি উক্ত কারণদ্বয়ের নিরোধ করিতে পারেন, তিনি
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, প্রাচীনভাবনাবলেই উক্ত তত্ত্বজ্ঞান অগ্রে
ইহা অতি পরম রহস্য । যিনি হৃদয়ের অন্ত জিজ্ঞাসা করেন, তাহাকে বল
যাও, তুমি যে হৃদয়সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিম্বা সৌত্রিক হইতেছ
এই নিমিত্তই ভগবান বলিয়াছেন এবং সৌত্রান্তিক সংজ্ঞা জন্মিয়াছে ॥ ২৮

কোন কোন বৌদ্ধমতালম্বীরা বাহ্য গন্ধাদিতে এবং আন্তরিক রূপাদি

স্কন্ধেয়ু সংস্থাপি তত্রানাস্থানুৎপাদয়িতুং সৰ্ব্বং শূন্যমিতি
প্রাথমিকান্ বিনেয়ানটীকথং ভগবান্ দ্বিতীয়াঃস্ত বিজ্ঞান-
মাত্রগ্রহাবিষ্টান্ বিজ্ঞানমেবৈকং সদिति তৃতীয়ানুভবং
সত্যমিত্যাস্থিতান্ বিজ্ঞেয়মনুমেয়মিতি দেয়ং বিরুদ্ধা
ভাষেতি বর্ণয়ন্তো বৈভাষিক্যয়া খ্যাতাঃ । এষা হি তেষাং
পরিভাষা সমুন্মিষতি । বিজ্ঞেয়ানুমেয়ত্বাদে প্রাত্যক্ষি-
কস্ত কস্তচিদপ্যর্থস্থাভাবেন ব্যাপ্তিসংবেদনস্থানভাবে-
নানুমানপ্রবৃত্ত্যানুপপত্তেঃ সকললোকানুভববিরোধশ্চ ।
ততশ্চার্থো দ্বিবিধঃ গ্রাহ্যোহধ্যবসেয়শ্চ তত্র গ্রহণং
নির্ধিকল্পকরূপং প্রমাণং কল্পনাপ্রোচছাৎ অধ্যবসায়ঃ
সবিকল্পকরূপোহপ্রমাণং কল্পনাজ্ঞানত্বাৎ ।

তদুক্তম্—

কল্পনাপ্রোচছান্তং প্রত্যক্ষং নির্ধিকল্পকম্ ।

স্কন্ধ বিদ্যमानেই তাহাতে অনাস্থা উৎপাদনার্থ সকল শূন্য বলিয়া থাকেন ।
ভগবান্ বুদ্ধ প্রাথমিককল্পেই বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয়কল্পে বিজ্ঞানমাত্র
গ্রহাবিষ্টে বাস্তবিক বিজ্ঞানই সং । তৃতীয়কল্পে উভয়ই সত্য, ইহা আশ্রয়
করিয়াও বিজ্ঞেয়মাত্র অনুমেয়, ইহাই স্বীকার করেন । সেইমত অতি
বিরুদ্ধ, ইহা বর্ণনকরত তাঁহারা বৈভাষিকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।
বাস্তবিক তাহাদিগের এই ভাষাই প্রকাশিত হইতেছে, বিজ্ঞেয়ের অনু-
মেয়ত্বকথনে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন অর্থের অভাবহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞানের
স্থানাতাবশ্যমুক্ত অনুমান প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় এবং সকল লোকের
অনুভবেরও বিরোধ হইয়া উঠে । অতএব জানা যায় যে, অর্থ দ্বিবিধ,
যথা,—গ্রাহ্য ও অধ্যবসেয়, ইহাতে নির্ধিকল্পকরূপ প্রমাণই গ্রহণ, আর
সবিকল্পকরূপ প্রমাণই অধ্যবসায় । শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, কল্পনা

বিকল্পো বস্তুনিৰ্ভাসাদসংবাদাহুপপ্লব ইতি ॥

গ্ৰাহং বস্তুপ্ৰমাণং হি গ্ৰহণং যদিতোহন্যথা ।

ন তদ্বস্তু ন তন্মানং শব্দলিঙ্গেন্দ্রিয়াদিৰূপমিতি চ ॥ ২৯ ॥

ননু সবিকল্পকস্থাপ্রামাণ্যে কথং ততঃ প্রবৃত্ত্যর্থ-
প্রাপ্তিঃ সংবাদশ্চোপপদ্যেয়াতামিতি চেন্ন তদ্ব্যংগং মণি-
প্রভাবিষয়মণিবিকল্পন্যায়েন পারম্পর্য্যেণার্থপ্রতিলম্ব-
সম্ভবেন তদুপপত্তেঃ । অবশিষ্টং সৌত্রান্তিকপ্রস্তাবৈঃ
প্রপঞ্চিতমিতি নেহ প্রত্যজ্যতে । ন চ বিনেয়াশয়ানু-
রোধেনোপদেশভেদঃ সাম্প্রদায়িকো ন ভবতীতি ভণি-
তব্যং যতো ভণিতং বোধচিত্তবিবরণে ॥ ৩০ ॥

দেশনা লোকনাথানাং সত্বাণয়বশানুগাঃ ।

ভিদ্ধ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্কীৰ্ত্তিঃ কিল ॥ ৩১ ॥

কল্পিত অভাস্ত্র প্রত্যক্ষই নির্বিকল্পক এবং বস্তুনির্ভাসহেতু অসংবাদ-
প্রণক যে উপপ্লব, তাহাই বিকল্প । অ্যর বস্তুপ্ৰমাণই গ্ৰাহ এবং যাহা
তদ্ভিন্ন, তাহাই গ্ৰহণ । কেবল সেই বস্তু ও সেই মান গ্ৰাহ নহে, বাস্তবিক
উহা শব্দ, লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয় জগৎ ॥ ২৯ ॥

এটক্ষণ যদি সবিকল্পকের অপ্রামাণ্য হইল, তাহা হইলে কিরূপে
তাহাতে প্রবৃত্তি অর্থপ্রাপ্তি হইতে পারে ? এই প্রশ্ন হইতে পাবে না,
যেহেতু মণিতে প্রমাণবিষয়ে বিকল্পন্যায়দ্বাবা পরম্পরাকপে অর্থলাভ
সম্ভবহেতু অর্থাপত্তি আছে । ইহাব অবশিষ্ট সৌত্রান্তিক প্রস্তাব প্রপ-
ঞ্চিত আছে, অতএব এইস্থানে তাহার বিস্তার হইল না । আর বিনেয়
ও আশয়ানুরোধে উপদেশ ভেদ নাই এবং এইমত সাম্প্রদায়িক নহে,
ইহাও কথিত হইবে, যেহেতু বোধচিত্ত বিবরণেই উক্ত আছে ॥ ৩০ ॥

যাহারা লৌকিক ব্যবহারের প্রণেতা তাহারা নানাবিধ মতের
বশবত্তী হইয়া নানাপ্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন, ইহা লোকে

গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণাঃ ।

ভিন্না হি দেশেনা ভিন্না শূন্যতাদয়লক্ষণেতি ॥ ৩২ ॥

দ্বাদশায়তনপূজা শ্রেয়স্করীতি বৌদ্ধনয়ে প্রসিদ্ধম্ ।

অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ ।

পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমত্চৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ ।

মনেবুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বৃধৈরिति ॥ ৩৪ ॥

বিবেকবিলাসে বৌদ্ধমতমিথমভ্যধায়ি ।

ব্যবহারেও দৃষ্ট আছে যে, সকলেই বহু উপায়ে বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া বিবিধমত আশ্রয় করিতেছে। এইরূপেই লোকে বহু বহু মত স্বীকার করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

গম্ভীর ও উত্তানভেদে কোন কোন স্থলে উভয় লক্ষণই স্বীকৃত আছে, সম্প্রদায়ভেদে সর্বত্রই মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বাহ্যার অদ্বয়বাদী ও বাহ্যার শূন্যবাদী তাহাদিগের নানাপ্রকার লক্ষণা পরিকল্পিত আছে ॥ ৩২ ॥

বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দ্বাদশ আয়তন পূজাই পরম-মঙ্গলকর, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তাহার বালেন, অর্থ উপার্জন করিয়া নানাপ্রকারে দ্বাদশ আয়তনের অর্চনা করিবে। এই দ্বাদশায়তনের পূজাই শ্রেয়স্কর অন্ত্যাত্ম দেবদেবীর পূজাতে কোন ফল নাই ॥ ৩৩ ॥

চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পাশু ও উপস্থ এই পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দ্বাদশকেই দ্বাদশ আয়তন বলে। উক্ত ইন্দ্রিয়াদির সম্ভোগসাধনই মনুষ্যের কর্তব্য বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থিতিসিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অতএব দ্বাদশায়তন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সেবাই করিবে ॥ ৩৪ ॥

বিবেকবিলাসেও এইরূপ বৌদ্ধমত অবধারিত হইয়াছে যে, জগতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা। আর এই বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর, অর্থাৎ অনিত্য।

বৌদ্ধানাং স্তগতো দেবো বিশ্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরম্ ।
 আৰ্য্যসঙ্ঘাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥
 দুঃখমায়তনকৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ ।
 মার্গশ্চৈতাস্মৈ চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রুয়তামতঃ ॥ ৩৬ ॥
 দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধান্তে চ পঞ্চ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 বিজ্ঞানং বেদনা সংস্কা সংস্কারো রূপমেব চ ॥ ৩৭ ॥
 পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্ ।
 ধৰ্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥ ৩৮ ॥
 রাগাদীনাং গণেশ্যং স্তাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি ।
 আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্তাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

আর আৰ্য্যগণ বক্ষমান তত্ত্বচতুষ্টয়েরই সত্তা কহিয়া থাকেন। এইক্ষণ ক্রমত
 ঐ তত্ত্বচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছেন।—দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ,
 ইহারাই তত্ত্বচতুষ্টয় বলিয়া বিখ্যাত। অতঃপর ক্রমত উক্ত তত্ত্বচতুষ্টয়ের
 ব্যাখ্যা শ্রবণ কর ॥ ৩৫-৩৬ ॥

সংসারিগণের দুঃখই স্কন্ধ, এই স্কন্ধ পঞ্চবিধ বলিয়া পবিকীৰ্ত্তিত
 আছে। যথা—বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও কপ-
 স্কন্ধ। এই পঞ্চবিধস্কন্ধ পূর্বেও উক্ত হইয়াছে, অতঃপরও উক্ত পঞ্চস্কন্ধের
 বিশেষ বিবরণ কথিত হইবে ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চবিষয়, মন ও ধৰ্ম্মায়তন, ইহারও দ্বাদশ
 আয়তন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহারাই পূৰ্ব্বোক্ত আয়তন শব্দের
 প্রতিপাদ্য। এইরূপ দ্বাদশ আয়তন মতান্তরপ্রসিক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়,
 পরন্তু ইহা সঙ্গবাদি সিদ্ধ নহে ॥ ৩৮ ॥

মানবগণের হৃদয়ে রাগাদি উদয় হয়, পরন্তু কেবল আত্মাই আত্মীয়-
 স্বভাবস্ব, এইরূপ জ্ঞানকেই সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। এই তত্ত্ব-

ক্ষণিকাঃ সৰ্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা ।

স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোহভিধীয়তে ॥ ৪০ ॥

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণদ্বিতয়ং তথা ।

চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অর্থো জ্ঞানাস্থিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে ।

স্রোত্রান্তিকেণ প্রত্যক্ষগ্রাহোহর্থো ন বহির্মতঃ ॥ ৪২ ॥

আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্ত সন্মতা ।

কেবলাং সবিদং স্বস্থাং মন্যতে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

পর্যালোচনা অবশ্য কর্তব্য । স্থানান্তরে ইহার বিশেষ বিবরণ উক্ত হইবে ॥ ৩৯ ॥

সর্ববিধ সংস্কারই ক্ষণিক, এইরূপ যে স্থিরবাসনা, তাহাকেই মার্গ বলিয়া জানা যায়, আর এই মার্গ মোক্ষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা উক্তরূপ জ্ঞানকে দৃঢ়ীভূত করিতে পারে, তাহারাই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইকে প্রমাণ বলা যায় । আর বৌদ্ধগণ চতুঃ-প্রস্থানিক, অর্থাৎ চারি প্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকে । ইহা-বাট বৈভাষিক-নামে বিখ্যাত ॥ ৪১ ॥

বৈভাষিকেবা জ্ঞানাস্থিত অর্থকে বহুজ্ঞান কবিয়া থাকে, নাস্তিকেরা কেবল প্রত্যক্ষ অর্থই গ্রহণ করে, তাহারাই যাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এমন কোন পদার্থ মানে না । ইহাদিগের মতে অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকৃত নাই ॥ ৪২ ॥

যাহারা যোগাচারে রত, তাহারাই আকার সহিত বুদ্ধি স্বীকার করেন, আর যাহারা মধ্যম, তাহারাই কেবল সচেতন হৃদয়-পদার্থমাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা ।

চতুর্নামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪৪ ॥

কৃতিঃ কমণ্ডলুশ্মৌণ্ড্যং চীরং পূৰ্ব্বাহ্নভোজনম্ ।

সজ্জো রক্তাস্বরতৃষ্ণ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিরিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি সাংয়নসাধবীয়ে সর্বদর্শনসংগ্রহে

বৌদ্ধদর্শনম্ সমাপ্তং ॥ ২ ॥

রাগাদিজ্ঞানপ্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা চতুর্নিধ বৌদ্ধগণেরই মত বটে, কিন্তু চতুর্নিধ বৌদ্ধেরাই উক্তরূপ বাসনার উচ্ছেদকে মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

বৌদ্ধভিক্ষুরা চর্ম্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করে, তাহারা মস্তক মুগুন করিয়া থাকে । চীর, অর্থাৎ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধানপূর্ব্বক পূৰ্ব্বাহ্ন ভোজন করিয়া থাকে, আর তাহারা অনেক সমবেত হইয়া বাস করে, ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের মত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৫ ॥

ইতি সর্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ আইতদর্শনম্ ।

তদিত্থং মুক্তকচ্ছানাং মতমসহমানা বিবসনাঃ কথ-
ঞ্চিৎ স্থায়িত্বমাস্থায় ক্ষণিকত্বপক্ষং প্রতিক্ষিপন্তি । যদ্যাত্মা
কশ্চিন্নাস্থীয়েত স্থায়ী তথাগীহ লৌকিকফলসাধনসম্পা-
দনং বিফলং ভবেৎ । ন হ্যেতৎ সম্ভবিষ্যতি অন্যঃ
করোত্যন্যো ভুঙ্ক্ত ইতি । তস্মাদ্যোহহং প্রাক্ কৰ্ম্মা-
করবং সোহহং সম্প্রতি তৎফলং ভুঞ্জে ইতি পূৰ্ব্বাপর-
কালানুযায়িনঃ স্থায়িনস্তস্মৈ স্পৰ্শপ্রমাণাবসিততয়া পূৰ্ব্বা-
পরভাগবিকলকালকলাবস্থিতিলক্ষণক্ষণিকতাপরীক্ষকৈর-
হিহিত্নৈঃ পরিগ্রহাহী । অথমন্তেথাঃ প্রমাণবদ্ধাদায়াতঃ
প্রবাহঃ কেন বার্য্যত ইতি ত্রায়েন যৎ সৎ তৎ ক্ষণিক-
মিত্যাदिना प्रमाणेन क्षणिकतायाः प्रमिततया तदनु-

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদিগের মত সহ করিতে না পারিয়া বিবসন জৈন-
শিষ্যগণ আশ্রার স্থায়িত্ব-স্থাপনার্থ ক্ষণিকমতের খণ্ডন করিতেছেন ।—
যদি আত্মা স্থায়ী না হইবেন, তাহাহইলে লৌকিক ফললাভসাধন বিফল
হইয়া উঠে । লৌকব্যবহারেও এইকপ প্রতীতি সৰ্বদাই হইতেছে যে
অন্য ব্যক্তি কার্য্য কবিতোছে এবং তাহা অপর ব্যক্তি ভোগ করিতেছে ।
আর আমি যে কৰ্ম্ম পূৰ্ণে করিয়াছিলাম, এইক্ষণ তাহার ফলভোগ
কবিতোছি । যদি আশ্রার স্থায়িত্ব স্বীকার না কর, তাহাহইলে উক্তরূপে
পূৰ্ব্বাপরকাল ব্যবহার হইতে পারে না । যখন আশ্রার পূৰ্ব্বাপরকাল-
বর্ত্তি দেখা যাইতেছে, তখন তাহার স্থায়িত্বের স্পষ্ট-প্রমাণই দেখা যায় ;
সুতরাং জৈনশিষ্যগণ ক্ষণিকত্বমত গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার
সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া ক্ষণিকত্ব মতের খণ্ডন করিয়াছে । আর ইহাও

সারেণ সমানসম্ভাববর্তিনামেব প্রাচীনঃ প্রত্যয়ঃ কৰ্ম্মকৰ্ত্তা
উত্তরঃ প্রত্যয়ঃ ফলভোক্তা ॥ ১ ॥

ন চাতিপ্রসঙ্গঃ কার্য্যকারণভাবস্তু নিয়ামকত্বাৎ । যথা
মধুরসভাবিতানামাত্রবীজানাং পরিকর্ষিতায়াং ভূমি-
বৃণ্ডানাং ক্ষুরকাণ্ডস্কন্ধশাখাপল্লাদিত্যু তদ্বারা পরম্পরয়া
ফলে মাধুর্যানিয়মঃ যথা বা লাক্ষারসাবসিক্তানাং কার্পাস-
বীজাদীনাং ক্ষুরাদিপারম্পর্য্যেণ কার্পাসাদৌ রক্তিমানিয়মঃ

যথোক্তম্—

যস্মিন্বেব হি সম্ভানে আহিতা কৰ্ম্মবাসনা ।

ফলং তত্রৈব বন্ধাতি কার্পাসে রক্ততা যথা ॥

কুশ্মে বীজপূর্বাদেৰ্ঘল্লাক্ষাদ্যপসিচ্যতে ।

শক্তিরাদীযতে তত্র কাচিভাং কিং ন পশ্যসীতি ॥

তদপি কাশকুশাবলম্বনকল্পং বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ২ ॥

অন্যাসেই বৃত্তিতে পারা যায় যে, যাহা প্রমাণপরিপ্রাপ্ত, তাহা কে বারণ
করিতে পারে? ছায়দ্বারা যাহা সং বলিয়া প্রত্যয় হয়, তাহাকে ক্ষণিক
বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। সমানসম্ভাববর্তিদিগেব মতেই প্রাচীন-
প্রত্যয় কৰ্ম্মকৰ্ত্তা এবং উত্তরকালপ্রত্যয় ফলভোক্তা হয় ॥ ১ ॥

আর কার্য্যকারণভাবের নিয়মসত্তাহেতু অতি-প্রসঙ্গ নিবারণ
হইতেছে। যেমন আশ্রবীজ-সকল মধুর রসে ভাবিত করিয়া তাহ
মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলেই তাহা হইতে প্রথম অঙ্কুর, তৎপরে
কাণ্ড, স্কন্ধ, শাখা, পল্লাবাদি জন্মিলে তদ্বারা পরম্পরারূপে ফলেতে মাধুর্য্য
নিয়ম হয় এবং যেমন কার্পাসবীজ লাক্ষারসদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া তাহা
কর্ষিত ভূমিতে বোপণ করিলে সেই বীজ হইতে অঙ্কুরাদি জন্মিয়া পর
স্পরাপরূপে কার্পাসাদিতে রক্তিমানিয়ম হয়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে,

জলধরাণৌ দৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বমনেন প্রমাণেন প্রমিতং
প্রমাণান্তরেন বা । নাদ্যঃ ভবদভিমতস্ত ক্ষণিকত্বস্ত
কচিদপ্যদৃষ্টচরত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধাবস্থানুখানাং । ন
দ্বিতীয়ঃ তেনৈব ন্যায়েন সর্বত্র ক্ষণিকত্বসিদ্ধৌ সত্ত্বানু-
মানবৈফল্যাপত্তেঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বং সত্ত্বগিত্যঙ্গীকারে
মিথ্যাসর্পদংশাদেবপি অর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্ত্বাপাতাচ্চ ।
অতএবোক্তম্ উৎপাদব্যয়প্রৌবায়ুক্তং সদিতি ॥ ৩ ॥

অথোচ্যতে সামর্থ্যাসামর্থ্যলক্ষণবিবৃদ্ধধর্ম্মাধাসাত্ত্ব-

যে সম্বন্ধে কৰ্ম্মবাসনা স্থাপিত কবা যায়, কার্পাসেব রক্ততার ছায়
তাহাতেই ফলবন্ধন করিয়া থাকে । আব বীজপূবাদের কৃষ্ণমে লক্ষা
বসাদি সিক্তন কবিলে তাহাতে যে শক্তিৰ আধাব হয়, তাহা কি দেখি-
তেছ না ? যেহেতু ইহাতেও কাশকুশাবলম্বনের ছায় উহার বিকল্প
আছে । ২ ॥

পূর্বে জলধবাди দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিয়া যে ক্ষণিকত্ব সাধিত হইয়াছে,
তাহা কি উক্তরূপ প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন, অথবা প্রমাণস্তর সাধ্য ? উক্ত
প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন, ইহা বলা যায় না, কারণ তোমাদিগের অভিমত
ক্ষণিকত্ব কখনও দেখা যায় নাই ; স্তবরাং দৃষ্টান্তাসিদ্ধিপ্রযুক্ত উক্তরূপ
অনুমান হইতে পারেনা, আর প্রমাণান্তবসাধ্য ইহাও বলা যায় না,
কারণ তাহাইলে সেই ছায়ে সমস্ত ক্ষণিকত্বের সিক্তিসত্ত্বে সত্ত্বানুমানের
বৈফল্যাপত্তি হয় । অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব, এইরূপ স্বীকার করিলে
মিথ্যা সর্পদংশনাদিবও অর্থক্রিয়াকারিত্বপ্রযুক্ত সত্ত্বাপাত হইতে পারে ।
অতএব উক্ত হইয়াছে যে, যাহা যাহা উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিরতায়ুক্ত,
তাহা তাহাই সৎ । ৩ ॥

অনন্তর বলিতেছেন, সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ বিবদ্ধ ধর্ম্মাধাসেই তাহার
সিদ্ধি আছে, এইরূপ যে উক্ত হইয়াছে, ইহা অসাধুমত বলিয়া প্রতীয়মান

সিদ্ধিরিতি তদমাধু স্যাৎ বাদিনামনৈকাস্ততাবাদশ্চেষ্টতয়া
বিরোধাসিদ্ধেঃ । যদুক্তং কার্পাসাদিদৃষ্টান্ত ইতি তদু-
ক্তিমাৎ যুক্তেরমুক্তেঃ তত্রাপি নিরসয়নাশস্তানঙ্গী-
কারাচ্চ । ন চ সন্তানিয়তিরেকেন সন্তানঃ প্রমাণপদবী-
মুপারোচুমহতি । তদুক্তম্—

সজাতীয়াঃ ক্রমোৎপত্তাঃ প্রত্যাসন্ন্যঃ পরস্পরম্ ।

ব্যক্তয়ন্তাস্ত সন্তানঃ স চৈক ইতি গীযত ইতি ॥ ৪ ॥

ন চ কার্য্যকারণভাবনিয়মোহতিপ্রসঙ্গং ভঙক্তুমহতি ।
তথাহি উপাধ্যায়বুদ্ধ্যনুভূতশ্চ শিষ্যবুদ্ধিঃ স্মরেৎ তদুপ-
চিতকর্ম্মফলমনুভবেদ্বা তথাচ কৃতপ্রাণাশাকৃতাভাগম-
প্রসঙ্গঃ । তদুক্তং সিদ্ধসেনবাক্যাকারেণ—

হইতেছে, যেহেতু বাদিদিগের অনৈকাস্ততাবাদের ইষ্টতাপ্রবৃত্ত বিরোধেব
অসিদ্ধি হইতেছে । আর যে কার্পাস দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার কথা-
মাত্র জানিবে । যেহেতু তাহাতে বুদ্ধির উল্লেখ নাই । বিশেষত তাহাতে
নিরসয় নাশের অনঙ্গীকার আছে । আর সন্তান ব্যতিরেকে কখনও
সন্তান প্রমাণপদবীতে আরোহণ করিতে পারে না ইহাই বুক্ত, শাস্ত্রান্তরে
উক্ত আছে যে, যাহারা সমান জাতীয়, তাহারা ক্রমোৎক্রম এবং পরস্পর
প্রত্যাগর, তাহাদিগের যে ব্যক্তি সকল তাহারাই সন্তান, কিন্তু সন্তান
এক বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৪ ॥

পূর্বে কার্য্যকারণভাবনিয়ম দেখাইয়া অতি-প্রসঙ্গদোষেব নিবারণ
করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টত নহে, কারণ কার্য্যকারণভাবনিয়ম কখনও
অতি-প্রসঙ্গদোষ বারণ করিতে পারে না । এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে,
যাহা উপাধ্যায় বুদ্ধির অনুভূত, তাহাই শিষ্যবুদ্ধি স্মরণ করে, অথবা
উপাধ্যায় বুদ্ধির উপচিত কর্ম্মফল অনুভব করিয়া থাকে ; সুতরাং যাহা

কৃতপ্রণাশকৃতকর্মভাগভবপ্রমোক্ষশ্রুতিভঙ্গকোষান্ ।
উপেক্ষ্য সাক্ষাৎক্ষণমঙ্গমিচ্ছমহো মহাসাহসিকঃ পরোহ-
সাবিতি । কিঞ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জ্ঞানকালে জ্ঞেয়স্বাসত্ত্বেন
জ্ঞয়কালে জ্ঞানস্বাসত্ত্বেন চ গ্রাহগ্রাহকভাবানুপপত্তৌ
সকললোককযাত্রাস্তমিয়াৎ । ন চ সনসময়বর্তিতা শঙ্ক-
য়া সবেত্যত্রবিষয়বৎ কার্য্যকারণভাবাসত্ত্ববেনাগ্রাহ-
য়ালম্বনপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ । অথ ভিন্নকালস্থাপি তত্য়া-
গার্পিকত্বেন গ্রাহত্বং তদপ্যপেশলং ক্ষণিকস্ত জ্ঞানস্বা-
গার্পিকতাশ্রয়তয়া ছবচত্বেন সাকার জ্ঞানাবাদে প্রত্য-
দশেন নিরাকারজ্ঞানবাদেহপি যোগ্যতাবশেন প্রতিকর্ম-
্যবস্থায়ঃ স্থিতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

বা হইয়াছে, তাহা বিনাশ কাণ্ডে অকৃতপদার্থের আশাব গ্রাহ
হইতেছে । সিন্ধুসেনবাক্যকার বলিয়াছেন যে, তাহাবা কৃতপদার্থের ন্যাশ
রিয়া অকৃতকর্মের ফলস্বরূপ আশা কবে এবং সাক্ষাৎ বর্তমান পদা-
র্থে ক্ষণভঙ্গবশতেন কবিয়া থাকে, তাহাবা মহা সাহসিক । আর দেখ,
ক্ষণিকবাদীর মতে জ্ঞানকালে জ্ঞেয় পদার্থের অসত্ত্বাহেতু এবং জ্ঞেয়
মবে জ্ঞানের অবর্তমানতা প্রযুক্ত গ্রাহগ্রাহকভাবের অল্পপত্তি হয়,
গ্রাহহইলে সকললোককার্য্য অসিদ্ধ হইয়া উঠে । আব উক্ত জ্ঞানের
শানসময়বর্তিতাশঙ্কাও হইতে পারে না । কারণ কার্য্যকারণভাবের
দৃষ্টবাহেতু অগ্রাহ পদার্থের গ্রহণপ্রত্যয়ের অল্পপত্তি আছে । যদি
ক্ষণিকত্বের আকার্য্যকৃত্বহেতু তাহাব গ্রাহত্ব স্বাকার কব, তাহাও বৃষ্টি-
ক হইতেছে না, বেহেতু ক্ষণিকজ্ঞানের আকার্য্যকৃত্বতা বলা যায় না ;
তদাং সাকারজ্ঞানবাদের প্রত্যাশবশতঃ নিরাকারজ্ঞানবাদেও যোগ্যত্যা
ক্ষু প্রতিকর্ম্য ব্যবস্থাই স্থিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

তথা হি প্রত্যক্ষেণ বিষয়াকাররহিতমেব জ্ঞানং প্রতি-
 পুরুষমহমিকয়া ঘটাদিজ্ঞানননুভূয়তে ন তু দর্পণাদিবৎ
 প্রতিবিস্ত্রকৃতম্ । বিষয়াকারধারিতত্বেন চ জ্ঞানস্থার্থে
 দূরনিকটাদিব্যবহারায় কলাঞ্জলির্বিদীয়তে । ন চেদ-
 নিকটোপাদনমেকৈব্যঃ দবীয়ান মহীধরো নেদীয়ান্ দীর্ঘো
 বহুরিতিব্যবহারস্ত নিরাবাধং জাগরুকত্বাৎ । ন চাকার-
 ধায়কস্ত তস্ত দবীয়স্তাদিশালিতয়া তথা ব্যবহার ইতি
 কথনীয়ং দর্পণাদৌ তথানুপলম্ব্যৎ । কক্ষার্থাভূপজায়-
 মানং জ্ঞানং যথা তস্ত নীলাকারতামনুকরোতি তথা যদি
 জড়তামপি তদ্ব্যর্থবৎ তদপি জড়ং স্মৃৎ । তথাচ বুদ্ধি-
 মিক্তবতো মূলমপি তবেকৈঃ স্মৃতিমিতি সহৎকটমাপ-
 ন্যম্ ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণে বিষয়াকার
 রহিত জ্ঞান হয় এবং প্রতিপুরুষে অহঙ্কারদ্বারাষ্ট ঘটাদি অনুভূত হয়
 দর্পণাদিগত প্রতিবিম্বের ভাষ্য হয় না, বাস্তবিক উক্ত জ্ঞানবিষয়াকা-
 ধারণ করে বলিয়া সেই জ্ঞানের নিমিত্ত দূরনিকটাদি ব্যবহার ইহা
 পারে না । দূরবর্তী পর্কত নিকটস্থ, এইরূপ ব্যবহার সর্বথা অসিদ্ধ । অত-
 ইহাও বলা যায় না যে, আকারধারী পর্কতের দূরবর্তিতাপ্রযুক্ত উ-
 ব্যবহার ইহাতে পারে, যেহেতু দর্পণাদিতে উক্তরূপ উপলব্ধি হয় না ।
 পক্ষান্তরে বলিতেছেন, অর্থাপগতিতেই জ্ঞান জন্মে, যেমন সেই জ্ঞান
 নীলাকারতার অনুকরণ করে, সেইরূপ যদি জড়তার ও অনুকরণ করি-
 থাকে, তাহাহইলে অর্থবানমা এই জড় ইহাতে পারে ; সুতরাং মহাদে-
 উপস্থিত হইল ॥ ৬ ॥

অথৈতদোষপরিজিহীৰ্ষয়া জ্ঞানং জড়তাং নানুকরো-
 ভীতি ক্রমে হস্ততর্হি তস্যা গ্রহণং ন স্যাদিত্যেকমনুসন্ধিৎ-
 সতোহপরং প্রচ্যবত ইতি স্মায়াপাতঃ । ননু মা ত্বৎ
 জড়ত্যা গ্রহণং কিং নচ্ছিন্নং তদগ্রহণেহপি নীলাকার-
 গ্রহণে চাগৃহীতা জড়তা কথং তস্যানুরূপং স্যাৎ অপরথা
 গৃহীতস্য স্তম্ভস্যাগৃহীতং ত্রৈলোক্যমপিরূপং ভবেৎ ।
 তদেতৎ প্রমেয়জাতং প্রতাপচন্দ্রপ্রভৃতিভিরহ্মতানুসা-
 রিভিঃ প্রমেয়কমলমার্ভগাদৌ প্রবন্ধে প্রপঞ্চিতমিতি গ্রন্থ-
 ভ্রমস্তন্মোক্ষপন্থস্তুম্ । তস্মাৎ পুরুষার্থাভিলাষুকৈঃ
 পুরুষৈঃ সৌগতী গতির্নানুগন্তব্যা অপিত্বাহেত্যেবাহীয়া ।
 অহংস্বরূপঞ্চ চন্দ্রসূরিভিরাণ্ডনিশ্চয়ালঙ্কারে নিরটঙ্কি
 মর্ববজ্রো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ । যথাস্থিতার্থ
 বাদী চ দেবোহহঁন্ পরমেশ্বর ইতি ॥ ৭ ॥

যদি উক্ত দোষের পবিহারবাননার জ্ঞান জড় নহে, ইহা বল, তাহা-
 হইলে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না ; সুতরাং একের অনুসন্ধান করিতে
 গিয়া অন্য হারাইতে হইল । তথাপি যদি বল, ---জড়তার গ্রহণ না হউক,
 তাহাহইলে তোমার কি ছিন্ন না হইল । নীলাকারের গ্রহণ হইলে তাহা-
 দিগের ভেদ হয় না, পরন্তু নীলাকাবের গ্রহণেও অগৃহীত জড়তা কিরূপে
 তাহার অনুকূপ হইতে পারে, অথবা ত্রৈলোকেই গৃহীতস্তম্ভেব অগৃহীত-
 রূপ হয় । অতএব আইতমতানুসারী প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতিরা প্রমেয়কমল-
 মার্ভগাদি প্রবন্ধে উক্তরূপ বিস্তার কবিয়াছেন । এইস্থলে গ্রন্থবাহুল্য
 ভয়ে তাহা উপন্যস্ত হইল না । অতএব বাহারা ধর্মার্থকামমোক্ষ এই
 পুরুষার্থচতুষ্টয়েব অভিলাষ করেন, তাহারা বুদ্ধমত স্বীকার করিবেন না,
 তাহাদিগের আইতমতের অনুশরণ করা কর্তব্য । চন্দ্রসূরী প্রভৃতি আণ্ড-
 ব্যক্তিরা নিশ্চয়ালঙ্কারে এই আইতমত নিঃশঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিয়া-

ননু ন কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ সর্বজ্ঞপদবেদনীয়ঃ
প্রমাণপদ্ধতিমধ্যাস্তে সম্ভাবগ্রাহকস্ত প্রমাণপঞ্চকস্ত তত্রা-
নুপলম্ব্যৎ তথাচোক্তং তৌতাতিতৈঃ—

সর্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ ।

দৃষ্টো ন চৈকদেশোহস্তি লিঙ্গং বা যোহনুমান্যেৎ ॥৮॥

ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্বজ্ঞবোধকঃ ।

ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্যমপি কল্যাতে ॥ ৯ ॥

ন চান্বার্থপ্রধানৈস্তৈস্তদন্তিত্বং বিধীয়তে ।

ন চানুবদিতুং শক্যঃ পূর্বনৈৱৈবোপিতঃ ॥ ১০ ॥

ছেন । তাঁহারা বলিয়াছেন, আইতদেব সর্বজ্ঞ এবং তিনি বাগাদিদেব
সমূহ জয় করিয়াছেন, ত্রিভুবনেই তাঁহান অর্চনা করে, তিনি যথার্থ
স্থিতার্থবাদী এবং যাক্ষ্যৎ পরমেশ্বর ॥ ৭ ॥

এইকণ বলিতেছেন যে, কোন এক পুরুষ যে সর্বজ্ঞপদপ্রতিপাদ্য,
এমন কোন প্রমাণ নাই । যেহেতু যে প্রমাণপঞ্চকের সম্ভাবে জ্ঞান হয়, সেই
পঞ্চ প্রমাণেও কোন পুরুষবিশেষের সর্বজ্ঞপদপ্রতিপাদ্য উপলভ
হইতেছে না । এই বিষয়ে শাস্ত্রান্তবে উক্ত আছে যে, আমরা ইদানীং
কাহাকেও সর্বজ্ঞ দেখিতেছি না এবং কখনও একদেশমান দৃষ্ট হয় নাই,
পরন্তু এমন কোন কারণও নাই যে, তাহাদ্বারা অনুমান করা বাইতে
পারে ॥ ৮ ॥

আর সর্বজ্ঞবোধক কোন আগমবিধিও নাই, অর্থাৎ কোন আগম-
দ্বারাও প্রমাণীকৃত হয় নাই যে, কোন পুরুষবিশেষকে সর্বজ্ঞ বলা বাইতে
পাবে, পরন্তু তাহাতে অর্থ বাদেরও তাৎপর্য পবিকল্পনা হইতে
পাবে না ॥ ৯ ॥

আহারা অর্থ স্বীকাব কবেন, তাঁহারাও সর্বজ্ঞের অস্তিত্ত্ববিধান
করেন না এবং পূর্বে কোন ব্যক্তিরা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এমন
কথাও কেহ বলিতে পারে না ॥ ১০ ॥

অনাদৈরাগমস্তার্থো ন চ সর্বজ্ঞ আদিমান্ ।

কৃত্রিমেণ হৃদতোয়ন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১১ ॥

অথ তদ্বচনেনৈব সর্বজ্ঞোহ্যৈঃ প্রতীয়তে ।

প্রকল্পোত কথং সিদ্ধিরন্যোন্মাশ্রয়োস্তুয়োঃ ॥ ১২ ॥

সর্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা ।

কথং তদুভয়ং সিধ্যৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥ ১৩ ॥

অসর্বজ্ঞপ্রণীতান্ বচনান্মূলবর্জিতান্ ।

সর্বজ্ঞমবগচ্ছন্তুস্তদ্বাক্যোক্তং ন জানতে ॥ ১৪ ॥

সর্বজ্ঞসদৃশং কিঞ্চিদ্যদি পশ্যেয় সম্প্রতি ।

উপমানেন সর্বজ্ঞং জানীয়াম ততো বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অনাদি আগমেবই অর্থ হইয়া থাকে এবং সর্বজ্ঞ আদিমান নহে ;
সুতরাং কোনকপেও কৃত্রিম অসত্যপ্রমাণে সেই সর্বজ্ঞ প্রতিপাদিত হইতে
পারে না ॥ ১১ ॥

যদি সেট বাক্যমাত্রই অজ্ঞাত ব্যক্তিবা সর্বজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারে,
তাহাইহলে কিরূপে সেই পরস্পর আশ্রয়ীদ্বয়েব সিদ্ধি কল্পনা করা
হইতে পারে ॥ ১২ ॥

“সর্বজ্ঞেব উক্ত বাক্যই সত্য” এই প্রমাণেই সর্বজ্ঞের অস্তিতা জানা
যায়, কিন্তু সিদ্ধমূলান্তর ব্যতিরেকে কিরূপে উক্ত উভয়ের সিদ্ধি
হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

আব যাঁহারা অসর্বজ্ঞপ্রণীত মূলবর্জিতবচনে সর্বজ্ঞ স্বীকার করে,
তাহারাও তদ্বাক্যোক্তি জানে না, অর্থাৎ যে বাক্যের কোন মূল নাই,
সেই বাক্যে সর্বজ্ঞ স্বীকৃত হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি সম্প্রতি কোন পদার্থও সর্বজ্ঞের সদৃশ দেখিতে পাই, তাহা-
হইলে আমবা উপমানপ্রমাণে সর্বজ্ঞকে জানিতে পারি, অর্থাৎ যদি এই
বস্তু সর্বজ্ঞেব সদৃশ, এইরূপ দেখিতে পাইতাম্ তাহাইহলে সর্বজ্ঞ আমা-

উপদেশোহপি বুদ্ধস্য ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিগোচরঃ ।

অন্থা নোপপদ্যেত সার্বজ্ঞ্যং যদি নাভবদিত্যাदि ॥১৬॥

অত্র প্রতিবিধীয়তে যদভ্যধায়ি সদ্ভাবগ্রাহকস্য প্রমাণ-
পঞ্চকস্য তত্রানুপলব্ধাদিত্তি তদযুক্তং তৎ সদ্ভাবাদেক-
অ্যানুমানাদেঃ সদ্ভাবাৎ । তথাহি কশ্চিদাত্মা সকল-
পদার্থসাক্ষাৎকারী তদগ্রহণস্বভাবত্বে সতি প্রক্ষীণপ্রতি-
বন্ধপ্রত্যয়ং তৎ তৎসাক্ষাৎকারি যথা অপগততিগিরাদি-
প্রতিবন্ধং রূপসাক্ষাৎকারি । তদগ্রহণস্বভাবত্বে সতি
প্রক্ষীণপ্রতিবন্ধপ্রত্যয়শ্চ কশ্চিদাত্মা তস্মাৎ সকলপদার্থ-
সাক্ষাৎকারীতি ॥ ১৭ ॥

দিগের দৃষ্ট বস্তুব সদৃশ. এইরূপ জ্ঞানে তাহাকে জানা যাইতে
পারিত ॥ ১৫ ॥

যদি সর্বজ্ঞত্বই না থাকে, তাহাইলে অত্র কোনরূপেও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি
গোচর বুদ্ধের উপদেশ উপপন্ন হইতে পারে না । সর্বজ্ঞ ভিন্ন অত্র কোন
ব্যক্তি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের উপদেশ করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ১৬ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত প্রস্তাবের প্রতিবিধান হইতেছে । পূৰ্ব্বে উক্ত হইয়াছে,
সদ্ভাবগ্রাহক প্রমাণপঞ্চকের অনুপলব্ধিহেতু কোন বিশেষপুরুষও সর্ব-
পদের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না, ইহা বৃত্ত নহে । কারণ এক অনুমান
প্রমাণেই তাহা প্রতীয়মান হইতে পারে । এইক্ষণ এইরূপ অনুমান
হইতেছে যে, কোন এক আত্মাই সকল পদার্থের সাক্ষাৎকার কবিত
পারেন, যেহেতু আত্মায় সকল পদার্থ গ্রহণের সানর্থ্য আছে এবং তাহার
সকল প্রতিবন্ধক ক্ষয় পাইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই,
আব ইহাতে এইরূপ ব্যাপ্তি স্থির আছে যে, যে যে পদার্থ গ্রহণস্বভাব-
শালী হইয়া ক্ষীণপ্রতিবন্ধ হয়, সেই সেই পদার্থই সাক্ষাৎকার করিতে
পারে । যেমন অন্ধকারাদি প্রতিবন্ধ অপগত হইলেই চক্ষু রূপেব

ন তাবদশেষার্থগ্রহণস্বভাবত্বমান্বনোহসিদ্ধঃ চোদনা-
বলান্নিখিলার্থজ্ঞানাৎ নাশ্চথানুপপত্ত্যা সর্বমনৈকান্তা-
জ্ঞকং সদ্ধাদিতি ব্যাপ্তিজ্ঞানোৎপত্তেশ্চ । চোদনা হি
ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং স্ফলং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং
জাতীয়কমর্থগবগময়তীত্যেবং জাতীয়কৈরধ্বরমীমাংসা-
গুরুভির্বিধিপ্রতিষেধবিচারণানিবন্ধনং সকলার্থবিষয়-
জ্ঞানং প্রতিপদ্যমানৈঃ সকলার্থগ্রহণস্বভাবকত্বমান্বনো-
হভ্যুপগতম্ । ন চাখিলার্থপ্রতিবন্ধকাবরণপ্রক্ষয়ানুপ-
পত্তিঃ সম্যাদ্দর্শনাদিত্রয়লক্ষণস্বাবরণপ্রক্ষয়হেতুভূতশ্চ
সামগ্রী বিশেষশ্চ প্রতীতত্বাৎ অনয়া মুদ্রয়াপি ক্ষুদ্রোপদ্রবা
বিদ্রাব্যাঃ ॥ ১৮ ॥

সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। কোন আত্মাও বস্তুসাক্ষাৎকারস্বভাবশালী
হইয়া প্রতিবন্ধবিহীন হইতে পারে, অতএব সেই আত্মাই সকল পদার্থের
সাক্ষাৎকারী ॥ ১৭ ॥

বাস্তবিক আত্মার অশেষার্থগ্রহণস্বভাব অসিদ্ধ নহে, যেহেতু চোদনা-
বলে লিখিনার্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত অত্র কোনকপেও উপপত্তি নাই। আত্মার
চোদনাই অতীত, বর্ত্তন, ভবিষ্যৎ বিষয়সকল এবং স্ফল, ব্যবহিত ও
বিপ্রকৃষ্ট প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। অতএব যাহারা অধ্বর
মীমাংসার গুরু এবং বিধি ও প্রতিষেধ বিচারনিবন্ধন সকলার্থবিজ্ঞান
প্রতিপাদন কবেন, তাহারা ই আত্মার সকলার্থগ্রহণস্বভাব স্বীকার
কবেন। আত্মা যে সকলার্থ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে প্রতিবন্ধক-
স্বরূপ আবরণক্ষয়েরও অল্পপপত্তি নাই, যেহেতু সম্যাদ্দর্শনাদি লক্ষণ এবং
এক আবরণক্ষয়ের হেতুভূত সামগ্রী বিশেষের প্রতীতি আছে ॥ ১৮ ॥

নম্রাবরণপ্রক্ষয়বশাদশেষবিষয়ঃ বিজ্ঞানবিশদঃ যুথ্য-
প্রত্যক্ষং প্রভবতীতুক্তং তদযুক্তং তস্মৈ সর্বজ্ঞানাদি-
সক্তত্বেনাবরণশ্চৈবাসম্ভবাদিতি চেতন্ন অনাদিমুক্তত্বশ্চৈ-
বাসিদ্ধেন সর্বজ্ঞোহনাদিমুক্তঃ মুক্তত্বাদিতরমুক্তবৎ বদ্ধা-
পেক্ষয়া চ মুক্তব্যপদেশঃ তদ্রহিতে চাত্মাপ্যভাবঃ স্মাদা-
কাশবৎ । নম্রনাদেঃ ক্ষিত্যাদিকার্য্যাপরম্পরায়াঃ কর্তৃ-
তেষ্য তৎসিদ্ধিঃ তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সাকর্ষকং কার্য্যত্বা-
দবটবদিতি তদপ্যসমীচীনং কার্য্যত্বশ্চৈবাসিদ্ধেঃ । ন চ
সাবয়বত্বেন তৎসাধনমিত্যভিধাতব্যং যস্মাদিদং বিকল্প-
জালমবতরতি ॥ ১৯ ॥

সাবয়বত্বং কিমবয়বসংযোগিত্বম্ অবয়বসমবায়িত্বম্
অবয়বজ্ঞাত্বং সমবেতদ্রব্যত্বং সাবয়ববুদ্ধিবিসয়ত্বং বা ।

আর আবরণক্ষয়বশতঃ সমস্ত বিষয়ই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, ইহা
উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সপঞ্জ আয়া
অনাদি ও অনন্ত, তাহার কোনরূপ আবরণ সম্ভব হয় না । ইহাও বলা
যায় না, যেহেতু অনাদিরও মুক্তত্ব অসিদ্ধ । ইতর মুক্তত্ব গ্রাহ
সপঞ্জ অনাদিও মুক্ত নহেন, বদ্ধাপেক্ষায়ই মুক্তের ব্যপদেশ হয়, যাহার
বদ্ধ নাই, তাহাকে মুক্ত বলা যায় না । এইক্ষণ যদি বলি, সর্বজ্ঞ অনাদি
হইলেও ক্ষিত্যাদি কার্য্য পদার্থসমূহের কর্তৃত্বপ্রযুক্ত তাহার মুক্তত্ব সিদ্ধি
আছে, ক্ষিত্যাদিপদার্থ সকলই সাকর্ষক, যেহেতু উহার ঘটাদির আয়
কার্য্য, ইহাও সমীচীন মত নহে, যেহেতু কার্য্যত্বেরই অসিদ্ধি আছে । আর
সাবয়বত্ব প্রযুক্ত মুক্তত্বের সিদ্ধি আছে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তিনি
এই বিকল্প জ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ ॥ ১৯ ॥

এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, সাবয়বত্ব কি ? উহা কি অবয়বসংযো-
গত্ব, অবয়বসমবায়িত্ব, অবয়বজ্ঞাত্ব, সমবেতদ্রব্যত্ব, অথবা সাবয়ব

ন প্রথমঃ আকাশাদাবনৈকান্ত্যে। ন দ্বিতীয়ঃ সামা-
ন্যাদৌ ব্যভিচারে। ন তৃতীয়ঃ সাধ্যাবিশিষ্টত্বাৎ।
ন চতুর্থঃ বিকল্পযুগলাংগলগলগ্রহত্বাৎ সমবায়সম্বন্ধমাত্রাবদ্-
দ্রব্যত্বং সমবেতদ্রব্যত্বং অত্র সমবেতদ্রব্যত্বং বা বিব-
ক্ষিতং হেতু ক্রিয়তে। আদ্যে গগনাদৌ ব্যভিচারঃ
তস্তাপি গুণাদি সমবায়বদ্ভব্যত্বয়োঃ সম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে
সাধ্যাবিশিষ্টতা অশ্লশকার্থেষু সমবায়কারণভূতেন্নবয়বেষু

দ্বিবিষয়ঃ? প্রথম অর্থাৎ অবয়বসংযোগিত্ব হইতে পারে না।
কেননা, অবয়বসংযোগিত্ব হইলে, আকাশাদিতে অনৈকান্ত্য ঘটে।
দ্বিতীয় অর্থাৎ আকাশ নিত্য পদার্থ। তাহা কিরূপে কার্য্য হইতে পারে?
তৃতীয় অর্থাৎ অবয়বসমবায়িত্বও হইতে পারে না। কেননা, তাহা
হইলে জাতি প্রভৃতিতে ব্যভিচার ঘটে। অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি
নিত্য পদার্থ। সুতরাং তাহাও কিরূপে কার্য্য হইতে পারে?
চতুর্থ অর্থাৎ অবয়বজগৎও হইতে পারে না। কেননা, তাহা
হইলে, সাধ্যের অবিশিষ্টত্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ঈশ্বর নিরবয়ব।
চল হইতে আবার অবয়বী পদার্থের কিরূপে আবির্ভাব হইতে
পারে? চতুর্থ অর্থাৎ সমবেতদ্রব্যত্বও হইতে পারে না। কেননা,
সমবেতদ্রব্যত্ব বলিলে, দুইটা সন্দেহ রূপ অর্গল গলগ্রহ হইয়া থাকে;
প্রথম, সমবায়সম্বন্ধমাত্রাবৎ দ্রব্যত্বই কি সমবেতদ্রব্যত্ব, না, অশ্লত্র
সমবেতদ্রব্যত্বকেই সমবেতদ্রব্যত্ব বলা হইয়াছে, এইরূপ হেতু
সম্ভব হইতে পারে। আদ্য অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধমাত্রাবৎ দ্রব্যত্ব
লিলে, আকাশাদিতে ব্যভিচার ঘটে। কেননা, আকাশের গুণাদি-
সমবায়বৎ ও দ্রব্যত্ব উভয়ই আছে। দ্বিতীয় বলিলে, 'সাধ্যের
বিশিষ্টতা' হয়। কেননা, সমবায়ের কারণভূত অবয়বসমূহে স্ব-
য়ের সাধনীয়ত্ব হইয়া থাকে। এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে

সমবায়স্য সাধনীয়ত্বাৎ । অভ্যুপগম্যৈতদভাণি বস্তুতস্ত
সমবার এব ন সমস্তি প্রমাণাভাবাৎ । নাপি পঞ্চমঃ
আত্মাদিনানৈকান্তান্তস্ত সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বেহপি কার্য্য-
ত্বাভাবাৎ ॥ ২০ ॥

ন চ নিরবয়বত্বেহপ্যন্ত সাবয়বার্থসম্বন্ধেন সাবয়ববুদ্ধি-
বিষয়ত্বমোপচারিকমিত্যেতদ্ব্যং নিরবয়বত্বে ব্যাপিত্ব-
বিরোধাৎ পরমাণুবৎ । কিঞ্চ কিমেকঃ কর্তা সাধ্যাত্তে
কিং বা স্বতন্ত্রঃ । প্রথমে প্রাসাদাদৌ বাভিচারঃ স্থপ-
ত্যাদীনাম্ বহুনাং পুরুষাণাম্ তত্র কর্তৃত্বোপলব্ধাদনেনৈব
সকলজগজ্জননোৎপত্তাবিতরবৈয়র্থ্যঞ্চ ॥ ২১ ॥

হইয়াছে, বস্তুতঃ, সমবায়ই নাই । কেন না, ইহার অস্তিত্বসম্বন্ধে
কোনরূপ প্রমাণ নাই । পঞ্চম অর্থাৎ সাবয়ব-বুদ্ধি-বিষয়ত্বও হইতে
পারে না । কেননা, তাহা হইলে, আত্মাদির সহিত অনৈকান্তত্ব-
দোষ ঘটে । পক্ষান্তরে, আত্মাকে সাবয়ববুদ্ধিবিষয় বলিয়া স্বীকার
করিলেও, তিনি কখন কার্য্য হইতে পারেন না ॥ ২০ ॥

আত্মা নিরবয়ব হইলেও, দেহেব সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তাঁহার
সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্ব ঔপচারিক, এইরূপও ইষ্ট হইতে পারে না ।
কেননা, নিরবয়ব পরার্থদ্বারেই পরমাণুব্জায় ব্যাপিত্ববিরোধী ।
অপিচ, কর্তা একমাত্র, কি, স্বতন্ত্র কর্তা আছে ? যদি একমাত্র কর্তা
স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, প্রাসাদিতে বাভিচার ঘটে । কেননা
ব্যবস্থাপতি পুরুষ একত্র হইয়া, প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়া থাকে
ইহা দ্বারা অর্থাৎ একমাত্র কর্তা স্বীকার করিলে, সমুদায় লোকের
উৎপত্তি কিংবা অন্ত্যস্ত কর্তার বৈয়র্থ্য দৃষ্টিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তদ্বক্তাং বীতরাগস্ততো

কর্তাস্তি নিত্যো জগতঃ স চৈকঃ

স সৰ্ব্বগঃ সন্ স্ববশঃ স সত্যঃ ।

ইমাঃ কুহেয়াঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্তু-

স্তেবাং ন যেষামনুশাসকস্তমিতি ॥ ২২ ॥

অন্তত্ৰাপি । কর্তা ন তাবদিহ কোহপি যথেষ্টা বা

দৃষ্টোহন্তথা কটকুতাবপি তৎপ্রসঙ্গঃ ।

কার্য্যং কিমত্র ভবতাপি চ তক্ষকাদ্য-

রাহত্য চ ত্রিভুবনং পুরুষঃ করৌতীতি ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ প্রাপ্তকারণত্রিতয়বলাদাবরণপ্রক্ষয়ে সার্বজ্যং
যুক্তম্ । ন চাত্মোপদেষ্টুস্তরাভাভাং সম্যগ্দর্শনাদিত্রি-
তয়ানুপপত্তিরিতি ভগনীয়ং পূর্বদর্শনপ্রণীতাগমপ্রভব-

বীতরাগস্ততিতে তাহা বলিয়াছেন। যথা, জগতেব যিনি
কর্তা, তিনি নিত্য ও এক। এবং তিনি সৰ্ব্বগ, স্ববশ ও সত্য স্বরূপ।
এইরূপ বনি স্মীকার করা যায়, তাহা হইলে, অন্ততঃ যে সকল কর্তার
অনুশাসক নাই, তাহাদের কুবিড়ম্বনা হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অন্ততঃ বলিয়াছেন, এই সংসারের কেহ যথেষ্ট কর্তা নাই।
কেমনা, কুস্তকারের কার্য্যে তৎপ্রসঙ্গের অন্তথাভাৱ দৃষ্ট হয়। আর,
পূর্ব কি তোমাকে ও স্ত্রধরাদিকে একত্র সমবেত করিয়া, এই
ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ? ॥ ২৩ ॥

এই কারণে পূর্বকথিত কারণত্রয়প্রভাবে আবরণের এককালীন
ক্ষয় হইলে, জীবের সর্বজ্ঞতা যুক্ত হইয়া থাকে। এই জীবের অন্য কেহ
উপদেষ্টা নাই। সুতরাং, তাহার সম্যগ্দর্শনাদিত্রিতয়ের অনুপপত্তি

ত্বাদমুখ্যাশেষার্থজ্ঞানস্ত। ন চাত্মোক্তাশ্রয়তাদিনোষঃ
আগমসর্বজ্ঞপরম্পরায়। বীজাকুরবদনাদিত্বাকীকারা-
দিত্যলম্ ॥ ২৪ ॥

রত্নত্রয়পদবেদনীয়তয়া প্রসিদ্ধং সম্যগ্‌দর্শনাদিক্রিতয়-
মর্হৎপ্রবচনসঙ্গ্রহপরে পরমাগমসারে প্ররূপিতং সম্যগ্-
দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গ ইতি। বিরতঞ্চ যোগ-
দেবেন যেন রূপেণ জীবাদ্যর্থো ব্যবস্থিতস্তেন রূপেণ-
হতা প্রতিপাদিতে তত্ত্বার্থে বিপরীতাভিনিবেশরহিতত্বাদ্য-
পরপর্যায়ং শ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনং। তথা চ তত্ত্বার্থসূত্রং
তত্ত্বার্থং শ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনমিতি ॥ ২৫ ॥

হইতে পারে, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, যে জীব প্রথমে
সর্বজ্ঞ হইয়াছিল, তাহার প্রণীত আগম হইতে ইহার এরূপ সর্বজ্ঞ
সমুদ্ভূত হইয়াছে। এবিষয়ে অন্যোক্তাশ্রয়তাদি দোষ হইতে পারে না।
কেননা, বীজ ও অঙ্কুরের ভাষা, আগমসর্বজ্ঞপরম্পরা অনাদি বলিয়া,
পরিগ্রহীত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যে সম্যগ্‌দর্শনাদিক্রিতয় রত্নত্রয়পদবেদনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে,
তাহা অর্হৎপ্রবচনসংগ্রহবিষয়ক পরমাগমসারনামক গ্রন্থে বিশেষরূপে
বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, সম্যগ্‌দর্শন। জ্ঞান ও
চারিত্র এই তিনটাই সাংক্ষাৎ মোক্ষমার্গ। যোগদেব কর্তৃক ইহাও বিবৃত
হইয়াছে, যেভাবে জীবাদি বিষয় সকলের ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন,
অর্হৎ কর্তৃক সেইরূপেই তত্ত্বার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ তত্ত্বার্থে
বিপরীত অভিনিবেশত্যাগাদি পূর্বক শ্রদ্ধানকে সম্যগ্‌দর্শন বলে।
তথাহি, তত্ত্বার্থ-সূত্র, তত্ত্বার্থ-শ্রদ্ধানই সম্যগ্‌দর্শন ॥ ২৫ ॥

অনুদ্বন্দ্বি

রুচির্জিনোক্তত্বেষু সম্যক্ অন্বয়মুচ্যতে ।

জায়তে তন্মিসর্গেণ গুরোরধিগমেন বেতি ॥ ২৬ ॥

পরোপদেশনিরপেক্ষমাত্মস্বরূপং নিসর্গঃ ব্যাখ্যানাদি-
রূপপরোপদেশজনিতং জ্ঞানমধিগমঃ । যেন স্বভাবেন
জীবাদয়ঃ পদার্থাঃ ব্যবহিতাঃ তেন স্বভাবেন মোহসংশয়-
রহিতত্বেনাবগমঃ সম্যগ্জ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

যথোক্তং

যথাবহ্নিততস্থানাং সংকেপাবিস্তারেন বা ।

যোহববোধস্তমজ্রাহঃ সম্যগ্জ্ঞানং মনীষিণ ইতি ॥২৮॥

তজ্জ্ঞানং পঞ্চবিধং মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্য্যায়কেবল-

অনুরূপও বলিয়াছেন। যথা, জিন বেতন নির্দেশ করিয়াছেন,
ভাষাতে যে সম্যগ্ রূপ রুচি, তাহারই নাম প্রজ্ঞান। নিসর্গ এবং গুরু
অধিগম, এই বিবিধ উপায়ে উহা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তদ্ব্যতীত, পরের উপদেশনিরপেক্ষ আত্মস্বরূপকে নিসর্গ বলে। আর
ব্যাখ্যানাদিরূপ পরোপদেশ জনিত জ্ঞানের নাম অধিগম। এবং যে
স্বভাব দ্বারা জীবাদি পদার্থ সকল ব্যবহৃত আছে, সেই স্বভাব বলে
মোহ ও সংশয় রহিত হইলে, যে অবগম লাভ হয়, তাহার নাম
সম্যগ্ জ্ঞান ॥ ২৭ ॥

তথাহি বলিয়াছেন। যথা, যথাবহ্নিত তত্ত্ব সকলের সংকেপ বা
বিস্তার ক্রমে অববোধ, অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হওয়াকেই মনীষিগণ সম্যগ্
জ্ঞান নামে নির্দেশ করেন ॥ ২৮ ॥

এই জ্ঞান পঞ্চবিধ, যথা, মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃপর্য্যায় ও কেবল।

ভেদেন । তদুক্তং মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্যায়কেবলানি
জ্ঞানমিতি । অন্ত্যর্থঃ জ্ঞানাবরণকরোপশমে সতি ইন্দ্রিয়-
মনসো পুরস্কৃত্য ব্যাপ্তং মনঃবধার্থং মনুতে সা মতিঃ ।
জ্ঞানাবরণকরোপশমে সতি মতিজনিতং স্পষ্টং জ্ঞানং
শ্রুতম্ । অসম্যগ্দর্শনাদিগণজনিতকরোপশমনিমিত্তং
অবচ্ছিন্নবিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ । ঈর্ষ্যান্তরায়জ্ঞানাবরণ-
করোপশমে সতি পরমনোগতান্ত্যর্থস্তু ক্ষুণ্ণং পরিচ্ছেদকং
জ্ঞানং মনঃপর্যায়ঃ । তপঃক্রিয়াবিশেষান্ বদর্থং সেবন্তে
তপস্বিনস্তজ্জ্ঞানমন্তজ্ঞানাসংস্পৃষ্টং কেবলম্ । তত্রাদ্যং
পরোক্ষং প্রত্যক্ষমন্তঃ । তদুক্তং

বিজ্ঞানং অপরাভাসি প্রমাণং বাধবর্জিতম্ ।

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ দ্বিধা মেয়বিনিশ্চয়াদিতি ॥ ২৯ ॥

তন্মধ্যে, জ্ঞানাবরণের অত্যধিক কয় হইলে, মন যে বধার্থ মনন কবে
তাহার নাম মতি । জ্ঞানাবরণের করোপশম হইলে, মতিজনিত স্পষ্ট
জ্ঞানের নাম শ্রুতি । অসম্যগ্দর্শনাদিগণজনিত করোপশম নিমিত্ত
যে অবচ্ছিন্নবিষয়ক জ্ঞান, তাহার নাম অবধি । ঈর্ষ্যান্তরায় জ্ঞানাবরণের
চূড়ান্ত কয় হইলে, পরের মনোগত বিষয়ের যে স্পষ্ট পরিচ্ছেদক জ্ঞান
জন্মে, তাহার নাম মনঃপর্যায় । আর, তপস্বিরা যেরূপ তপঃক্রিয়াবিশে-
ষের সেবা করেন, এবং যাহা তে অন্যবিধ জ্ঞানের সংস্পর্শগত
নাই, তাদৃশ জ্ঞানের নাম কেবল । তন্মধ্যে প্রথমকে পরোক্ষ ও অপরকে
প্রত্যক্ষ বলে । তাহা বলিয়াছেন । বলা, বাহা আপনাকে ও অন্তকে
বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করে, সেই বাধাবর্জিত বিজ্ঞানই প্রমাণ ।
উহা বিবিধ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ॥ ২৯ ॥

অন্তর্গণিকভেদস্ত সবিস্তরস্ত্রৈবাগমেহংগস্তব্যঃ ।
সংসরণকর্ষোচ্ছিষ্টাব্দ্যাতস্ত্র শ্রদ্ধাধানস্ত্র জ্ঞানবতঃ পাপ-
গমনকারণক্রিয়ানিরুত্তিঃ সম্যক্চারিত্রম্ । তদেতং
সপ্রপঞ্চমুক্তমহঁতা ॥ ৩০ ॥

সর্বধাবদ্যযোগানাং ত্যাগ্চারিপ্রমুচ্যতে ।

কীর্তিতঃ তবহিংসাদিত্রতভেদেন পঞ্চধা ।

অহিংসাসূনৃতাস্তেষত্রক্ষচর্য্যাপরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥

ন যৎপ্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্ ।

চরাণাং স্বাবরাণঞ্চ তবহিংসাত্রস্তং মতম্ ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতং ত্রতমুচ্যতে ।

তত্তথ্যমপি নো তথ্যমপ্রিয়ঞ্চাহিতত্র যৎ ॥ ৩৩ ॥

ইহার মধ্যে যে অবাস্তব ভেদ আছে, তাহা সেই আগমেই সবিস্তার
অবগত হইবে। যাহা ধারা বাবংবার যাতায়াত হইয়া থাকে; তাদৃশ
কর্মের উচ্ছেদন সমুদ্যত, শ্রদ্ধাশীল, জ্ঞানবান্ পুরুষের পাপসঙ্করের
হেতুভূতক্রিয়াব নিবৃত্তিকে সম্যক্চারিত্র বলিয়া থাকে। অহং তাহা
সবিস্তার নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

যথা, বিগহিত বিষয়সংসর্গের সর্বতোভাবে পরিহারকে চারিত্র
বলা যায়। এই চারিত্র অহিংসাদি ত্রত ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা,
অহিংসা, সূনৃত, অন্তের, ব্রহ্মচর্য্যা ও অপরিগ্রহ ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে, প্রমাদবশতঃ স্বাবর জন্ম পদার্থসমূহের জীবিতের হানি
না করাকে অহিংসাত্র বলে ॥ ৩২ ॥

প্রিয়, হিত ও তথ্য বাক্যের নাম সূনৃত ত্রত। বর্হাতে লোকের
অপ্রীতি ও অহিত জন্মে, তাদৃশ বাক্য তথ্য হইলেও, স্বপ্ন
নহে ॥ ৩৩ ॥

অনাদানমদন্ত্যন্তেষু ত্রমুদীরিতম্ ॥ ৩৪ ॥

দিব্যোদয়িককামাণাং কৃতানুমতকারিতৈঃ ।

মনোবাক্যায়তন্ত্যাগো ব্রাহ্মাক্টাদশধা মতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বভাবেষু মূর্ছয়াস্ত্যাগঃ স্বাদপরিগ্রহঃ ।

যদসংশপি জায়েত মূর্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ ॥ ৩৬ ॥

ভাবনাক্টিভাবিতানি পঞ্চভিঃ পঞ্চধা ক্রমাৎ ।

মহাত্তানি লোকস্য সাধয়ন্ত্যব্যয়ং পদমিতি ॥ ৩৭ ॥

ভাবনাপঞ্চকপ্রপঞ্চনঞ্চ প্রক্লপিতম্

হাস্যলোভভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্ ।

আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাবয়েৎ সূনৃতং ত্রতমিত্যা-
দিনা ॥ ৩৮ ॥

কেহ কোন জবাব না দিলে, তাহা না লওয়াকে অন্তের ত্রত বলিয়া
থাকে ॥ ৩৪ ॥

মন ভাষা, বাক্য ভাষা ও শরীর ভাষা দিব্য ও ঐন্দরিক কণ্ঠ
সকলের ত্যাগ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য । উহা অষ্টাদশবিধ ॥ ৩৫ ॥

সকল বিষয়ের অভাব ঘটিলেও, তজ্জনিত মূর্ছা অর্থাৎ মোহের
কোনরূপে আবিষ্কার না হওয়াকে অপরিগ্রহত্রত বলে । ঐরূপ অত্য-
হইলে, মূর্ছা উপস্থিত হইয়া চিত্তবিপ্লব সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

উল্লিখিত মহাত্তত সকল যথাক্রমে পঞ্চবিধ ভাবনা দ্বারা ভাবিত
হইলেই, লোকের অব্যয় পদ সংগাধিত করে ॥ ৩৭ ॥

সেই পঞ্চবিধ ভাবনা যথিস্তার বর্ণন করিয়াছেন । যথা, হাস্য,
লোভ, ভয় ও ক্রোধ, ইহাদের প্রত্যাখ্যান ও ভাষণ, ইত্যাদি সহারে
আলোচনা করিয়া, নিরন্তর সূনৃতত্রেতব ভাবনা কবিবে ॥ ৩৮ ॥

এতানি সমাগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মিলিতানি মোক্ষ-
কারণং ন প্রত্যেকং যথা রসায়নজ্ঞানং শ্রদ্ধানাবরণানি
সন্তুয় রসায়নফলং সাধয়ন্তি ন প্রত্যেকম্ ॥ ৩৯ ॥

অত্র সংক্ষেপতস্তাবজ্জীবাজীবাত্ম্যে ত্বে তত্ত্বৈ স্তঃ তত্র
বোধাত্মকো জীবঃ অবোধাত্মকস্তজীবঃ । তদ্বস্তং পদ্ম-
নন্দিনা

চিদচিদ্বৈ পরে তত্ত্বৈ বিবেকস্তদ্বিবেচনম্ ।

উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ঞ্চ কুর্বতঃ ॥ ৪০ ॥

হেয়ং হি কর্ত্তরাগাদি তং কার্য্যমবিবেকিনঃ ।

উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরূপযোগৈকলক্ষণমিতি ॥ ৪১ ॥

উল্লিখিত সমাগ্‌দর্শন, সমাগ্‌ জ্ঞান ও সমাগ্‌ চারিত্র পরস্পর মিলিত
হইয়া, মোক্ষ সমুদ্ভাবন কবে। মিলিত না হইলে, একাকী মোক্ষসাধনে
দমর্থ হয় না। যেমন রসায়ন জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও আবরণ ইহারা মিলিত
হইয়া, রসায়নফল সাধন করে, প্রত্যেকে পারে না ॥ ৩৯ ॥

ইহাতে সংক্ষেপ বিধানে জীব ও অজীব নামক দ্বিবিধ তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বোধাত্মক জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। পদ্মনন্দী
তাহা বলিয়াছেন।

যথা, চিৎ ও অচিৎ ভেদে পরম তত্ত্ব দুইপ্রকার। যাহা উপাদেয়,
তাহার গ্রহণ এবং যাহা হেয়, তাহার পরিত্যক্ত পূর্ণক, উল্লিখিত দ্বিবিধ
তত্ত্বের বিবেচনা অর্থাৎ সবিশেষ বিচার করাকেই বিবেক বলে ॥ ৪০ ॥

হেয়শব্দে কর্ত্তার রাগাদি বৃত্তিতে হইবে। এই রাগাদি অবি-
বাকীর কার্য্য। যাহা উপাদেয়, তাহাই পরজ্যোতিঃ। উপযোগ ঐ
জ্যোতির একমাত্র লক্ষণ ॥ ৪১ ॥

সহজচিহ্নপরিণতিং স্বীকৃতিয়াণে জ্ঞানদর্শনে উপ-
যোগঃ স পরম্পরপ্রদেহাত্ম প্রদেশবন্ধাৎ কর্মণৈকীভূত-
ত্বানোহিত্যপ্রতিপত্তিকারণং লক্ষণং ভবতি । সকল-
জীবসাধারণং চৈতন্যমুপশমক্ষয়ক্ষয়োপশমবশাদোপশমি-
ক্ষয়াত্মকক্ষয়োপশমিকভাবেন কর্মোদয়বশাৎ কলুষাত্মা-
কারণে চ পরিণতজীবপর্যায়জীববিবক্ষায়াং স্বরূপং
ভবতি ॥ ৪২ ॥

যদবোচদ্বাচকার্য্যঃ উপশমিকক্ষায়িকৌ ভাবে
মিশ্রশ্চ জীবস্য সত্ত্বমোদয়িকপারিণামিকৌ চেতি । অনু-
দয়প্রাপ্তিরূপে কর্মণ উপশমে সতি জীবস্তোৎপদ্যমানো
ভাবঃ উপশমিকঃ যথা পক্ষে কলুষতাং কুর্বতি কতকাদি-
দ্রব্যসম্বন্ধাদধঃপতিতে জনস্য স্বচ্ছতা । কর্মণঃ ক্ষয়োপ-
শমে সতি জায়মানো ভাবঃ ক্ষায়িকঃ যথা মোক্ষঃ ।

তন্মধ্যে সহজচিহ্নপরিণতি স্বীকার করিলে, জ্ঞানদর্শনে যে উপ-
যোগ অর্থাৎ অধিকার জন্মিয়া থাকে, তাহাকেই কর্মের সহিত একীভূত
আত্মার অজ্ঞপ্রতিপত্তির হেতুভূত লক্ষণ বলে । আর সকল-জীব
সাধারণ চৈতন্যই উপশমক্ষয় ও ক্ষয়োপশমবশে উপশমকক্ষয়াত্মক
ক্ষয়োপশমিক এই দ্বিবিধ ভাব সহারে কর্মোদয়প্রযুক্ত কলুষরূপ অ-
স্বাকারস্বরূপে পরিণত হয় ॥ ৪২ ॥

বাচকাচার্য্য বলিয়াছেন, জীবের উপশমিক, ক্ষায়িক, মিশ্র, উদয়ি-
ও পারিণামিক, এই পঞ্চবিধ ভাবের নাম সত্ত্ব । তন্মধ্যে কর্মের অজ্ঞদ-
প্রাপ্তিরূপ উপশম ঘটিলে, জীবের উৎপদ্যমান ভাবকে উপশমিক বলে
যেমন, পক্ষ কলুষত্বসম্পাদনপূর্ব্বক নির্মালাদি দ্রব্যসম্বন্ধবশতঃ অধঃপতি
হইলে, জলের স্বচ্ছতা সংঘটিত হয় । কর্মের ক্ষয়োপশম হইলে, জীব

উভয়াত্না ভাবো মিশ্রঃ যথা জলশুদ্ধিসচ্ছতা । কস্মৈ-
দয়ে সতি ভবন্ ভাব উদয়িকঃ । কস্মৈপশমাদ্যনপেক্ষঃ
সহজো ভাবশ্চেতনত্বাদিঃ পারিণামিকঃ । তদেতৎ
সত্ত্বং যথাসম্ভবং ভব্যস্তাভব্যস্ত বা জীবস্ত তত্ত্বং স্বরূপ-
মিতি সূত্রার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তদুক্তং স্বরূপসম্বোধনে

জ্ঞানান্তিমো নচাভিমো ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চন ।

জ্ঞানং পূৰ্ব্বাপরীভূতং মোহয়মাত্মেতি কীর্তিত ইতি ॥৪৪॥

ননু ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরপরিহারেণাবস্থানাদন্য-
তরশ্চৈব বাস্তবত্বাচ্ছভয়াত্মকত্বমযুক্তমিতি চেত্তদযুক্তং বাধে
প্রমাণাভাবাৎ । অনুপলস্তো হি বাধকং প্রমাণং । ন

জ্ঞায়মান ভাবকে দ্ব্যয়িক বলে। যেমন মোক্ষ। ঐরূপ উভয়াত্মক
ভাবকে মিশ্র বলিয়া থাকে। যেমন, জলের অধ্বসচ্ছতা। কস্মৈব উদয়
হইলে, যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম উদয়িক। আর কস্মৈ
টপশমাদির অপেক্ষা পরিহার করিয়া, যে সহজ ভাবের আবিষ্কার
হয়, তাহার নাম পারিণামিক। চেতনত্বাদি এই ভাবের অন্তর্নিবিষ্ট।
ইহানট নাম সত্ত্ব। অর্থাৎ যথাসম্ভব ভব্য বা অভব্য জীবের তত্ত্ব, কি
বা স্বরূপ। ইহাই সূত্রের অর্থ ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপসম্বোধনে তাহা বলিয়াছেন। যথা, যাহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন
নহে; অভিন্ন অথচ যাহা কথঞ্চিৎ ভিন্ন বা অভিন্নও বটে তাহাকে
যাহা বলে। এই আত্মা পূৰ্ব্বাপরীভূত জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৪৪ ॥

যদি বল, ভেদ ও অভেদ, ইহারা পরস্পর পরিহার করিয়া, অবস্থান
হইতে, অতএব ইহাদের মধ্যে অন্যতরের বাস্তবত্ব বলাতে উভয়াত্মকত্ব কখন
দ্রষ্ট হইতে পারে না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি বিষয়ে প্রমাণাভাব

লোহস্তি সমস্তেষু বস্তুধনেকরসাত্মকত্বশ্চ স্খাদাদিনো মতে
ত্বপ্রসিদ্ধত্বাদিত্যলম্ ॥ ৪৫ ॥

অপরে পুনর্জীবীভবয়োরপরাং প্রপঞ্চমাচক্ষতে
জীবাকাশধর্ম্মাধর্ম্মপুদগলাস্তিকায়ভেদাৎ । এতেষু পঞ্চসু
তত্ত্বেষু কালত্রয়সম্বন্ধিতয়া স্থিতিব্যপদেশঃ অনেকপ্রদেশ-
ত্বেন শরীরবৎ কায়ব্যপদেশঃ । তত্র জীবা দ্বিবিধাঃ
সংসারিণো মুক্তাশ্চ । ভবাদ্ভবান্তরপ্রাপ্তিমন্তঃ সংসা-
রিণঃ । তে চ দ্বিবিধা সমনস্কা অমনস্কাশ্চ । তত্র সংজ্ঞিনঃ
সমনস্কাঃ । শিক্ষাক্রিয়ালোপগ্রহণরূপা সংজ্ঞা তদ্বিধুরাস্তু-
মনস্কাঃ । তে চামনস্কা দ্বিবিধাঃ ত্রয়স্থাবরভেদাৎ । তত্র

বশতঃ ইহা সৰ্ব্বথা অযুক্ত । অমুপলব্ধই বাধক প্রমাণ ; এখানে তাহা নাই ।
সমস্ত বস্তুতেই অনেকরসাত্মকতার অমুপলব্ধ হয় । অর্থাৎ কোন বস্তু-
তেই অনেক রস থাকিলেও এককালে ঐ অনেক রসের প্রতীতি হয়
না । আত্মাতেও তদ্রূপ ভেদাভেদ সত্ত্বেও তাহার প্রতীতি হইতেছে
না । অতএব ঐ অনেকরস আত্মাতে জ্ঞানের ভেদাভেদ বাদীর
মতেও প্রসিদ্ধই হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

কেহ কেহ জীব ও অজীব উভয়ের অন্যবিধ প্রপঞ্চ বর্ণন করিয়া
থাকেন । বীজ, জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল ও অস্তিকায় ।
এই পঞ্চবিধ তত্ত্ব কালত্রয়সম্বন্ধী । সুতরাং, ইহাদের যেমন স্থিতি
আছে, বলা যায়, সেইরূপ অনেক প্রদেশ বিশিষ্ট বলিয়া, শরীরের ভাষ,
ইহাদের কায়ও আছে, বলা যাইতে পারে । তন্মধ্যে জীব দ্বিবিধ ;
সংসারী ও মুক্ত । বাহ্যবা জন্মের পর জন্ম লাভ করে, তাহাদিগকে
সংসারী বলে । সংসারী দ্বিবিধ, সমনস্ক ও অমনস্ক । তন্মধ্যে যাহারা
সংজ্ঞাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে সমনস্ক বলে । এখানে সংজ্ঞা শব্দে শিক্ষা,
ক্রিয়া, আলাপ ও গ্রহণ । যাহাদের সংজ্ঞা নাই, তাহাদিগকে অমনস্ক

ইন্দ্রিয়াদয়ঃ শঙ্খগণ্ডোলকপ্রভৃতয়শ্চতুর্বিধাদ্রিয়াঃ পৃথি-
ব্যপ্তেজোবায়ুবনস্পত্যয়ঃ স্থাবরাঃ । তত্র মার্গগতধূলিঃ
পৃথিবী ইষ্টকাদিঃ পৃথিবীকায়ঃ পৃথিবী কায়ত্বেন যেন
গৃহীতা স পৃথিবীকায়কঃ পৃথিবীং কায়ত্বেন যো গ্রহীষ্যতি
স পৃথিবীজীবঃ । এবমবাদিষপি ভেদচতুষ্কয়ং যোজ্যম্ ।
তত্র পৃথিব্যাди কায়ত্বেন গৃহীতবন্তো গ্রহীষ্যন্তশ্চ স্থাবরা
গৃহ্যন্তে ন পৃথিব্যাदिपृथिवীकायादयः तेषां जीवन्ताः ।
তে চ স্থাবরাঃ স্পর্শনৈকেন্দ্রিয়াশ্চ ভবান্তরপ্রাপ্তিবিধুরা
মুক্তাঃ ধর্মাধর্মাকাশান্তিকায়ান্তে একত্বশালিনো নিষ্ক্রি-
য়াশ্চ দ্রব্যস্ত দেশান্তরপ্রাপ্তিহেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

বলে । অমনস্ব আবার দ্বিবিধ । যথা, ত্রয় ও স্থাবর । তন্মধ্যে, যাহাদের
দুইটা মাত্র ইন্দ্রিয় আছে, তাদৃশ শঙ্খ ও গণ্ডোলক প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রাণিকে
ত্রয় বলে । আর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও বনস্পতি ইহারা স্থাবর
নামে পরিগণিত । তন্মধ্যে, পখিমধ্যস্থ ধূলির নাম পৃথিবী, আর ইষ্টকাদি
পৃথিবীর কায় । যাহা পৃথিবীকে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম
পৃথিবীকায়ক । আর যাহা পৃথিবীকে কায়রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাকে
পৃথিবীজীব বলে । জল প্রভৃতি অবশিষ্ট পদার্থ নব্বলেও, এইরূপ ভেদ-
চতুষ্কয় যোজন করা যাইতে পারে । যথা, জল, জলকায়, জলকায়ক ও
জলজীব ইত্যাদি । তন্মধ্যে, যাহারা পৃথিব্যাদিকে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে
ও যাহারা গ্রহিবে, তাহার স্থাবর রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ।
পৃথিব্যাदि ও পৃথিবীর কায়াদি জীব বলিয়া স্থাবর সকল স্পর্শন রূপ একমাত্র
ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট । তাহাদের জন্মান্তরপ্রাপ্তি হয় না । এই কারণে তাহার
মুক্ত । তাহাদের ধর্মাধর্ম, আকাশ ও অন্তিকায় আছে । তাহার একত্ব-
সম্পন্ন ও ক্রিয়াহীন এবং দ্রব্যের দেশান্তরপ্রাপ্তির কারণ ॥ ৪৬ ॥

তত্র ধর্মাধর্মো প্রসিদ্ধৌ । আলোকেনাবিচ্ছিন্নে
নভসি লোকাকাশপদবেদনীয়ে সর্বত্রাবস্থিতিগতিস্থিত্যুপ-
গ্রাহো ধর্মাধর্ময়োরূপকারঃ অতএব ধর্মান্তিকায়ঃ প্রবৃত্ত্য-
নুম্নেয়ঃ অধর্মান্তিকায়ঃ স্থিত্যনুম্নেয়ঃ । অন্তবস্তুরূপদেশ-
মধ্যেহ্যন্ত বস্তুনঃ প্রবেশোহবগাহঃ তদাকাশকৃত্যম্ ।
স্পর্শরসবর্ণবস্তুঃ পুদ্গলাঃ । তে চ দ্বিবিধাঃ অণবঃ স্কন্ধাশ্চ ।
ভোক্তৃমশক্যা অণবঃ দ্ব্যণুকাদয়ঃ স্কন্ধাঃ । তত্র দ্ব্যণু-
কাদিস্কন্ধভেদাদণুদিরুৎপদ্যতে অণুাদিসংঘাতাৎ দ্ব্যণু-
কাদিরুৎপদ্যতে কচিদ্ভেদসংঘাতাত্যাং স্কন্ধোৎপত্তিঃ অত-

তন্মধ্যে ধর্মাধর্মের অর্থ করিতে হইবে না ; উহা প্রসিদ্ধই আছে ।
যাহা লৌকিক আকাশ শব্দে পরিজ্ঞাত, এবং যাহা আনোক জ্ঞান সিদ্ধির
হয় না, সেই নভোমণ্ডলে সর্বত্র অবস্থিতি, গতি ও স্থিতি, এই ব্যাপার-
ত্রয়ের সমাধান, ধর্মাধর্মের উপকাব । অর্থাৎ ধর্মাধর্ম দ্বারা এই উপ-
কার লাভ হয়, যে, ঐক্যে সর্বত্র অবস্থানাদি কবিত পাবা যায় ।
অতএব ধর্মান্তিকায় প্রবৃত্তি দ্বারা অনুম্নেয় । অর্থাৎ যেখানে প্রবৃত্তি
আছে, সেইখানেই ধর্ম আছে, অনুমান করিতে হইবে । আব যেখানে
স্থিতি আছে, অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভাব, সেইখানেই অধর্মান্তিকায় অর্থাৎ
অধর্ম, কি না ধর্মের অভাব, বুঝিতে হইবে । অন্য বস্তুর প্রদেশ মধ্যে
অন্য বস্তুর প্রবেশকে অবগাহ বলে । ইহার নাম আকাশকৃত্য অর্থাৎ
আকাশের কার্য । যাহাতে স্পর্শ, রস ও বর্ণ আছে, তাহাদিগকে পুদ্গল
বলে । তাহার দ্বিবিধ, অণু ও স্কন্ধ । তন্মধ্যে যাহাদিগকে ভোগ করিতে
পারা যায় না, তাহাদের নাম অণু । আর, দ্ব্যণুকাদিকে স্কন্ধ বলিয়া থাকে ।
তন্মধ্যে, দ্ব্যণুকাদি স্কন্ধ ভেদ হইতে অণুদির উৎপত্তি হয় । আর,
অণুদিব সংঘাত হইতে দ্ব্যণুদির জন্ম হইয়া থাকে । কোথাও বা

এব প্রয়ন্তি গলন্তীতি পুঙ্গলাঃ । কালস্থানেকপ্রদেশ-
ত্বাভাবেনাস্তিকায়ত্বাভাবেহপি দ্রব্যত্বমস্তি তল্লক্ষণ-
যোগাৎ ॥ ৪৭ ॥

তদুক্তং গুণপর্যায়বদ্রব্যমিতি । দ্রব্যাত্মনা নিগুণা
গুণাঃ যথা জীবন্ত জ্ঞানত্বাদিসামান্যরূপাঃ পুঙ্গলস্ত্য রূপ-
ত্বাদিসামান্যস্বভাবাঃ ধর্মাদর্শ্যাকাশকায়ানাং যথাসম্ভবং
গতিস্থিতিব্যবগাহেতুত্বাদিসামান্যানি গুণাঃ । তন্ত্য দ্রব্য-
স্রোক্তরূপেণ ভবনমুৎপাদঃ তদ্রূপাঃ পরিণামঃ পর্যায়
ইতি পর্যায়্যাঃ যথা জীবন্ত ঘটাদিজ্ঞানস্বত্বক্লেশাদয়ঃ
পুঙ্গলস্ত্য মূৎপিণ্ডঘটাদয়ঃ ধর্মাদীনাং গত্যাদিবিশেষাঃ
অতএব ঘটদ্রব্যাগীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৮ ॥

ভেদ ও সংঘাত উভয়ের যোগে ফলের উৎপত্তি হয় । এইজন্যই যাহা পূরণ
কবে ও গলিত হয়, তাহাকে পুঙ্গল বলিয়া থাকে । কালের বহুপ্রদেশ-
বিশিষ্টত্ব না থাকা প্রযুক্ত তাহার উল্লিখিত অস্তিকায়ত্ব না থাকিলেও,
তাহাকে দ্রব্য নামে নির্দেশ করা বাইতে পারে । কেননা, তাহাতে
দ্রব্যের লক্ষণ আছে ॥ ৪৭ ॥

তথাহি,—বলা হইয়াছে, যাহা গুণপর্যায়বিশিষ্ট, তাহার নাম দ্রব্য ।
তন্মধ্যে, যাহা দ্রব্যের আশ্রিত ও নিগুণ, তাহার নাম গুণ । যেমন,
জীবের জ্ঞানত্বাদি সামান্য রূপ গুণ, পুঙ্গলের রূপত্বাদি সামান্য স্বভাব
গুণ, আর ধর্মাদর্শ্য ও আকাশ ও কায়ের যথাসম্ভব গতি, স্থিতি ও অব-
গাহেতুত্বাদি সামান্য গুণ । সেই দ্রব্যের উক্তরূপে উৎপাদন, পরিণাম ও
পর্যায়কে পর্যায় বল । যেমন, জীবের ঘটাদির জ্ঞান, স্বত্ব ও ক্লেশাদি,
পুঙ্গলের মূৎপিণ্ড ও ঘটাদি এবং ধর্মাদির গত্যাদি বিশেষ, এই সকলকে
পর্যায় বল । এই কারণে দ্রব্য ঘটবিশিষ্ট বলিয়া, প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৪৮ ॥

কেচন সপ্ত তত্ত্বানীতি বর্ণয়ন্তি তদাহ জীবাজীব-
 অস্ববন্ধসম্বন্ধনির্জরমোক্ষান্তত্বানীতি । তত্র জীবাজীবো
 নিরূপিতো । আস্রবো নিরূপ্যতে ঔদয়িকাদিকায়াদিচলন-
 দ্বারেণাশ্রয়শ্চলনং যোগপদবেদনীয়মাস্রবঃ যথা সলিলাব-
 গাহি দ্বারং নদ্যাশ্রবণং কারণত্বাদাস্রব ইতি নিগদ্যতে
 তথা যোগপ্রণাডিকয়া কৰ্ম্মাস্রবতীতি স যোগ আস্রবঃ ।
 যথা আর্দ্রং বস্ত্রং সমস্তাদ্বাতানীতং রেণুজাতমুপাদত্তে তথা
 কষায়জলার্দ্ৰ আত্মা যোগানীতং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বপ্রদেশৈর্গৃহীতি
 যথা বা নিষ্টিপ্তায়ঃপিণ্ডে জলে ক্ষিপ্তে অম্লঃ সমস্তাদ্-
 গৃহীতি তথা কষায়োক্ষো জীবো যোগানীতং কৰ্ম্ম সমস্তা-
 দাদত্তে । কষতি হিনস্ত্যাত্মানং কুগতিপ্রাপণাদিতি

কেহ কেহ সপ্ততত্ত্ব বলিয়া থাকেন । যথা,—জীব, অজীব, আস্রব,
 বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ । তন্মধ্যে, জীব ও অজীবের স্বরূপ পূর্বেই
 নিরূপিত হইয়াছে । এক্ষণে আস্রবের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইতেছে ।
 ঔদয়িকাদি কায়াদির চলন দ্বারা আত্মার যে চলন হয়, বাহ্য যোগশব্দে
 পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহার নাম আস্রব । যেমন, জলের চলন দ্বারা
 নদীর চলন হয় । সেই চলনকে কারণত্ব বশতঃ আস্রব বলিয়া থাকে ।
 সেইরূপ, যোগপ্রণাডী দ্বারা কৰ্ম্ম সকলের আস্রব অর্থাৎ স্থলন হইয়া
 থাকে । সেই যোগকেই আস্রব বলে । যেমন, আর্দ্রবস্ত্র চতুর্দিক হইতে
 বায়ুবশে আনীত রেণুসমূহকে গ্রহণ করে, সেইরূপ কষায় জলে
 আর্দ্রীভূত আত্মা যোগবলে আনীত কৰ্ম্মকে সর্বপ্রদেশ হইতে গ্রহণ
 করিয়া থাকেন । অথবা যেমন অতিশয় উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড
 জলে ক্ষিপ্ত হইলে, সমস্তাংশ শীতল সমস্ত গ্রহণ করে, সেইরূপ
 কষায়োক্ষ জীব যোগানীত কৰ্ম্ম সমস্তাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । কষ-

কষায়ঃ ক্রোধো মানো মায়ী লোভশ্চ । স দ্বিবিধঃ শুভা-
শুভভেদাৎ । তত্রাহিংসাদিঃ শুভঃ কায়যোগঃ সত্যমিত-
হিতভাষণাদিঃ শুভে । বাগ্‌যোগঃ । তদেতদাস্রবভেদ-
প্রভেদজাতং কায়বান্ধনঃকর্মযোগঃ স আস্রবঃ শুভঃ
পুণ্যস্ত অশুভঃ পাপস্তোত্যাदिना सूत्रसम्पर्केण संश्लेष-
ভাণি । অপরে ত্বেবং মেনিরে আস্রবয়তি পুরুষঃ বিষয়ে-
বিস্ময়প্রবৃত্তিরাশ্রবঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা हि पौरुषं ज्योति-
বিময়ান্ স্পর্শরূপাদিচ্ছানরূপেণ পরিণমত ইতি ॥ ৪৯ ॥

মিথ্যাদর্শনাবিরতি প্রমাদকমায়বশাদ্যোগবশাচ্চায়া
সূক্ষ্মাক্ষেত্রাবগাহিনামনস্তান্তপ্রদেশানাং পুঙ্খানাং
কর্মবন্ধযোগ্যানামাদানমুপশ্লেষণং যৎ করোতি স বন্ধঃ ।
তত্ত্বং স কমাযো জীবঃ কর্মভাবযোগ্যান্ পুঙ্খানাদভে

অর্থাৎ কৃপাতি প্রাপ্ত করিয়া, আয়াকে ধীনভাবাপন্ন কবে, এইজন্ত
ইহা নাম কষায় । ক্রোধ, লোভ, মায়ী ও মান ইহাদিগকে কষায়
বলে । কষায় দ্বিবিধ । বধা, শুভ ও অশুভ । তত্রাহিংসাদি
শুভ কায়যোগ এবং সত্য, মিত ও হিতভাষণাদি শুভ বাগ্‌যোগ ।
মতান্যোবা এইরূপ বসিয়া থাকেন, আস্রব শব্দে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি । কেননা,
ইহা পুরুষকে আস্রব অর্থাৎ বিষয়ে গাঢ় আসক্ত করিয়া থাকে । এইজন্ত
ইহা নাম আস্রব । তত্রাহি, পৌরুষ জ্যোতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয়
কল স্পর্শ করিয়া রূপাদি চ্ছানরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

আয়া মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ ও কষায় বশে এবং যোগবশে
মনস্তানন্তপ্রদেশবিশিষ্ট 'ও কর্মবন্ধের উপযোগী পুঙ্খল সকলের বৈ-
শিষ্ট্য ও পরিহার করেন, তাহার নাম বন্ধ । তাহা বলিয়াছেন, বধা,
বীৰ কষায়বশে কর্মভাবযোগ্যা পুঙ্খল সকলকে সে পরিগ্রহ করেন,

স বন্ধ ইতি । তত্র কষায়গ্রহণং সর্ববন্ধহেতুপলক্ষণার্থম্ ।
বন্ধহেতুন্ পপাঠ বাচকাচার্য্যঃ মিথ্যাদর্শনাবিরতি প্রমাদ-
কষায়া বন্ধহেতব ইতি ।

মিথ্যাদর্শনং দ্বিবিধং মিথ্যাকর্মোদয়াং পরোপদে-
শানপেক্ষং তত্ত্বাশ্রদ্ধানং নৈসর্গিকমেকং অপরং পরোপ-
দেশজম্ । পৃথিব্যাদিষট্ কোপাদানকং ষড়্ভিত্তিয়াসংযম-
নঞ্চ অবিরতিঃ । পঞ্চসমিতিগুপ্তিস্বনুংসাহঃ প্রমাদঃ ।
কষায়ঃ ক্রোধাদিঃ । তত্র কষায়াস্তঃ স্থিত্যনুভাববন্ধ-
হেতবঃ প্রকৃতিপ্রদেশবন্ধহেতুর্যোগ ইতি বিভাগঃ ॥ ৫০ ॥

বন্ধশ্চতুর্বিধ ইত্যুক্তং প্রকৃতিস্থিত্যানুভাবপ্রদেশান্ত
তদ্বিধয় ইতি । যথা নিম্নগুড়াদেন্তিক্তমধুরত্বাদিস্বভাবঃ এব-
মাবরণীয়স্য জ্ঞানদর্শনাবরণত্বমাদিত্যপ্রভোচ্ছেদকান্তো-

তাহাকে বন্ধ বলিয়া থাকে । এখানে কষায়শব্দে বাবতীয় বন্ধের হেতু
বর্ণিতে হইবে । বাচকাচার্য্য ঐক্লপ বন্ধহেতু সমস্ত নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।
যথা, মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ ও কষায় এই সকল বন্ধের হেতু ।

মিথ্যাদর্শন দ্বিবিধ । প্রথম, মিথ্যাকর্মের উদববশে পরের উপদেশ
ব্যতিরেকে সমুদ্ভূত তত্ত্বাশ্রদ্ধান । ইহা নৈসর্গিক । দ্বিতীয় পরোপদেশ-
জনিত । পৃথিবী প্রভৃতি ছয় উপাংশে অন্ধ ছয় ইন্দ্রিয় সংযমন না
কষায় নান অবিরতি । পঞ্চবিধ সমিতি গুপ্তিতে যে উৎসাহবিরহ, তাহাকে
প্রমাদ বলে । কষায়শব্দে ক্রোধাদি । তন্মধ্যে মিথ্যাদর্শন ইহাতে কষায়
পর্য্যন্ত চারিটি স্থিতি ও অহভবের বন্ধের কারণ । আর, যোগ প্রকৃতি ও
প্রদেশের বন্ধের হেতু । ইহাষ্ট বিভাগ ॥ ৫০ ॥

বন্ধ চতুর্বিধ, যথা, প্রকৃতি, স্থিতি, অহভাব ও প্রদেশ । নিম্ন ও গুড়-
দ্বিতিক্তম ও মধুরত্বাদি স্বভাব । এইক্লপ, আবরণীয় বস্তুর জ্ঞানদর্শনের

ধরবৎ প্রদীপপ্রভাতিরোধায়ককুস্তবচ্চ সদমৃদেদনী-
য়স্ম জ্বলন্তুঃখোৎপাদকত্বমসিধারামধুলেহনবদর্শনমোহনী-
য়স্ম তদ্বার্থাশ্রদ্ধানকারিত্বং দুর্জনসঙ্গবচ্চারিত্রে মোহনী-
য়স্মাসংবমহেতুত্বং মদ্যমদবদায়ুষো দেহবন্ধকর্তৃত্বং জলবৎ
নাম্নো বিচিত্রনামকারিত্বং চিত্রকবদ্যোগ্রোক্তোক্তনীচ-
কারিত্বং কুস্তকারবদানাদীনাং বিঘ্ননিদানত্বমন্তরায়স্ম স্বভাবঃ
কোশাধ্যক্ষবৎ । মোহয়ং প্রকৃতিবন্ধোহষ্টবিধঃ দ্রব্য-
কর্মাবাস্তরভেদমূলপ্রকৃতিবেদনীয়ঃ । তথাবোচ্ছ্রমাঙ্গি-
বাচকাচার্য্যঃ আদ্যো জ্ঞানদর্শনাবরণবেদনীয়মোহনীয়ায়ু-
র্নামিগোত্রান্তরায় ইতি তদ্বৈদিকঃ সমগ্রহাৎ পঞ্চনবাচ্চ-

যাবরণ করাই স্বভাব । যেমন, মেঘ সূর্য্যের প্রভাব আশ্রয়ক এবং কুস্ত
প্রদীপপ্রভার উচ্ছেদক । পুনশ্চ, সদস্যদবেদনীয় বস্তুর স্বভাব সূত্র ও
ঃয়ের উৎপাদন করা । যেমন, অসিধারীতে মধু অর্পণ করিয়া, মোহন
করিলে, সূত্র ও ছংগ উভয়ই উৎপন্ন হয় । দর্শনমোহনীর অর্থাৎ যাহা
দর্শনেই মোহ জন্মে, তাদৃশ বস্তুর স্বভাব তদ্বার্থে অশ্রদ্ধানকারিত্বঃ
যেমন দুর্জন সঙ্গ তদ্বাথে অশ্রদ্ধান জন্মাইয়া দেয় । পবিত্রমোহনীয়
স্তব স্বভাব অসংবম সমুৎপাদন করা ; যেমন মদ্যমদ অসংবমের হেতু ।
নহে বন্ধের সংঘটন করা আয়ু ব স্বভাব ; যেমন জল । নামের স্বভাব,
বন্ধের প্রায় বিচিত্রনামকারিত্ব । গোত্রের স্বভাব, কুস্তকারের স্থায়
কনীচকারিত্ব । অন্তরায়ের স্বভাব, কোবাধ্যাক্ষের স্থায় দানাদি
পাপাপরম্পরার বিঘ্ন সমুৎপাদন করা । এই প্রকৃতিবন্ধ অষ্টবিধ ।
হা দ্রব্য, কর্ম, আবাস্তর ভেদ ও মূল প্রকৃতি দ্বারা বেদনীয় অর্থাৎ পরি-
ত হইয়া থাকে । তথাহি, উমানাম্বী বাচকাচার্য্য বলিয়াছেন,
মদর্শন, আবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নান, গোত্র ও অন্তরায়,

বিংশতিচতুর্দ্বিংশদ্বিংশদ্বিপঞ্চদশভেদা যথাক্রমমিতি ।
এতচ্চ সর্বং বিদ্যানন্দাদিভির্বিবৃতমিতি বিস্তরভয়াম
প্রত্যুত্তে ॥ ৫১ ॥

যথা অজাগোমহিষ্যাদিফীরাণামেতাবস্ত্বমনেহসং
মাধুর্য্যস্বভাবপ্রচ্যুতিঃ স্থিতিঃ তথা জ্ঞানাবরণাদীনাং মূল-
প্রকৃतीনামাদিতস্তিস্থগামস্তরায়স্ত চ ত্রিংশৎসাগরোপম-
কোটিকোট্যঃ পরা স্থিতিরিত্যাধ্যাক্তং কালছন্দানবৎ
স্বীয়স্বভাবপ্রচ্যুতিঃ স্থিতিঃ ॥ ৫২ ॥

যথা অজাগোমহিষ্যাদিফীরাণাং তীত্রমন্দাদিভাবেন
স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষোহনুভাবঃ তথা কর্ণপুন্দ্রালানাং
স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষোহনুভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

এই অষ্টবিধ প্রকৃতি বদ্ধ । এতদ্ভিন্ন, পঞ্চ, নব, অষ্টাবিংশতি, তুই চাবি
দ্বিচত্বাশিঃ এবং দ্বিপঞ্চদশবিধ ভেদও পরিকল্পিত হইয়াছে । বিদ্যানন্দ
প্রভৃতিও এই সকল ভেদ বিবৃত করিয়াছেন, বিস্তরভয়ে সে সকল
প্রস্তাবিত করা হইল না ॥ ৫১ ॥

যেমন, অজা, গো ও মহিষী প্রভৃতির ফীররাশির এতাবৎকাল
পয্যস্ত মাধুর্য্যস্বভাব হইতে অপ্রচ্যুতিকে স্থিতি বলে, সেইরূপ
জ্ঞানাবরণাদি, মূলপ্রকৃতি ও সম্ভরণ, ইহার স্বীয় স্বভাব হইতে
কখনই প্রচ্যুত হয় না । ঐরূপে প্রচ্যুত না হওয়াকেই স্থিতি
বলে ॥ ৫২ ॥

যেমন, অজা, গো ও মহিষী প্রভৃতির ফীররাশির তীত্র মন্দাদি-
ভাবে স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষকে অনুভাব বলে, সেইরূপ কর্ণ
পুন্দ্রগল সকলের স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষের নাম অনুভাব ॥ ৫৩ ॥

কৰ্মভাবপরিণতপুঙ্গলক্ষ্যানামনস্তানন্তপ্রদেশানাং
আত্মপ্রদেশাত্মপ্রবেশঃ প্রদেশবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

আত্মবনিরোধঃ সম্বরণঃ যেনাত্মনি প্রবিশৎ কৰ্ম
প্রতিষিধ্যতে স গুপ্তিসমিত্যাদিঃ সম্বরণঃ । সঞ্চারকার-
ণাদ্ব্যোগাদাত্মনো গোপনং গুপ্তিঃ । সা ত্রিবিধা কায়-
বান্ননোনিগ্রহভেদাৎ । প্রাণিপীড়াপরিহারেণ সমাগয়নং
সমিতিঃ । সা ঈষ্যাভাষাদিভেদাৎ পঞ্চধা ॥ ৫৫ ॥

প্রাপ্তিতঞ্চ হেমচন্দ্রাচার্য্যৈঃ

লোকাতিবাহিতে মার্গে চুম্বিতে ভাস্বদং শুভিঃ ।

জন্তুরক্ষার্থমালোক্য গতিরীৰ্য্য মতা সতাম্ ॥ ৫৬ ॥

কৰ্মভাবপ্রাপ্তি, জনস্তানন্তপ্রদেশবিশিষ্ট পুঙ্গল লক্ষ্য সকলের
আত্মপ্রদেশে অত্মপ্রবেশকে প্রদেশবন্ধ বলে ॥ ৫৪ ॥

আত্মবনিরোধের নাম সংবরণ । যাহা দ্বারা আত্মাতে প্রবেশোন্মুক্ত
কৰ্ম প্রাতিষিদ্ধ হয়, তাহার নাম গুপ্তিসমিত্যাদি সংবরণ । সঞ্চারের
দেহভেদ বোধ হইতে আত্মাব গোপন কবাকে গুপ্তি বলে । গুপ্তি তিন-
প্রকার । যথা, কায়নিগ্রহ, মনোনগ্রহ ও বাক্যনিগ্রহ । প্রাণিগণের
বাহিতে পীড়া অর্থাৎ ক্রোধ উপাস্ত ও না হইতে পারে, তদনুরূপে অয়ন
অর্থাৎ সঞ্চারণ কবাব নাম সাত্মতা । এই সমিতি ঈষা ও ভাবাদি ভেদে
পঞ্চবিধ । অর্থাৎ ঈষ্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, সেবণাসমিতি, সাদান-
সামিতি ও সোৎসগসমিতি ॥ ৫৫ ॥

হেমচন্দ্রাচার্য্য ইহার দ্বয়ক্রমে সাবস্তার বর্ণন করিয়াছেন । যথা,
স্বপ্নের কিরণে প্রকাশিত, লোক সকলের যাতায়াতপথে প্রাণিগণের রক্ষা
ার্থ বিশেষরূপে দর্শন করিয়া, গমন করার নাম ঈষ্যাসমিতি ॥ ৫৬ ॥

আপদ্যতাগতঃ সর্বজনীনঃ মিতভাষণম্ ।

প্রিয়া বাচংযমানাং সা ভাষাসমিতিকৃত্যতে ॥ ৫৭ ॥

দ্বিচত্বারিংশতা ভিক্ষাদৌষেইনিত্যমদূষিতম্ ।

মুনির্বদনমাদতে সেষণাসমিতিস্মৃতা ॥ ৫৮ ॥

আসনাদীনি সমীক্য প্রতিলজ্য চ বহুতঃ ।

গৃহীয়ামিক্ষিপেক্ষ্যায়েৎ সাদানসমিতিঃ স্মৃতা ॥ ৫৯ ॥

ককমূত্রমলপ্রায়ৈর্নির্জন্তুজগতীতলে ।

যত্নদ্বয়দুঃস্বজেৎ সাধুঃ সোৎসর্গসমিতির্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

অত এবাস্রবঃ শ্রোতসৌ দ্বারং সংব্রণোতীতি সম্বর
ইতি নিরাহুঃ । তত্শ্রুতমভিযুক্তৈঃ

যাহাতে সকল লোকের মনঃপ্রীতি জন্মিতে পারে, একপ মিতবাক্য
প্রয়োগ করার নাম ভাষাসমিতি । যাহারা বাক্যসংঘম করিয়াছেন, এই
ভাষাসমিতি তাহাদের প্রিয় ॥ ৫৭ ॥

যে বিয়াল্লিশপ্রকার ভিক্ষাদৌষ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, যাহাতে সেই
সকলের কোনরূপ সংস্পর্শ নাই, তাঁদৃশ অন্ন গ্রহণ করার নাম
সেষণাসমিতি ॥ ৫৮ ॥

আসনাদি সমুদায় সম্যকরূপে দর্শন ও যত্নপূর্বক প্রতিলক্ষন
করিয়া, গ্রহণ, নিক্ষেপ ও ধ্যান করিবে । ইহার নাম সাদানসমিতি ॥ ৫৯ ॥

কক, মূত্র ও মলবাহুল্যে জগতীবল জন্তুহীন হইতে পারে । এতজন্তু
সাধারণ যত্নপূর্বক সে সকল বিসর্জন করিবেন । ইহার নাম সোৎসর্গ-
সমিতি ॥ ৬০ ॥

এই কারণে, আস্রব শ্রোতঃ অর্থাৎ উৎপত্তির সংবরণ করে বলিয়া,
উহার নাম সংবর হইয়াছে । ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন । পণ্ডিতেরাও

আশ্রবো ভবহেতুঃ স্মৃতাং সম্বরো মোহকারণম্ ।

ইতীয়মাইতী মুষ্টিরম্বদস্মৃতাঃ প্রপঞ্চনম্ ॥ ৬১ ॥

অর্জিতস্ম কৰ্ম্মণস্তপঃপ্রভৃতিভির্নির্জরণং নির্জরাখ্যং
তদ্বৎ চিরকালপ্রবৃত্তকষায়কলাপং পুণ্যং সুখদুঃখে চ দেহেন
জরয়তি নাশয়তি কেশোল্লুপ্তনাদিকং তপ উচ্যতে ॥ ৬২ ॥

স্মা নির্জরা দ্বিবিধা যথা কার্লোপক্রমিকভেদাৎ তত্র
প্রথম্য যস্মিন্ কালে যৎ কৰ্ম্ম ফলপ্রদভ্বেনাভিমতং তস্মি-
ন্যেব কালে ফলদানান্তবতি নির্জরা কামাদিপাকজৈতি চ
জ্ঞেয়ীযতে । যৎ কৰ্ম্ম তপোবলাৎ স্বকাগ্নয়োদয়াবলিং
প্রবেশ্য প্রপদ্যতে তৎ কৰ্ম্ম নির্জরা ॥ ৬৩ ॥

তাহাই বলিয়াছেন । যথা, আশ্রব উৎপত্তিব হেতু ; এবং সংবর মোহের
কারণ । অর্থাৎ এইরূপই সীমাংসা করিয়াছেন । অতরূপেও ইহার
প্রপঞ্চন করা হইবাছে ॥ ৬১ ॥

অর্জিত অর্থাৎ সঞ্চিত কৰ্ম্মের তপঃ প্রভৃতির দ্বারা নির্জরণ অর্থাৎ
ফল করাব নাম নির্জরা, নামক তত্ত্ব । যাহার দ্বারা বহুকালের সঞ্চিত
কষায়কলাপ, পুণ্য সুখ ও দুঃখ দেহের সহিত জরিত অর্থাৎ বিনাশিত
হয় তাহাকে তপ বলে । কেশোল্লুপ্তনাদি এই তপের স্বরূপ ॥ ৬২ ॥

এই নির্জরা দ্বিবিধ । যেনন কালনির্জরা ও ঔপক্রমিক নির্জরা ।
তদ্বাধ্য, যে কালে যে কৰ্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া অভিमत হয়, সেই কালেই
ফলদান করে ; এই হেতু কালনির্জরা হইয়া থাকে । এই কালনির্জরাকে
কামাদি-পাকজ্ঞাও বলে । যে কৰ্ম্ম তপোবলে কৰ্ত্তব্য স্বকীয় কামনা-
সহয়ে উদয় পরম্পরা, লাভ কদিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম
কৰ্ম্ম নির্জরা ॥ ৬৩ ॥

বদাহ

সংসারবীজভূতানাং কৰ্ম্মণাং জরুণাদিহ ।

নির্জরা সম্মতা দ্বেধা সকামা কামনির্জরা ॥

স্মৃতা সকামা যমিনামকামা ত্বনাদেহিনামিতি ॥ ৬৪ ॥

মিথ্যাদর্শনাদীনাং বন্ধহেতুনাং নিরোধঃ অভিনব
কৰ্ম্মাভাবাং নির্জরাহেতুসম্মিধানেনার্জিতস্য কৰ্ম্মণো নির
সনাদাত্যস্তিককৰ্ম্মমোক্ষণং মোক্ষঃ বন্ধহেতুভবহেতুনির্জ
রাণ্যং কুংস্রকৰ্ম্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষ ইতি তদনন্তর
মুক্তং গচ্ছত্যলৌকান্তাং যথা হস্তদণ্ডাদিভ্রমিপ্রেত
ফুলালচক্রমুপরতেহপি তস্মিন্ তদ্বলাদেবাসংস্কারক্ষয়
ভ্রমতি তথা ভবন্তেনাত্মনা অপবর্গপ্রাপ্তয়ে বহুশো যঃ

তথাহি, বলিয়াছেন, সংসারের বীজভূত কৰ্ম্ম সকলের জব
অর্থাৎ ক্ষয় করে, বলিয়া, নির্জরা নাম হইয়াছে। ইহা দ্বিবিধ
সকামা ও কামনির্জরা। তন্মধ্যে বনীদিগের পক্ষে সকামা ও অত্ৰুদি
দিগের পক্ষে অকামা প্রশস্তা ॥ ৬৪ ॥

উল্লিখিত মিথ্যাদর্শনাদি যে সকল বন্ধের ক্রাবণ বলিয়া পরিগণিত
তাহাদের নিরোধের নাম মোক্ষ। অথবা অভিনব কৰ্ম্মের অভাব এই
নির্জরা হেতুর সম্মিধান দ্বারা অর্জিত কৰ্ম্মের নিবদন এই উভয়বি
উপায়ে আত্যস্তিক অর্থাৎ একবারেই যে কৰ্ম্মের মোক্ষের অর্থা
পরিচাব সংঘটিত হয়, তাহাকে মোক্ষ বলে। অথবা, বন্ধের কারণ এই
উৎপত্তির হেতু, এই দ্বিবিধ নির্জরা সহায়ে সমুদায় কৰ্ম্মের নিঃশেষে
বজ্জন করার নাম মোক্ষ। এই মোক্ষের পদ আলোকান্ত হইতে
উদ্ধে গমন হইয়া থাকে। যেমন, হস্তদণ্ডাদি দ্বারা ভ্রমণ করাইয়
চালাইয়া দিলে, কুন্তকারের চক্র তাহাব নিবৃত্তিতে ও, তৎপভাবে, যাব

কৃতং প্রণিধানং মুক্তস্ত তদভাবেহপি পূর্বসংস্কারাদালো-
কান্তং গমনমুপপদ্যতে যথা বা মূর্তিকালেপকৃতমলাবুদ্ধব্যং
জলেহধঃপততি পুনরপেতমূর্তিকাবন্ধমূৰ্দ্ধং গচ্ছতি তথা
কর্ম্মরহিত আত্মা অসঙ্গহাদূৰ্দ্ধং গচ্ছতি বন্ধচ্ছেদাদেৱেণ-
বীজবন্ধোদ্ধগতিস্বভাবাচ্চাশিখাবৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্যোন্য়ং প্রদেশানুপ্রবেশে সত্যবিভাগেনাবস্থানং
বন্ধঃ পরস্পরপ্রাপ্তিমাত্রং সঙ্গঃ । তদুক্তং পূর্বপ্রয়োগাদ-
সঙ্গহাদ্বন্ধচ্ছেদাত্মা গতিপরিণামাচ্চাবিরুদ্ধং কুলানচক্র-
বদব্যাপগতলেপালাবুবদেরেণবীজবদগ্নিশিখাবচ্চেতি ॥ ৬৬ ॥

বগের ক্ষয় না হয়, তাবৎ সমগ্র কাব্যপ্রাণকে, সেইরূপ, ভবন্ত আত্মা দ্বারা
পবর্গ প্রাপ্তির জন্ত বারবার যে প্রণিধান সমাহিত হয়, মূলাবস্থায়
আহার ভোগ হইলেও, পূর্বসংস্কারবলে আলোকাস্তগমন উপপন্ন হইয়া
থাকে । অথবা, যেমন মূর্তিকালিঙ্গ অলাবু জলে নিমগ্ন হয়, এবং মূর্তিকা-
লিঙ্গ পরিদ্রব হইলে, পুনরায় উন্নয়ন হইয়া থাকে, সেইরূপ, কর্ম্মরহিত
আত্মা অসঙ্গবশতঃ উদ্ধগমন করে । এবং বীজ ও অগ্নিশিখা, ইহাদের
যমন উদ্ধগমন করা স্বভাব, আত্মাও সেইরূপ স্বভাবতঃ উদ্ধ-
গমনশীল । সেইজন্ত বন্ধের উচ্ছেদ হইলে, তাহার ঐরূপ উদ্ধগতি
হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

পরস্পরপ্রদেশানুপ্রবেশ হইলে, যে অবিভাগ ক্রমে অবস্থান ঘটে,
আহার নাম বন্ধ । আর, পরস্পরপ্রাপ্তিমাত্রকে সঙ্গ বলা । এইজন্ত
লিঙ্গাচ্ছেদ, পূর্বপ্রয়োগ, সঙ্গহীনতা, বন্ধচ্ছেদ, গতি, পরিণাম, এত
কল উপায়ে কুলানচক্রের দ্বারা, মূর্তিকালেপবিরহিত অলাবু দ্বারা,
বীজের দ্বারা ও অগ্নিশিখার দ্বারা ইত্যাদি ॥ ৬৬ ॥

অতএব পঠান্তি

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্যাদয়ো গ্রহাঃ ।

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতা ইতি ॥ ৬৭ ॥

অন্যে তু গতসমস্ত ক্লেশতদ্বাসনস্থানাবরণজ্ঞানস্ত স্মৃথৈ-
কতানস্থান্ন উপরিদেশাবস্থানং মুক্তিরিত্যাশ্বিত । এব-
মুক্তানি স্মৃথদুঃখসাধনাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং সহিতানি
নব পদার্থান্ কেচনাসীচক্রুঃ । তদুক্তং সিদ্ধান্তে । জীবা-
জীবো পুণ্যপাপযুতাবাস্রবঃ সম্বরো নির্জরণঃ বন্ধো
মোক্ষশ্চ নব তদ্বান্নাতি । সংগ্রহে প্রবৃত্তা বয়মুপরতাঃ
স্ম ॥ ৬৮ ॥

অত্র সর্বত্র সপ্তভঙ্গিনয়াথ্যঃ শ্রায়মবতারয়ন্তি জৈনাঃ
শ্রাদন্তি শ্রান্নান্তি শ্রাদন্তি চ নান্তি চ শ্রাদবক্তব্যঃ শ্রাদন্তি

এই কারণেই নির্দেশ করা হইয়াছে, চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহগণ বাৎসরিক
গমন করিয়া, নিবৃত্ত হয় ; কিন্তু যাহারা আলোকাকাশে গমন করিয়া-
ছেন, তাহারা আজিও আর ফিরিগেন না ॥ ৬৭ ॥

অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া থাকেন, সমস্ত কেশহীন, সমুদানবাসনাবিহীন ও
অনাবরণজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, আত্মা স্মৃথমাত্রের প্রাপ্তিতেই মুক্তভাবাপন্ন
হইয়া, যে উপরি দেশে অবস্থান করেন, তাহার নাম মুক্তি । এইরূপে
কেহ কেহ স্মৃথদুঃখের সাধনস্বরূপ পুণ্যপাপসহিত নব পদার্থ স্বীকার
করিয়া থাকেন । সিদ্ধান্তে তাহা বলা হইয়াছে । যথা, জীব, অজীব,
পুণ্য, পাপ, আস্রব, সম্বর, নির্জরণ, বন্ধ, মোক্ষ, এই নয়টা তত্ত্ব । আমরা
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; স্মৃতরাং এই স্থানেই নিবৃত্ত হইলাম ।

জৈনেরা সর্বত্র সপ্তভঙ্গিনয়নামক শ্রায়ের অবতারণা করিয়া থাকেন ।
যথা, শ্রাদন্তি, অর্থাৎ কোন রূপে আছে; শ্রান্নান্তি অর্থাৎ কোনরূপে নাই ;

চাবক্তব্যঃ শ্রামান্তি চাবক্তব্যঃ শ্রাদন্তি চ নান্তি চাবক্তব্য
ইতি ॥ ৬৯ ॥

তৎসর্বমনস্তবীৰ্য্যঃ প্রত্যপীপদং

তদ্বিধানবিক্কায়াং শ্রাদন্তীতি গতির্ভবেৎ ।

শ্রামান্তীতি প্রয়োগঃ শ্রান্তম্মিষেধে বিবক্ষিতে ॥ ৭০ ॥

ক্রমেণোভয়বাহুয়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্ ।

যুগপত্তদ্বিক্কায়াং শ্রাদবাচ্যমশক্তিতঃ ॥ ৭১ ॥

আদ্যাবাচ্যবিক্কায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইম্যতে ।

অন্ত্যাবাচ্যবিক্কায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ ॥

সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যত ইতি ॥ ৭২ ॥

শ্রাদন্তি চ নান্তি চ অর্থাৎ কোনকপে আছে ও নাই। শ্রাদন্তি চাবক্তব্য, অর্থাৎ কোনকপে আছে, বলা যায় না। শ্রামান্তি চাবক্তব্য, অর্থাৎ কোন-
রূপে নাই, বলাও যায় না। শ্রাদন্তি চ নান্তি চাবক্তব্য অর্থাৎ কোনরূপে
আছে ও নাই, বলা যায় না। এই সাতটি সপ্তভঙ্গিনয়নানক শ্রায় ॥ ৬৯ ॥

অনন্তবীৰ্য্য এই সকলের এইরূপে প্রতিপাদন কবিশাছেন, যেখানে
বিধান বিবক্ষিত হয়, সেইখানেই প্রথম শ্রায়ের অবতারণা হইয়া থাকে ।
সেখানে ঐ প্রথমের নিষেধ বিবক্ষিত হয়, সেখানে দ্বিতীয় শ্রায়ের
প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যথাক্রমে উভয়েব বাসনার যুগপৎ বিবক্ষা হইলে, সমুদায়ের প্রয়োগ
করা হয়। সেখানে অশক্তি অর্থাৎ ঐকপ প্রয়োগ করা বাইতে পারে না,
সেইখানেই অবাচ্য হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

প্রথম শ্রায়ের অবাচ্যবিবক্ষা হইলে, পঞ্চম শ্রায়ের প্রয়োগ বিহিত
হয়। অন্ত্যের অবাচ্য বিবক্ষা হইলে, ষষ্ঠ শ্রায়ের সমুদ্ভব হইয়া থাকে ।
আর একবারে সমুদায়ের প্রয়োগ হইলে, সপ্তম শ্রায় কথিত হয় ॥ ৭২ ॥

আচ্ছদঃ খল্লয়ং নিপাতঃ তিঙস্তুপ্রতিরূপকোহনে-
কাস্তদ্যোতকঃ । যথোক্তঃ

বাক্যেদ্বনেকাস্তদ্যোতিগম্যং প্রতি বিশেষণম্ ।

আম্নিপাতোহর্থযোগিস্বাভিঙস্তুপ্রতিরূপক ইতি ॥ ৭৩ ॥

যদি পুনরেকাস্তদ্যোতকঃ আচ্ছদোহয়ং আন্তদা
আদন্তীতি বাক্যে আৎপদমনর্থকং আৎ অনেকাস্ত-
দ্যোতকস্বৈ তু আদন্তি কথঞ্চিদন্তীতি আৎপদাৎ
কথঞ্চিদিতি অয়মর্থো লভ্যত ইতি নানর্থক্যম্ ॥ ৭৪ ॥

তদাহ

আদ্বাদঃ সর্বথৈকাস্তত্যাগাৎ কিং বৃততদ্বিধেঃ ।

সপ্তভঙ্গিনয়াপেক্ষা হেয়াদেয়বিশেষকৃদিতি ॥ ৭৫ ॥

এখানে আংশদ্বয় নিশ্চয়ই অব্যয়; তিঙস্তুপ্রতিরূপে প্রযোজিত
হইয়াছে। যেহেতু ইহা অনেকাস্তের প্রকাশক। প্রমাণ যথা, বাক্যের
মধ্যে প্রযোজিত অব্যয় শব্দ প্রতিবিশেষণে অতীত বিশদরূপে অনেক-
কাস্তের দ্যোতক হইলে, অর্থনোগবশতঃ তিঙস্তুপ্রতিরূপক হইয়া
থাকে ॥ ৭৩ ॥

যদি বল, উল্লিখিত আংশদ্বয় একান্তনাত্তের দ্যোতক হয়, তাহা
হইলে, স্যানন্তি এই বাক্যে যে আৎ শব্দ আছে, তাহা অনর্থক হইয়া
থাকে। কিন্তু অনেকাস্তের দ্যোতক হইলে, জাদন্তি পদে কথঞ্চিৎ
অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে, এইরূপ অর্থের প্রতিষ্ঠা হয়। ফলতঃ,
আৎ এই শব্দে কথঞ্চিৎ, এইরূপ অর্থই লব্ধ হইয়া থাকে। ইহা বলায়
অনর্থকতা নাই ॥ ৭৪ ॥

প্রমাণ যথা, যেখানে সদ্যতোভাবে একান্তের ত্যাগ হয়, সেইখানেই
জাদ্বাদ প্রযোজিত হইয়া থাকে। এই আদ্বাদ সপ্তভঙ্গিনয়াপেক্ষা
এবং তদ্বৎ উপাদয়, এই উভয়ের পার্থক্য বিধান করিয়া দেয় ॥ ৭৫ ॥

যদি বস্তুস্ত্যেকান্ততঃ সৰ্ব্বথা সৰ্বদা সৰ্বত্র সৰ্বা-
 ব্রনাস্তীতি ন উপাদিৎসাজিহাসাত্যাং কচিৎ কদা কেনচিৎ
 প্রবর্তেত নিবর্তেত বা প্রাপ্তপ্রাপণীয়ত্বহেয়হানামুপপ-
 ত্তেচ্চ । অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ কচিৎ কেনচিৎ সন্ত্বেন
 হানোপাদানে প্রেক্ষাবতামুপপদ্যেতে । কিঞ্চ বস্তুনঃ সত্ত্ব-
 স্বভাবঃ অসত্ত্বং বেত্যাদি প্রক্টব্যং ন তাবদস্তিত্বং বস্তুনঃ
 স্বভাব ইতি সমস্তি ঘটোহস্তীত্যানয়োঃ পর্যায়তয়া
 যুগপৎপ্রয়োগাযোগাৎ নাস্তীতি প্রয়োগবিরোধাক্ত এব-
 দন্যত্রোপি যোজ্যম্ ॥ ৭৬ ॥

যথোক্তং

ঘটোহস্তীতি ন বক্তব্যং সম্ভব হি যতো ঘটঃ ।

যদি বস্তু একান্তই থাকে, তাহা হইলে, সৰ্ব্বথা সৰ্বদা সৰ্বত্র সৰ্বা-
 যবে থাকে । পরিগ্রহ ও পরিহার, এই উভয়ের ইচ্ছাক্রমে কচিৎ
 দাচিৎ কাহা কর্তৃক প্রবর্তিত ও আবার নিবর্তিত হইতে পারে না ।
 কন না, প্রাপ্ত, প্রাপণীয়ত্ব, হেয় ও হান এই সকলের অমুপপত্তি
 ইয়া থাকে । অনেকান্ত পক্ষে, কথঞ্চিৎ কচিৎ কাহা কর্তৃক পরিগ্রহ
 প্রত্যাহ্বান উপপাদিত হইবার সম্ভাবনা । পুনশ্চ, যদি জিজ্ঞাসা
 করা যায় যে, সত্ত্ব কিম্বা অসত্ত্ব বস্তুর স্বভাব? ইহার উত্তরে বলা
 হিতে পারে, অস্তিত্ব বস্তুর স্বভাব নহে । কেন না, আছে এবং ঘট
 আছে ; এই উভয় এক পর্যায়বিশিষ্ট, যুগপৎ ইহাদের প্রয়োগ
 হিতে পারে না । বিশেষতঃ নাস্তি অর্থাৎ নাই ; এইরূপ প্রয়োগের
 হিত বিরোধ সংঘটিত হইয়া থাকে । এইরূপ অজ্ঞাতও যোজন্য
 ইয়া যাইতে পারে ॥ ৭৬ ॥

এই জ্ঞানই, বলিয়াছেন, ঘট আছে, বলিতে গািব না ; কারণ,

নাস্তীত্যপি ন বক্তব্যং বিরোধঃ সদসত্ত্বয়োরি-
ত্যাди ॥ ৭৭ ॥

তস্মাদিৎ বক্তব্যং সদসৎসদসদনির্দ্বন্দ্বীয়বাদ-
ভেদেন প্রতিবাদিনশ্চতুর্বিধাঃ পুনরপ্যনির্দ্বন্দ্বীয়মতে-
নামিশ্রিতানি সদসদাদিমতানীতি ত্রিবিধাঃ তান্ প্রতি
কিং বস্ত্তীত্যাदिपर्यानुयोगে कथंकिदन्तीत्यादिप्रति-
वचनसम्भवेन ते वादिनः सर्वे निर्विन्नाः सन्तु तूष्णीमासत
इति सम्पूर्णार्थविनिश्चयिनः आद्वादमङ्गीकुर्वतस्तत्र तत्र
विजय इति सर्वमुपपन्नम् ॥ ৭৮ ॥

যদবোচদাচার্য্যঃ আদ্বাদমঞ্জর্য্যঃ

অনেকান্তাত্মকং বস্ত্ত গোচরঃ সর্বসম্বিদাম্ ।

একদেশবিশিষ্টোহর্থো ন যস্ম বিময়ো মতঃ ॥ ৭৯ ॥

ঘটই সংস্করণ আবার, নাইও, বলিতে পার না। কেন না, নাই
বলিলে, সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বিরোধ ঘটে। অর্থাৎ এক বস্ত্ত আছে,
আবার নাই, কখনও একগু হইতে পারে না ॥ ৭৭ ॥

এই কারণে এইরূপ বলা ঠাইতে পারে, সৎ, অসৎ, সদসৎ ও
অনির্দ্বন্দ্বীয় মত ভেদে প্রতিবাদী চতুর্বিধ। পুনশ্চ, অনির্দ্বন্দ্বীয় মত
ছাড়িয়া দিলে, সৎ, অসৎ ও সদসৎ, তিন প্রকার হইবে। ইহা
দিগকে যদি ভিজ্ঞাসা করা যায়, বস্ত্ত আছে কি ? তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ
আছে, ইত্যাদি প্রতিবচন সম্ভাবনায় তাহারা সকলেই নির্দিষ্ট হই
চুপ করিয়া থাকে। এইরূপে আদ্বাদ স্বীকার করিলে, সম্পূর্ণরূপে
অর্থ বিনিশ্চিত ও তদ্বিবন্ধন সর্বদাই জয়লাভ হয়। ইহা সর্বদে
ভাবেই উপপন্ন ॥ ৭৮ ॥

আচার্য্য আদ্বাদমঞ্জরীতে বলিয়াছেন, যে বস্ত্ত অনেকান্তাত্মক

ত্য়ানানামেকনিষ্ঠানাং প্রবৃত্তৌ শ্রুতবত্মনি ।

সম্পূর্ণার্থবিনিশ্চায়ি স্তাদ্বস্ত শ্রুতমুচ্যত ইতি ॥ ৮০ ॥

অন্যোন্য়পক্ষপ্রতিপক্ষভাবাদযথাপরে মৎসরিণঃ
প্রবাদাঃ । নয়ানশেষানবিশেষমিচ্ছন্নপক্ষপাতী সময়স্তথাইত
ইতি ॥ ৮১ ॥

জিনদন্তসূরিণা জৈনং মতমিথমুক্তম্ ।

বলভোগোপভোগানামুভয়োদানলাভয়োঃ ।

অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্ ॥ ৮২ ॥

হিংসা রত্যরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতিস্মরঃ ।

শৌকো মিথ্যাহমেতেহষ্টাদশ দোষা নয়ন্ত সঃ ॥ ৮৩ ॥

জিনৌ দেবৌ গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ ।

জ্ঞানদর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্ত্য বর্তিনি ॥ ৮৪ ॥

তাহাই সকলসংবিদের বিষয়ীভূত । যাহা একদেশবিশিষ্ট, তাহা কাহারই
বিষয়ীভূত নহে । একদেশবিশিষ্ট ত্যাদ সকল প্রবৃত্ত হইলে, বাহা দ্বারা
সম্পূর্ণরূপে অর্থ বিনিশ্চিত হয়, তাহাকেই শ্রুতমার্গে শ্রুত বলে ॥ ৭৯-৮০ ॥

পরস্পরের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভাব উপস্থিত হইলে, অপরে যেমন
মাৎসর্য প্রকাশ করে, অহং সেব্য কিছই করেন না । ইনি অপক্ষপাতী,
মত সকলের পরস্পর বিবেধে অপনয়নাথ ই ইহার উদ্যম ॥ ৮১ ॥

জিনদন্ত সূরি জৈনমত এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বলা, বল,
ভোগ, উপভোগ এবং দান ও লাভ এই সকলের অন্তরায়ভূত নিদ্রা,
ভী, অজ্ঞান ও জুগুপ্সিত ॥ ৮২ ॥

হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ রতি, রতিস্মর শোক ও মিথ্যা
এই অষ্টাদশ নয়-দোষ ॥ ৮৩ ॥

জিন দেবই গুরু ও সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক । জ্ঞান, দর্শন ও
চারিত্র্যই অপবর্গের প্রকাশক ॥ ৮৪ ॥

শ্রাদ্ধাদন্থ প্রমাণে হে প্রত্যক্ষমনুমাপি চ ।

নিত্যানিত্যাত্মকং সর্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা ॥ ৮৫ ॥

জীবাজীবো পুণ্যপাপে চাস্রবঃ সম্বরোহপি চ ।

বন্ধো নির্জরণঃ মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে ॥ ৮৬ ॥

চেতনানক্ষণো জীবঃ শ্রাদ্ধজীবস্তদন্থকঃ ।

সংকল্প পুঙ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তন্তু বিপর্যয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

আস্রবঃ কর্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিয়োজনম্ ।

অষ্টকর্ম্মফলম্মোকোহথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন ।

পুণ্যন্তু সংস্রবে পাপশ্রাস্রবে ক্রিয়তে পুনঃ ॥ ৮৮ ॥

লব্ধানন্তচতুষ্কল লোকাগুচ্য চাত্মনঃ ।

ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নির্ব্যাহিত্তিজিনোদিতা ॥ ৮৯ ॥

শ্রাদ্ধাদেব ছইটা প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান । সমুদায় বস্তুর
নিত্যানিত্যাত্মক । তত্ত্ব নয়টি বা সাতটি ॥ ৮৫ ॥

ইহাদের নাম ব্রহ্মা, জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবদ,
বন্ধ, নির্জরণ ও মুক্তি । অধুনা ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইতেছে ॥ ৮৬ ॥

জীবের স্বরূপ চেতনা । অজীব তদ্বিপরীত-বর্জ-সম্পন্ন । সংকল্প
পুঙ্গলোব নাম পুণ্য ; পাপ তাহার বিপরীত ॥ ৮৭ ॥

আস্রব শব্দে কর্ম্মবন্ধ । নির্জর শব্দে তদ্বিয়োজন । অষ্টকর্ম্মের ক্ষয়
হইতে মোক্ষ হয় । কেহ কেহ ইহাকে অন্তর্ভাব বলে । পুণ্যের সংস্রবে
ও পাপের আস্রবে অর্থাৎ বিনাশে মোক্ষ বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

আত্মা অনন্ত চতুষ্কলিত করিয়া অষ্টবিধ কর্ম্মের ক্ষয় বোগ প্রাপ্ত
হইলে, তাহার মুক্তি সংঘটন হয় । জিনের মতে ইহার নাম নিব্যাহুতি
অর্থাৎ ঐক্লব মুক্তি লাভ হইলে, আর তাহাকে কখনই সংসারে
ফিরিতে হইবে না ॥ ৮৯ ॥

সরজোহরণা তৈক্ষভূজো লুপ্তিতমূর্দ্ধজাঃ ।
 খেতাশ্বরাঃ কমাশীলাঃ নিঃশক্কা জৈনসাধবঃ ॥ ৯০ ॥
 লুপ্তিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্ৰা দিগম্বরাঃ ।
 উদ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যাজিনব্বয়ঃ ॥ ৯১ ॥
 ইতি সৰ্বদর্শনসংগ্রহে আইতদর্শনম্ ।

রামানুজদর্শনম্ ।

তদেতদাইতমতং প্রামাণিকগর্হণমহিতি ন হ্যেকস্মিন
 বস্তুনি পরমার্থে সতি পরমার্থসত্যং যুগপৎ সদসত্ত্বাদি-
 ধর্ম্যাণাং সমাবেশঃ সম্ভবতি । ন চ সদসত্ত্বয়োঃ পরস্পর-

জৈন সাধুগণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ভর করেন, মস্তক মুণ্ডন
 রিয়া থাকেন, খেত বস্ত্র ধারণ করেন, কমাশীল ও সৰ্ব্বথা নিলিপ্ত
 যেন ॥ ৯০ ॥

। দ্বিতীয়প্রকার জৈন সাধু আছেন, ইহাদের নাম জিনর্ষি; ইহারা
 ণ্ডিতমস্তক, পিচ্ছিকাহস্ত, পাণিপাত্ৰ, দিগম্বর এবং ইহারা দাতার গৃহেও
 চাঞ্জন করেন না ॥ ৯১ ॥ আইতদর্শন সমাপ্ত ।

রামানুজদর্শনম্ ।

আইত বাহ্য বলিয়াছেন, তাহার সৰ্ব্বথা প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন
 ইয়া থাকে। বাহ্য পরমার্থ-সৎ, তাদৃশ এক বস্তুতে পরমার্থসৎ সদ-
 ষাদি ধর্ম সকলের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভবপর হইতে পারে না।
 র্যো আধোক আছে, আবার অন্ধকার আছে, ইহা কখন বলা যায় না।
 থবা বট আছে, আবার নাই যুগপৎ একরূপ বলাও সম্ভব হইতে পারে না।

বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে বিরুদ্ধঃ কিং ন স্খাদিতি বদি-
তব্যং ক্রিয়া হি বিরুদ্ধ্যতে ন বস্তুতি ত্রায়াৎ ॥ ১ ॥

ন চানেকান্তং জগৎ সর্বং হেরশ্বনরসিংহবদিত্তি
দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভবশাদেক্যং একস্মিন্ দেশে গজত্বং সিংহত্বং
বা অপরস্মিন্ নরত্বমিতি দেশভেদেন বিরোধাভাবেন
তশ্চৈকস্মিন্ দেশে এব সত্ত্বাসত্ত্বাদিনা অনেকান্তত্বাভিধানে
দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ । ননু দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বং পর্যায়াত্মনা
তদভাব ইত্যুভয়মপ্যুপপন্নমিতি চেষ্টমৈবং কালভেদেন

যদি বল, সত্ত্ব অসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং, তাহাদের সমুচ্চয় অর্থঃ
একতা অসম্ভব বটে; কিন্তু বিরুদ্ধে একরূপ একতা হইবার অসম্ভাবনা
কি? একরূপ বলিতে পারিবে না। কেন না, ক্রিয়ারই বিরুদ্ধ হয়,
বস্তুর কখন হয় না। এইরূপ ত্রায় প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১ ॥

হেরশ্ব ও নরসিংহের ত্রায়, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের আশ্রয়বশতঃ, জগৎকে
অনেকান্ত বলিতে পার না। একদেশে গজত্ব ও সিংহত্ব এবং অপা-
দেশে নরত্ব; এইরূপ দেশভেদে বিরোধের অভাববশতঃ কোনরূপ
বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু একরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই, যাহা দ্বারা
একদেশেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দ্বারা জগৎকে একরূপ অনেকান্ত বলা যাইতে
পারে। ইহার ভাবার্থ এই নরসিংহ বলিলে, ইহাই বুঝাইয়া থাকে,
শরীরের উর্দ্ধভাগ সিংহের ত্রায় এবং পরভাগ মনুষ্যের ত্রায়। ইহাতে
দেশভেদ বলা হইল। সেইজন্ত কোনরূপ বিরোধ হইল না। এক-
দেশ বলিলে বিরোধ হইত। কিন্তু জগতের পক্ষে তাহা নাই। একদেশ
বলা হইয়াছে। এইজন্ত বিরোধ হইল। যদি বল, বস্তু দ্রব্যরূপে আছে
এবং সংজ্ঞারূপে নাই। এস্থলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ই উপপন্ন হইল।
একরূপও বলিতে পার না। কেন না, কালভেদেই কোন বস্তু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব

হি কশ্চিৎ সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ স্বভাব ইতি ন কশ্চি-
দদোষঃ ॥ ২ ॥

ন চৈকশ্চ হ্রস্বদীর্ঘত্ববদনেকান্তত্বং জগতঃ শ্রাদিতি
বাচ্যং প্রতিযোগিভেদেন বিরোধোভাবাৎ । তস্মাৎ
প্রমাণাভাবাৎ যুগপৎ সত্ত্বাসত্ত্বে পরস্পরবিরুদ্ধে নৈকস্মি-
দ্বস্ত্বনি বস্তুং যুক্তে । এবমণ্যাসামপি ভঙ্গীনাং ভঙ্গোহব-
গম্যব্যঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ সর্বশ্রাস্ত মূলভূতঃ সপ্তভঙ্গিনয়ঃ স্বয়মেকান্তঃ
অনেকান্তো বা আদ্যে সর্বমনেকান্তমিতি প্রতিজ্ঞা-
ব্যাঘাতঃ দ্বিতীয়ে বিবক্ষিতার্থাসিদ্ধিঃ অনেকান্তত্বেনা-

ভাব, এইরূপ বলিলে দোষ হইতে পারে না । ফলতঃ, কালেতেই
স্তর সত্ত্ব ও অসত্ত্ব (থাকি ও না থাকি) হয় ; স্থানে বা নামে নহে ॥ ২ ॥

আবার, এক ব্যক্তির হ্রস্ব ও দীর্ঘত্বের জ্ঞায়, জগৎকে অনেকান্ত
লিতে পার না । কেন না, ইহাতে প্রতিযোগী ভেদে বিরোধের অভাব
টে । ইহার তাৎপার্থ এই, হ্রস্বের কখন হ্রস্বত্বের অভাব হয় না ; তাহার
দীর্ঘত্বের অভাব হইয়া থাকে । ফলতঃ, যে ব্যক্তি হ্রস্ব, তাহাকে কখনও
যও বলিতে পার না । এইরূপে প্রমাণের অভাববশতঃ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব
রস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, যুগপৎ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না । এই
পে অন্ত্যাত্ত ভঙ্গি সকলেরও ভঙ্গ অর্থাৎ খণ্ডন হইয়া থাকে,
নিবে ॥ ৩ ॥

পুনশ্চ, এইরূপ পূর্ণ পক্ষ হইতে পারে, সকলের মূলস্বরূপ উল্লি-
ত সপ্তভঙ্গিনয় একান্ত কি অনেকান্ত ? একান্ত বলিলে, সমুদায়ই
নেকান্ত, এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত
। আর, অনেকান্ত বলিলে, বিবক্ষিত অর্থের অসিদ্ধি হইয়া থাকে ।

সাধকভাং তথা চেয়মুভয়তঃ পাশরজ্জুঃ স্তাদ্বাদিন
স্তাং ॥ ৪ ॥

অপি চ নবত্বসম্প্রদাদিনির্দ্ধারণস্ত ফলস্ত তন্নির্দ্ধারয়িতুঃ
প্রমাতৃশ্চ তৎকরণস্ত প্রমাণস্ত প্রমেয়স্ত নবত্বাদেবনিয়মে
সাধু সমর্থিতমাঙ্গনস্তীর্থকরত্বং দেবানাং প্রিয়োগার্হতমত-
প্রবর্তকেন । তথা জীবস্ত দেহানুরূপপরিমাণস্বাদীকারে
যোগবলাদনেকপরিগ্রাহকযোগিজীবেষু প্রতিশরীরং জীব-
বিচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত মনুজশরীরপরিমাণো জীবো মতঙ্গ-
দেহং কৃৎস্নং প্রবেষ্টুং ন প্রভবেৎ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ গজাদিশরীরং পরিত্যজ্য পিপীলিকাশরীরং

কেন না, উহাতে কখন সাধকত্ব হইতে পারে না । এইরূপে স্তাদ্বাদীরা
উভয় দিকেই বদ্ধ হইয়া পড়েন ॥ ৪ ॥

অপিচ একবার নবত্ব ও পুনরাগ সম্প্রত্য বলা হইয়াছে । সুত-
রাং উহার নির্দ্ধারণ ফলেব যেমন কোনরূপ নিয়ম নাই, সেইরূপ
তাহার নির্দ্ধারণকর্তা পমাতা, তাহার করণ প্রমাণ ও প্রমেয় নবত্ব-
দিগও কোনরূপ স্থিরতা নাই বা হয় না । সুতরাং দেবগণের প্রি-
য়োগার্হতমতপ্রবর্তক আপনাদি তীর্থকরত্ব বেশই সমর্থিত করিয়া
ছেন । আর্হত মতে লিখিত আছে, দেহের পরিমাণানুসারে জীবে
পরিমাণ হইয়া থাকে । ইহা স্বীকার করিলে, যোগবলে যোগী জী-
যখন অনেক শরীর পরিগ্রহ করেন, তখন তাহার প্রতি শরীরে জী-
বিচ্ছেদপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা ঘটে । কেন না, মানুষ-শরীর-পরিমিত জী-
হস্তীর শরীরে সর্বতোভাবে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

আবার, গজাদি শরীর পরিত্যাগ করিয়া, পিপীলিকাশরীরে

বিশতঃ প্রাচীনশরীরসমিবেশবিনাশোহপি প্রাপ্তুয়াৎ ।
ন চ যথা প্রদীপপ্রভাবিশেষঃ প্রপাপ্রাসাদাত্ত্যদরবর্তিস-
ক্লেচ্চবিকাশবান্ তথা জীবোহপি মনুজমতঙ্গজাদিশরীরেষু
স্বাদিত্যেয্যিতব্যং প্রদীপবদেব সবিকারত্বেনানিত্যত্ব-
প্রাপ্তৌ কৃতপ্রণাশাকৃতভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৬ ॥

এবং প্রধানমল্লনিবহঁণন্যায়েন জীবপদার্থদূষণাভিধান-
দিশানুত্রোপি দূষণমুৎপ্রেক্ষণীয়ম্ । তস্মামিত্যানিদোষ-
শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদিদমুপাদেয়ং ন ভবতি । তদুক্তং ভগবতা
ব্যাসেন নৈকস্মিনসম্ভবাদিতি রামানুজেন চ জৈনমতনিরা-

প্ৰবেশ কবিবার সময় পূৰ্ণ শরীরসমিবেশের বিনাশ হইতে পারে ।
এস্থলে একপ সম্ভাবনা কবিও না, যে, প্রদীপের প্রভাবিশেষ যেমন
প্রপা ও প্রাসাদাদির অভ্যস্তববত্তী হইলে, তদ্বৎ পরিমাণানুসারে
যথাক্রমে স্কেচ ও বিকাশ উভয়ই প্রাপ্ত হয় ; মনুষ্য ও হস্তী প্রভৃতি
শরীরে প্ৰবেশসময়ে জীববৎ তদ্বৎ স্কেচ বিকাশ সংঘটিত হইয়া
থাকে । একপ হইলে, প্রদীপের ছায়, বিকারী পদার্থ, বলিয়া, জীবের
অনিত্যত্ব-দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে । এবং অনিত্যত্ব হইলে, কৃত-
প্রণাশ ও অকৃতভ্যাগম এই দ্বিবিধ দোষও উপস্থিত হয় । জীব কিন্তু
অনিত্য ও বিকারী নহেন ॥ ৬ ॥

এইরূপে, যেমন প্রধান মল্লের পরাজয়ে অস্ত্রাত্ম মল্লেরও পরাজয়
সম্ভাবনা করা যায়, সেইরূপ আইত মতের প্রধান অঙ্গভূত জীব পদার্থ
যখন সৰ্ব্বথা দোষযুক্ত ও ভ্রমপূর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন অস্ত্রাত্মও
ঐরূপে দোষ ও ভ্রম প্রতিপন্ন হইতে পারে । সেইজন্ত এই আইত-
মত নিত্য-নিদোষ-শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, কখনই গ্রহণ করা যাইতে
পারে না । ভগবান্ ব্যাসদেবও বলিয়াছেন, একপদার্থে সম্ভব হইতে পারে

করণপর্যন্তেন তদ্বদং সূত্রং ব্যাকারি । এষ হি তন্তু
সিদ্ধান্তঃ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্যানিয়ামকভেদেন
ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি ॥ ৭ ॥

তদ্ব্যুৎপত্তং

ঈশ্বরশ্চিদচিদেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ ।

ঈশ্বরশ্চিৎ ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি ॥৮॥

অপরে পুনরশেষবিশেষপ্রত্যানীকং চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব
পরমার্থঃ তচ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবমপি তত্ত্বমস্যাদি-
সামানাদিকরণ্যাধিগতজীবৈক্যং বধ্যতে মুচ্যতে চ । তদ-
তিরিক্তনানাবিধভোক্তৃভোক্তব্যাদিভেদপ্রপঞ্চঃ সর্বোহপি
তস্মিন্নবিদ্যায়া পরিকল্পিতঃ সদেব সৌম্যোদমগ্র আসী-

না । রামানুজঃ জৈনমত নিরাকরণবিষয়ে এই সূত্রেরই ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত, যে, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরভেদে
ভোক্তা, ভোগ ও নিয়ামকভেদ সংঘটিত হয় । তদনুসারে পদার্থ
তিন প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

প্রমাণ যথা, ভগবান্ হরিই ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ ভেদে পদার্থ
ত্রিতয় । তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীবকে চিৎপদার্থ বলে । আর, পরিদৃশ্যমান
জগৎই অচিৎপদার্থ ॥ ৮ ॥

অত্ৰাত্ম ব্যক্তির ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন । তাঁহারা বলেন,
সেই ব্রহ্ম অশেষ, বিশেষ ও ব্যাপকস্বরূপ এবং চিন্মাত্র ও অদ্বিতীয় ।
তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব হইলেও, তত্ত্বমস্যাদি সামান্য-
করণ দ্বারা প্রতিপাদিত জীবের সহিত একতাবশতঃ, যথাক্রমে বদ্ধ
ও মুক্ত হইয়া থাকেন । তদ্ব্যতীত, ভোক্তা ও ভোক্তব্য ইত্যাদি
বিধানে যে বিবিধ ভেদ বিস্তারিত হইয়াছে, সমস্তই অবিদ্যাবলে
পরিকল্পিত হইয়াছে । তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তিনিই সংস্বরূপ,

দেকমেবাব্বিতীয়মিত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যাদিতি ক্রবাণা-
স্তরতি শোকমাত্মবিদিত্যাদিশ্রুতিশিরঃশতবশেন নির্বিব-
শেষব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যয়া অনাদ্যবিদ্যানিবৃত্তিমঙ্গীকুর্বাণাঃ
য়তোঃ স যুক্ত্যমাপ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতীতি ভেদ-
নিন্দাশ্রবণেন পারমার্থিকং ভেদং নিরাচক্ষাণাঃ বিচক্ষণ-
স্মৃত্যন্তমিমং বিভাগং ন সহন্তে ॥ ৯ ॥

তত্রায়ং সমাধিরভিধীয়তে ভবেদেতদেবং যদ্য-
বিদ্যায়াং প্রমাণং বিদ্যেত ন চৈবমনাদিভাবরূপং জ্ঞান-
নিবর্ত্যমজ্ঞানমহমজ্ঞো মামন্যচ ন জানামীতি প্রত্যক্ষ-
প্রমাণসিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

তিনিই অগ্রে ছিলেন, তিনি এক ও অবিতীয়, ইত্যাদি বচননিচয়
দ্বারাই উক্ত অভেদ প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন,
আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, ইত্যাদি শত শত উপনিষদ
বচনানুগারে নির্কিংশেষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা দ্বারা ঐ অনাদি অবিদ্যার
নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পুনশ্চ, যে ব্যক্তি নানাবদর্শন করে, সে যুক্ত্য হইতেও
মুক্ত্য প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি বিধানক্রমে যে ভেদনিন্দা শুনিতে পাওয়া
যায়, তদনুসারে তাঁহারা পারমার্থিক ভেদের নিরাকরণ করিয়া থাকেন।
ইত্যাদি কারণে সেই বিচক্ষণত্বাভিমাত্রী পুরুষগণ উপরিলিখিত জৈশ্বর্য,
চিং ও অচিং এইরূপ ভেদে ত্রিবিধ বিভাগ স্বীকার করেন না ॥ ৯ ॥

এ বিষয়ের এইরূপ সমাধান বা মীমাংসা হইতে পারে, যদি অভাব-
রূপ অবিদ্যার প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ অভেদকল্পনা হইতে
পারে; কিন্তু তাহা নহে। কেন না, অনাদিভাবস্বরূপ অজ্ঞান জ্ঞান
দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আমি অজ্ঞ, আমাকে বা অন্তকে
জানি না। এইরূপে অজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তদুক্তং

অনাদিভাবরূপং যদ্বিজ্ঞানেন বলীয়তে ।

তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সম্প্রচক্ষত ইতি ॥১১॥

ন চৈতৎ জ্ঞানাভাববিষয়মিত্যাশঙ্কনীয়ং কো হি কং

ক্রয়াৎ প্রভাকরকরাবলম্বী ভট্টদত্তহস্তো বা নাদ্যঃ ।

স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে ।

বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ কৈশ্চিৎক্রপং কদাচনেতি ॥১২॥

ভাবাস্তরমভাবো হি কয়াচিৎতু ব্যপেক্ষয়া ।

ভাবাস্তরমভাবোহন্তো ন কৈশ্চিদনিরূপণাৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি বদতা ভাবব্যতিরিক্তস্থাভাবস্থানভূষণমাৎ ।

অভাবস্য ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বেন জ্ঞানস্য নিত্যানুমেয়েত্বেন

শাস্ত্রান্তরে জ্ঞানের উদয় হইলে, যে অনাদিভাব-স্বরূপ বস্তুর
বিনাশ হয়, তাহার নাম অজ্ঞান, অজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট
হইয়াছে ॥ ১১ ॥

এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, ইহা জ্ঞানের অভাবকেই বুঝাইতেছে;
কেন না, কে কাহাকে বলিবে? বাগাণা প্রভাকরের মতাবলম্বী
তাহারা বলিবে, না, ভট্টদত্তের মতাবলম্বীরা বলিবে? প্রথমেই
কখনই নহে। কেন না, স্বরূপ ও পররূপ দ্বারা নিত্য সদসদাত্মক বস্তুতে
কোনপ্রকার কিছু কদাচ জানা বাইতে পারে ॥ ১২ ॥

কেন না কোনরূপ বিধানে অভাব পদার্থ ভাবপদার্থেরই অন্ত-
ভূত। কেন না, অভাবপদার্থ ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন অথ কোন বস্তু
স্বরূপ, ইহা নিরূপণই করা বাইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এইরূপ নির্দেশ থাকাতো, অভাব পদার্থ যে ভাবপদার্থ হইতে
ভিন্ন, তাহার অভূষণমই হইল না। অভাব পদার্থ ষষ্ঠপ্রমাণের গোচর

চ তদভাবশ্চ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বানুপপত্তেঃ । যদি পূমঃ
প্রত্যক্ষভাববাদী কশিচিদেবমাচক্ষীত তং প্রত্যাক্ষীত
অহমজ্ঞ ইত্যগ্নিমুভবে অহমিত্যাগ্নিনোহভাবধর্মিতয়া
জ্ঞানশ্চ প্রতিযোগিতয়া চাবগতিরস্তি নবা অস্তি চেদ্বিরো-
ধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

ন চৈকশ্চিপ্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষো জ্ঞানাভাবানুভবঃ
অতরাং ন সম্ভবতি তস্মাজ্ঞানশ্চ ভাবরূপস্তে প্রাপ্তভূষণা-
ভাবাদয়মনুভবে। ভাবরূপাজ্ঞানগোচর এবাভ্যুপগন্তব্য
ইতি । তদেতৎ গগনরোমস্থায়িতং ভাবরূপশ্চাজ্ঞানশ্চ
জ্ঞানাভাবসমানযোগক্ষেমত্বাৎ । তথাহি বিষয়ত্বেনাশ্রয়-

জ্ঞান নিত্যানুমেয় । সেইজন্ত, সেই অভাবের প্রত্যক্ষবিষয়তা অনুপ-
পন্ন হইয়া থাকে । ইহাও এস্থলে একটা হেতু । যদি কোন প্রত্যক্ষ-
ভাববাদী ইহা না বলে, তাহাকে বলিতে পার, আমি অজ্ঞ, এইরূপ
অনুভবস্থলে, আমি, এই আমার অভাবধর্মিত্ব ঘটিয়া থাকে । সেইজন্ত
জ্ঞানের প্রতিযোগিতার অবগতি হয়, কি না, হয়? যদি অবগতি
হয়, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে বিরোধবশতঃ জ্ঞানের অভাবের
অনুভব সম্ভব হয় না ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানের অভাবের অনুভব যদি ধাত্মপ্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ না
হয়, তাহা হইলে, তাহার অনুভবই চটতে পারে না । আমার ঐ
জ্ঞান যদি ভাবরূপ না হইয়া ভাবরূপই হয়, তাহা হইলে,
পূর্বেক্ত দৃশ্যের অভাব হেতু ঐ অনুভবকে ভাবরূপ অথচ অজ্ঞান-
গোচর বলিয়া স্বীকার করিতে পারা গেল । কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞা-
নের জ্ঞানাভাব-সমানযোগক্ষেমত্বহেতু গগনরোমস্থায়িত্বের দ্বারা মিথ্যাওই
হিল । এইরূপে বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ত্ব দ্বারা জ্ঞানের ব্যাকর্তব্যতা

তেন চ জ্ঞানস্য ব্যবর্তকতয়া প্রত্যগর্থাঃ প্রতিপন্নো ন বা
প্রতিপন্নশ্চেৎ স্বরূপজ্ঞাননিবর্ত্যং যদজ্ঞানমিতি তস্মিন্
প্রতিপন্নো কথংকারমবর্তিতো অপ্রতিপন্নশ্চেদ্যাবর্তকাত্ম-
বিষয়শূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥ ১৫ ॥

অথ বিশদঃ স্বরূপাবতাসু এৰাজ্ঞানবিরোধিনা জ্ঞানে-
নাভাসিত ইতি আশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-
বিরোধ ইতি হস্ত তর্হি জ্ঞানাভাবেহপি সমানমেতৎ অন্য-
ত্রাভিনিবেশাৎ । তস্মাদুভয়াভ্যুপগতজ্ঞানাভাব এবাহমজ্ঞো
মামন্যঞ্চ ন জানামীত্যনুভবগোচর ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্ত তচ্ছ'নুমানং বিবাদাস্পদং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাণ-
ভাবব্যতিরিক্তস্ববিষয়াবরণস্বনিবর্ত্যস্বদেশগতবস্তুস্তরপূর্বকম্

হেতু ব্যাপক অর্থ প্রতিপন্ন হইল বা হইল না? এইরূপ জিজ্ঞাসা
হইলে, ঐ অজ্ঞান স্বরূপজ্ঞানসাধ্য এইরূপ প্রতিপত্তি স্থিরতার পর,
প্রতিপন্ন হইল না, এরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না। বিশেষ,
অপ্রতিপন্ন হইলে, ব্যবর্তক আশ্রয়শূন্য বিষয়শূন্য অজ্ঞানের অনুভবই
হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

পরিষ্কৃত-স্বরূপাভাসই অজ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা আভাসিত, এই-
রূপ আশ্রয়বিজ্ঞান ঘটিলে, আর অজ্ঞানানুভবের বিরোধ হইতেছে
না; সুতরাং অন্ত্রাভিনিবেশ হেতু জ্ঞানাভাবেও সমানই হইল।
অতএব উভয়াভ্যুপগত জ্ঞানাভাবই, 'আমি অজ্ঞ, আমাকেও মদন্তকে
জানি না,' এইরূপ অনুভবের বিষয়, ইহাই অভ্যুপগত হইল ॥ ১৬ ॥

অতএব প্রমাণজ্ঞান, অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্ব হেতু অন্ধকারে
প্রথমেৎপন্ন প্রদীপপ্রভার স্থায় স্বপ্রাণভাবব্যতিরিক্ত স্ববিষয়ের আক-
রণভূত স্বসাধ্য স্বদেশগত বস্তুস্তর পূর্বক হওয়াতে অনুমান বিবাদের

অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ অন্ধকারে প্রথমেই প্রদীপ-
প্রভাবদিত্তি তদপি ন কোদকরম্ অজ্ঞানেহপ্যমতিমত-
জ্ঞানান্তরসাধনে অপসিদ্ধান্তাপাত্তাৎ তদসাধনে অনৈকা-
স্তিকত্বাৎ দৃষ্টান্তস্ত সাধনবিকলত্বাচ্চ ন হি প্রদীপপ্রভায়া
অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বং সম্ভবতি জ্ঞানৈব প্রকাশকত্বাৎ
সত্যপি প্রদীপে জ্ঞানেন বিষয়প্রকাশসম্ভবাৎ প্রভায়াস্ত চক্ষু-
রিন্দ্রিয়স্ত জ্ঞানং সমুৎপাদয়তো বিরোধিসম্মতমনিরসন-
দ্বারোগোপকারকত্বমাত্রমেবেত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥

প্রতিপ্রয়োগশ্চ বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-
ত্রক্ষাপ্রিতং অজ্ঞানত্বাচ্ছুক্তিকাদ্যজ্ঞানবদিত্তি । নমু শুক্তি-
কাদ্যজ্ঞানস্তাশ্রয়স্ত প্রত্যগর্থস্ত জ্ঞানমাত্রস্বভাবত্বমেবেতি

দাম্পদ হউক, এইকপ বিচার, যোগ্য হইতেছে না। কারণ, তাহা
হইলে, অনভিমত জ্ঞানান্তরের সাধন হওয়াতে অজ্ঞানে অপসিদ্ধান্ত
আপত্তিত হইতেছে এবং তদ্রূপ জ্ঞানান্তরের অসাধনে অনৈকাস্তিকত্ব
হইতেছে। বিশেষতঃ দৃষ্টান্তও সাধনবিকল হইতেছে। প্রদীপপ্রভার
অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্ব সম্ভব হয় না। জ্ঞানই প্রকাশক বস্তু।
যদি বল, প্রদীপ থাকিলেই জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে, নতুবা
নহে, তাহাতেও কোন ক্ষতি হইতেছে না; কারণ, প্রদীপপ্রভা,
প্রকাশবিরোধী অন্ধকারের নিরসন দ্বারা জ্ঞানোৎপাদক দর্শনেন্দ্রিয়ের
পিকারক হয় মাত্র। এসবকে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন
নাই ॥ ১৭ ॥

বিবাদাধ্যাসিত অজ্ঞান নিছকের অজ্ঞানত্বহেতু শুক্তিকাদিনিষ্ঠ
জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানমাত্র-ত্রক্ষাপ্রিত নহে, এইরূপ প্রতিপ্রয়োগ করা
যায়। আশ্রয়ভূত ব্যাপক শুক্তিকাদিনিষ্ঠ অজ্ঞান জ্ঞানমাত্রত্বাব কি

চৈম্বেবং শক্তির্ভাঃ অনুভূতির্হি স্বসত্ত্বাবেনৈব কশ্চিচ্ছবনো
ব্যবহারানুগুণত্বাপাদকস্বভাবা জ্ঞানাবগতিসঙ্গতিবিদ্যা-
পরনামা সর্কর্মকানুভবিতুরাত্মত্বং জ্ঞানত্বমিত্যাশ্রয়-
ণাৎ ॥ ১৮ ॥

ননু জ্ঞানরূপশ্চাত্ত্বয়ঃ কথং জ্ঞানগুণকত্বমিতি চেত্তদ-
সারং বদা হি মণিছ্যমণিপ্রভৃতি তেজোদ্রব্যং প্রভাব-
জ্রপেণাবতিষ্ঠমানং প্রভারূপগুণাশ্রয়ঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি
বর্ত্তমানত্বেন রূপত্বেন চ প্রভা দ্রব্যরূপাপি তচ্ছেষত্ব-
নিবন্ধনগুণব্যবহার। এবময়মাত্মা স্বপ্রকাশচিক্রপ এব
চৈতন্যগুণঃ ॥ ১৯ ॥

না, একরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, অনুভূতি স্বকীয়
সত্ত্বাব দ্বারাই যে কোন বস্তুর ব্যবহারানুকূলতা সম্পাদন করিয়া
থাকে। ঐরূপ সম্পাদন করাই উহার স্বভাব। উহার অপর নাম জ্ঞান
অবগতি, সঙ্গতি ও বিৎ ইত্যাদি। উহা এবং উহার সর্কর্মক অনুভবিতার
আয়ত্ত্ব ও জ্ঞানত্ব স্বীকৃত হয়, এই কারণেই উক্তরূপ সত্ত্বাবনা করা বাইতে
পারে না ॥ ১৮ ॥

যদি বল, জ্ঞানরূপ আত্মা কিরূপে জ্ঞানজনক হইতে পারে? একথাও
নিতান্ত অসার। কেন না, মণি ও ছ্যামণি (স্বর্ঘ্য) প্রভৃতি তেজঃপদার্থ
সকল যখন প্রভাশালীরূপে অবস্থিতি করে, তখন প্রভারূপে গুণাশ্রয়
হইয়া থাকে। প্রভাও আপনার আশ্রয় ব্যতীত অজ্ঞাত বর্ত্তমান ও রূপ
স্বরূপ হইয়া থাকে। এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ প্রভা দ্রব্যরূপ ও তৎশেষত্ব নিবন্ধন
গুণ-ব্যবহার-শিষ্ট হয়। এইরূপ, আত্মা প্রভাশালিচিক্রপ হইয়াই
চৈতন্যগুণ হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তথা চ শ্রুতিঃ । সদা সৈন্ধবঘনোহনস্তরোহবাছঃ
কুৎসরসঘনএব এবং বা অরে অয়মাত্মানস্তরোহবাছঃ
কুৎসঃ প্রজ্ঞানঘন এব অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি
ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে অথ যো বেদেদং
জিত্রাণোতি স আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত-
জ্যোতিঃপুরুষ এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ত্রাতা
মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইত্যাদিকা শ্রুতি-
রপি ন চানুতেন হি প্রত্যাচা ইতি শ্রুতিরপি বিদ্যাপর্ক-
প্রমাণমিত্যাশ্রয়িতুং শক্যম্ ঋতেতরবিষয়ে হনুতশব্দঃ-
ঋতশব্দশ্চ কর্ম্মবচনঃ ঋতং পিবন্তাবিতি বচনং ঋতং
কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতং পরমপুরুষাধারন্যেব তৎপ্রাপ্তি-

তথাচ, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, সেই আত্মা সর্গদা সৈন্ধবের আয় ঘন
রূপ । তাহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই । তিনি কুৎস অর্থাৎ সর্পস্বরূপ
। রসঘন অর্থাৎ সকল রসেব পরিপূর্ণ আধারস্বরূপ । পুনশ্চ, বলিয়াছেন,
ই আত্মা অন্তরশূন্য, বহিঃশূন্য, সর্পস্বরূপই বিজ্ঞানঘন (বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ),
নশ্চ বলিয়াছেন, এই পুরুষ (আত্মা) স্বয়ং জ্যোতিঃ ; বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতার
রূপ নাই বা হয় না, যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি প্রাণ সকলে বিরাজ করেন;
যিনি জদয়ে অন্তর্জ্যোতিকপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই পুরুষ অর্থাৎ
আত্মা । এই আত্মাই দর্শন কবেন, শ্রবণ কবেন, রস অনুভব করেন,
গী করেন, মনন কবেন, বোধ করেন, কার্য্য করেন ; বিজ্ঞানই
হার আত্মা । উতাদি শ্রুতি এবং অনুদ্বাবা প্রত্যাচ ইত্যাদি শ্রুতিও
দোষপূর্ণের প্রমাণ, এইরূপ স্বীকার কবিলে ক্ষমতা নাট । আর
নুতশব্দ ঋতেতর বিষয় অর্থাৎ মিথ্যা ও ঋতকর্ম্মবচন । কর্ম্মফলের
ভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক পরম পুরুষের আরাধনা করিয়াই, তাহার যে

কলম্ । অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকাল্লকলং কৰ্ম্মানৃতং
ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিয়োধি য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি অনৃতেন
হি প্রভৃঢ়া ইতি বচনাৎ ॥ ২০ ॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যাদৌ মায়াশব্দৌ বিচি-
ত্রার্থসর্গকত্রিগুণাঙ্কপ্রকৃত্যভিধায়কৌ নানির্লচনীয়াজ্ঞান-
বচনঃ ॥

তেন মায়াসহস্রং তচ্ছবরস্তাশুগামিনা ।

বালস্ত রক্ততা দেহমেকৈকং শ্চেনসুদিক্তম্ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদৌ বিচিত্রার্থসর্গসমর্থস্ত পারমার্থিকশ্চৈবাস্ত-
রাদ্যন্ত্রবিশেষশ্চৈব মায়াশব্দাভিধেয়ত্বোপলব্ধতাং অতো
ন কদাচিদপি ঐক্যত্যানির্লচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনং নাইপ্য-
ক্যোপদেশানুপপত্ত্যা তদ্ব্যম্পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধেয়-

ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাকেই ঋত বলে । এস্থলে, তদ্ব্যতিরিক্ত, সাংসারিক
অল্লকলজনক কৰ্ম্মের নাম অনৃত । উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিরোধী । কেন
না, এইরূপ লিখিত আছে, বাহারা এই ব্রহ্মলোককে জানেন, তাঁহারা
অমৃতদ্বারা প্রভৃঢ় ॥ ২০ ॥

মায়াকে প্রকৃতি জানিবে । ইত্যাদি স্থলেও মায়াশব্দ বিচিত্রার্থের
প্রযোজক, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বাচক, অনির্লচনীয়া অজ্ঞানবচন নহে ।

শবরের শর বালকের দেহরক্ষা করিয়া, শ্রামকে সংহার করিয়াছিল ।
এই ঘটনা মায়াসহস্ররূপ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদি স্থলে অস্ত্রাদির যে বাস্তবস্বরূপ অস্ত্রবিশেষ বিচিত্র অর্থের
সংঘটন সমর্থ, তাহাকেই মায়াশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহাই উপলব্ধ
হইয়া থাকে । এইজন্য ঐক্যত্বারা কখন অনির্লচনীয়া অজ্ঞানের প্রতিপাদন
করা হয় নাই । ঐরূপ প্রতিপাদিত হইলে, তৎ এবং ঐঃ এই পদদ্বয়কে

যেন বিরুদ্ধরোজীৰপরয়োঃ স্বরূপৈক্যস্ত প্রতিপত্তুমশক্য-
তয়া অর্থাপত্তেরনুদয়দোষদূষিতত্বাৎ । তথা হি তৎপদং
নিরন্তরমন্তদোষমনবধিকৃতিশয়াসম্বোয়-কল্যাণগুণাস্পাদং
জগদুদয়বিভবলয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্যত
বহু স্তাং প্রজায়েয়েত্যাদিসু তন্তৈব প্রকৃতত্বাৎ সমানাধি-
করণং ত্বম্পদং বা চিৎশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচেষ্টে
প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্ত ॥ ২২ ॥

নমু সোহয়ং দেবদত্ত ইতিবৎ তত্ত্বমিতিপদয়োবিরুদ্ধ-
ভাগত্যাগলক্ষণয়োনির্বিবিশেষস্বরূপমাত্মৈক্যং সামানাধি-
করণ্যার্থঃ কিং ন স্তাৎ যথা সোহয়মিত্যত্র তচ্ছব্দেন

দবিশেষ ব্রহ্মনামে নির্দেশ করিয়া, তন্নিবন্ধন তাহাদের যে পরস্পর একত্ব
উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারও অনুগপত্তি হয় । পুনশ্চ, ঐরূপ হইলে,
পরস্পর বিরুদ্ধ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্যও প্রতিপাদন করা যাইতে পারে
না । তচ্ছব্দ, অর্থাপত্তির অনুদয় দোষে দূষিত হইয়া থাকে ।

তথাহি, বাঁহাতে সমস্ত দোষ নিরন্তর হইয়াছে, যিনি অবধিহীন ও অতি-
শয় অসংখ্যের গুণের আশ্রয়, বাঁহাতে জগতের উদয়, বিভব ও লয়
লালা সমাহিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই তৎপদের প্রতিপাদ্য । তিনি
দোষলেন ; আমি বহু হইয়া জন্মিব, ইত্যাদি বাক্য পরস্পরায় তাহারই
প্রকৃতত্ববশতঃ সমানাধিকরণ ত্বং পদকে অথবা চিৎশিষ্ট জীবশরীর-
কেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকে । কেন না, বাহা প্রকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুর
নিকট, তাহাকেই সমানাধিকরণ বলে ॥ ২২ ॥

যদি বল, সেই এই দেবদত্ত, ইত্যাদি বাক্যের ভ্রায়, বিরুদ্ধভাগ-
গ্যাগলক্ষণবিশিষ্ট তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের যে নির্বিবিশেষস্বরূপ
মাত্মৈক্য, তাহারই অর্থে সামানাধিকরণ্য না হইবে কেন ? যেমন,

দেশান্তরকালান্তরসম্বন্ধী পুরুষঃ প্রতীয়তে ইদং শব্দেন চ
 সন্নিহিতদেশবর্তমানকালসম্বন্ধী তয়োঃ সামান্যাদিকরণে-
 নৈক্যমবগম্যতে তত্রৈকশ্চ যুগপদ্বিরুদ্ধদেশকালপ্রতীতি-
 নসম্ভবতীতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বরূপপরস্পরে স্বরূপশ্চ
 চৈক্যং প্রতিপত্তুং শক্যমেবমত্রাপি কিঞ্চিজ্জত্বসর্বজ্ঞ-
 ত্বাদিবিরুদ্ধাংশপ্রহাণেনাথগুস্বরূপং লক্ষ্যত ইতি চেৎ
 বিষমোহয়মুপপত্ত্যাসঃ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টান্তেহপি বিরোধবৈধূর্য্যেণ লক্ষণাগন্ধাসম্ভবা-
 দেকশ্চ তাবদ্ ভূতবর্তমানকালদ্বয়সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ ।
 দেশান্তরস্থিতিভূতা সন্নিহিতদেশস্থিতিবর্তত ইতি দেশ-
 ভেদসম্বন্ধবিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহার্য্যীয়ঃ । লক্ষণা-

সেই এই, ইত্যাদি স্থলে সেই শব্দে দেশান্তর ও কালান্তর সম্বন্ধবিশিষ্ট
 পুরুষের প্রতীতি হয়, এবং এই শব্দে, সন্নিহিত দেশ ও বর্তমান কাল
 এই উভয়ের সহিত যাহাব সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে ।
 তন্নিবন্ধন, সামান্যাদিকরণদ্বারা উভয়ের একতা অবগত হওয়া যায় ।
 তন্মধ্যে, একের কখন যুগপৎ বিরুদ্ধ দেশকাল প্রতীতি সম্ভবপর হয় না ।
 এই কারণে উভয় শব্দ স্বরূপপর হইলে, স্বকপের একতা প্রতিপাদন
 করা শক্য হইয়া থাকে । তেমনি এখানেও কিঞ্চিজ্জত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব
 ইত্যাদি বিরুদ্ধ অংশের পরিত্যাগ দ্বারা অথগু স্বরূপ লক্ষিত হইয়া
 থাকে । ইহা বিষম সমস্তাবাক্য ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টান্ত পক্ষে বিরোধের সম্ভাবনা এবং লক্ষণার সম্পর্কমাত্র নাই ।
 এই কারণে এক বস্তুর অতীত ও বর্তমানরূপ কালদ্বয়সম্বন্ধ বিরুদ্ধ
 হইতে পারে না । পূর্বে দেশান্তরে স্থিতি ছিল, এক্ষণে সন্নিহিত দেশে
 স্থিতি হইয়াছে, এইরূপে দেশ-ভেদ-সম্বন্ধ-বিরোধ পরিহার করা যাইতে

পক্ষেইপ্যেকশ্চৈব . পদস্য লক্ষকল্পাশ্রয়ণেন বিরোধপরি-
হারে পদদ্বয়স্য লাক্ষণিকত্বস্বীকারো ন সঙ্গচ্ছতে । ইত-
রথা একস্য বস্তুনস্তত্তেদন্তাবিশিষ্টত্বাবগাহনেন প্রত্যভি-
জ্ঞায়াঃ প্রামাণ্যানঙ্গীকারে স্থায়িত্বাসিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গবাদী
বৌদ্ধো বিজয়েত ॥ ২৪ ॥

এবমত্রাপি জীবপরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন
তাদাত্ম্যং ন বিরুদ্ধমিতি প্রতিপাদিতং জীবাত্মা হি ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া প্রকারত্বাৎ ব্রহ্মাত্মকঃ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-
হস্তরঃ য আত্মানং বেদ যস্মাত্মা শরীরম্ ইতি শ্রুত্যন্ত-
রাদত্যন্নমিদমুচ্যতে সর্বৈ শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকঃ ।
ন চ পর্য্যায়ত্বং দ্বারভেদসম্ভবাৎ তথাহি জীবন্ত শরীরতয়া

পাবে । লক্ষণাপেক্ষতঃ, এক শব্দেব লক্ষকল্প সংঘটন বশে বিরোধের
পরিহার হওয়াতে, উভয় শব্দেব লাক্ষণিকত্ব স্বীকার কবা সঙ্গত হইতে
পারে না । অতঃ, এক বস্তুকে সেই এই বস্তু জ্ঞান না করিলে,
প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য অঙ্গীকার হয় না । ঐক্যপ অঙ্গীকার না করিলে,
স্থায়িত্বের অসিদ্ধিবশতঃ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধেরই বিজয়লাভ হইয়া
থাকে ॥ ২৪ ॥

এইরূপ, এখানেও জীব ও পরমাত্মা পরস্পর শরীরত্বগ্ৰন্থাববশতঃ
অপৃথক্ স্বরূপ, বলিলেও বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই প্রতিপাদিত হইল ।
কেন না, জীবাত্মা একেব শরীর । তজ্জগৎ, প্রকারত্বে ব্রহ্মাত্মক ।
যিনি আত্মাতে থাকিয়া, আত্মা হইতে অন্তর, যিনি আত্মাকে জানেন,
যাঁহার আত্মাই শরীর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিব্যাক্যাহুসারে বলা
বাধ্যতে পারে, সমুদায় শব্দ পরমাত্মারই বাচক । কোন শব্দেরই
পর্য্যায়ত্ব নাই । তাহা হইলে ব্যাপারভেদ সংঘটিত হয় । তথাহি

প্রকারভূতানি দেবমনুষ্যাদিসংস্থানানীব সৰ্ব্বাণি বস্তুনীতি
ব্রহ্মাকানি তানি সৰ্ব্বাণি ॥ ২৫ ॥

অতো

দেবো মনুষ্যো যক্ষো বা পিশাচোরগরাক্ষসঃ ।

পক্ষী বৃক্ষো লতা কাষ্ঠং শিলা তৃণং ঘটঃ পটঃ ॥ ২৬ ॥

ইত্যাদয়ঃ সৰ্ব্বৈশব্দাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেনাভিধায়-
কতয়া প্রসিদ্ধা লোকে তদ্ব্যচ্যুতয়া প্রতীয়মানতত্ত্ব-
সংস্থানবদ্বস্তুমুখেন তদভিমানিজীবতদন্তর্যামিপরমাত্মপর্য্য-
ন্তসংস্থানস্ত বাচকাঃ । দেবাদিশব্দানাং পরমাত্মপর্য্যন্তত্ব-
মুক্তং তত্ত্বমুক্তাবল্যাং চতুরন্তরে চ ॥ ২৭ ॥

জীবং দেবাদিশব্দো বদতি তদপৃথক্‌সিদ্ধত্বাবাভিধানং
নিকর্ষাকৃত্যুক্তো বহুরিহ চ দৃঢ়ো লোকবেদপ্রয়োগঃ ।

জীবের শরীরস্থ প্রযুক্ত দেবমনুষ্যাদি সংস্থানের গ্রাম, সমুদায় বস্তুই
ব্রহ্মাঙ্ক ॥ ২৫ ॥

এইজন্মই, দেব, মনুষ্য, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, বৃক্ষ,
লতা, কাষ্ঠ, শিলা, তৃণ, ঘট ও পট ইত্যাদি যে সকল শব্দ প্রকৃতি-
প্রত্যয়ের যোগে অভিধায়ক বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই
তদ্ব্যচ্যুতয়া প্রতীয়মান তত্ত্বসংস্থানবিশিষ্ট বস্তু সহায়ে তদভিমানে
জীব ও তদন্তর্যামী পরমাত্মা পর্য্যন্ত সংস্থানের বাচক হইয়া থাকে।
তত্ত্বমুক্তাবলী ও চতুরন্তর নামক গ্রন্থে দেবাদি শব্দ সকলের পরমাত্মা
পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

দেবাদি শব্দ জীবের বাচক। আর, নিকর্ষ অভিপ্রায়যুক্ত সমুদায়
লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগ, জীব হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধত্বাবাভিধান

আত্মাসম্বন্ধকালে স্থিতিরনবগতা দেবমর্ত্যাদিমুর্তি-

জীবাত্মানুপ্রবেশাজ্জগতি বিভুরপি ব্যাকরোন্নামরূপে ॥

ইত্যনেন দেবাদিশব্দানাং শরীরপর্যাস্তত্ত্বং প্রতিপাদ্য
সংস্থানৈক্যাদ্যভাবইত্যাদিনা শরীরলক্ষণং দর্শয়িত্বা শব্দৈ-
স্তত্ত্বস্বরূপপ্রতিকৃতিভিরিত্যাदिना विश्वेश्वरादपृथक्सिद्ध-
मुपपाद्य निर्वर्णकूतेत्यादिना पदेन सर्वेषां शब्दानां
परमात्मपर্যাস্তত্ত্বং प्रतिपादितं तत् सर्वं तत् एवाव-
धार्यम् । अयमेवार्थः समर्थितो वेदार्थसंग्रहे नाम-
रूपश्रुतिव्याकरणसमये रामानुजेन ॥ २८ ॥ .

কিঞ্চ সর্বপ্রমাণস্ত সর্বিশেষবিষয়তয়া নির্বিশেষবস্তুনি
ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি নির্বিকল্পপ্রত্যক্ষেহপি সর্বিশেষ-

অর্থাৎ পরমাত্মার বাচক হইয়া থাকে । আত্মসম্বন্ধ সময়ে দেব ও
মনুষ্যাদি মুক্তিবিশিষ্ট হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহা জানা যায় না ।
সেই জীবাত্মাই জগতে স্নানপ্রবেশ করিয়া, 'নাম ও রূপ ব্যক্ত করিয়া
থাকেন ॥ ২৭ ॥

এখানে দেবাদি শব্দ সকলের শরীর পর্যাস্তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া,
পরে নিব্বর্ণ অভিপ্রায় ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগদ্বারা সমুদায় শব্দের পরমাত্মা
পর্যাস্তত্ত্ব যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সে সমস্তই সেই পরমাত্মা,
এইরূপ অবধারণ কবিতে হইবে । রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে নামক
গ্ৰন্থে নাম রূপ শ্রুতি ব্যাকরণের সমস্ত এই প্রকার অর্থই সমর্থন
করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

পুনশ্চ, সমুদায় প্রমাণ সর্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মরূপ নিরিশেষ
বস্তুতে কোন প্রমাণই স্থানলাভ হয় না । যে বস্তু সর্বিশেষ;
তাহাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহা না হইলে,

যেব বস্তু প্রতীয়তে । অন্যথা সবিকল্পকে মোহ্যমিতি
পূর্বপ্রতিপন্নপ্রকারবিশিষ্টপ্রতীত্যনুপপত্তেঃ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ তদ্ব্যস্তাদিবাচ্যং ন প্রপঞ্চস্য বাধকং ভ্রান্তি-
মূলকত্বাৎ ভ্রান্তিপ্রযুক্তরজ্জু সৰ্পবাক্যেণ নাপি ব্রহ্মাত্মৈক্য-
জ্ঞানং নিবর্তকং তত্র প্রমাণাভাবস্য প্রাগেবোপপাদনাৎ ।
ন চ প্রপঞ্চস্য সত্যত্বপ্রতিষ্ঠাপনপক্ষে একবিজ্ঞানেন সর্ব-
বিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপঃ প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কারতন্মাত্র-
ভূতেন্দ্রিয়চতুর্দশভুবনাত্মকব্রহ্মাণ্ডতদন্তর্কর্ত্তিদেবতাবিধ্যানু-
যাস্থাবরাদিসর্বপ্রকারসংস্থানসংস্থিতং কার্য্যমপি সর্বং
ব্রহ্মৈবেতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ববিজ্ঞানং ভবতী-
ত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানস্থোপপন্নতরত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

সবিকল্পক বস্তুতে, সেই এই ইত্যাদি পূর্বপ্রতিপন্ন প্রকারবিশিষ্ট প্রতীতিব
অনুপপত্তি সম্ভবিত হয় ॥ ২৯ ॥

পুনশ্চ, তদ্ব্যস্তাদি বাচ্য প্রপঞ্চের বাধক হইতে পারে না।
কেন না, তাহা ভ্রান্তিপ্রযুক্ত বজ্জু সৰ্প বাক্যেব স্যাদ ভ্রান্তিমূলক।
ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানও নিবর্তক নহে। কেন না, উহা যে প্রমাণেব বহির্ভূত,
তাহা পূর্বেই উপপাদিত হইয়াছে। আর, একবিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ
একমাত্র বস্তুকে জানিলে, সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমুদায়ই জানা
হয়। এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া
স্থাপন করিলে, তাহাবও কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। কেন না,
প্রকৃতি, পুরুষ, মহান, অহঙ্কার, তন্মাত্র, ভূত, ইন্দ্রিয়, চতুর্দশ ভুবন,
এই সকল সমেত ব্রহ্মা ও তাহাব অন্তর্কর্ত্তী দেব, মনুষ্য ও তাবদি
সর্ববিধ সংস্থান সংস্থিত কার্য্য ইত্যাদি সমুদায়ই ব্রহ্ম। এইরূপ কারণভূত
ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইতেই উদ্ভিষ্ট সর্ববিজ্ঞান সম্ভবিত হইয়া পাকে। এই-
রূপে একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান সমুদায়ভাবে উপপন্ন হয় ॥ ৩০ ॥

অপিচ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য মিথ্যাত্বে সর্বস্যা-
সদ্বাদেবৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং বাধ্যত নামরূপবিভা-
গানর্হসূক্ষ্মদশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থং
জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ নামরূপবিভাগবিভক্তসুলচিদ-
চিদ্বস্তশরীরং ব্রহ্ম কার্যাবস্থং ব্রহ্মগন্তথাবিশ্বসুলভাবশ্চ
সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩১ ॥

এবঞ্চ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্তমপ্যারম্ভগাধিকরণে প্রতি-
পাদিতমুপপন্নতরং ভবতি নিগুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণ-
নিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ নানাত্রিনিষেধবাদাশ্চ একস্রোব
ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্বং চেতনাচেতনাত্মকং
বস্তুতি সর্বস্রোতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাবস্থিত-

পুনশ্চ, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বস্তুই মিথ্যা এবং সমুদায়ই সম্বহীন ।
এইরূপে একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া থাকে । নাম
রূপ বিভাগের অল্পপৃষ্ঠ সূক্ষ্মদশাবিশিষ্ট প্রকৃতি-পুরুষ-শরীর ব্রহ্মকারণে
অবস্থিত করে । তদাণ্ডিকেকেই জগতের প্রলয় বলে । আর, নাম-
রূপ-বিভাগ-বিভক্ত, স্থগতরূপ চিদ্বস্তশরীর ব্রহ্ম কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত
আছেন । ব্রহ্মের তথাবিশ্বসুলভাবকেই সৃষ্টি বলিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

এইরূপে, আবস্তনাদিকরণে কার্য্য-কারণ উভয়ের যে অনন্তম্
প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে উপপন্ন হইতেছে । পুনশ্চ,
প্রাকৃত হেয় গুণের নিষেধ বিষয়-াবশ্যতঃ যে নিগুণবাদ প্রতিষ্ঠাপিত
হইয়াছে, তাহাও প্রতিপাদিত হইল । এইরূপ সমুদায় চেতনাচেতনাত্মক
বস্তু একমাত্র ব্রহ্মের শরীররূপ বলিয়া, তাহাই প্রকাবভূত এবং
ব্রহ্মই সকলের আত্মা বলিয়া, সর্বপ্রকারে অবস্থিত আছেন, ই-ত্যাদি

মিতি সর্বাঙ্কব্রহ্মপৃথগ্ভূতবস্তুসদভাবনিষেধপরত্বাভ্যু-
গমেন প্রতিপাদিতাঃ ॥ ৩২ ॥

কিমত্র তত্ত্বং ভেদঃ অভেদঃ উভয়াঙ্কং বা সর্বং
তত্ত্বং তত্র সর্বশরীরতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মবাস্থিতমিত্য-
ভেদোহভ্যুপেয়তে একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকার-
ত্বান্নানাত্বেনাবস্থিতমিতি ভেদাভেদৌ চিদচিদীশ্বরীণাং
স্বরূপসম্ভাববৈলক্ষণ্যাদসঙ্করাচ্চ ভেদঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চিৎপ্রাণাং জীবাত্মনামসঙ্কুচিতাপরিচ্ছিন্ননির্মল-
জ্ঞানরূপাণামনাদিকর্মরূপাবিদ্যাভেদিতানাং তত্ত্বং কর্ম্মানু-
রূপজ্ঞানসঙ্কোচবিকাশৌ ভোগ্যভূতা চিৎ ভোক্তা সংসর্গঃ
তদনুগুণস্বত্বদুঃখোপভোগীদ্বয়বৎ কুতা ভগবৎপ্রতিপত্তিঃ

বিধানেন সর্বজনক ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ভূত বস্তুব নিষেধপত্র দ্বীকাব দ্বাব
ব্রহ্মের সর্বাঙ্কত্ব উপপাদিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

এক্ষণে এবিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব কি ? ভেদ, না অভেদ, অথবা
ভেদাভেদ উভয়ই, কিংবা সমুদায়ই প্রকৃত তত্ত্ব ? তন্মধ্যে, সর্বাঙ্কভা-
বশতঃ ব্রহ্মই সর্বপ্রকারে অবস্থিত আছেন, ইহা দ্বারা অভেদ অভিপ্রেত
হইতেছে। পুনশ্চ, একমাত্র ব্রহ্মই নানাভূত ও চিৎ ও অচিৎ প্রকারে
নানাভাবে বশতঃ বিরাজমান হইতেছেন, ইহা দ্বারা ভেদাভেদ প্রতিপাদিত
হইতেছে। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, এই সকলের স্বরূপ ও স্বভাবের
বৈলক্ষণ্য এবং অসঙ্করত্ববশতঃ ভেদ প্রসিদ্ধ ॥ ৩৩ ॥

তন্মধ্যে, যিনি অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন ও নিখিলজ্ঞানস্বরূপ,
এবং অনাদিকর্মরূপ অবিদ্যাগ বেষ্টিত, সেই চিৎপ্রাণ জীবাত্মার তত্ত্ব
কর্ম্মানুসারে জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ ভোগ্যভূতা চিৎ ভোক্তা,
সংসর্গ এবং তাহাদের অনুগুণ স্বত্বদুঃখোপভোগদ্বয়ের বিহিত ভগবৎ

ভগবৎপদপ্রাপ্তিরিত্যাদয়ঃ স্বভাবাঃ । অচিদ্বস্তুনাস্ত ভোগ্য-
জ্ঞানামচেতনত্বমপুরুষার্থত্বং বিকারাস্পদত্বমিত্যাদয়ঃ
পরশ্চেশ্বরস্য ভোক্তৃভোগ্যয়োঃস্তূর্যামিরূপেণাবস্থানমপরি-
চ্ছেদ্যজ্ঞানৈশ্বর্যবীৰ্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যনবস্থিতিক্রাতিশয়া-
সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণতা স্বসঙ্কল্পপ্রবৃত্তস্বৈতরসমস্তচিদ-
চিদ্বস্তুজ্ঞানতা স্বাভিমতস্বানুরূপৈকরূপদিব্যরূপনিরতিশয়-
বিবিধানস্তভূষণতৈত্যাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বেঙ্কটনাথেন স্থিৎং নিরাটঙ্কি পদার্থবিভাগঃ

দ্রব্যাদ্রব্যপ্রভেদায়িতমুভয়বধং তদ্বিধং তত্ত্বমাছঃ

দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি প্রাচ্যমব্যক্তকালো ।

অত্য়ং প্রত্যক্পরাক্ চ প্রথমমুভয়থা তত্র জীবেশভেদাঃ

নিত্যা ভূতি মতিশ্চেত্যপরমহজড়াবাদিমাংকেচিদাছঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রাপ্তপত্তিঃ তদীয় পদপ্রাপ্তি এই সকল স্বভাব বলিয়া পরিগণিত ।
ভোগ্যভূত অচিদ্বস্তুগণের অচেতনত্ব অপুরুষার্থত্ব ও বিকারাস্পদভূতত্ব
ইত্যাদি স্বভাব । ভোক্তা ও ভোগ্য এই উভয়ের অন্তর্গামী রূপে
অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ত্রৈলোক্য, বীৰ্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অতিশয়
অসংখ্য কল্যাণগুণগণবিশিষ্টতা, স্বকীয় সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত আত্ম ভিন্ন
সমস্ত চিং ও অচিং বস্তু সকলের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং স্বাভিমত, স্বানুরূপ,
একরূপ, নিবারূপ, নিরতিশয়, নানাবিধ ও অনন্ত ভূষণে অলঙ্কৃততা
ইত্যাদি ঈশ্বরের স্বভাব ॥ ৩৪ ॥

বেঙ্কটনাথ এইরূপে পদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, দ্রব্য ও অদ্রব্য
প্রভেদবশতঃ তদ্বিধ তত্ত্ব দ্বিবিধ । দ্রব্য আবার ভাগদ্বয়ে বিভক্ত ।
যথা, জড় ও অজড় । প্রাক্ ও পরাক্ এবং জীব ও ঈশ্বর ভেদে ঐ
উভয়ই আবার যথাক্রমে দুই প্রকার । কেহ কেহ নিত্যা ভূতি ও মতি
এই দুই বিভাগ নির্দেশ করেন ॥ ৩৫ ॥

তত্র

দ্রব্যঃ নানাদশাবৎ প্রকৃতিরিহ গুণৈঃ সত্ত্বশূৰৈরুপেতা
কালোহৃদাদ্যাকৃতিঃ শ্রাদধূরবগতিমান্ জীবদৈশোহন্য আত্মা ।
সম্প্রোক্তা নিত্যাভূতিস্ত্রিগুণসমধিকা সত্ত্বযুক্তা তথৈব
জ্ঞাতুজ্ঞেয়াবভাসা মতিরিতি কথিতং সংগ্রহাদ্রব্যলক্ষ্য
ইত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

তত্র চিচ্ছবদ্যাচ্য জীবাশ্চানঃ পরমাশ্চনঃ সকাশাদ্-
ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ তথাচ প্রকৃতিঃ দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমায়ে-
ত্যাদিকা । অতএবোক্তং নানাত্মানো ব্যবস্থাত ইতি ।
তন্মিত্যত্মমপি প্রকৃতিপ্রসিদ্ধম্

ন জায়তে ত্রিষতে বা বিপশ্চি-

ন্নাং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইতি ॥ ৩৭ ॥

তন্মধ্যে, দ্রব্য বিবিধ দশাগুণবিশিষ্ট, প্রকৃতি স্বরূপি গুণ সকলে
অলঙ্কৃত; কালও অঙ্গ প্রভৃতি আকৃতিসম্পন্ন; জীব ও দৈশের আত্মা,
তন্মধ্যে জীব অগ্ণস্বরূপ ও অহুভবস্বরূপ। বাহ্যতে তিন গুণেরই আধিক্য
আছে, তাহাব নাম নিত্যাভূতি এবং বাহ্যতে জ্ঞাতার জ্ঞেয়বিষয়ে উপ-
লব্ধি ভনে, তাহার নাম মতি। এই সংপত্তকেই সত্ত্ব বলিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

তন্মধ্যে চিচ্ছবদ্যে বাচ্য জীবাশ্চা, পরমাশ্চা ইহিতে ভিন্ন ও নিত্য
স্বরূপ। প্রকৃতিও ইহা বলিয়াছেন, ভূইটা পক্ষী পরস্পর সমান ও
সখা ইত্যাদি। তাহার নিত্যত্বও প্রকৃতিপ্রসিদ্ধ। যথা,—

ইহাং জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি যখন হইয়া আবার হন না।
ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাস্বত ও পুরাণস্বরূপ। শরীরের হন্যমানত্বেও
ইনি হত হন না ॥ ৩৭ ॥

অপরথা কৃতপ্রাণশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ । অতএবোক্তং
বীতরাগজন্মাদর্শনাদিতি । তদণ্ডমপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তরায় কল্পত ইতি ।

আরাগ্রমাত্রঃ পুরুষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য
ইতি চ ॥ ৩৮ ॥

অচিচ্ছবদ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যভো-
গোপকরণভোগায়তনভেদাৎ । তস্য জগতঃ কৰ্ত্তোপা-
দানং চেত্বরূপদার্থঃ পুরুষোত্তমো বাসুদেবাদিপদবেদনীয়ঃ ।

তদপ্যুক্তম্

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ ।

ভুবনানামুপাদানং কৰ্ত্তা জীবনিয়ামক ইতি ॥ ৩৯ ॥

কলতঃ, নিত্য স্ব প্রভৃতি গুণের সন্নিবেশ না হইলে, কৃতপ্রাণ ও
অকৃতাভ্যাগম দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহার অণু ও শ্রুতি-
প্রসিদ্ধ। যথা,

একটা কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া পুনরায় তাহার
শতভাগ কল্পনা করিলে, তাহাই তাহার স্বরূপ। এইরূপে সেই অণু-
স্বরূপ, পুরুষরূপী আত্মা একমাত্র চিত্তেরই বেদনীয় ॥ ৩৮ ॥

অচিং শব্দবাচ্য দৃশ্যমান জড়জগৎ ভাগত্রেয় বিচ্ছিন্ন যথা,
ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। আদিপদ বেদনীয় ঈশ্বররূপী
পুরুষোত্তম বাসুদেবই এই জগতের কৰ্ত্তা ও উপাদান। তাহাপি
বলিয়াছেন,—সমুদায় কল্যাণগুণসম্পন্ন বাসুদেবই পরব্রহ্ম। কেন না,
যিনি সমুদায় ভুবনের উপাদান, কৰ্ত্তা ও সকল জীবের নিয়ামক ॥ ৩৯ ॥

স এব বাসুদেবঃ পরমকারুণিকো ভক্তবৎসলঃ
 পরমপুরুষস্তু উপাসকানুগততৎকলপ্রদানায় স্বদীলবশা-
 দর্চাবিভববৃহসৃক্ষাস্তুর্য়ামিভেদেন পঞ্চধাবতিষ্ঠতে । তত্রার্চা
 নাম প্রতিমাদয়ঃ । রাসাদ্যবতারো বিভবঃ । বৃহচ্চতু-
 বিধঃ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুন্নানিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ । সৃক্ষা
 সম্পূর্ণং বড়্গুণং বাসুদেবাত্ম্যং পরং ব্রহ্ম । গুণা অপহত-
 পাপমহাদয়ঃ মোহপহতপাপ্মা বিরজা বিমুত্য়াবিশোকো
 বিজিঘৎসং সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ । অস্ত-
 র্যামী সকলজীবনিয়ামকঃ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো-
 যময়তীতিশ্রুতেঃ । তত্র পূর্বপূর্বমুত্য়ুপাসনয়া পুরুষার্থ-
 পরিপস্থিতুরিতনিচয়ক্ষয়ে মতুত্তরোত্তরমুত্য়ুপাস্ত্যাদিকারঃ ।

সেই পরম কারুণিক ও পরম পুরুষরূপী ভক্তবৎসল বাসুদেব
 স্বকীয় উপাসকমণ্ডলীর পরম অভীষিত তত্তৎ ফল প্রদান বাসনায়
 অনন্তসাধারণ দীলারসে অর্চা, বিভব, বৃহ, সৃক্ষ, অস্তর্যামী ভেদে
 পঞ্চধা অধিষ্ঠিত আছেন । তন্মধ্যে, অর্চা শব্দে প্রতিমাদি । বিভব শব্দে
 রাসাদিরূপে অবতরণ । বৃহ চতুর্বিধ, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন
 অনিরুদ্ধ । সৃক্ষ শব্দে বড়্গুণপূর্ণ বাসুদেবাত্ম্য পরব্রহ্ম । এখানে
 গুণশব্দে অপহতপাপত্ব প্রভৃতি । যথা শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনিই
 অপহতপাপু, শোকহীন, রজোহীন, মৃত্যুহীন ইত্যাদি । এইরূপ
 অস্তর্যামীশব্দে সকল জীবের নিয়ামকরূপে যিনি আত্মাতে অধিষ্ঠিত
 আছেন । শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যিনি আত্মাতে অন্তরে অবস্থি-
 ত আছেন, আত্মাতে নিবসিত করেন ইত্যাদি । তন্মধ্যে, পূর্ব পূর্ব
 মুত্য়ুপাসনা দ্বারা পুরুষার্থপ্রাপ্তির প্রতিকূল ভরিত রাশি দূরিত
 হইলে, উত্তরোত্তর মূর্ত্তি সকলের উপাসনায় অধিকার জন্মে । তথাপি
 বাসুদেব, —

তদুক্তং

বাসুদেবঃ স্বভক্তেষু বাৎসল্যাৎ তত্তদীহিতম্ ।
 অধিকার্যানুগুণেন প্রযচ্ছতি ফলং বহু ॥ ৪০ ॥
 তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চ মূর্তীঃ করোতি বৈ ।
 প্রতিমাদিকমর্চা শ্রাদ্ধবতারাঙ্স্ত বৈভবাঃ ॥ ৪১ ॥
 সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রহ্লাদশ্চানিরুদ্ধকঃ ।
 ব্যূহশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মং সম্পূর্ণষড়্গুণম্ ।
 তদেব বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিগদ্যতে ॥ ৪২ ॥
 অন্তর্ধামী জীবসংশ্লে জীবপ্রেরক ঈরিতঃ ।
 য আত্মনীতিবেদান্তবাক্যজালৈর্নিকূপিতঃ ॥ ৪৩ ॥
 অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেধিকৃতো ভবেৎ ।

ভগবান্ বাসুদেব স্বকীয় তত্ত্বগণের বাৎসল্যবশতঃ অধিকারীর
 আল্লগুণ্যক্রমে সমুদায় অর্চী ফল প্রদান করেন ॥ ৪০ ॥

সেইজন্ত যিনি লীলারসে আপনার পঞ্চমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া
 থাকেন। তন্মধ্যে প্রতিমাদিব নাম অর্চা ও রামাদির অবতার বৈভব
 নামে পরিগণিত ॥ ৪১ ॥

সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্বিধ ব্যূহ।
 স্বল্প, সম্পূর্ণ ষড়্গুণবিধিষ্ট সেই বস্তুই বাসুদেব পরম ব্রহ্ম বলিয়া
 পরিগণিত হইলেন ॥ ৪২ ॥

যিনি জীবের অন্তরে থাকিয়া, তাহাদের প্রেরণ করেন, তাঁহার
 নাম অন্তর্ধামী। বেদান্তের কথা পরস্পরায় যিনি ঐ রূপে নিকূপিত
 হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

তন্মধ্যে অর্চা বা প্রতিমাদির উপাসনা করিলে, হ্রিত রাপি

বিভবোপাসনে পশ্চাদব্যাহোপাস্তৌ ততঃ পরম্ ।

সূক্ষ্মে তদমুশক্তঃ স্তাদন্তুর্য়ামিগমীক্ষিতুমিতি ॥ ৪৪ ॥

তদুপাসনঞ্চ পঞ্চবিধম্ অভিগমনুপাদানমিচ্ছা
স্বাধ্যায়ো যোগ ইতি ত্রীপঞ্চরাত্রেহভিহিতম্ । তত্রা-
ভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্গস্য সংমার্জনোপলেকাদি ।
উপাদানং গন্ধপুষ্পাদিপূজাসাধনসম্পাদনম্ । ইচ্ছা
নাম দেবতাপূজনম্ । স্বাধ্যায়ো নাম অর্থানুসন্ধান-
পূর্বকো মন্ত্রজপো বৈষ্ণবসূক্তস্তোত্রপাঠো নামসঙ্কীৰ্ত্তনং
তত্ত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ । যোগো নাম দেবতানু-
সন্ধানম্ । এবমুপাসনাকর্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃ-
দর্শনে নষ্টে ভগবদ্বক্তৃত্ব তমিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরম-

বিদ্রুত ও তৎসহকারে বিভবোপাসনার অধিকার সজ্জন হয় । পশ্চাৎ
বৃহৎ উপাসনার অধিকারী হওয়া যায় । তদনন্তর সূক্ষ্মের উপাসনার
সামর্থ্য জন্মে । পরে অন্তর্যামীর সাৎক্য করণেব শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া
থাকে ॥ ৪৪ ॥

উক্তার উপাসনা পাঁচ প্রকার । যথা, অভিগমন উপাদান, ইচ্ছা,
স্বাধ্যায়, ও যোগ । ত্রীপঞ্চরাত্রে ঐ প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে ।
তদ্বোধে, দেবতার স্থান ও মার্গ এই উভয়ের সংমার্জন ও উপ-
লেকনাদি নাম অভিগমন । গন্ধপুষ্পাদি পূজা সাধন দ্রব্যের
আহরণাদিকে উপাদান বলে । ইচ্ছা অর্থাৎ দেবতার পূজন । স্বাধ্যায়
শব্দে অর্থানুসন্ধান পূর্বক মন্ত্র জপ, বৈষ্ণবসূক্ত স্তোত্র পাঠ, নাম
সংকীৰ্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের অভ্যাস । এবং যোগ
অর্থাৎ দেবতার অনুসন্ধান ।—এই প্রকার উপাসনা কর্ম বলে সমুদ-
ভাবিত বিজ্ঞান যোগ সত্কাবে দ্রষ্টৃ দর্শন নিবৃত্ত হইলে, ভক্তবৎসল

কারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বধাখ্যাভ্যাসুভবানুগুণনিরবধি-
কানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি ।

তথা চ স্মৃতিঃ,

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাশ্ব বস্তু মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

স্বভক্তং বাসুদেবোহপি সম্প্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্ ।

পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥

তদেতৎ সর্বং হৃদি নিধায় মহোপনিষদ্যতাবলম্ব-
নেন ভগবদ্বোধায়নাচাৰ্য্যকৃতাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং বিস্তীর্ণা-
মালক্ষ্য রামানুজঃ শারীরকমীমাংসাতাষ্মমকার্ষীৎ ।

তত্রাখ্যাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেনেতি প্রথমসূত্রস্তায়মর্থঃ । অত্র অথ-

পরম কারুণিক পুরুষোত্তম বাসুদেব আপনার যাথাত্ম্য স্বরূপাসুভবের
অমুকুল, সর্বপ্রকার সীমা-বিভাগ-বিরহিত, অনন্তস্বরূপ এবং পুনর্জন্ম-
বিবর্জিত স্বকীয় পদ ভগবদ্ভক্ত ও তদেকসংসক্ত পুরুষদিগকে
প্রদান করিয়া থাকেন ।

তথাচ, বলিয়াছেন, আমার শরণাগত হইলে, মহাজনগণ পরম
সংসিদ্ধি লাভ পূর্বক, দুঃখের নিলয়স্বরূপ ভঙ্গুরভাবাপন্ন পুনর্জন্ম
প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৪৪ ॥

বাসুদেব স্বকীয় ভক্তকে অক্ষয় আনন্দ এবং পুনরাবৃত্তি বির-
হিত স্বীয় ধাম প্রদান করেন ॥ ৪৫ ॥

এই সমস্ত হৃদয়ে সম্যাকরূপে স্থাপন ও তৎসহকারে মহোপনিষ-
দ্ব্যন্তর অমুসরণ পূর্বক রামানুজ ভগবান্ বোধায়নাচাৰ্য্যের শ্রেণীত
ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি আলোড়ন করিয়া, শারীরক মীমাংসার ভাষ্য প্রণয়ন
করিয়াছেন । তন্মধ্যে, অনন্তর এই কারণে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা,
ইত্যাদি প্রথম সূত্রের অর্থ এই,—

শব্দঃ পূর্বপ্রবৃত্তকর্মাধিগমনানন্তর্য্যার্থঃ। তদুক্তং বৃত্তিকারেণ
বৃত্তাৎ কর্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মং বিবিদিশতীতি । অতঃশব্দো
হেতুর্থঃ অধীতসাস্ত্রবেদস্ত্যাধিগততদর্থস্য বিনশ্বরফলাৎ
কর্মণো বিরক্তত্বাদ্ধেতোঃ স্থিরমোক্ষাভিলাষুকস্য তদুপায়-
ভূতব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভবতি ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরন্ত-
রসমস্তদোষানবধিকৃতিশয়াসংখ্যকল্যাণগুণঃ পুরুষোত্ত-
মোহিতিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥

এবঞ্চ কর্মজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠানস্য চ বৈরাগ্যোৎপাদন-
দ্বারা চিত্তকল্মষাপনয়নদ্বারা চ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রতি সাধনত্বেন
তয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন পূর্বোক্তরমীমাংসায়োরেকশাস্ত্রত্বম্ ।

পূর্বপ্রবৃত্ত কর্মাধিগমনের অনন্তর্য্য বুদ্ধিবিচার জন্ত এখানে অর্থ-
শব্দ প্রয়োগিত হইয়াছে। বৃত্তিকারও তাহাই বলিয়াছেন। অর্থ, প্রবৃত্ত
কর্মাধিগমনের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে অভিলাষ হইয়া থাকে। এই
কারণে শব্দ প্রয়োগের ভাবার্থ এই, সমুদায় সাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন ও তাহার
অর্থ সম্যাকরূপে প্রতিগমন করিয়া, বিনশ্বর ফল বিশিষ্ট কর্মে বিরক্তি
উপস্থিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য স্থিরপদ লাভে অভিলাষ হইলে,
তাহার উপায় স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্ম
শব্দে স্বভাবতঃ সমস্ত দোষবিহীন, সর্বপ্রকার অববিশৃঙ্খল, অতিশয়
অসংখ্য কল্যাণগুণ বিশিষ্ট পুরুষোত্তমকে বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে, কর্মজ্ঞান ও তাহার অনুসন্ধান এই উভয় বিষয়ে
বৈরাগ্যের উৎপাদন ও তৎসহকারে চিত্তকলুষ নিঃশেষে নিরাকরণ
করিবার পর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিসাধন হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন, উভয়ে
কার্য্যকাণ্ড ভাবে বদ্ধ হওয়াতে, পূর্বরমীমাংসা ও উত্তররমীমাংসা উভয়ের

অতএব বৃত্তিকারা একমেবেদং শাস্ত্রং জৈমিনীয়েন
যোড়ষলক্ষণেনেত্যাঃ । কর্মফলস্য ক্ষয়িত্বং ব্রহ্মজ্ঞান-
ফলস্য চাক্ষয়িত্বং পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বৈদমায়ামাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেত্যাदिश्रुतिभिरनुমানार्থা-
পদ্যুপবৃংহিতাভিঃ প্রত্যপাদি । একৈকনিন্দয়া কর্মবিশি-
ষ্টস্য জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ অঙ্কং তমঃ
প্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে ততো ভূয় ইব তে তমো য
উ বিদ্যায়াং রতাঃ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বেন্দোভয়ং সহ
অবিদ্যায়া যুক্ত্য তীর্হ । বিদ্যায়ামুতমশ্নুতে ইত্যাदि ॥ ৪৭ ॥

তত্বুক্তং পাঞ্চরাত্রহস্তে

স এব কৰুণাসিন্ধুৰ্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।

উপাসকানুরোধেন ভজতে মূর্তিপঞ্চকম্ ॥ ৪৮ ॥

একশাপহ সিন্ধু হব । এই কারণে বৃত্তিকারগণ বলিয়াছেন, একই শাস্ত্র
জৈমিনি প্রোক্ত যোড়ষ লক্ষণ দ্বারা কথিত হইয়াছে । কর্মফলের
ক্ষয়শীলত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান ফলের অক্ষয়িত্ব পরীক্ষা করিয়া, শ্রুতিতে
একৈক নিন্দাক্রমে কর্ম বিশিষ্ট জ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ।
যথা, যাঁহারা অবিদ্যার উপাসক, তাঁহারা অন্ধতম্বিতে প্রবেশ করে,
যাঁহারা বিদ্যায় সংস্কৃত, তাঁহারাও একপ দশা প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি
বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয় অবগত আছে, সে অবিদ্যার সহিত মৃত্যু
উত্তরণ করিয়া, বিদ্যাবলে অমৃত ভোগ করে, ইত্যাदि ॥ ৪৭ ॥

পাঞ্চরাত্রহস্তেও তাঁহাই বলিয়াছেন,

সেই কৰুণার সাগর ভক্তবৎসল ভগবান্ উপাসকগণের অনুরোধে
মূর্তিপঞ্চক ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

তদর্চ্যবিভববৃহস্পত্যামিত্যমিঙ্গকম্ ।

তদাশ্রিত্যৈব চিহ্নগন্ততজ্জ্যেয়ং প্রপদ্যতে ॥ ৪৯ ॥

পূর্বপূর্বোদিতোপাস্তি বিশেষক্ষীণকল্যাণঃ ।

উত্তরোত্তরমুত্তীনাযুপাস্ত্যধিকৃতো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

এবং অহরহঃ শ্রোতস্মার্ত্তধর্ম্মানুসারতঃ ।

উক্তোপাসনয়া পুংসাং বাহুদেবঃ প্রশীদতি ॥ ৫১ ॥

প্রসম্মাত্মা হরিভক্ত্যা নিদিধ্যাসনরূপয়া ।

অবিদ্যাং কর্ম্মসজ্জাতরূপাং সদ্যো নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৫২ ॥

ততঃ স্বাভাবিকাঃ পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ ।

আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ মূর্ত্তিপক্কের নাম যথা, অর্চ্য, বিভব, বৃহ, স্পত্য ও অন্তর্গামী ।
চিহ্নবিগ্রহ ভগবান্ তত্তৎ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, সকলের অগোচরে
আবির্ভূত হন ॥ ৪৯ ॥

তন্মধ্যে, পূর্ব পূর্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিলে, তৎ প্রভাবে অশো
কলুষের নিরাসি হইয়া, উত্তরোত্তর মূর্ত্তি সকলের উপাসনার অধিকার
জন্মে ॥ ৫০ ॥

এইরূপে, অহরহঃ শ্রোতস্মার্ত্ত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্বক উক্ত বিধানে
উপাসনা করিলে, বাহুদেব প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

ভগবান্ হরি নিদিধ্যাসনরূপে ভক্তি সহকারে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, ক্রমে
কর্ম্মসংঘাতরূপ অবিদ্যার সদা ধ্বংস করেন ॥ ৫২ ॥

তখন, পুরুষের সংসার তিরোহিত ও স্বাভাবিক সর্বজ্ঞ প্রভৃতি
কল্যাণগুণ পরম্পরার আবির্ভাব হয় ॥ ৫৩ ॥

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্ত্যম্মুক্তানামীশ্বরস্ত চ ।

সর্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবো বিশিষ্যতে ॥৫৪॥

মুক্তাস্তে শেষিণি ব্রহ্মণ্যশেষে শেষরূপিণঃ ।

সর্বান্ধুবতে কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতেতি ॥৫৫॥

তস্মাভাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় পুরুষোত্তমাদিপদবেদ-
নীয়ং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং ভবতি । প্রকৃতি-
প্রত্যয়েঃ প্রত্যয়ার্থং প্রাধান্যেন সহ ক্রত ইতঃ স নোহন্য-
ত্রৈতিবচনবলাদিচ্ছায়া ইষ্যমাণপ্রধানত্বাদিষ্যমাণং জ্ঞান-
মহ বিধেয়ং তচ্চ ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং বেদনং ন
হ বাক্যজন্মাপাতজ্ঞানং পদসন্দর্ভশ্রাবিণো ব্যুৎপন্নস্ত
বিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রীতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ আত্মেত্যেবোপাসীত

এইরূপে, ঈশ্বর ও ভক্তগণ উভয়েরই সমান গুণের সমাবেশ হয় ।
অর্থাৎ, ঈশ্বর একমাত্র সর্বকর্তৃহ দ্বারা তাহাদের অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য
প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥

শেষরূপী ভক্তগণ মৃত্তিলাভ করিয়া, সেই শেষরূপী ব্রহ্মে লীন
হয়, সমুদায় অভিপ্সিত সিদ্ধি সম্ভোগ করেন ॥ ৫৫ ॥

এই জ্ঞান, তাপত্রয়ে আত্মব পুরুষগণ অমৃতত্ব লাভের নিমিত্ত পুরু-
ষাত্ম প্রভৃতি পদবেদনীয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই
বিস্তৃত হইয়াছে । শাস্ত্রবাক্যানুসারে ইচ্ছার ইষ্যমাণপ্রধানত্ব বশতঃ
ষ্যমাণ জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য । ঐ জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসনাদিশব্দ-
বাচ্য বেদনস্বরূপ, বাক্যজন্ম আপাতজ্ঞান নহে । কেন না, পদসন্দর্ভ-
বিগণপরাগণ পুরুষের বিধান ব্যতিরেকেও উহা প্রাপ্ত হয় । ক্রান্তিতেও
পরিচ্ছেদ, অরে আত্মার দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন

বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাঃ কুর্বাতি অনুবিদ্যাং বিজানাতীত্যাদি-
 শ্রুতিভ্যাঃ । অত্র শ্রোতব্য ইত্যনুবাদঃ অধ্যয়নবিধিনা
 সাঙ্গস্য স্বাধ্যায়স্য গ্রহণে অধীতবেদস্য পুরুষস্য প্রয়োজন
 বদর্থদর্শনান্তর্নির্গমায় স্বরসত এব শ্রবণে প্রবর্তমানতয়
 তস্য প্রাপ্তত্বাৎ । মন্তব্য ইতি চানুবাদঃ শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থ
 ত্বেন মননস্তাপি প্রাপ্তত্বাদপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবদিতি ত্রয়াৎ
 ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা বা স্মৃতিঃ স্মৃতি
 প্রতিলস্তে সর্বগৃহীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি ত্রুবায়াঃ স্মৃতে
 রেব মোক্ষোপায়ত্বশ্রবণাৎ । সা চ স্মৃতিদর্শনসমানা
 কারা ॥ ৫৬ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কস্মাপি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৫৭ ॥

করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে ও উপাসনা করিবে; ইত্যাদি।—এখানে
 শ্রবণশব্দের অনুবাদ এই, অধ্যয়ন বিধি দ্বারা সাঙ্গ বেদে
 গ্রহণ হইলে, বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষ প্রয়োজন সহিত অর্থ দর্শনবশে
 আয়ার নির্ণয়ার্থ স্বতই তদীয় শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রা
 প্ত হয়। এইরূপে মন্তব্যোব অনুবাদ এই,—শ্রবণপ্রতিষ্ঠাত্ব বশতঃ মননেব
 প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহাতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে শাস্ত্রের অর্থবত্তা স্কৃতি
 হয়। ধ্যানের অনুবাদ এই,—তৈলধারার ত্রায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপরম্পর
 রূপে স্মৃতির আবির্ভাব হয়। স্মৃতির আবির্ভাবে সমুদয় হৃদয়গ্রন্থি
 পরিহার হইয়া থাকে। এইরূপে, অবিচলিত স্মৃতির মোক্ষোপায়ত্ব প্রতি
 পাছে। এই স্মৃতি সাক্ষাৎ দর্শনের ত্রায়; কেন না ॥ ৫৬ ॥

সেই পরমায়ার স্বরূপ ভগবান্ দৃষ্ট হইলে, সমুদায় হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন
 সমুদায় সংশয় বিশীর্ণ, এবং সমুদায় কস্ম ক্ষীণভাবাপন্ন হয় ॥ ৫৭ ॥

ইত্যনেনৈকত্বাৎ । তথা চ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য
ইত্যনেনাত্মা দর্শনরূপতা বিধীয়তে । ভবতি চ ভাব-
নাপ্রকর্ষাৎ স্মৃতেদর্শনরূপত্বম্ । বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং
প্রপঞ্চিতং বেদনমুপাসনং স্মাদিত্যাदिना । तदेव ध्यानं
विशिष्टं श्रुतिः । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया
न बहूनां श्रुतेन यमेवैष ब्रूते तेन लभ्यस्तु श्रुतं वा
विब्रूते तनुं स्वामिति । प्रियतम एव हि वरणीयो
भवति यथायं प्रियतममात्मानं प्राप्नोति तथा स्वयमेव
ভগবান্ প্রিয়তম ইতি ভগবতৈবাভিহিতম্ ॥ ৫৮ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযান্তি তে ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইত্যাদির সহিত ঐ স্মৃতির একতা আছে । তথাচ, আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আত্মার দর্শন করিবে, ইত্যাদি বাক্যানুসারে ইহার দর্শন
স্বরূপতা বিহিত হইয়াছে । ভাবনার প্রকর্ষবলে স্মৃতির 'দর্শনরূপত্ব'
ঘটিয়া থাকে । বাক্যকার এসমস্তই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, যথা, বেদনই
উপাসনা, ইত্যাদি । শ্রুতিতে এই ধ্যানের বিশেষরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা, এই আত্মাকে প্রবচন দ্বারা পাওয়া যায় না ; মেধা দ্বারাও পাওয়া
যায় না ; এবং বহুবিধ শ্রুত দ্বারাও পাওয়া যায় না । যে ব্যক্তি ইহাকে
বরণ করে, সেই ইহাকে পাইয়া থাকে । আত্মা তাহারই নিকট স্বকীয়
স্বরূপ প্রকটিত করেন, ইত্যাদি । পুনশ্চ, স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন,
আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় । স্মৃতির তাহারই বরণ করিবে, ইত্যাদি ॥ ৫৮ ॥

গীতা প্রভৃতিতে বলিয়াছেন, বাহ্যারা যে মতে যোগানুষ্ঠান সহকারে
প্রীতিভরে আমারে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ দান
করিয়া থাকি ; যৎপ্রভাবে তাহার আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েতি চ ॥ ৬০ ॥

ভক্তিস্তু নিরতিশয়ানন্দপ্রিয়ানন্যপ্রয়োজনসকলেতর-
বৈতৃষ্ণ্যবজ্ঞানবিশেষ এব তৎসিদ্ধিশ্চ বিবেকাদিভ্যো
ভবতীতি বাক্যকারেণোক্তং তল্লক্খিবিবেকবিমোকা-
ভ্যাসক্রিয়াক্ষনকল্যাণানবসাদানুদ্বর্ষেভ্যঃ সন্তুষ্টির্নির্বচনা-
চ্ছেতি । তত্র বিবেকো নামাত্মাদৃষ্টাদমাৎ সত্ত্ব-
শুদ্ধিঃ । অত্র নির্বচনম্ । আহারশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ
সত্ত্বশুদ্ধ্যা প্রবা স্মৃতিরিতি । বিমোকঃ কামানভি-
স্বঙ্গঃ শান্ত উপাসীতেতি নির্বচনম্ । পুনঃ পুনঃ
সংশীলনমভ্যাসঃ । নির্বচনঞ্চ স্মার্তমুদাহৃতং ভাষ্য-
কারেণ । সদা তদ্বাবভাবিত ইতি । শ্রীতস্মার্তকম্পা-

হে পার্থ, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা একমাত্র অনন্য ভক্তিরই লভ্য
হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

বাহাতে নিরতিশয় আনন্দ আছে, যাঁহা সকলেবই প্রিয়, যাঁহা
অনন্য-প্রয়োজন-বিশিষ্ট, এবং যৎপ্রভাবে সমুদায় ইতরবস্তুতে বিতৃষ্ণাব
উদয় হইয়া থাকে, তাদৃশ জ্ঞানবিশেষই ভক্তি । বিবেকাদির সহায়তায়
তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা বাক্যকার বলিয়াছেন । যথা বিবেক,
বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, অক্ষন, কল্যাণ, অনবসাদ, ও অনুদ্বর্ষ এবং
নির্বচন, এই সকল উপায়ে ভক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে । তন্মধ্যে, আত্মা-
দৃষ্ট অঙ্গ হইতে সত্ত্বশুদ্ধির নাম বিবেক । এবিষয়ে নির্বচন এই, আহার-
শুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধি হইতে প্রবা স্মৃতির উদয় হয় ।
বিবেকশব্দে কামসঙ্গশূন্যতা । নির্বচন যথা, শান্ত হইয়া উপাসনা
করিবে । পুনঃ পুনঃ সংশীলনেব নাম অভ্যাস । এবিষয়ে নির্বচন এই,
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, সর্বদা তদ্বাবভাবিত হইয়া, ইত্যাদি । শক্তি

নুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়া । ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইতি
নির্বচনম্ । সত্যার্জবদয়াদানাদীনি কল্যাণানি । সত্যেন
লভ্যত ইত্যাদিনির্বচনম্ । দৈত্ববিপর্যয়োহনবসাদঃ । নায়-
মাত্মা বলহীনেন লভ্যত ইতি নির্বচনম্ । তদ্বিপর্যয়জা
তুষ্টিরনুদ্বৰ্ঘং । শাস্তোদাস্ত ইতি নির্বচনম্ ॥ ৬১ ॥

তদেবমেবংবিধনিয়মবিশেষসমাসাদিতপুরুষোত্তম-
প্রসাদবিধিস্ততমঃস্বাস্ত্য অন্তপ্রয়োজনানবরতনিরতিশয়-
প্রিয়বদাত্তপ্রত্যাভাসতাপন্নধ্যানরূপয়া ভক্ত্যা পুরুষো-
ত্তমপদং লভ্যত ইতি সিদ্ধম্ । তদুক্তং যামুনেন উভয়-
পরিকল্পিতস্বাস্ত্যৈকান্তিকাত্যস্তিকভক্তির্যোগলভ্য ইতি
জ্ঞানকৰ্ম্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

অনুসাবে শ্রোতস্মার্ত্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নাম ক্রিয়া । এই ক্রিয়াবান্ পুরুষই
ব্রহ্মবিদগণের বরিষ্ঠ, ইহাষ্ট নিবচন । সত্য, ঋজুতা, দয়া, ও দানাদির
নাম কল্যাণ । নির্বচন যথা, সত্য দ্বারা লাভ করা যায় । দৈত্ববিপর্যয়ের
নাম অনবসাদ । নিবচন যথা, বলহীন ব্যক্তি এই আত্মলাভে সমর্থ
হব না । তদ্বিপর্যয়জনিত তুষ্টির নাম অনুদ্বৰ্ঘ । নির্বচন যথা,
শান্ত, দাস্ত, ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

এবংবিধ নিবমবিশেষ সাহচর্য্যে পুরুষোত্তমপ্রসাদ প্রাপ্তি হইলে,
লোকের অন্তরস্ত তমোরাশির ধ্বংস হয় । তখন, অন্তপ্রয়োজন সমেত
নিববচ্ছিন্ন নিরতিশয় প্রিয়বৎ আত্মপ্রভাবের অবভাস দ্বারা বে ধ্যানরূপ
ভক্তি উদয় হয়, তাহাতেই সেই পুরুষোত্তমপদ লাভ হইয়া থাকে, ইহা
সিদ্ধ হইল । অগং যামুন ইহা বলিয়াছেন, যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞান ও কৰ্ম্ম-
যোগ সহায়ে সবিশেষ মার্জিত ও উন্নত হইরাছে, সেই ব্যক্তিই ঐকান্তিক
ও আত্যস্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করিয়া থাকে, ইত্যাদি ॥ ৬২ ॥

কিং পুনরেক জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যপেক্ষায়াং লক্ষণ-
যুক্তং জন্মান্যস্ত যত ইতি । জন্মাদীতি স্থিতিস্থিতিপ্রলয়ঃ
তদা গুণসংবিজ্ঞানো বহুত্ৰীহিঃ । অস্মাচ্চিন্ত্যবিবিধরচনা-
রচ্যস্ত নিয়তদেশকালভোগত্র্যাদিস্তত্বপর্যাস্তক্ষেত্রজ্ঞমিশ্র-
জগতঃ যতো যস্মাৎ সর্বৈশ্বর্যং নিখিলহেয়প্রত্যনীক-
স্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকৃতিশয়াসংখ্যৈয়কল্যাণগুণাৎ
সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ পুংসঃ স্থিতিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্তন্ত
ইতি সূত্রার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইথমুত্তে ত্রয়ং কিং প্রমাণমিতি জিজ্ঞাসায়াং শাস্ত্র-
মেব প্রমাণমিত্যুক্তং শাস্ত্রযোনিহাদিতি শাস্ত্রং যোনিঃ
কারণং প্রমাণং যন্ত তচ্ছাস্ত্রযোনি তন্ত ভাবন্তত্বং তস্মা-
দ্বক্ষজ্ঞানকারণাজ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্ত তদ্যোনিত্বং
ত্রয়ং ইত্যর্থঃ । ন চ ত্রয়ং প্রমাণান্তরগম্যত্বং শঙ্কিতুং

কি জন্ত ত্রয় জিজ্ঞাসা করিবে, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই
পরমেশ্বর, নিখিল হেয় বস্তুর প্রতিপত্তি স্বরূপ, সত্যসংকল্প প্রভৃতি
অবধিশূন্য অতিশয় অসংখ্য কল্যাণগুণের আধার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি
বিশিষ্ট পুরুষ হইতে এই অচিন্ত্য বিবিধরচনারচ্য, নিয়ত-দেশ-কাল
ভোগ-ত্র্যাদিস্তত্ব পর্যাস্ত ক্ষেত্রজ্ঞসমেত জগতের স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়
প্রবর্তিত হয়, ইত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

ত্রয় যে এবংবিধগুণবিষয়, তাহার প্রমাণ কি ? ইহার উত্তরে
বলিতেছেন, শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ । ফলতঃ, শাস্ত্র দ্বারা ত্রয়জ্ঞান ও আত্ম-
জ্ঞান উভয়ই বিনিষ্পাদিত হয় । তজ্জন্ত, শাস্ত্রই ত্রয়ের যোনি, কি না,
প্রমাণ । ইহা ভিন্ন ত্রয়ের অন্যবিধ প্রমাণ শকা করিতে পারা যায় না ।

শক্যমনীন্দ্রিয়ছেন- প্রত্যক্ষস্ত তত্র প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ নাপি
মহার্ণবাদিকং সর্কর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানস্ত
পুতিকুস্মাণ্ডায়মানত্বাৎ তল্লক্ষণং ব্রহ্ম যতো বা ইমানি
ভূতানীত্যাди वाक्यं प्रतिपादयतीति स्थितम् ॥ ৬৪ ॥

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রমাণান্তরগোচরতাং নাবতরতি তথাপি
প্রবৃতিনিবৃতিপরত্বাবাসিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতি-
পাদয়িতুং প্রভবতীতি এতৎপর্য্যনুযোগপরিহারায়োক্তং
তত্ত্ব সমন্বয়াদিতি । তুশব্দঃ প্রসক্তাশঙ্কাব্যাবৃত্তার্থঃ
তচ্ছাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব কূতঃ সমন্বয়াৎ
পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়ান্বয়াদিত্যর্থঃ ।
ন চ প্রবৃতিনিবৃত্তোরন্যতরবিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং ।

কেন না তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন । তজ্জন্ত তাঁহাতে প্রত্যক্ষপ্রবৃতি
উপপন্ন হইতে পারে না । পুনশ্চ, কার্য্যত্ব বশতঃ ঘটের ভায়, মহার্ণবাদিও
কর্তৃবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি অনুমান পুতিকুস্মাণ্ডবৎ
সর্কদা হেয়ভাবাপন্ন তজ্জন্ত তাহাতে এইরূপ অনুমানেরও কোন প্রকার
অবসর নাই । এবিষয়ে স্রুতি প্রমাণ এই, বাহ্য হইতে এই দৃশ্যমান
ভূতপ্রপঞ্চ জন্মিয়াছে, ইত্যাদি ॥ ৬৪ ॥

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রমাণান্তরগোচর নহেন, তথাপি, শাস্ত্র কখন প্রবৃতি
ও নিবৃতির অপরতত্ত্বতা সিদ্ধরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না ।
এইরূপ প্রশ্নের পরিহারার্থ বলিতেছেন, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সম্ভব
হইবাই থাকে । কেন না, ব্রহ্ম পরমপুরুষার্থ স্বরূপ । সূত্রার্য্য অভি-
ধেয়তা বশতঃ তাহাব শাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধতা আছে । প্রবৃতি
নিবৃতি এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর অভাব সশ্বেও প্রয়োজনের অভাব

স্বরূপপরেষপি পুত্রস্তে জাতঃ নায়ং সর্পইত্যাদিষু হর্ব-
ভয়নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টমেবেতি ন কিঞ্চিদনুপ-
পন্নম্ । দিষ্টাত্মমত্র প্রদর্শিতং বিস্তারস্ত্রাকরাদেবাবগন্তব্য
ইতি বিস্তরভীরুণোদাস্তত ইতি সর্বমনাকুলম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ ।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ।

তদেতদ্রামানুজমতং জীবাণুত্বদাস্ত্রবেদাপৌরুষেষ-
ত্ব-সিদ্ধার্থবোধকত্ব-স্বতঃপ্রমাণত্ব-প্রমাণত্রিত্ব-পাঞ্চরাত্রোপজী-
ব্যত্বপ্রপঞ্চভেদসত্যত্বাদিসাম্যেহপি পরস্পরবিরুদ্ধভেদাদি-
পক্ষত্রয়কক্ষীকারেণ ক্ষণকক্ষপক্ষনিক্শিপ্তমিত্যুপেক্ষমানঃ

হয় না । তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ; ইহা সর্প নহে, ইত্যাদি স্থলে
হর্ব ও ভয় নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবত্তা দৃষ্ট হইয়া থাকে স্ততরাং, কিছুই
অনুপপন্ন নহে । এস্থলে দিষ্টাত্ম প্রদর্শিত হইল । আকর হইতেই সবিস্তার
দর্শন করিবে ॥ ৬৫ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্ ।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ।

জীবের অণুত্ব, দাস্ত্র, বেদের অপৌরুষেষত্ব, সিদ্ধার্থবোধকত্ব ও
স্বতঃপ্রমাণত্ব, প্রমাণত্রিত্ব, পাঞ্চরাত্রোপজীব্যত্ব এবং প্রপঞ্চভেদ
ইত্যাদি সকল বিষয়ে রামানুজের এই মতের সহিত ঐক্য থাকিলেও,
উহাকে পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদাদি পক্ষত্রয়ের স্বীকার করা হইয়াছে,
এই কারণে ঐ মত ক্ষণকক্ষপক্ষনিক্শিপ্ত ভাবিয়া তাহাতে উপেক্ষা

স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদেবেদান্তবাক্যজাতস্তত্ত্বস্যস্তরোণা-
র্থান্তরপরত্বমুপপাদ্য ব্রহ্মমীমাংসাবিবরণব্যঞ্জনেন নন্দতীর্থঃ
প্রস্থানান্তরমাশ্রিত । তন্মতে হি দ্বিবিধং তত্ত্বং স্বতন্ত্রা-
স্বতন্ত্রভেদাৎ ।

তদ্বুক্তং তত্ত্ববিবেকে

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে ।

স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নিদোষোহশেষসদগুণ ইতি ॥১॥

ননু স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতনানাস্বশূন্যং ব্রহ্মতত্ত্ব-
মিতি প্রতিপাদকেষু বেদান্তেষু জাগরুকেষু কথমশেষ-
সদগুণত্বং তস্মৈ কথ্যত ইতি চেম্মৈবং ভেদপ্রমাপকবহু-
প্রমাণবিরোধেন তেষাং তত্র প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ তথাহি
প্রত্যক্ষং তাবদিদমস্মান্তিমমিতি নীলপীতাদেভেদমধ্য-
ক্ষয়তি । অথ মন্যেথাঃ কিং প্রত্যক্ষভেদমেবাণাহতে

করিয়া, আনন্দতীর্থ তত্ত্বমাস প্রভৃতি বেদান্ত বাক্যপরম্পরার ভদ্র্যস্তব
ক্রমে অর্থান্তরপরতা উপপাদিত করত, ব্রহ্মমীমাংসা বিবরণ স্থলে
প্রস্থানান্তর ব্যবহাশিত করিয়াছেন । তাঁহার মতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র
ভেদে তব দ্বিবিধ । তত্ত্ববিবেকেও কথিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র
এই দ্বিবিধ তব । তন্মধ্যে সকল দোষলেশপরিশূন্ত, অশেষসদগুণনিগম
ভগবান্ বিষ্ণু অস্বতন্ত্র নামে পরিগণিত ॥ ১ ॥

যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্ব সজাতীয়, বিজাতীয় স্বগত ও নানাস্বশূন্য ।
সমুদায় বেদান্তেই এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন । তৎসমস্ত বেদান্ত
জাগরুক থাকিতে, কিরূপে তাহার অশেষসদগুণত্ব কথিত হইতে পারে ?
ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ভেদপ্রমাপক বহুবিধ প্রমাণবিরোধ বশতঃ
ঐ সমুদয় বেদান্তের তদ্বিষয়ে প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না । তথাহি,
ইহা হইতে ইহা ভিন্ন, ইত্যাদি বিধানে নীলপীতাদির ভেদ নির্দিষ্ট

কিং বা ধৰ্ম্মিপ্রতিযোগিঘটিতম্ । ন প্রথমঃ ধৰ্ম্মিপ্রতি-
যোগিপ্রতিপত্তিমন্তরেণ তৎসাপেক্ষস্য ভেদশাশক্যাধ্যব-
সায়ত্বাৎ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়েহপি ধৰ্ম্মিপ্রতিযোগিগ্রহণপূৰ্ব্বঃ সৰ্ব-
গ্রহণমথবা যুগপৎ তৎসৰ্ব্বগ্রহণম্ । ন পূৰ্ব্বঃ বুদ্ধিবিরম্য
ব্যাপারাতাবাৎ অন্তোন্ত্যশ্রয়প্রসঙ্গাচ্চ । নাপি চরমঃ
কার্যকারণবুদ্ধ্যোৰ্যোগপদ্যাভাবাৎ ধৰ্ম্মিপ্রতীতির্হি ভেদ-
প্রত্যয়স্য কারণং সন্নিহিতেহপি ধৰ্ম্মিণি ব্যবহিতপ্রতিযোগি-
জ্ঞানমন্তরেণ ভেদস্বাক্ষাতত্বেনাস্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কার্য-
কারণভাবাবগমাৎ ॥ ৩ ॥

তস্মান্ন ভেদপ্রত্যক্ষং সুপ্রসরমিতি চেৎ কিং বস্তু-

হইয়াছে। এখানে, প্রত্যক্ষ ভেদ, কি ধৰ্ম্মিপ্রতিযোগিঘটিত ভেদ
কল্পিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যাউতে পারে, প্রত্যক্ষ ভেদ কল্পিত
হয় নাই। কেন না, ধৰ্ম্মিপ্রতিযোগির প্রতিপত্তি ব্যতিরেকে তৎসাপেক্ষ
ভেদের অধ্যবসায় সুসাপ্য হয় না ॥ ২ ॥

পুনশ্চ, যদি বল, দ্বিতীয়েৰ অর্থ, ধৰ্ম্মিপ্রতিযোগি গ্রহণপূৰ্ব্বক ভেদগ্রহণ,
অথবা একবারে তৎসমস্তের গ্রহণ? প্রথম পক্ষ নহে। ইহার কারণ
এই, বুদ্ধি কখন বিরত হইয়া, স্বকারণ্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং পরস্পর
আশ্রয় করিয়াই, প্রসক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও নহে। কেন না,
কার্যকারণ বুদ্ধির কখন যুগপৎ উদয় হয় না। ধৰ্ম্মিপ্রতীতিই ভেদের
কারণ হইয়া থাকে। ধৰ্ম্মী সন্নিহিত হইলেও, ব্যবহিত প্রতিযোগি
পদার্থের জ্ঞান ব্যতিরেকে ভেদ পরিজ্ঞাত হয় না। তৎসহকারে অস্বয়-
ব্যতিরেক দ্বারা কার্যকারণভাব অবগত হওয়া যায় ॥ ৩ ॥

এই কারণে, যদি বল, ভেদপ্রত্যক্ষ সুপ্রসর নহে; ইহার উত্তর

স্বরূপভেদবাদিনঃ প্রতি ইমানি দূষণান্যদব্যাস্তে কিং
ধর্ম্মভেদবাদিনঃ প্রতি । প্রথমে চোরাপরাধান্মাণ্ডব্যানি-
গ্রহণ্যাপাতঃ ভবদভিধীয়মানদূষণানাং তদবিষয়ত্বাৎ ।
ননু বস্তুস্বরূপশ্চৈব ভেদত্বে প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বং ন
ঘটতে ঘটবৎ প্রতিযোগিসাপেক্ষ এব সর্বত্র ভেদঃ প্রথিত
ইতি চেম্ প্রথমং সর্বতোবিলক্ষণতয়া বস্তুস্বরূপে জ্ঞায়-
মাণে প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টব্যবহারোপপত্তেঃ তথাহি
পরিমাণঘটিতং বস্তুস্বরূপং প্রথমমবগম্যাতে পশ্চাৎ
প্রতিযোগিবিশেষাপেক্ষয়া হ্রস্বং দীর্ঘমিতি তদেব বিশিষ্য
ব্যবহারভাজনং ভবতি ॥ ৪ ॥

তদুক্তং বিস্তুতত্বনির্ণয়ে

নচ বিশেষণবিশেষ্যতয়া ভেদসিদ্ধিঃ বিশেষণ-

বলা ঘাটক, বস্তুস্বরূপভেদবাদীকে না, ধর্ম্মভেদবাদীকে দূষিত করিতেছে ?
যদি প্রথম হয়, তাহাহইলে, চোরাপরাধে মাণ্ডব্য নিগ্রহ আয়ে সংঘটিত
হইয়া থাকে । ইহার কাবণ এই, তোমার প্রযোজিত দূষণ সমস্ত সন্ধান
তাহার অবিষয়ীভূত । যদি বল, বস্তুস্বরূপেরই ভেদে ঘটের আর,
প্রতিযোগিসাপেক্ষপক্ষত্ব সংঘটিত হয় না । সর্বত্র প্রতিযোগিসাপেক্ষ
ভেদই প্রথিত আছে । ইহার উত্তর এই, প্রথম সর্বতোভাবে বৈলক্ষণ্য
বশতঃ বস্তুস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, প্রতিযোগীর অপেক্ষায় বিশিষ্ট ব্যব-
হারের উপপত্তি হইয়া থাকে । তথাহি, পরিমাণ ঘটিত বস্তুস্বরূপই
প্রথমে অবগত হইয়া থাকে । পশ্চাৎ প্রতিযোগিবিশেষের অপেক্ষায়,
হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যবহারের সংঘটন হয় ॥ ৪ ॥

বিস্তুতত্ব নির্ণয়ে তাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ, বিশেষণ-বিশেষ্যতাধাব্য

বিশেষ্যভাবশ্চ ভেদাপেক্ষঃ ধর্ম্মপ্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভেদ-
সিক্তিঃ ভেদাপেক্ষঞ্চ ধর্ম্মপ্রতিযোগিত্বমিত্যন্যোন্ত্যশ্রয়তয়া
ভেদশ্রু যুক্তিঃ পদার্থস্বরূপত্বাভেদশ্চেত্যাদিনা । অতএব গবা-
ধীনো গবয়দর্শনাম্ প্রবর্তন্তে গোশব্দঞ্চ ন স্মরন্তি । ন চ
নীরক্ষীরাদৌ স্বরূপে গৃহ্যমাণে ভেদপ্রতিভাসৌহপি
স্বাদিত্তি ভগ্ননীয়ঃ সমানাভিহারাদিপ্রতিবন্ধকবলাভেদ-
ভানব্যবহারাতাবোপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

তদুক্তং

অতিদূরাৎ সামীপ্যাঙ্গিপ্রিয়ঘাতাম্মনোহনবস্থানাৎ ।

সৌক্ষ্ম্যাঙ্গ্যাবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাস্তেতি ॥ ৬ ॥

অতিদূরাদ্গিরিশিখরবর্তিতর্বাদৌ অতিসামীপ্যাম্লো-

ভেদ সিক্তি হয় না । কেন না, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ভেদনাপেক্ষ ।
ধর্ম্মির প্রতিযোগীর অপেক্ষায় যেমন ভেদের অসিক্তি হয়, ধর্ম্মের
প্রতিযোগিত্ব তদ্রূপ একমাত্র ভেদনাপেক্ষ । এইরূপে পরস্পর
পরস্পরের আশ্রয়ে ভেদ সিক্ত হইয়া থাকে । অতএব গবাব্দী কখন
গবয়দর্শনে প্রবৃত্ত হয় না ; এবং গোশব্দও স্মরণ করে না । নীরক্ষীরাদিতে
স্বরূপ গৃহ্যমাণ হইলে, ভেদ প্রতিভাত হইয়া থাকে, এরূপও বলা যাইতে
পারে না । কেন না, সমানাভিহারাদি প্রতিবন্ধকবলে ভেদজ্ঞানের
ব্যবহারাতাব উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তথাহি, কথিত হইয়াছে, অতি দূর, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়বিধাত,
অনবস্থিতচিত্ততা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, ও সমানাভিহার, এই
সকল কারণবশতঃ যথাবৎ গ্রহণের ব্যভিচার হইয়া থাকে । যেমন,
অতিদূরবশতঃ গিরিশিখরবর্তী বৃক্ষ প্রভৃতিতে, অতি সামীপ্যপ্রযুক্ত

চনাঞ্জনাদৌ ইন্দ্রিয়বাতাস্বিত্যাদাদৌ মনোহনবস্থানাং
কামাত্যুপপ্লুতমনস্কশ্মীতালোকবর্তিনি ঘটাদৌ সৌক্ষ্ম্যাৎ
পরমাণুদৌ ব্যবধানাৎ কুড্যাদ্যন্তর্হিতে অভিভবাৎ
দিবা প্রদীপপ্রভাদৌ সমানাভিহারাৎ নীরক্ষীরাদৌ
যথাবদগ্রহণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভবতু বা ধর্মভেদবাদস্তথাপি ন কশ্চিদদোষঃ ধর্মি-
প্রতিযোগিগ্রহণে সতি ধর্মভেদভানসম্ভবাৎ । ন চ ধর্ম-
ভেদবাদে তস্ম তস্ম ভেদস্য ভেদাস্তরভেদ্যত্মেনানবস্থা ভূর-
বস্থা স্তাদিত্যাশ্বেয়ং ভেদাস্তরপ্রসক্তৌ 'মূলাভাবাৎ ভেদ-
ভেদিনৌ ভিন্নাবিতি ব্যবহারদর্শনাৎ । ন চৈকভেদবলে-
নাত্তভেদানুমানং দৃষ্টান্তভেদাবিঘাতেনোপ্থানং দোষা-

লোচনাঞ্জনাদিতে, ইন্দ্রিয়বিষ্যতবশতঃ বিহ্বাৎ প্রভৃতিতে, চিত্তের অনব-
স্থিততা বশতঃ ক্ষীতালোকবর্তী ঘটাদিতে, হৃদয়তাপ্রযুক্ত পরমাণু-প্রভৃতিতে,
ব্যবধানবশতঃ কুড্যাদিদ্বারা অন্তর্হিত বস্তুতে, অভিভব প্রযুক্ত দিবসে
দীপপ্রভা প্রভৃতিতে এবং সমানাভিহারবশতঃ নীর ও ক্ষীরাদিতে যথাবথ
বস্তুগ্রহ হয় না ॥ ৭ ॥

অথবা, ধর্মভেদবাদ স্বীকার করিলে, যদি ধর্মপ্রতিযোগী গ্রহণ
করা যায়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না । কেন না, উহাতে
ধর্মভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে । ধর্মভেদবাদে সেই সেই ভেদের ভেদাস্তর-
ভেদ্যতাবশতঃ অবস্থা বা দুরবস্থাও আশঙ্ক্য করা যাইতে পারে না ।
কেন না, ভেদাস্তর প্রসঙ্গে মূলের অভাববশতঃ ভেদ ও ভেদী উভয়ে ভিন্ন
হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । এক ভেদ দ্বারা
অন্য ভেদেব অনুমান হইতে পারে না । কেন না, তাহাদের দোষের অভাব

ভাবাৎ । সৌহৃৎ পিণ্যাকযাচনার্থঃ গতস্ত খারিকা-
তৈলদাতৃত্বাভ্যুপগম ইব । দৃষ্টান্তভেদবিমর্দে হুস্থানমেব ।
নহি বরবিঘাতায় কথোদ্বাহঃ । তস্মান্মূলক্ষয়াভাবাদন-
বস্থা ন দোষায় ॥ ৮ ॥

অনুমানেনাপি ভেদোহবসীয়তে পরমেশ্বরো জীবা-
দ্ভিন্নঃ তং প্রতি সেব্যত্বাৎ যো যং প্রতি সেব্যঃ স
তস্মাদ্ভিন্নঃ যথা ভৃত্যাদ্রাজা নহি হুথং মে স্ত্রাৎ দুঃখং
মে ন গনাপি ইতি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ পুরুষাঃ স্থপতি-
পদং কাময়মানাঃ সংকারভাজো ভবেয়ুঃ প্রত্যুত সর্বানর্থ-
ভাজনং ভবন্তি । যঃ স্বস্ত্যায়নো হীনত্বং পরস্ত গুণোৎ-
কর্ষক কথয়তি স স্তব্যঃ প্রীতঃ স্তাবকস্ত তস্তাভীষ্টঃ
প্রযচ্ছতি ।

হেহু দৃষ্টান্ত ভেদের অবিঘাত দ্বারা উত্থান হইতে পারে না । পিণ্যাক
প্রার্থনা করিতে গিয়া, খারিকাতৈল দান স্বীকার করার স্থায়, দৃষ্টান্তভেদে
বিমর্দনবশতঃ অহুত্থানই হইয়া থাকে । পুনশ্চ, বরের বিঘাত জন্ত কথায়
উদ্বাহ নহে । অতএব মূলক্ষয়ের অভাববশতঃ অনবস্থা ঘটিলে, তাহ
দোষাবহ হয় না ॥ ৮ ॥

অনুমান দ্বারাও ভেদের অবসাদ ঘটিয়া থাকে । যেমন, পরমেশ্বর
জীব হইতে ভিন্ন । কেন না, তিনি জীবের সেব্য । যে বাহার সেব্য, সে
তাঁহাইতে ভিন্ন । যেমন রাজা ভৃত্য হইতে ভিন্ন । পুরুষার্থ প্রার্থনা
করিতে গিয়া, স্থপতিপদ কামনা করিলে, কেহ কখন সংকার লাভ
সমর্থ হয় না । প্রত্যুত, সর্ববিধ অনর্থভাজন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
আপনার হীনতা ও অপরের গুণোৎকর্ষ প্রত্যাগমন করে, সেই স্তব্য ব্যক্তি
প্রীত হইয়া, উল্লিখিত স্তবকারীর অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে ।

তদাহ

ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহমিতি বাদিনঃ ।

দদত্যখিলমিষ্টঞ্চ স্বগণোৎকর্ষবাদিনামিতি ॥ ৯ ॥

এবঞ্চ পরমেশ্বরাভেদতৃষ্ণয়া বিষ্ণোণ্ডগোৎকর্ষস্ত
মৃগতৃষ্ণিকাসমত্বাভিধানং বিপুলকদলীফললিপ্সয়া জিহ্বা-
চ্ছেদনরতিবভাদৃশবিষ্ণুবিদেষণাদম্ভতমসপ্রবেশপ্রসঙ্গাৎতচ্চ
প্রতিপাদিতং মধ্যমন্দিরেণ মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়ে

অনাদিদেষিণো দৈত্যা বিষ্ণোর্বেষো বিবর্জিতঃ ।

তমস্তক্ষে পাতয়তি দৈত্যানক্ষে বিনিশ্চয়াদিতি ॥ ১০ ॥

স। চ সেবা অঙ্কননামকরণভজনভেদাৎ ত্রিবিধা ।

তত্রাঙ্কনং নারায়ণায়ুধাদীনাং তদ্রূপস্মরণার্থমপেক্ষিতার্থ-
সিদ্ধার্থঞ্চ । তথা চ শাকল্যমংহিতাপরিশিষ্টম্

তথাহি, বলিয়াছেন,—

আমি রাজা, এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নরপতি-
গণ বধ করেন । কিন্তু স্বীয় গুণের উৎকর্ষবাদীদিগকে অখিল অতীষ্ট
প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

এইরূপ, পরমেশ্বরের অম্ভেদ বাসনায় বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষকে
মৃগতৃষ্ণিকার সমান বলিলে, তাঁহার প্রতি এতাদৃশ বিদেষ প্রকাশজনিত
অম্ভতমস নরকে প্রবেশ করিতে হয় । মধ্যমন্দির, মহাভারত তাৎপর্য-
নির্ণয়ে এবিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন ; যথা,

দৈত্যগণ চিরকালই দ্বেষভাবে আবিষ্ট । বিষ্ণুর প্রতি তাহাদের
দেষ বর্জিত হওয়াতে, তাহাদের অম্ভতমস নরক লাভ হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনভেদে বিষ্ণুর সেবা তিন প্রকার । তন্মধ্যে
নারায়ণের রূপ স্মরণ ও অতীক্ষিত বিষয়ের সিদ্ধি সংঘটনার্থ তদীয়

চক্রং বিভতি পুরুষোহভিতপ্তঃ বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ ।

স যাতি নাকং ছুরিতাবধূয় বিশস্তি যদ্যতয়ো বাতরাগাঃ ॥ ১১ ॥

দেবাসো যেন বিধুতেন বাহুনা

সুদর্শনে প্রয়াতান্তমায়ন্ ।

যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিং

বিতস্তি ত্রাঙ্কণান্তবহন্তি ॥ ১২ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেন গচ্ছন্তি লাঙ্কিতাঃ ।

উরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে স্তভগা ভবাম ইতি ॥ ১৩ ॥

অতপ্ততনুনতদামো অশ্বুতেশ্রিতাস ইদ্রহন্তন্তংস-
মানতেতি তৈত্তিরীয়কোপনিষদে । স্থানবিশেষশ্চায়ে-
পুরাণে দর্শিতঃ ।

চক্রাদি আয়ুধ সকলের অঙ্কন বা চিহ্নধারণ করার নাম অঙ্কন । শাকল্য
সং'হতা পরিশিষ্টে ব'লয়াছেন,

যে ব্যক্তি অমৃতস্বরূপ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র অভিতপ্ত করিয়া, ধারণ
করে, সে বাবতীয় ছুরিত দূরে পারহত করিয়া, স্বর্গে সমাগত হয়, যেখানে
যজ্ঞকারিগণ বিষয়সঙ্গ পরিহার পুরঃসর প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

পুনশ্চ বলিয়াছেন, সুদর্শনচক্র বাহতে ধারণ করিলে, মনুষ্যজন্ম
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । বলিতে কি, মনুগণ এই চক্রের অঙ্কন সহায়ে
লোকসৃষ্টি করিল ॥ ১২ ॥

এই চক্রে চিহ্নিত হইলে, বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
আমরা তদীয় চিহ্নসমূহে অঙ্কিত হইলে, সংসারে পদম সৌভাগ্যাশাশী
হইব ॥ ১৩ ॥

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদেও নির্দিষ্ট আছে, তাঁহার চক্রাদি দ্বারা শরীর ঐ
রূপে অভিতপ্ত করিয়া, চিহ্নিত না করিলে, তদীয় তেজঃকুর্জিত হয় না ।

দক্ষিণে তু করে বিপ্রো বিভ্রাদং স্তদর্শনম্ ।
 সবে্যন শঙ্খং বিভ্রাদিতি ব্রহ্মবিদো বিজুরিতি ॥১৪॥
 অন্ত্র, চক্রধারণে মন্ত্রবিশেষশ্চ দর্শিতঃ ।
 স্তদর্শন মহাজ্ঞাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ।
 অজ্ঞানাক্ষয় মে নিত্যং বিষোন্মার্গং প্রদর্শয় ॥ ১৫ ॥
 ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে ।
 নমিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্ম নমোহস্ত তে ইতি ॥১৬॥
 নামকরণং পুত্রাদীনাং কেশবাদিনাম্না ব্যবহারঃ
 সর্বদা তন্মামানুস্মরণার্থম্ । ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং
 হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং

কোন স্থানে কিরূপে তত্ত্বচিহ্নাদি অঙ্কিত করিতে হয়, অগ্নিপুৰাণে
 তাহার বিশেষ নির্দেশ করিয়াছেন ; যথা,—

ব্রাহ্মণ দক্ষিণাকরে স্তদর্শন ও বামহস্তে শঙ্খধারণ করিবে ।
 বেদবিৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার বিধি বিদিত আছে ॥ ১৪ ॥

অন্ত্র চক্রধারণে মন্ত্রবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

হে স্তদর্শন ! তুমি প্রবল জালাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত । এবং
 কোটি কোটি সূর্যের স্তায়, তোমার প্রভা । আমি অজ্ঞানাক্ষ । অন্ত্র
 আমাকে বিষ্ণু সেই অবিনাশী পদবী প্রদর্শিত কর ॥ ১৫ ॥

হে পাঞ্চজন্ম ! তুমি পূর্বে সাগর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ । জন্মবান
 বিষ্ণু স্বয়ং তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন । সমুদ্র দেবতা তোমাকে
 নমস্কার করেন । তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৬ ॥

নামকরণ শব্দে পুত্রাদির কেশবাদি নাম ব্যবহার । ইহার উদ্দেশ্য
 এই, সর্বদা তদীয় নাম স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে ।

ভজন দশবিধ । তন্মধ্যে বাক্যধারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়

মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি । অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য
নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্ ।

তদ্বৃক্ষ্যং

অঙ্কনং নামকরণং ভজনং দশধা চ তদ্বিত্তি ॥ ১৭ ॥

এবং জ্ঞেয়ত্বাদিনাপি ভেদোহনুমাতব্যঃ তথা
অন্ত্যাপি ভেদোহপগন্তব্যঃ সত্যমেতমনুবিশ্বে মদন্তিরীতিং
দেবস্ত গুণতোমঘোনঃ সত্যাসৌ অস্ত্য মহিমাগুণে শবোয-
জ্ঞেয়ু বিপ্ররাজ্যে সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা
সত্যং ভিদা ময়ি বারুণ্যো ময়ি বারুণ্যো ময়ি বারুণ্য
ইতি মোক্ষানন্দভেদপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যঃ ।

এই চারিপ্রকার । অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, হিতকথা বলিবে, প্রিয়কথা
বলিবে ও বেদপাঠ করিবে । ইহার নাম বাচিক ভজন । কেন না,
ভগবান্ সত্য প্রভৃতির দাস । এইরূপ, দান, পরিভ্রাণ ও পরিরক্ষণ
ভেদে কারিক ভজন তিন প্রকার । দরিত্রের দুঃখমোচন, বিপদের
বিপদহার ও শরণাগতের রক্ষা, ইত্যাদি সদহুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ অবশ্যই
প্রীত হন । ইহাই কারিক ভজনের উদ্দেশ্য । এইরূপ, মানসিক ভজনও
দ্বিধা প্রকার । যথা, দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা । এখানে স্পৃহাশব্দে বিষয়-
স্পৃহা নহে ; ভগবানের দাস্যে ঐকান্তিক অভিলাষ । এই সকলের
একৈকক্রমে নিষ্পাদন করিয়া, নারায়ণে সমর্পণ করার নাম ভজন ।
তথাহি, বলিয়াছেন, অঙ্কন, নামকরণ ও দশবিধ ভজন ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

এইরূপ জ্ঞেয়ত্বাদিদ্বারা যেমন ভেদ অনুমান করিতে হয়, শ্রুত্যাধি-
দ্বারাও তদ্রূপ ভেদ অবগত হইবে । মোক্ষানন্দ-ভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতিতে
ইহার সবিশেষ নির্দেশ আছে । যথা, আত্মা সত্য, জীব সত্য, তাহাদের
পরস্পরের ভেদ সত্য, ভজ্যত্ব আমাতেও ভেদ সত্য, ইত্যাদি ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৮ ॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রভুকরণাসমিহিতত্বাচ্ছেত্যাদি-
ভ্যশ্চ । ন চ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি জ্ঞতিবলা-
জ্জীবন্ত্য পারমৈশ্বর্য্যং শক্যশঙ্কং সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা
শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণো ভবেদিতিবৎ বৃংহিতো ভবতীত্যর্থ-
পরত্বাৎ । ননু

প্রপঞ্চো যদি বর্ত্তেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ।

মায়াভ্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি বচনাৎ দ্বৈতস্ত কল্পিতত্বমবগম্যত ইতি চেৎ
সত্যং ভাবমনভিসন্ধায়াভিধানাৎ তথাহি যদ্যয়মুৎপদ্যেত

তথাহি, ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, এই জ্ঞানের আশ্রয় করিলে,
মাকে মদীয় সামর্থ্যে অনুপ্রাণিত হয়। তখন সৃষ্টিসময়েও বেগন
হাহার জন্ম হয় না; প্রলয়েও ভেগন তাহার বিনাশ হয় না ॥ ১৮ ॥

প্রভুকরণের অসামিধ্যবশতঃ তাহারা কেবল জগতের সৃষ্টি করিতে
পারে না। ব্রহ্মকে জানিলে, ব্রহ্ম হইয়া থাকে, ইত্যাদি স্মৃতিবলে
গীবের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কণ উক্তবিধ পারমৈশ্বর্য্য সংঘটিত হইয়া
থাকে, একপ শঙ্কা করা যাইতে পারে না। তবে, ব্রাহ্মণকে ভক্তিগহকারে
বৈদিত্ত বিধান পূজা করিলে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, ইত্যাদিবৎ
গীবের কেবল বৃংহিতত্বাব সম্পন্ন হয়।

যদি বল, এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইলে, অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। এই
রত মায়াভ্রম, পরমার্থতঃ অদ্বৈত ॥ ১৯ ॥

ইত্যাদি বাক্যে দ্বৈতকে কল্পিত বলিয়া, জানাইতেছে। ইহার
দ্বারা এই, সত্যভাবের অনতিসন্ধানপূর্ব্বক ঐক্য বলি হইয়াছে। তথাহি,

তর্হি নিবর্তেত ন সংশয়ঃ । তস্মাদনাদিরেরায়ঃ প্রকৃষ্টঃ
পঞ্চবিধো ভেদপ্রপঞ্চঃ । ন চায়মবিদ্যমানঃ মায়ামাত্র-
ত্বান্মায়েতি ভগবদিচ্ছোচ্যতে ।

মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তিশ্রোহিনীতি চ ।

প্রকৃতির্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টকরণাদ্বাসনা বাসয়েদ্যতঃ ।

অ ইত্যুক্তে হরিস্তস্য মায়াইবিদ্যেতি সংজ্ঞিতা ॥ ২১ ॥

মায়েত্যুক্তা প্রকৃষ্টত্বাৎ প্রকৃষ্টে হি ময়াভিধা ।

বিষোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীৰ্য্যতে ।

প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণা ॥ ২২ ॥

যদি এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, নিরুত্তি হইবে, সন্দেহ নাই।
এইজন্ত এই প্রকৃষ্ট পঞ্চবিধ ভেদে প্রপঞ্চ অনাদিস্বরূপ। ইহা কখন
মায়ামাত্র বলিয়া অবিদ্যমান নহে। কেন না, মায়াশব্দে ভগবানের
ইচ্ছা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

মহামায়া, অবিদ্যা, সর্বলোকমোহিনী নিয়তি, প্রকৃতি ও বাসনা,
হে অনন্ত ! সমস্তই তোমার ইচ্ছা বলিয়া, কথিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

প্রকৃষ্টরূপে করেন, বলিয়া প্রকৃতি ; সকলকে বাসিত অর্থাৎ
সংসারে লিপ্ত ও আসক্ত করে, এই কারণে ইহার নাম বাসনা।
অশব্দে হরি। তদীয় মায়া বলিয়া, ইহার নাম অবিদ্যা ॥ ২১ ॥

প্রকৃষ্টত্ব বশতঃ মায়া নাম হইয়াছে। কেন না, প্রকৃষ্টের নাম ময়।
বিষ্ণুর একমাত্র প্রজ্ঞপ্তিই মায়া প্রভৃতি উল্লিখিত শব্দ সকলের বাচ্য
হইয়া থাকে। কেন না, তিনি সাক্ষাৎ প্রজ্ঞপ্তিস্বরূপ। আত্মানন্দই
এই প্রজ্ঞপ্তির লক্ষণ ॥ ২২ ॥

ইত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যবলাৎ সৈব প্রজ্ঞা মান-
দ্রাণকত্রী চ যস্য তন্মায়ামাত্রং ততশ্চ পরমেশ্বরেণ জ্ঞাতত্বা-
দ্রক্ষিতত্বাচ্চ ন দ্বৈতং ভ্রান্তিকল্পিতং ন হীশ্বরে সর্বস্য
ভ্রান্তিঃ সম্ভবতি বিশেষাদর্শননিবন্ধনত্বাদ্ভ্রান্তেস্তদ্বি তদ্ব্যপ-
দেশঃ কথমিত্যত্রোত্তরং অদ্বৈতং পরমার্থত ইতি । পরমার্থত
ইতি পরমার্থাপেক্ষয়া তেন সর্বস্মাতুত্তমস্য সমাভ্যধিক-
শূন্যত্বমুক্তং ভবতি । তথাচ পরমা ক্রতিঃ ।

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা ।

জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা ॥ ২৩ ॥

মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ ।

সোহয়ং সত্যোহপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেষ্টমাশমাগ্নু য়াৎ ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদি বচননিচয়ের প্রামাণ্য বলে সেই প্রজ্ঞাই যাহার মানদ্রাণ-
কত্রী, তাহা মায়ামাত্র । সেই জন্ম, পরমেশ্বর কর্তৃক রক্ষিত ও পরিজ্ঞাত
বলিয়া, দ্বৈত কখন ভ্রান্তিকল্পিত নহে । যেহেতু, ঈশ্বরে কখন সকলের
ভ্রান্তি সম্ভব নহে । ইহার কারণ, তাহাতে ভ্রান্তির কোন প্রকার বিশেষ
দর্শন হয় না । তবে, তাহার ব্যপদেশ কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে ।
ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, পরমার্থতঃ অদ্বৈত । ইহার অর্থ এই,
পরমার্থের অপেক্ষায় অর্থাৎ পরমার্থ সাপেক্ষ বলিয়া, এই কারণে
বিযুক্তত্ব সর্বাপেক্ষা উত্তম । কেন না, সংসারে ইহার সমানও নাই ;
আবার ইহা অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্টও নাই । তথাচ, পরমাক্রতিতে
বলিয়াছেন,

জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জীবভেদ, জড়জীবভেদ, ও জড়ভেদ,
এই পঞ্চবিধ ভেদপঞ্চক সত্য ও অনাদি । অনাদি না হইলে, বিনাশ-
প্রাপ্ত হইত ॥ ২৪ ॥

• ন চ নাশং প্রয়াতেষ্য ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ ।
 কল্পিতশ্চেমিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
 দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতম্ ।
 মতং হি জ্ঞানিনামেতন্মিতং ত্রাতং হি বিষ্ণুনা ।
 তস্মান্মাত্রমিতিপ্রোক্তং পরমো হরিরেব ত্রিত্যাঙ্গি ॥ ২৬ ॥
 তস্মাদ্বিষ্ণোঃ সর্বোৎকর্ষ এব তাৎপর্যং সর্বগামা-
 নাম্ । এতদেবাভিসন্ধায়াভিহিতং ভগবতা,
 দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
 ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
 উত্তমঃ পুরুষস্বয়ং পরমাত্মৈতাদ্যাহতঃ ।
 যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ইশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

কিন্তু ইহার কখন বিনাশ হয় না, এবং ইহা কোনরূপে ভ্রান্তিকল্পিতও
 নহে । যদি কল্পিত হইত, তাহা হইলে, ইহার নিবৃত্তিও হইত ॥ ২৫ ॥

যাহারা বলে, দ্বৈত বিদ্যমান নাই, তাহারা অজ্ঞানী ; ইহা
 জ্ঞানিগণের মত । স্বয়ং বিষ্ণু ইহার মান ও ত্রাণ বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

ইত্যাদি কারণে, বিষ্ণুর সর্বোৎকর্ষই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ।
 এই প্রকার অভিসন্ধান করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ইহ সংসারে এই দুই পুরুষ ; ক্ষর ও অক্ষর । সমস্ত ভূত ক্ষর
 শব্দের বাচ্য । আর, স্বয়ং কূটস্থকে অক্ষর বলে ॥ ২৭ ॥

এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে সর্বথা ভিন্ন উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা
 বলিয়া থাকে । তিনি অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর । লোকত্রয়ে অমুপ্রবেশ-
 পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

যস্মাৎ ক্রমস্তীতোহহমকরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৯ ॥

যো যামেবমস্মুচো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ববিস্তৃজ্জতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥ ৩০ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ শ্রাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেতি ॥ ৩১ ॥

মহাবরাহেহপি,

মুখ্যঞ্চ সৰ্ববেদানাং তাৎপর্যং ত্রীপতো পরে ।

উৎকর্ষে তু তদন্তত্র তাৎপর্যং শ্রাদবাস্তুরমিতি ॥ ৩২ ॥

যুক্তঞ্চ বিষ্ণোঃ সৰ্বোৎকর্ষে মহাতাৎপর্যম্ । মোক্ষো

ষেহেতু, আমি ক্রমের অতীত ও অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম। এই হেতু লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া, প্রথিত আছে ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি সৰ্বথা মোহের বহিস্কৃত এবং তজ্জন্ত আমাকে উত্তম পুরুষ বলিয়া অবগত আছে, সেই সৰ্বজ্ঞ এবং সেই সৰ্বতোভাবে আমারে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

তুমি সৰ্বথা নিষ্পাপী, এই জন্ত তোমার নিকট অতীব গোপনীয় এই শাস্ত্র কীর্তন করিলাম। ইহা জানিলেই লোকে বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে, এবং কৃতকৃত্যতাও লাভ করে ॥ ৩১ ॥

মহাবরাহ পুরাণেও বলিয়াছেন,—

পরমাশ্রুতপী ত্রীপতিভেই একমাত্র বেদ সকলের মুখ্য তাৎপর্য। তত্ত্বিন, উৎকর্ষে অবাস্তুর অর্থাৎ গোণ তাৎপর্য ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুর সৰ্বোৎকর্ষে মহাতাৎপর্যই সৰ্বথা যুক্তিসঙ্গত। মোক্ষই

হি সর্বপুরুষার্থোত্তমঃ ধর্মার্থকামাস্থনিত্যাঃ মোক্ষ এব
 নিত্যঃ তস্মান্নিত্যং তদর্থায় যতেত মতিমান্নর ইতি ভাঙ্গ-
 বেয়শ্চতেঃ । মোক্ষশ্চ বিষ্ণুপ্রসাদমন্তুরেণ ন লভ্যতে ।
 যন্ত প্রসাদাৎ পরমা যৎস্বরূপাৎ তস্মাৎ সংসারান্মুচ্যতে
 নাবরে স্তরানারাদয়ন্তোহসৌ পরমো বিচিন্ত্যো মুমুক্শুভিঃ
 কশ্মপাশাদমুগ্ধাদিতি নারায়ণশ্চতেঃ ।

তস্মিন্ প্রসঙ্গে কিমিহাস্ত্যলভ্যং

সর্বার্থকামৈরলমল্লকাস্তে ।

সমাশ্রিতাদ্বন্ধতরোরনস্তাৎ

নিঃসংশয়ং মুক্তিফলং প্রযাত ইতি ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণোক্তেশ্চ । প্রসাদশ্চ গুণোৎকর্ষজ্ঞান-

সমুদায় পুরুষার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট । ধর্ম, অর্থ ও কাম ইহারা অনিত্য;
 মোক্ষ নিত্য । সেই জন্ত নিত্য তদর্থ যত্ন করিবে । ইহাই বুদ্ধিমানের
 লক্ষণ । ভাঙ্গবেয়া শ্রুতিতে ঐরূপ কথিত হইয়াছে । এই মোক্ষ বিষ্ণুর
 প্রসাদ ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না ।

নারায়ণ শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যাহার প্রসাদে মুক্তিলাভ হয়,
 এবং যাহা হইতে সংসারনিবৃত্তি সংঘটিত হয়, এই কশ্মপাশ হইতে
 মুক্তিকাম পুরুষগণ সেই পরমস্বরূপ বিষ্ণুরই চিন্তা করিবে ।

তিনি প্রসন্ন হইলে, এই সংসারে আর কি অলভ্য হইতে পারে ?
 সর্ববিধ অর্থকাম ত সামান্য কথা । স্তরাতঃ, তাহাদের আর প্রয়োজনই
 বা কি ? অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মরূপ গুরুর আশ্রয় লইলে, মুক্তিফল লাভ হইয়া
 থাকে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে । ফলতঃ, তদীয় গুণোৎকর্ষের

দেব নাভেদজ্ঞানাদিত্যুক্তম্ । ন চ তত্ত্বমশ্বাদিতাদাত্ম্য-
ব্যাকোপঃ শ্রুতিতাৎপর্যাপরিজ্ঞানবিজৃম্ভণাৎ ।

আহ নিত্যপরোক্ষস্তু তচ্ছব্দো হ্রবিশেষতঃ ।

ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

আদিত্যো যুপ ইতিবৎ সাদৃশ্যার্থা তু সা শ্রুতিরिति ।

তথাচ পরমা শ্রুতিঃ ।

জীবস্ত পরমৈক্যঞ্চ বুদ্ধিসারূপ্যমেব বা ।

একস্থাননিবেশো বা ব্যক্তিস্থানমপেক্ষ্য বা ॥ ৩৫ ॥

ন স্বরূপৈকতা তস্ত মুক্তিস্থাপি নীরূপতঃ ।

স্বাতন্ত্র্যপূর্ণতেহ্লস্বত্বপারতন্ত্র্যে নীরূপতেতি ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞান হইলেই, তাঁহার প্রসাদ সংগ্রহে সমর্থ হওয়া যায়। অভেদজ্ঞান দ্বারা কখন সেই প্রসাদ লাভ হয় না ; ইহা কথিত হইয়াছে। শ্রুতি তাৎপর্যের অপরিজ্ঞান বিজৃম্ভণ দ্বারা তত্ত্বমশ্বাদি বাক্যের তাদাত্ম্যের কখন বৈয়র্থ্য হয় না ।

তৎশব্দ নিত্যপরোক্ষার্থ এবং ত্বংশব্দে নিত্য অপরোক্ষ । স্তবরাং, কীরূপে উভয়ের ঐক্য হইতে পারে ? ৩৪ ॥

আদিত্য যুপ, এই প্রকার সাদৃশ্যার্থেই ঐ শ্রুতি প্রযোজিত হইয়াছে। তথাচ, পরমা শ্রুতিতে বলিয়াছেন,

জীবের আত্যন্তিক একতা, বুদ্ধিসারূপ্য, একস্থাননিবেশ, ব্যক্তি স্থানের অপেক্ষতা ॥ ৩৫ ॥

এবং মুক্তি হইলেও, স্বরূপৈকতা সম্পন্ন হয় না। নীরূপতাই ইহার কারণ। স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা এবং অস্বত্ব ও পরতত্ত্বতা ইহারই নাম নীরূপতা। তন্মধ্যে ঈশ্বরের নীরূপতা স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা এবং জীবের নীরূপতা অস্বত্ব অর্থাৎ অপূর্ণতা এবং পরতত্ত্বতা ॥ ৩৬ ॥

অথবা তত্ত্বমসীত্যত্র স এবাত্মা স্বাতন্ত্র্যাদিশৃণো-
পেতত্বাৎ অতত্ত্বমসি ত্বং তন্ম ভবসি তদ্রহিতত্বাদিত্যেকত্ব-
মতিশয়েন নিরাকৃতম্ । তদাহ ।

অতত্ত্বমিতি বা চ্ছেদস্তেনৈক্যং অনিরাকৃতমিতি ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদ্‌দৃষ্টান্তনবকেহপি স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ বন্ধ
ইত্যাদিনা ভেদ এব দৃষ্টান্তাভিধানায় অয়মভেদোপদেশ
ইতি তত্ত্ববাদরহস্যম্ । তথা চ মহোপনিষৎ ।

যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবক্ষরসা যথা ।

যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুক্লোদলবর্ণে যথা ॥ ৩৮ ॥

চৌরাপহার্যো চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি ।

তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সৰ্বদৈব বিলক্ষণৌ ॥ ৩৯ ॥

তথাপি সূক্ষ্মরূপত্বান্ন জীবাং পরমো হরিঃ ।

অথবা, তত্ত্বমসি ইত্যাদিবাক্যে, জ্ঞানই আত্মা, স্বাতন্ত্র্যাদিশৃণুত্বাৎ
বশতঃ তুমি সেই নহ, এই প্রকার অর্থবোগদ্বারা তদ্বিরহিতত্বপ্রযুক্ত,
একত্ব একবারেই নিরাকৃত হইয়াছে । তথাহি, বলিয়াছেন, অথবা,
অতত্ত্ব, এই প্রকার ছেদবশতঃ, সৰ্বতোভাবেই একতার পরিহার করা
হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তথাচ, মহোপনিষদে নির্দিষ্ট আছে, অথবা পক্ষী ও স্তম্ভ যেমন
পরস্পর ভিন্ন; বিবিধ বৃক্ষ ও রস যেমন পরস্পর পৃথক্; অথবা নদী ও
সমুদ্রে যেমন বিশেষিতা, অথবা শুষ্ক জল ও লবণজল এই উভয়ে যেমন
পার্থক্য ॥ ৩৮ ॥

অথবা চৌর ও অপহার্য্য বস্তু, এবং পুরুষ ও বিষয় ইহারা পরস্পর
যেমন পৃথক্, জীব ও ঈশ্বর তেমন সৰ্বদাই ভিন্ন ও বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন ॥ ৩৯ ॥

তথাপি, পরমাত্মা হ'ল সকলের প্রয়োজক কর্তা হইলেও অব্যক্ত

ভেদেন মন্দদৃষ্টীনাং দৃশ্যতে প্রেরকোহপি সন্ ॥ ৪০ ॥

বৈলক্ষণ্যং তয়োজ্ঞাৎ। মুচ্যতে বধ্যতেহ্মথেতি ।

ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাং ক্ষরাঃ ।

লক্ষ্মীরক্ষরদেহহাদক্ষরাতঃ পরো হরিঃ ॥ ৪১ ॥

স্বাতন্ত্র্যশক্তিবিজ্ঞানস্থখাদৈরখিলৈগুণৈঃ ।

নিঃসীমত্বেন তে সর্বৈ তরশাঃ সর্বদেবতা ইতি ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুঃ সর্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জিতঃ ।

নির্দুঃখানন্দভুক্ নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে ॥ ৪৩ ॥

মুক্তানাঞ্চাশ্রয়ো বিষ্ণুরধিকাধিপতিত্বত্বা ।

তদ্বশা এব তে সর্বৈ সর্বদৈব স ঈশ্বর ইতি চ ॥ ৪৪ ॥

রূপ বলিয়া, মন্দদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভিন্নরূপে অবলোকন
কবে ॥ ৪০ ॥

জীব ও ঈশ্বরকণী হরি, এই উভয়ের পবনস্বরূপ পৃথক্ভাব পরিজ্ঞাত
হইলেই, লোকে মুক্ত হয়, নতুবা বদ্ধ হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মা, শিব ও সুরাদি যাবতীয় পদার্থজাত শরীরের ক্ষরণবশতঃ
ক্ষবনামে প্রসিদ্ধ । কেবল, লক্ষ্মী দেহেব ক্ষরণ হয় না, এইজন্য তিনি
অক্ষবশব্দের বাচ্য । ভগবান হরি আবার ইহা অপেক্ষাও অক্ষর স্বভাব ॥ ৪১ ॥

তিনি স্বতন্ত্রতা, সর্বকর্তৃত্ব, বিজ্ঞান ও সুখাদি নিখিল গুণের
আধার । তাঁহার ঐ সকল গুণের সীমা নাই । সমুদায় দেবতাই তাঁহার
বশীভূত ॥ ৪২ ॥

এবংবিধ সর্বগুণপূর্ণ বিষ্ণুকে বিদিত হইলে, সংসার বিনিবৃত্ত
হয়; সমুদায় দুঃখের এককালীন নিরাস হয়; নিত্য পরমানন্দ ভোগ
হয়; এবং তদীয় সান্নিধ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সেই বিষ্ণু মুক্তগণের আশ্রয় এবং সকলের অধিতীয় অধিপতি । তাঁহার
সকলেই সর্বদা তাঁহার বশীভূত হইয়া আছে । তিনিই সকলের ঈশ্বর ॥ ৪৪ ॥

একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ প্রধানত্ব কারণত্বাদিনা
 বুজ্যতে ন তু সর্বমিথ্যাভ্বেন । ন হি সত্ত্বজ্ঞানেন মিথ্যা-
 জ্ঞানং সম্ভবতি যথা প্রধানপুরুষাণাং জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং
 গ্রামো জ্ঞাতঃ অজ্ঞাত ইত্যেবমাদিব্যপদেশো দৃষ্ট এব ।
 যথা চ কারণে পিতরি জ্ঞাতে জ্ঞানাত্ম্য পুত্রমিতি ।
 অন্তথা সৌম্যৈকেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞায়তেত্যে-
 তাবতৈব বাক্যস্য পূর্ণত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥

ন চ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব
 সত্যমিত্যেতৎ কার্যস্য মিথ্যাত্বমাচক্ষে ইত্যেকব্যং
 বাচারম্ভণং বিকারো যস্য তৎ অবিকৃতং নিত্যং নামধেয়ং
 মৃত্তিকেত্যাদিকমিত্যেতদ্বচনং সত্যমিতি তথ্যস্য স্বীকা-

প্রধানত্ব ও কারণত্ব প্রভৃতি বশতঃ একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান
 সর্বথা সঙ্গত হইয়া থাকে ; কিন্তু সকলের মিথ্যাত্ব দ্বারা নহে । আবার,
 সত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সম্ভব হয় না, যেমন প্রধান পুরুষের জ্ঞান ও
 অজ্ঞান দ্বারা গ্রাম জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইত্যাকার ব্যপদেশ
 দৃষ্ট হইয়া থাকে । পুনশ্চ, কারণস্বরূপ পিতাকে জানিলে, তদীয়
 পুত্রকে জানা যায় । তাহা না হইলে, হে সৌম্য ! এক যুৎপিণ্ডের
 জ্ঞান দ্বারা সমুদায় যুগ্ময় পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এত্বলে এক ও
 পিণ্ড শব্দ বৃথা প্রযোজিত হইয়া থাকে । কেন না, এক যুৎপিণ্ডের
 জ্ঞান দ্বারা, এইরূপ না বলিয়া, মৃত্তিকার জ্ঞান দ্বারা, এইরূপ বলিলেই,
 বাক্য পূর্ণ হইত ॥ ৪৫ ॥

অন্তথা, নামধেয়াদি শব্দের বৈষম্যাদোষণোপত্তি হয় । এই কারণে
 কুত্রাপি ভগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি সম্ভবিত নহে । অধিক কি, প্রাপঞ্চ
 মিথ্যা এই বাক্যে মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা ওধ্য, কি,

রাং ।। অপরথা নামধেয়মেবেতি শব্দয়োর্বৈক্যর্থং
প্রসজ্যেত । অতো ন কুত্রাপি জগতো মিথ্যাসিদ্ধিঃ ।
কিঞ্চ প্রপঞ্চো মিথ্যেত্যত্র মিথ্যাত্বং তথ্যমতথ্যং বা ।
প্রথমে সত্য্যৈতত্ত্বভঙ্গপ্রসঙ্গঃ চরমে প্রপঞ্চসত্য্যত্বাপাতঃ ।
নহনিত্যত্বং নিত্যমনিত্যং বা উভয়থাপ্যনুপপত্তিরিত্যা-
ক্ষেপবদয়মপি নিত্যসমজ্ঞাতিভেদঃ স্যাৎ তদুক্তং ত্রায়-
নির্বাণবেদসা নিত্যমনিত্যভাবানিত্যানিত্যহোপপত্তেন্নিত্য-
সম ইতি ॥ ৪৬ ॥

তार्কিকরক্ষায়াঞ্চ

ধর্ম্মস্ত তদতক্রপবিকল্পানুপপত্তিতঃ ।

ধর্ম্মিণস্তদ্বিশিষ্টত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেদিতি ॥ ৪৭ ॥

অস্মাঃ সংজ্ঞায়াঃ উপলক্ষণত্বমভিপ্রেত্যাভিহিতং
প্রবোধসিদ্ধৌ অস্বর্থিত্বানুপপত্তিকধর্ম্মসমেতি । তস্মাৎ

অতথ্য ? তথা হইলে, সত্য্যৈতত্ত্বের ভঙ্গপ্রসক্তি সংঘটিত হয় ।
অতথ্য হইলে, প্রপঞ্চের সত্য্যতাপাত হইয়া থাকে । অনিত্য, নিত্য কি
অনিত্য ? উভয় প্রকারেই অনুপপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ বাক্য
বিভাসের ত্রায়, এখানেও নিত্যসমজ্ঞাতিভেদ সংঘটিত হয় । ত্রায়-
নির্বাণবেদা তাহা বলিয়াছেন । যথা, অনিত্যত্বাব প্রযুক্ত অনিত্য
নিত্যত্বের উপপত্তি হওয়াতে নিত্যসম হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

তार्কিকরক্ষাতেও বলিয়াছেন, ধর্ম্মের তৎ তৎ রূপ বিকল্পের অনুপপত্তি-
বশতঃ ধর্ম্মের তদ্বিশিষ্টত্বের যে ভঙ্গ হইয়া থাকে, তাহার নাম নিত্যসম ॥ ৪৭ ॥

এই সংজ্ঞার উপলক্ষণ অতিশ্রায় করিয়াই, প্রবোধক্ষিপ্তিতে
বলিয়াছেন, অর্থের আনুগত্যবশতঃ প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা স্বীকার করা যায়,
কিন্তু উহা অস্বর্থ ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না । একধার উত্তরে,

সদুত্তরমেতদিতি চেৎ অশিক্ষিতত্ৰাসনমেতৎ দুৰ্ভিক্ষানি-
রূপণাৎ । তদ্বিবিধং সাধারণমসাধারণঞ্চ তত্রাদ্যাং
স্বব্যাপাতকং দ্বিতীয়ং ত্রিবিধং যুক্তাঙ্গহীনত্বমযুক্তাঙ্গাধিকত্ব-
মবিষয়বৃত্তিত্বক্ষেতি । তত্র সাধারণমসম্ভাবিতমেব
উক্তস্তাক্ষেপস্য স্বাত্মব্যাপনানুপলম্ব্যত্বাৎ । এবমসাধারণ-
মপি ঘটস্য নাস্তিত্যাং নাস্তিতোক্তাবৃত্তিবৎ প্রকৃতে-
হপ্পপপভেদঃ । ননু প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমভ্যুপেয়তে নাসত্ত্বমিতি
ভেদেদেতৎ সৌহৃদ্যং শিরশ্ছেদেংপি শতং ন দদাতি
বিংশতিপঞ্চকস্ত প্রযচ্ছতীতি শাকটিকবৃত্তান্তমুনুহরেৎ
মিথ্যাহাসত্ত্বয়োঃ পর্য্যায়ভাদিত্যালমতিপ্রপঞ্চেৎ ॥ ৪৮ ॥

তত্রাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমসূত্রস্তান্বয়ঃ
তত্রাথশব্দো মঙ্গলার্থোহধিকারানন্তব্যার্থশ্চ স্বীক্রিয়তে ।
অতঃ শব্দো হেতুর্থঃ তদুক্তং ৬০০ রুড়ে ।

অথাতঃ শব্দপূর্বাণি সূত্রানি নিখিলান্যপি ।

প্রারভেত নিয়তৈব তৎকিমত্র নিয়ামকম্ ॥ ৪৯ ॥

মাথা কাটিয়া ফেলিলেও, সে ব্যক্তি একশত দিবে না, বিংশতিপঞ্চক
প্রদান করিবে, এই প্রকার শাকটিক বৃত্তান্তের অমুহার করা যাইতে
পারে । কেন না, উহাতে মিথ্যাত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ের পর্য্যায় আছে ।
যাহা হউক, অতি বিস্তারে আর আবশ্যকতা নাই ॥ ৪৮ ॥

অধুনা, অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এই প্রথম সূত্রের অর্থ করা যা
তেছে । অথ শব্দে মঙ্গল এবং অধিকারের আনন্তর্য্য বুঝাইয়া থাকে
আর, অতঃ শব্দের অর্থ হেতু । গরুড় পুরাণে বলিয়াছেন,—

সমুদায় সূত্রই নিরমামুসারে অথ ও অতঃ এই উভয় শব্দ বিজ্ঞা
সহকারে আবশ্যক করিতে হয় । এবিষয়ে নিয়ামক কি ? ৪৯ ॥

কশ্চাৰ্থস্ত তয়োৰ্বিদ্বান্ কথমুত্তমতা তয়োঃ ।

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ যথা জ্ঞাস্তামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫০ ॥

এবমুক্তো নারদেন ব্রহ্মা প্রোবাচ সত্তমঃ ।

আনন্তর্য্যাধিকারে চ মঙ্গলার্থে তথৈব চ ॥

অথ শব্দত্বতঃ শব্দো হেত্বর্থে সমুদীরিত ইতি ॥ ৫১ ॥

যতো নারায়ণপ্রসাদমন্তরেণ ন মোক্ষো লভ্যতে প্রসাদশ্চ
জ্ঞানমন্তরেণ অতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যোতি সিদ্ধম্ ।
জিজ্ঞাস্তব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যন্ত যত ইতি । সৃষ্টি-
স্থিত্যাদি যতো ভবতি তদব্রহ্মেতি বাক্যার্থঃ । তথাচ
স্কান্দং বচঃ ।

উৎপত্তিস্থিতিসংহারানিয়তিজ্ঞানমাবৃতিঃ ।

ব্রহ্মমোক্ষো চ পুরুষাদ্যন্তাৎ স হ্যকরেকরাড়িতি ॥ ৫২ ॥

এই উভয়ের অর্থ কি ? কি রূপে বা কি জ্ঞাত ইহাদের একরূপ
উৎকর্ষ সম্পন্ন হইয়াছে ? ব্রহ্মন্ ! যাহাতে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে
অবগত হইতে পারি, একরূপে এবিষয় কীর্তন করুন ॥ ৫০ ॥

নারদ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন,
অংশক মঙ্গলার্থে ও অধিকারের আনন্তর্য্যার্থে এবং অতঃ শব্দ হেত্বর্থে
প্রযোজিত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

যেহেতু, শ্রীনারায়ণের প্রসাদ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না, এবং
জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রসাদলাভে সমর্থ হওয়া যায় না, সেই হেতু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা
কর্তব্য, ইহা সিদ্ধ হইল । জিজ্ঞাস্ত ব্রহ্মের লক্ষণও বলিয়াছেন, জন্মাদ্যন্ত
যত ইতি । ইহার অর্থ এই, যাহা হইতে সৃষ্টি-স্থিত্যাদি সংঘটিত হয়,
তিনিই ব্রহ্ম । স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—

যে পুরুষ হইতে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়তি, জ্ঞান, আবৃতি, বন্ধ ও মুক্তি
সম্ভাবিত হয়, তিনিই হরি । সেই হরিই সকলের একমাত্র নিয়ন্তা ও প্রভূ ॥ ৫২ ॥

যতো বা ইমানীত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । তত্র প্রমাণমপ্যুক্তং
শাস্ত্রযোনিদ্বাদিতি । নাবেদবিশ্বনুতে তং বৃহন্তং তত্ত্বোপ-
নিষদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ তস্মানুমানিকত্বং নিরাক্রিয়তো
ন চানুমানস্ত স্নাতস্ত্রোণ প্রামাণ্যমস্তু । তদ্বন্তং কোর্থে
শ্রুতিসাহায়রহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ ।

নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থঃ প্রমাণান্তরমেব চ ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতিস্মৃতিসহায়ং যৎ প্রমাণান্তরমুত্তমম্ ।

প্রমাণপদবীং গচ্ছেন্মাত্র কার্য্যা বিচারণেতি ॥ ৫৪ ॥

শাস্ত্রস্বরূপমুক্তং স্কান্দে

ঋগ্‌যজুঃসামথর্কবা চ ভারতং পাঞ্চরাত্রকম্ ।

মূলরামায়ণকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যাহা হইতে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ
সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইত্যাদি । এবিষয়ের প্রমাণও নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা, শাস্ত্রযোনিদ্বাং ইতি । যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে সেই ঐক্যস্বরূপ
পরিকলনে সমর্থ হয় না । ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাঁহার আনুমানিকত্ব
নিরাকৃত হইয়াছে । অনুমান স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া, কোন বিষয়ে প্রমাণ
হইতে পারে না । তথাহি, কুর্শ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

শ্রুতিসাহায্যনিরপেক্ষ অনুমান কুত্রাপি নিয়মসহকারে অর্থসাধনে
সমর্থ এবং প্রমাণান্তর রূপে পরিগণিত হয় না ॥ ৫৩ ॥

যাহা শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্য সমন্বিত, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রমাণান্তর
এবং তাহাই প্রমাণপদবীরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । এবিষয়ে
বিচারণা করিবার আবশ্যকতা ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃত শাস্ত্র কাহাকে বলে, স্বল্পপুরাণে তাহা বলিয়াছেন ।
যথা, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ক, মহাভারত, পাঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণ, এই
সকলকেই শাস্ত্র বলে ॥ ৫৫ ॥

যম্মানুকূলমেতস্ম তস্ম শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্ ।

অতোহন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবচ্য'তদিতি ॥৫৬॥

তদনেনানন্তলভ্যঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ত্রায়েন ভেদস্য
প্রাপ্তত্বেন তত্র ন তাৎপর্য্যং কিন্তু দ্বৈত এব বেদবাক্যানাং
তাৎপর্য্যমিতি অদ্বৈতপ্রত্যাশা প্রতিক্ষিপ্তা অনুমানাদীশ্বরস্য
সিদ্ধ্যভাবেন তদ্বৈদস্যাপি ততঃ সিদ্ধ্যভাবাৎ । তস্মান্ন
ভেদানুবাদকত্বমিতি তৎপরত্বমবগম্যতে অত এবোক্তম্
সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্ ।

নারায়ণঃ সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদগুণমিতি ॥৫৭॥

শাস্ত্রস্ম তত্র প্রামাণ্যমুপপাদিতং তত্ত্ব সমন্বয়াদিতি ।

যাহা ইহাদের অনুকূল, তাহাও শাস্ত্রনামে কীর্তিত হইয়া থাকে ।
অতএব, অন্তবিধ গ্রন্থবিস্তারকে শাস্ত্র বলা যায় না । তাহা কুবচ্য'
নাত্র ॥ ৫৬ ॥

উক্ত বাক্যদ্বয়সারে শাস্ত্রার্থ অনন্তলভ্য, এই প্রকার ত্রায়াহুসারে
ভেদপ্রাপ্তিবশতঃ তাহাতে তাৎপর্য্য নাই ; কিন্তু অদ্বৈতেই বেদবাক্যের
তাৎপর্য্য, এইরূপে অদ্বৈত প্রত্যাশার প্রতিক্ষেপ করা হইয়াছে ।
কন না, অহুমান দ্বারা দীশ্বরসিদ্ধির অভাববশতঃ তদ্বৈদসিদ্ধিরও অভাব
ইয়া থাকে । সেই জন্ত, ভেদানুবাদকত্ব, তৎপরত্ব বলিয়া পরিগণিত
হয় না । এই কারণেই বলিয়াছেন,—

একমাত্র আগমদ্বারাই যাহাকে সর্বকাল জ্ঞানিতে পারা যায়,
যিনি ক্ষর ও অক্ষর সকলেরই অতীত, যিনি সমস্ত দোষের বহিষ্কৃত,
সিঁহার সর্বজ্ঞত্বাদি সঙ্গুণসমূহের অন্ত হয় না ; সেই নারায়ণকে সর্বদা
সিঁদা করি ॥ ৫৭ ॥

সেই স্থলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপপাদিত হইয়াছে । যথা, তত্ত্ব

সময়য় উপক্রমাদিলিঙ্গম্ । উক্তং বৃহৎসংহিতায়াম্

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূৰ্ব্বতা ফলম্ ।

১. অৰ্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপৰ্য্যনিৰ্ণয় ইতি ॥ ৫৮ ॥

এবং বেদান্ততাৎপৰ্য্যবশাৎ তদেব ব্ৰহ্ম শাস্ত্ৰগম্যমি-
তুক্তং ভবতি । দিণ্ডীমাত্রমত্র প্রাদৰ্শি শিষ্টমানন্দতীৰ্থ-
ভাষ্যব্যাখ্যানাদৌ দ্রষ্টব্যং গ্রন্থবহুভিষোপরম্যত ইতি ।
এতচ্চ রহস্যং পূর্ণপ্রজ্ঞেন মধ্যমন্দিরেণ বায়োস্তৃতীয়া-
ভাষ্যম্ভ্যেন নিরূপিতমিতি ।

প্রথমস্ত হনুমান্ স্তাৎ দ্বিতীয়ো ভীম এব চ ।

পূর্ণপ্রজ্ঞতৃতীয়শ্চ ভগবৎকার্যসাধক ইতি ॥ ৫৯ ॥

সময়াদিতি । এখানে সময়বশে উপক্রমাদি লিঙ্গ । বৃহৎসং-
হিতায় বলিয়াছেন, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূৰ্ব্বতা, ফল,
অৰ্থবাদ, উপপত্তি, এই সকল তাৎপৰ্য্যের নিৰ্ণয়ে লিঙ্গস্বরূপ অৰ্থাৎ ইহ-
দেব দ্বারা তাৎপৰ্য্য নিৰ্ণয় করিতে হয় ॥ ৫৮ ॥

এইরূপে বেদান্তের তাৎপৰ্য্যবশতঃ সেই ব্ৰহ্ম শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য
হইয়া থাকেন, ইহা বলা হইয়াছে । ফলতঃ, প্রসঙ্গতঃ দিণ্ডীমাত্র প্রদৰ্শন
করা হইল । অবশিষ্ট আনন্দতীৰ্থের ভাষ্য ও ব্যাখ্যান প্রভৃতি
দৰ্শন করিবেন । গ্রন্থবাহুলা ভয়ে এই খানেই নিবৃত্ত
হওয়া গেল । পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যমন্দির আপনাকে বায়ুর তৃতীয়া-
ভাষ্য মনে করিয়া থাকেন । তিনি এই রহস্য নিরূপণ করিয়াছেন ।
যথা,—

প্রথম হনুমান্, দ্বিতীয় ভীম, এবং তৃতীয় পূর্ণপ্রজ্ঞ ভগবান্নে
কার্যসাধক ॥ ৫৯ ॥

এতদেবাভিপ্রেত্য তত্র তত্র গ্রন্থসমাপ্তাবিদং পদ্যং
লিখ্যতে ।

যস্ম ত্রীণ্যদিতানি বেদবচনে দিব্যানি রূপাণ্যলং
হেতদ্বর্শিতমিখমেতদখিলং বেদস্ম গর্ভে মহঃ ।
বায়ো রামবচোনতং প্রথমকং বৃক্ষো দ্বিতীয়ং বপু-
র্ষধ্বো যস্তু তৃতীয়মেতদমুনা গ্রন্থঃ কৃতঃ কেশবে ॥ ৬০ ॥

এতৎপদ্যার্থস্তু বলিখাতদ্বপুলিয়াধিদর্শিতং দেবস্ম
ভর্গঃ সহসৌ যতো জনীত্যাদিশ্রুতিপর্যালোচনয়াব-
গম্যত ইতি । তস্মাৎ সর্বস্ম শাস্ত্রস্ম বিস্কৃতত্বং সর্বৌত্তম-
মিত্যত্র তাৎপর্যমিতি সর্বং নিরবদ্যম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ।

এই প্রকার* অভিপ্রায় করিয়া, সৰ্বত্রই গ্রন্থসমাপ্তিতে নিম্নলিখিত
পদ্য লিখিত হইয়াছে । যথা,—

বেদবচনে তাঁহার ত্রিবিধ দিব্যরূপ সবিশেষ সমুদিত হইয়াছে,
রামভক্ত হুত্বমান তন্মধ্যে প্রথম, বৃকোদর দ্বিতীয় এবং মধ্যমন্দির তৃতীয় ।
সেই মধ্যমন্দিরই কেশবের উদ্দেশে এই গ্রন্থ অর্পণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

যাহা হউক, উল্লিখিত কারণে বিস্কৃতত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই জন্যই,
ঐ তত্ত্বই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ইহা সর্বথা প্রতিপাদিত হইল ॥ ৬১ ॥

অথ নকুলীশপাশুপতদর্শনম্ ।

তদেতদ্বৈষ্ণবমতং দাসত্বাদিপদবেদনীয়ং পরতন্ত্র-
 দুঃখাবহত্বাৎ দুঃখাস্তাদীপ্সিতাস্পদমিত্যরোচয়মানাঃ পার-
 মৈশ্বর্য্যং কাময়মানাঃ পরাভিতা মুক্তা ন ভবন্তি পরতন্ত্রত্বাৎ
 পারমৈশ্বর্য্যরহিতত্বাদস্মদাদিবৎ মুক্তাত্মানশ্চ পরমেশ্বর-
 গুণসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্বে সতি সমস্তদুঃখবীজবিধুরত্বাৎ
 পরমেশ্বরবদিত্যাদ্যনুমানং প্রমাণং প্রতিপদ্যমানাঃ কেচন
 মাহেশ্বরঃ পরমপুরুষার্থসাধনপঞ্চার্থপ্রপঞ্চনপরং পাশুপত-
 শাস্ত্রমাশ্রয়ন্তে । তত্রৈদমাতিসূত্রম্ অথাতঃ পাশুপতেঃ
 পাশুপতযাগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি । অস্মার্থঃ । অত্রাথ-

নকুলীশ-পাশুপত-দর্শনম্ ।

উল্লিখিত বৈষ্ণবমতে ভগবানের দাসত্বাদি করিতে হয় । সূত্ররূপে
 উহা পরতন্ত্র বলিয়া দুঃখ জনক; উহাতে দুঃখের অন্ত হয় না; এই
 কারণে উহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে । ইত্যাকার বিবেচনায়,
 উহাতে কচি না হওয়ায়, বিশেষতঃ, বাহারা অস্মদাদিবৎ পারমৈশ্বর্য্য
 বিরহিত ও পরতন্ত্র, তাহারা কখন মুক্ত হইতে পারে না, পঞ্চাঙ্গের
 মুক্তাত্মা পুরুষ পরমেশ্বরের গুণসম্বন্ধিতাবশতঃ পুরুষত্ব লাভ
 পূর্বসর সমস্ত দুঃখবীজ বিধূবিত করিয়া, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের
 ন্যায় হইয়া থাকেন, এই প্রকার অনুমান প্রমাণ প্রতিপাদন পূর্বক
 কোন কোন মাহেশ্বরোপাসক ব্যক্তিগণ পারমৈশ্বর্য্য কামনার বশবৎ
 হইয়া, পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ পঞ্চার্থ প্রপঞ্চনপর পাশু-
 পত শাস্ত্রের আশ্রয় করিয়া থাকেন ।

ইহার প্রথমসূত্র এই, অথাতঃ ইত্যাদি । এখানে অথ শব্দ

শব্দঃ পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষঃ । পূর্বপ্রকৃতশ্চ গুরুঃ প্রতি
শিষ্যস্ত প্রপ্নঃ । গুরুস্বরূপং গণকারিকয়াং নিরূপিতম্ ।

পঞ্চকাস্তুষ্টি বিজ্ঞেয়া গণশৈচকত্রিকাত্মকঃ ।

বেত্তা নবগণ্যাস্তা সংস্কর্তা গুরুরুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

লাভা মলা উপায়াশ্চ দেশাবস্থাভিশুদ্ধয়ঃ ।

দীক্ষাকারিবলান্যকৌ পঞ্চকাস্ত্রীণি বৃত্তয়ঃ ইতি ॥ ২ ॥

তিস্রো বৃত্তয় ইতি প্রয়োক্তব্যে ত্রীণি বৃত্তয় ইতি
ছান্দসঃ প্রয়োগঃ । তত্র বিধীয়মানমুপায়ফলং লাভঃ
জ্ঞানতপোদেবনিত্যস্থিতিশুদ্ধিভেদাৎ পঞ্চবিধঃ । তদাহ
হরদত্তাচার্য্যঃ ।

জ্ঞানং তপাং নিত্যত্বং স্থিতিঃ শুদ্ধিশ্চ পঞ্চমমিতি ॥৩॥

পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষ । পূর্বপ্রকৃত শব্দে গুরু প্রতি শিষ্যের প্রপ্ন ।
অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করার পর, গুরুদেব পাণ্ডপত যানবিধির
ব্যাখ্যা করিতেছেন । ইত্যাদি—

গুরু কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কিরূপ, তদ্বিষয় গণকারিকায়
নিরূপিত হইয়াছে । যথা,—

অষ্ট ও বৃত্তিত্রয়, ইহাদিগকে পঞ্চক বলে । যিনি নবগণের
বিশেষজ্ঞ ও সংস্কার করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া থাকে ॥ ১ ॥

লাভ, মল, উপায়, দেশ, অবস্থা, বিশুদ্ধি, দীক্ষাকারিক ও
বল এই আট এবং তিন বৃত্তি ইহাদিগকে পঞ্চক বলে ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে বিধীয়মান উপায় ফলের নাম লাভ । উহা জ্ঞান তপস্যা,
নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি ভেদে পঞ্চবিধ ।

হরদত্তাচার্য্য বলিয়াছেন, জ্ঞান, তপস্যা, নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি
এই পাঁচটি ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

আত্মাশ্রিতো দুষ্কৃত্যবো মলঃ স মিথ্যাজ্ঞানাদি-
ভেদাৎ পঞ্চবিধঃ । তদপ্যাহ ।

মিথ্যাজ্ঞানমধর্মশ্চ শক্তির্হেতুশ্চ্যুতিস্তথা ।

পশুত্বমূলং পঠ্যেতে তস্ত্রে হেয়া বিবিক্তিত ইতি ॥ ৪ ॥

সাধকস্ত শুদ্ধিহেতুরূপায়ঃ বাসচর্যাদিভেদাৎ
পঞ্চবিধঃ । তদপ্যাহ

বাসচর্য্যা জপো ধ্যানং সদা রুদ্রস্মৃতিস্তথা ।

প্রতিপত্তিশ্চ লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতা ইতি ॥ ৫ ॥

যেনার্থানুসন্ধানপূর্বকং জ্ঞানতপোবুদ্ধী প্রাপ্নোতি স
দেশো গুরুজনাতিঃ । যদাহ

গুরুর্জনো গুহাদেশঃ শ্মশানং রুদ্র এব চেতি ॥ ৬ ॥

আত্মাশ্রিত দুষ্কৃত্যবো নাম মল । এই মলও মিথ্যাজ্ঞানাদি
ভেদে পঞ্চবিধ । যথা, বলিয়াছেন,

মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, শক্তি, হেতু, চ্যুতি, পশুত্বমূল, এই পাঁচটি
তস্ত্রে হেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

সাধকের শুদ্ধিহেতুকে উপায় বলে । তাহাও বাসচর্যাদিভেদে
পঞ্চবিধ । যথা,

বাসচর্য্যা, জপ, সর্সদা রুদ্রস্মরণ, প্রতিপত্তি, এই পাঁচটিকে
লাভের উপায় বলিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যাহা দ্বারা অর্থানুসন্ধান পূর্বক জ্ঞান ও তপস্যার বুদ্ধি
হয়, তাহার নাম দেশ । যেমন, গুরুজনাতি । তথাহি,
বলিয়াছেন,

গুরুজন, গুহা, শ্মশান ও রুদ্র, ইহাদিগকে দেশ বলে ॥ ৬ ॥

আলাভপ্রাপ্তোরেকতমাদৌ যদবস্থানং সাবস্থা
ব্যক্তাদি বিশেষণ বিশিষ্টা । তদুক্তম্ ।

ব্যক্তাব্যক্তাজপাদানং নিষ্ঠা চৈব হি পঞ্চমমিতি ॥ ৭ ॥

মিথ্যাজ্ঞানাদীনামত্যন্তব্যপোহৌ বিশুদ্ধিঃ । সা
প্রতিযোগিভেদাৎ পঞ্চবিধা । তদুক্তম্

অজ্ঞানশ্রাপ্যসঙ্গস্য হানিঃ সঙ্গকরস্য চ ।

চ্যুতিহীনঃ পশুত্বস্য শুদ্ধিঃ পঞ্চবিধা স্মৃতেতি ॥ ৮ ॥

দীক্ষাকারিকপঞ্চকঞ্চোক্তম্ ।

দ্রব্যং কালঃ ক্রিয়া মূর্তিগুরুশ্চৈব হি পঞ্চম ইতি ॥ ৯ ॥

বলপঞ্চকঞ্চ

গুরুভক্তিঃ প্রসাদশ্চ মতেদ্বন্দ্বজয়ন্তথা ।

ধর্মশ্চৈবাপ্রমাদশ্চ বলং পঞ্চবিধং স্মৃতমিতি ॥ ১০ ॥

যাবৎ লাভ প্রাপ্তি না হয়, তাবৎ, ঐ সকলের একতমাদিতে
যে অবস্থান, তাহার নাম অবস্থা। এই অবস্থা ব্যক্তাদিভেদে
বিশিষ্ট। যথা,

ব্যক্ত, অব্যক্ত, জপ, আদান ও নিষ্ঠা ॥ ৬ ॥

মিথ্যাজ্ঞানাদির আত্যন্তিক বিনাশের নাম বিশুদ্ধি, উহা প্রতিযোগি
ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা,—

অজ্ঞানহানি, অসঙ্গচ্যুতি, সঙ্গবিনাশ, পশুত্বত্যাগন এবং
করচ্যুতি ॥ ৭ ॥

দীক্ষাকারিকপঞ্চকও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া,
মূর্তি ও গুরু এই পাঁচটির নাম দীক্ষাকারিকপঞ্চক ॥ ৮ ॥

বলপঞ্চক যথা, গুরুভক্তি, মনঃপ্রসক্তি, সুখহঃখাদি বন্দ-
ন, ধর্ম ও অপ্রমাদ এই পাঁচটির নাম বল ॥ ১০ ॥

পঞ্চমললঘূকরণার্থং মানামানবিরোধিনোহ্মার্জনো-
পায়ী বৃত্তয়ঃ ভৈক্ষ্যোৎসৃষ্টবথালক্কাভিধা ইতি ॥
শেষমশেষমাকর এবাবগন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥

অত্রাথশব্দেন দুঃখাস্ত্যস্ত প্রতিপাদনম্ আধ্যাত্মিকাদি-
দুঃখব্যপোহ প্রশ্নার্থত্বাস্ত্য পশুশব্দেন কার্যস্য পরতন্ত্র-
বচনত্বাস্ত্য পতিশব্দেন কারণস্যেশ্বরঃ পতিরীশিতেতি
জগৎকারণীভূতেশ্বরবচনত্বাস্ত্য যোগবিধী তু প্রসিদ্ধৌ ।
তত্র দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি তত্রানা-
ত্মকঃ সর্বদুঃখানামত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ সাত্মকস্ত দৃক্ক্রিয়া-
শক্তিলক্ষণমৈশ্বর্যম্ । যত্র দৃক্শক্তিরেকাপি বিষয়ভেদাৎ
পঞ্চবিধোপচর্য্যতে দর্শনং শ্রবণং মননং বিজ্ঞানং সর্বজ্ঞত্ব-
ক্ষেতি ॥ ১২ ॥

পঞ্চবিধ মল লঘূকরণার্থং মানামানবিরোধী অমার্জনোপায়ের
নাম বৃত্তি । তত্ত্ববৃত্তি ভৈক্ষ্য উৎসৃষ্ট ও বথালক্ক নামে বিখ্যাত ।
অর্থাৎ ভিক্ষা দ্বারা, উৎসৃষ্টসংগ্রহ দ্বারা অন্ন উপার্জন করিবে ।
তজ্জন্য, অন্য কোনরূপ আয়াস বা যত্ন করিবে না ॥ ১১ ॥

এখানে অর্থ শব্দে দুঃখপর্ষ্যবসান প্রতিপাদন । কেন না, আধ্যা-
ত্মিক দুঃখবিনাশের প্রশ্ন করা হইয়াছে ।

যোগ ও বিধি উভয়প্রসিদ্ধ । তন্মধ্যে দুঃখপর্ষ্যবসান দ্বিবিধ,
অনাত্মক ও সাত্মক । সর্ববিধ দুঃখের আত্যাত্মিক উচ্ছেদের নাম
অনাত্মক । আর, সাত্মক শব্দে দৃক্ক্রিয়াশক্তির লক্ষণ ঐশ্বর্য্য ।
দৃক্শক্তি এক হইলেও, বিষয় ভেদে পঞ্চবিধ । যথা,—দর্শন, শ্রবণ,
মনন, বিজ্ঞান ও সর্বজ্ঞত্ব ॥ ১২ ॥

তত্র সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাশেষচাক্ষুষস্পর্শাদিবিষয়ং
জ্ঞানং দর্শনম্ । অশেষশব্দবিষয়ং সিদ্ধিজ্ঞানং শ্রবণম্ ।
সমস্তচিন্তাবিষয়ং সিদ্ধিজ্ঞানং মননম্ । নিরবশেষশাস্ত্র-
বিষয়ং গ্রন্থতোহর্থতশ্চ সিদ্ধিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ । উক্তা-
নুক্তাশেষার্থেষু সমাসবিস্তরবিভাগবিশেষতশ্চ তত্ত্বব্যাপ্ত-
সদোদিতসিদ্ধিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ইত্যেযা ধীশক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

ক্রিয়াশক্তিরেকাপি ত্রিবিধোপচর্য্যতে মনোজবিত্ত্বং
কামরূপিত্বং বিক্রমগধর্ম্মিত্বঞ্চৈতি । তত্র নিরতিশয়শীত্ৰ-
কারিত্বং মনোজবিত্ত্বম্ । কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্ত স্বেচ্ছায়ৈবা-
নন্তসলক্ষণবিলক্ষণসরূপকারণাধিষ্ঠাতৃত্বং কামরূপিত্বম্ ।
উপসংহতকরণস্তাপি নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাসম্বন্ধিত্বং বিক্রম-
গধর্ম্মিত্বমিত্যেযা ক্রিয়াশক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

তন্মধ্যে সূক্ষ্মব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট প্রভৃতি অশেষ চাক্ষুষ স্পর্শাদিবিষয়ক
জ্ঞানের নাম দর্শন । এইরূপ অশেষ শব্দবিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞান শ্রবণ, সমস্ত চিন্তা-
বিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞান মনন, গ্রন্থতঃ ও অর্থতঃ সমুদায় শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান,
এবং সংক্ষেপ, বিস্তার, বিভাগ ও বিশেষরূপে উক্ত অমুক্ত যাবতীয় বিষয়ে
যে তত্ত্বব্যাপ্ত সার্ব্বকালিক সিদ্ধিজ্ঞান, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব বলে । এই
সমুদায় ধীশক্তি ॥ ১৩ ॥

ক্রিয়াশক্তি এক হইলেও, তিনপ্রকার । যথা, মনোজবিত্ত্ব,
কামরূপিত্ব ও বিক্রমগধর্ম্মিত্ব । তন্মধ্যে নিরতিশয় শীত্ৰকারিত্বকে
মনোজবিত্ত্ব বলে । কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ হইলে, স্বেচ্ছাক্রমেই অনন্ত প্রকারে
লক্ষণ ও বিলক্ষণ সরূপকরণেতে যে অধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহার নাম কাম-
রূপিত্ব । করণসমুদায় উপসংহত হইলেও, যে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যাসম্বন্ধ সংব-
ন হইয়া থাকে, তাহাকে বিক্রমগধর্ম্মিত্ব বলে । এই কয়টি ক্রিয়াশক্তি ॥ ১৪ ॥

যদন্ততন্ত্রং সর্বং কার্যং ত্রিবিধং বিদ্যা কলা পশু-
শ্চেতি । তত্র পশুগণো বিদ্যা সাপি দ্বিবিধা । বোধ-
বোধস্বভাবভেদাৎ বোধস্বভাবা বিবেকাবিবেকপ্রবৃত্তি-
ভেদাৎ দ্বিবিধা তত্র য়া বিবেকপ্রবৃত্তিঃ প্রমাণমাত্রব্যঙ্গ্যা
চিন্তেতুচ্যতে । চিন্তেন হি সর্বঃ প্রাণী বাহ্যার্থাত্মক-
প্রকাশানুগৃহীতঃ সামান্যেন বিবেচিতমবিবেচিতশ্চার্থ-
শ্চেতয়তে ইতি । পশুর্ধর্ম্মাধর্ম্মিকা পুনরবোধাত্মিকা
বিদ্যা স্বশাস্ত্রং যেনোচ্যতে চেতনপরতন্ত্রস্তে সত্যচেতনা
কলা । সাপি দ্বিবিধা কার্য্যাখ্যা কারণাখ্যা চেতি ।
তত্র কার্য্যাখ্যা দশবিধা পৃথিব্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি রূপাদয়ঃ
পঞ্চগুণাশ্চেতি । কারণাখ্যা ত্রয়োদশবিধা জ্ঞানেন্দ্রিয়-
পঞ্চকং কন্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং অধ্যবসায়্যভিমানসঙ্কল্পাভিধ-
বৃত্তিভেদাৎ বুদ্ধ্যহঙ্কারমনোলক্ষণমন্তঃকরণত্রয়শ্চেতি ।

যাবতীয় অস্ততন্ত্র কার্য্য ত্রিবিধ, বিদ্যা, কলা ও পশু । তন্মধ্যে
পশুগণবিদ্যা দ্বিবিধ, বোধস্বভাবা ও অবোধস্বভাবা । বোধস্বভাবা আবাব
দ্বিবিধ । যথা, বিবেকপ্রবৃত্তি ও অবিবেকপ্রবৃত্তি । তন্মধ্যে যথা বিবেক-
প্রবৃত্তি, তাহাকে চিত্ত বলিয়া থাকে । কেন না, চিত্ত দ্বারাষ্ট সমুদয়
প্রাণী সামান্যতঃ বিবেচিত ও অবিবচিত বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে ॥ ১৫ ॥

কলা দ্বিবিধ, কার্য্যাখ্যা ও কারণাখ্যা । তন্মধ্যে, কার্য্যাখ্যা
দশবিধ । যথা, পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, এবং রূপাদি পঞ্চগুণ । কারণাখ্যা
কলা ত্রয়োদশবিধ । যথা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কন্মেন্দ্রিয় এবং অধ্যবসায়,
অভিমান ও সঙ্কল্প নামক বৃত্তিভেদে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনোরূপ
অন্তঃকরণ ।

পশুত্বসম্বন্ধী পশুঃ সোহপি দ্বিবিধঃ সাজ্জনো নিরঞ্জন-
শ্চেতি । তত্র সাজ্জনঃ শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধী নিরঞ্জনস্ত
তদ্রহিতঃ । তৎপ্রপঞ্চস্ত পঞ্চার্থভাষ্যদীপিকাদৌ
দ্রষ্টব্যঃ । সমস্তসৃষ্টিসংহারানুগ্রহকারিকারণং তত্শৈক্যস্তাপি
গুণকন্মভেদাপেক্ষয়া বিভাগ উক্তঃ পতিঃ সাদ্য ইত্যাদিনা ।
তত্র পতিত্বং নিরতিশয়দৃষ্টিয়াশক্তিমত্বং তেনৈশ্বৰ্য্যেণ
নিত্যসম্বন্ধিত্বম্ আদ্যত্বমনাগন্তুত্বৈশ্বৰ্য্যসম্বন্ধিত্বম্ ইত্যাদর্শ-
কারাদিভিত্তীর্থকরৈর্নিরূপিতং ॥ ১৫ ॥

চিত্তদ্বারেনাশ্বেশ্বরসম্বন্ধো যোগঃ স চ দ্বিবিধঃ
ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়োপরমলক্ষণশ্চেতি তত্র জপধ্যানাদিরূপঃ
ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়োপরমলক্ষণস্ত সংবিদগত্যাদিসংজ্ঞিতঃ ।
ধর্ম্মার্থসাধকব্যাপারো বিধিঃ । সচ দ্বিবিধঃ প্রধানভূতো

পশুত্বসম্বন্ধী পশু দ্বিবিধ, সাজ্জন ও নিরঞ্জন । তন্মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়
সম্বন্ধ বিশিষ্টের নাম সাজ্জন এবং তদ্রহিতের নাম নিরঞ্জন । পঞ্চার্থভাষ্য-
দীপিকায় এ বিষয়ের সবিস্তার দেখিবে ।

সমস্ত সৃষ্টিসংহারের কর্তা সেই এক কারণই গুণকন্মভেদাপেক্ষা-
বশতঃ বহুরূপে উক্ত হইয়াছে । যথা, পতিঃ সাদ্য ইত্যাদি । এখানে পতি
শব্দে নিরতিশয় দৃষ্টিয়াশক্তি বিশিষ্ট এবং আদ্য শব্দে বর্তমান ও
আগন্তুক ঐশ্বৰ্য্যের সহিত নিজদম্বকম্পন্ন ॥ ১৫ ॥

চিত্তদ্বারা আশ্বেশ্বর সম্বন্ধের নাম যোগ । উহা দ্বিবিধ, ক্রিয়ালক্ষণ ও
ক্রিয়োপরমলক্ষণ । তন্মধ্যে জপ ও ধ্যানাদি রূপের নাম ক্রিয়ালক্ষণ আর
সংবিদগতি প্রভৃতির নাম ক্রিয়োপরম লক্ষণ ।

ধর্ম্মার্থসাধক ব্যাপারের নাম বিধি । বিধিও দ্বিবিধ ; প্রধানভূত ও

গুণভূতশ্চ তত্র প্রধানভূতঃ সাক্ষাদ্ব্যবহৃত্যুঃ চর্য্যা ।। সা
দ্বিবিধা ব্রতং দ্বারানি চেতি । তত্র ভস্মস্নানশয্যাপহার-
জপপ্রদক্ষিণানি ব্রতম্ । তদ্ব্যবহৃত্যু ভগবতা নকুলীশেন
ভস্মনা ত্রিসবনং স্নায়ীত ভস্মনি শয়ীতেতি ॥ ১৬ ॥

অত্রোপহারো নিয়মঃ স চ ষড়ঙ্গঃ । তদ্ব্যবহৃত্যু
সূত্রাকারেণ হসিতগীতনৃত্যহুঙ্কারনমস্কারজপষড়ঙ্গোপ-
হারেণ উপতিষ্ঠেতেতি । তত্র হসিতং নাম কণ্ঠোষ্ঠপুট-
বিস্কৃজ্বপুরুঃসরমহহহেত্যট্টহাসঃ । গীতং গান্ধর্বশাস্ত্র-
সময়ানুসারেণ মহেশ্বরমম্বক্ষিগুণধর্মাদিনির্মিতানাং চিন্ত-
নম্ । নাট্যমপি নাট্যশাস্ত্রানুসারেণ হস্তপাদাদিনাং
সংক্ষেপগাদিকমঙ্গপ্রত্যঙ্গোপাঙ্গসহিতং ভাবাভাবদমেতৎ
প্রয়োক্তব্যম্ । হুঙ্কারো নাম জিহ্বাতালুসংযোগান্ধ্রা-

গুণভূত । তন্মধ্যে, সাক্ষাদ্ব্যবহৃত্যু চর্য্যাব নাম প্রধানভূত । তাহা দ্বিবিধ,
ব্রত ও দ্বার সমস্ত । তন্মধ্যে, ভস্মস্নান, ভস্মশয়ন, উপহার, জপ ও প্রদক্ষিণ,
এই কয়টির নাম ব্রত । স্বয়ং ভগবান্ নকুলীশ বলিয়াছেন, ভস্ম দ্বারা
ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও ভস্মেই শয়ন করিবে ॥ ১৬ ॥

এখানে উপহার শব্দে নিয়ম । তাহার ছয়টা অঙ্গ । হুঙ্কার
বলিয়াছেন, হসিত, গীত, নৃত্য, হুঙ্কার, নমস্কার, জপ, এই ষড়ঙ্গ
উপহার সহকায়ে উপাসনা করিবে । তন্মধ্যে হসিত শব্দে কণ্ঠোষ্ঠ
পুটের বিস্কৃজ্বিত পুরুঃসর অহহ শব্দে অট্টহাস । গীত শব্দে গান্ধর্ব
শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মহেশ্বরের গুণ ও ধর্মাদি নির্মিত সকলের চিন্তা
করা । নৃত্য শব্দেও নাট্যশাস্ত্রের অনুসারে হস্তপাদাদির সংক্ষেপগাদি
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত ভাবাভাব সমেত প্রয়োগ করিবে । হুঙ্-
কার শব্দে জিহ্বা ও তালু এই উভয়ের সংযোগে নিষ্পাদ্যমান পরম পবিত্র

দ্যমানঃ পুণ্যো বৃষনাদসদৃশো নাদঃ । হৃড়ুগিতি শব্দানু-
কারো বষড়্ভিবেৎ । যত্র লৌকিকা ভবন্তি তত্রৈতৎ
সর্বং গৃঢ়ং প্রয়োক্তব্যম্ । শিষ্টং প্রসিদ্ধম্ । দ্বারানি
তু ক্রাথনস্পন্দনমন্দনশৃঙ্গারণাবিতংকরণাবিতদ্বাষণানি ।
তত্রোত্তপ্তনৈব স্তপ্তলিঙ্গবদর্শনং ক্রাথনম্ । বায়ুভিভূতস্যেব
শরীরাবয়বানাং স্পন্দনং কম্পনং । উপহতপাদেদ্রিয়স্যেব
গমনং মন্দনম্ । রূপযৌবনসম্পন্নাং কামিনীমবলোক্যা-
ত্মানং কামুকমিব যৈবিলাসৈঃ প্রদর্শতি তৎ শৃঙ্গারণম্ ।
কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিকলস্যেব লোকনিন্দিতকন্মকরণম-
বিতংকরণম্ । ব্যাহতাপার্থকাদিশব্দোচ্চারণমবিতদ্বাষণ-
মিতি । গুণভূতস্ত চর্য্যা । অনুগ্রাহকোহনুস্মানাদিঃ ভৈক্ষো-

বৃষনাদসদৃশ শব্দ । যেখানে লোক সকলের সঙ্গার, সেখানে এই সকল
অতি গোপনে প্ররোগ করিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত, জপ ও প্রদক্ষিণের
অর্থ সকলেই অবগত আছেন, তজ্জন্য স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন
নাই ।

দ্বার শব্দে ক্রাথন, স্পন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতংকরণ ও অবিতদ্বাষণ ।
তন্মধ্যে, অস্ত্রপ্তের স্তপ্ত লিঙ্গবৎ দর্শনকে ক্রাথন বলে । এইরূপ বায়ু
কর্ষক অভিভূতের ন্যায়, শরীরাবয়ব সকলের স্পন্দনের নাম কম্পন ।
পাদেদ্রিয় বিকলের ন্যায় গমন করাকে মন্দন, রূপযৌবনশালিনী
কামিনীকে অবলোকন কবিয়া, আত্মাকে যে বিলাস সহকারে কামুক
ন্যায় প্রদর্শন করা তাহাকে শৃঙ্গারণ, কার্য্যাকার্য্যবিবেক বিরহিতের ন্যায়
লোকনিন্দিত কন্ম করাকে অবিতংকরণ এবং অর্থহীন ও ব্যাহত শব্দো-
চ্চারণকে অবিতদ্বাষণ বলিয়া থাকে । গুণভূতচর্য্যা শব্দে অনুগ্রাহক
অনুমান, ভৈষজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলসংগ্রহ । উহার উদ্দেশ্য যোগ্যতা প্রত্যয়

চ্ছিষ্টাদিনির্মিতা যোগ্যতাপ্রত্যয়নিবৃত্ত্যর্থঃ । তদপ্যুক্তং
সূত্রকারণে অনুস্মাননির্মাল্যলিঙ্গধারীতি ॥ ১৭ ॥

তত্র সমাসো নাম ধর্ম্মমাত্রাভিধানং তচ্চ প্রথমসূত্র
এব কৃতং পঞ্চানাং পদার্থানাং প্রমাণতঃ পঞ্চাভিধানং
বিস্তরঃ । স খলু রাশীকরভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ । এতেষাং
যথাসম্ভবং লক্ষণতোহসঙ্করেণাভিধানং বিভাগঃ স তু
বিহিতশাস্ত্রান্তরেত্যেহমীমাংসুগাতিশয়েন কথনং বিশেষঃ ।
তথা হি অন্যত্র দুঃখনিবৃত্তিরেব দুঃখান্তঃ ইহ তু পারমৈ-
শ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ । অন্যত্রোভূত্বা ভাবি কার্য্যমিহ তু নিত্যং
পঞ্চাদি । অন্যত্র সাপেক্ষং কারণং ইহ তু নিরপেক্ষো
ভগবানেব । অন্যত্র কৈবল্যাদিফলকো যোগঃ ইহ তু

নিবৃত্তি । তথাহি সূত্রকার বলিয়াছেন, অনুস্মান, নিম্মাল্য ও লিঙ্গধারী
ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

পূর্বে যে সমাস ও বিস্তারাদির কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তের
অর্থ এই, সমাস শব্দে অর্থ ধর্ম্মমাত্রাভিধান । তাহা প্রথম সূত্রেই
বিহিত হইয়াছে । বিস্তর শব্দে পঞ্চপদার্থের প্রমাণ অনুসারে পঞ্চ-
বিধান । রাশীকরভাষ্যে ইহা দেখিবে । যথাসম্ভব লক্ষণ অনুসারে
কোনরূপে-সঙ্কর না করিয়া, এই সকলের অভিধান করণকে বিভাগ
বলে এবং বিহিতশাস্ত্রান্তর হইতে এই সকলের গুণাতিশয় সহকারে
কথনের নাম বিশেষ । অন্যত্র দুঃখনিবৃত্তিকেই দুঃখান্ত বলা হইয়াছে;
অন্যত্র, হয় নাই, এরূপ ভাবী কার্য্যের বর্ণনা আছে । কিন্তু ইহাতে
নিত্য পঞ্চাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে । অন্যত্র, অপেক্ষাকারণ বলিয়াছেন ।
কিন্তু ইহাতে নিরপেক্ষ ভগবানই, এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । অন্যত্র
যোগকে কৈবল্যাদিকলঙ্ক বলিয়াছেন । কিন্তু ইহাতে পারমৈশ্বর্য্য দুঃখাণ্ড-

পারমৈশ্বর্য্যদুঃখাস্তফলকঃ । অশ্রুত পুনরবুত্তিঃ স্বর্গাদিঃ
ইহ পুনরপুনরাবুত্তিরূপঃ সামীপ্যাদিফলকঃ ॥ ১৮ ॥

ননু মহদেতদ্ভিন্নজালং যন্নিরপেক্ষং পরমেশ্বরকারণ-
মিতি তথাহি কৰ্ম্মবৈফল্যং সৰ্ব্বকাৰ্য্যাণাং সমসময়সমুৎ-
পাদশ্চেতি দোষদ্বয়ং প্রোক্তব্যং । মৈবং মন্ত্ৰেথাঃ ব্যাধিকরণ-
ত্বাৎ । যদি নিরপেক্ষস্ত ভগবতঃ কারণত্বং শ্রুত্বাৎ কৰ্ম্মণো
বৈফল্যে কিমায়াতম্, প্রয়োজনাত্ভাব ইতি চেৎ কস্য
প্রয়োজনাত্ভাবঃ । কৰ্ম্মবৈফল্যে কারণং কিং কৰ্ম্মিণঃ
কিংবা ভগবতঃ । নাদ্যং ঈশ্বরেচ্ছানুগৃহীতস্য কৰ্ম্মণঃ
সফলত্বোপপত্তেঃ তদনুগৃহীতস্য যযাতিপ্রভৃতিকৰ্ম্মবৎ
কদাচিৎ নিষ্ফলত্বসম্ভবাচ্চ । ন চৈতাবতা কৰ্ম্মদ্বপ্রবৃত্তিঃ

কেই যোগের ফলরূপে নিকাচিত করিয়াছেন । অন্যত্র পুনরায় অবৃত্তিকে
স্বর্গাদি বলিয়াছেন । কিন্তু ইহাতে অপুনরাবুত্তিরূপ ও সামীপ্যাদি ফলে
পরিণত হয়, নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

যদি বল, ইহা অপেক্ষা ইচ্ছাজাল কি হইতে পারে, যে পরমেশ্বর
কারণ নিরপেক্ষ । তাহা হইলে কৰ্ম্মের বৈফল্য এবং সমুদায় কাৰ্য্য
সমসময়েই সমুৎপন্ন হয় । এরূপ বলিতে পার না; কেন না, ব্যাধি-
করণত্ব হইয়া থাকে । যদি নিরপেক্ষ ভগবানই কারণ হন, তাহা
হইলে, কৰ্ম্মের বৈফল্যে কি আসিতে পারে? যদি বল, তাহা হইলে
প্রয়োজনের অভাব হয় । কাহার প্রয়োজনের অভাব? কৰ্ম্ম বৈফল্যে
কারণ হইয়া থাকে, কৰ্ম্মীর, না, ভগবানের? কৰ্ম্মীর বলিতে পার
না । কৰ্ম্মমাত্রই ঈশ্বরেচ্ছানুগৃহীত । অতএব কৰ্ম্মের সফলত্ব উপপন্ন হয় ।
তদীয় অনুগৃহীত কৰ্ম্মেব যযাতি প্রভৃতির কৰ্ম্মের ত্রায় কদাচিৎ নিষ্ফলত্ব
হইয়া থাকে । ঈশ্বরেচ্ছাব আয়ত্তাধীন বলিয়াই, পশুগণের প্রবৃত্তি

কৰ্মকাৰিবহুপপত্তেঃ । ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত্বাচ্চ পশুনাং প্রবৃত্তেঃ ।
 নাপি দ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরস্য পর্যাপ্তকামত্বেন কৰ্মসাধ্য-
 প্রয়োজনাপেক্ষায়া অভাবাৎ । যদুক্তং সমসময়সমুৎপাদ
 ইতি তদপ্যযুক্তম্ অচিন্ত্যশক্তিকস্য পরমেশ্বরস্তেচ্ছানু-
 বিধায়িত্বা অব্যাহতক্রিয়াশক্ত্যা কার্য্যকারিত্বাভ্যুপগমাৎ ।
 তদুক্তং সম্প্রদায়বিদ্বিঃ ।

কৰ্মাদিনিরপেক্ষস্ত্ব স্বেচ্ছাচারী যতো হয়ম্ ।

ততঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সৰ্বকারণকারণমিতি ॥ ১৯ ॥

ননু দর্শনান্তরেহ পীশ্বরজ্ঞানান্মোক্ষো লভ্যত এবেতি
 কুতোহস্য বিশেষ ইতি চেম্মেবং বাদীঃ বিকল্পানুপপত্তেঃ
 কিমীশ্বরবিষয়জ্ঞানমাত্রং নির্বাণকারণং কিং বা সাক্ষাৎ-

সঞ্চারিত হয়। বাহা হউক, দ্বিতীয় অর্থাৎ ভগবানের ও বলিতে পার
 না। কেন না, তিনি সর্বথা আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহার কৰ্মসাধ্য প্রয়ো-
 জনাপেক্ষার সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে, সমসময়সমুৎপাদের যে উল্লেখ
 করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন
 পরমেশ্বরের ইচ্ছানুবিধায়িনী অব্যাহত ক্রিয়াশক্তি দ্বারা কার্য্যকারিত্ব
 অভ্যুপগত হইয়া থাকে। সম্প্রদায়বিদব্যক্তিগণ তাহা বলিয়াছেন। যথা,—

যে হেতু, তিনি কৰ্মাদিনিরপেক্ষ ও স্বেচ্ছাচারী ; সেই হেতু, শাস্ত্রে
 তাহাকে সর্বকারণ-কারণ বলিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বলি বল, দর্শনান্তরে বলিয়াছেন, ঈশ্বরজ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ
 হয়। এরূপ পৃথক্ বাদের কারণ কি, এরূপ বলিতে পার না।
 কেন না, ইহাকে এই প্রকার বিকল্পের অনুপপত্তি হইয়া থাকে, ঈশ্বর
 বিষয়ক জ্ঞান জীবের নির্বাণের কারণ বা তদীয় সাক্ষাৎকারই কারণ ;

কারঃ অথবা যথাবত্ত্বনিশ্চয়ঃ । নাদ্যঃ শাস্ত্রমন্তরেণাপি
প্রাকৃতজনবদেবানামধিপো মহাদেব ইতি জ্ঞানোৎপত্তি-
মাত্রেন মোক্ষসিদ্ধৌ শাস্ত্রাভ্যাসবৈকল্যপ্রসঙ্গাৎ । নাপি
দ্বিতীয়ঃ অনেকমলপ্রচয়োপচিতানাং পিশিতলোচনানাং
পশূনাং পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারানুপপত্তেঃ । তৃতীয়েহস্ম্যুতা-
পাতঃ পাশুপতশাস্ত্রমন্তরেণ যথাবৎ তত্ত্বনিশ্চয়ানুপপত্তেঃ ।
তদ্বক্তৃমাচার্যৈঃ

জ্ঞানমাত্রেন যথাশাস্ত্রং সাক্ষাদৃষ্টিস্তু দুর্লভা ।

পঞ্চার্থাদন্যতো নাস্তি যথাবত্ত্বনিশ্চয় ইতি ॥ ২০ ॥

তস্যাৎ পুরুষার্থকামৈঃ পুরুষধোরেণৈঃ পঞ্চার্থ-
প্রতিপাদনপরং পাশুপতশাস্ত্রমাশ্রয়ণীয়ম্ ।

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশপাশুপতদর্শনম্ ।

অথবা, তদীয় তত্ত্ব যথাবৎজ্ঞান হইলেই, ঐক্যে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ?
প্রথম অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই মুক্তির কারণ বলিতে পার না । কেন না, শাস্ত্র-
নিবপেক্ষ হইয়াও, প্রাকৃত জনের জ্ঞান মহাদেব দেবগণের অধিপতি, এই
প্রকাব জ্ঞানোপপত্তি মাত্রই মোক্ষসিদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রাভ্যাসের বৈকল্য ঘটয়া
থাকে । দ্বিতীয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারও নির্বাণের কারণ বলিতে পার না । কেন
না, বহুবিধমলপ্রচয়ে উপচিত পিশিতলোচনপশুগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে
সমর্থ হয় না । তৃতীয় পক্ষও আমাদের অভিমত নহে । কেন না, পাশুপতশাস্ত্র
ব্যতিরেকে যথাবৎ তত্ত্ব নিশ্চয়েরও সম্ভাবনা নাই । আচার্য্যগণ তাহা বলিয়া-
ছেন । যথা, যেসে শাস্ত্র দেখিয়া, তাহার জ্ঞানমাত্র পরমেশ্বর সাক্ষাৎকরণ সহজ
নহে । পঞ্চার্থ ব্যতিরেকে অন্য উপায়েও যথাযথ তত্ত্বনির্ণয় করাসম্ভব হয় না ॥ ২০

এই জন্য পুরুষার্থকাম পুরুষপ্রব্রবর্গ পঞ্চার্থের প্রতিপাদনপর পাশু-
পতশাস্ত্র আশ্রয় করিবে ॥

অথ শৈবদর্শনম্ ।

তমিমং পরমেশ্বরঃ কৰ্ম্মাদিনিরপেক্ষঃ কারণমিতি
পক্ষং বৈষম্যনৈব্বর্ণ্যাদোষদূষিতত্বাৎ প্রতিক্ৰিপন্তঃ কেচন
মাহেশ্বরঃ শৈবাগমসিদ্ধাস্ততত্ত্বং যথাবদীক্ষমাণাঃ কৰ্ম্মাদি-
সাপেক্ষঃ পরমেশ্বরঃ কারণমিতি পক্ষং কক্ষীকুর্বাণাঃ
পক্ষান্তরমুপক্ষিপন্তি পতিপশুপাশভেদাৎ ত্রয়ঃ পদার্থা
ইতি । তদুক্তং তত্ত্বতত্ত্বজ্ঞেঃ ।

ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতত্ত্বং জগদাকুরঃ ।

সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য গ্রাহ বিস্তরতঃ পুনরिति ॥ ১ ॥

অস্ত্যর্থঃ । উক্তাত্ত্রয়ঃ পদার্থা যস্মিন্ সন্তি তত্রিপদার্থং
বিদ্যাক্রিয়াযোগচর্য্যাখ্যাশ্চত্বারঃ পাদা যস্মিন্ তচ্চতুষ্টয়ং

শৈবদর্শন ।

পরমেশ্বর কৰ্ম্মাদিনিরপেক্ষ কারণ, এই প্রকার পক্ষ বৈষম্য ও
নৈব্বর্ণ্য দোষে দূষিত । উজ্জন্য কোন কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায় ঐ মত-
বাদকে প্রতিক্ষেপ করেন । শৈবাগমপ্রসিদ্ধ সিদ্ধাস্ততত্ত্ব যথাযথ পথ্যালোচন
পূর্ব্বক, কৰ্ম্মাদিসাপেক্ষ পরমেশ্বর কারণ, ইত্যাদি পক্ষ আশ্রম ও
তৎসহকারে পক্ষান্তর উৎক্ষেপ করিয়া থাকেন । তাহাদের মতে, পতি,
পশু ও পাশভেদে পদার্থ তিন প্রকার । তত্ত্বতত্ত্বজ্ঞেবা ঐরূপ বলিয়াছেন,
জগদীশ্বর পদার্থত্রয় বিচ্ছিন্ন ও পাদ চতুষ্টয় সম্পন্ন মহাতত্ত্ব সংক্ষেপ
করিয়া একমাত্র সূত্রেই বিস্তারক্রমে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

ইহার অর্থ এই, পদার্থত্রয় শব্দে উল্লিখিত পতি ও পশু প্রভৃতি
তিন প্রকার পদার্থ এবং পাদচতুষ্টয় শব্দে বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ

মহাতত্ত্বমিতি । তত্র পশূনামস্বতত্ত্বাৎ পাশানামচৈত-
ন্য্যং তদ্বিলক্ষণস্য পত্ন্যঃ প্রথমমুদ্দেশঃ । চেতনত্বসাধ-
র্ম্যাৎ পশূনাং তদানন্তর্য্যম্ । অবশিষ্টানাং পাশানামন্তে
বিনিবেশ ইতি ক্রমনিয়মঃ ॥ ২ ॥

দীক্ষায়াঃ পরমপুরুষার্থহেতুত্বান্ত্যশ্চ পশুপাশেশ্বর-
স্বরূপনির্ণয়োপায়ভূতেন মন্ত্রমন্ত্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যানিশ্চায়-
কেন জ্ঞানেন বিনা নিষ্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ তদববোধকস্য
বিদ্যাপাদস্য প্রাথম্যম্ । অনেকবিধসাদ্বীক্ষাবিধি-
প্রদর্শকস্য ক্রিয়াপাদস্য তদানন্তর্য্যম্ । যোগেন বিনা
নাভিমতপ্রাপ্তিরিতি সাদ্ব্যোগজ্ঞাপকস্য যোগপাদস্য

ও চর্যা এই চারি প্রকার বিষয়, বাহ্যতে আছে, ও সেই চতুশ্চরণ মহা-
তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন ।

তন্মধ্যে পশুগণের অস্বতত্ত্বতা ও পাশ সকলের অচেতনতা বশতঃ
তাহাদের উভয় হইতে সর্বথা পৃথক্ ভাবাপন্ন পতি শব্দের প্রথমেই
উল্লেখ করা হইতেছে । চেতনত্ব সাধন্য বশতঃ পশুগণের তাহার পরেই
উল্লেখ এবং অবশিষ্ট পাশ সমুদয়ের অন্তে বিনিবেশ, এই প্রকার ক্রম-
নিয়ম অবলম্বিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দীক্ষা দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় । বাহ্যর সহায়তায় পশু,
পাশ ও ঈশ্বরাদির মাহাত্ম্য বিনির্দীত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান বিনা
দীক্ষা কখন নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই । সেই জন্য জ্ঞানাব-
বোধক বিদ্যাপাদ প্রথমেই নির্দিষ্ট হইয়াছে । অনেকবিধ সাদ্বীক্ষা
বিধির প্রদর্শক ক্রিয়াপাদ তাহার পরেই উল্লিখিত হইয়াছে । যোগ
ব্যাপ্তিরেক অভিমত প্রাপ্তি হয় না । এই জন্য সাদ্ব্যোগজ্ঞাপক
যোগপাদ ক্রিয়াপাদের পরেই উদ্দিষ্ট হইয়াছে । বিহিত অন্তর্ধান ও

তদুত্তরত্বম্ । বিহিতাচরণনিষিদ্ধবর্জনরূপাং চর্যাং বিনা
যোগোহপি ন নির্বহতীতি তৎপ্রতিপাদকস্য চর্যাপাদস্য
চরমত্বমিতি বিবেকঃ ॥ ৩ ॥

তত্র পতিপদার্থং শিবোহভিমতঃ । মুক্তাঙ্গনাং
বিদ্যেশ্বরাদীনাঞ্চ যদ্যপি শিবত্বমস্তি তথাপি পরমেশ্বর-
পারতন্ত্র্যাৎ স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি । ততশ্চ তদনুকরণভুবনাদীনাং
ভাবানাং সম্ভবশিখরিত্বেন কার্যত্বমবগম্যতে । তেন চ
কার্যত্বেনৈবাং বুদ্ধিমৎপূর্বকত্বমনুমীয়ত ইত্যনুমানবশাৎ
পরমেশ্বরপ্রসিদ্ধিরূপপদ্যতে ॥ ৪ ॥

নিষিদ্ধ ত্যাগরূপ চর্যা ব্যতিরেকে যোগ কখন বিনির্বাহিত হয়না,
সেই জন্য, তৎপ্রতিপাদক চর্যাপাদ চরমে উল্লেখ করিয়া-
ছেন ॥ ৩ ॥

উন্নধ্যে প্রতিপদার্থেই শিব অভিমত হইয়াছেন । যদিও বিদ্যেশ্ব-
রাদি মুক্তাঙ্গগণের শিবত্ব আছে, তথাপি, পরমেশ্বরের পারতন্ত্র্যতা
বশতঃ তাহাদের স্বতন্ত্রতা নাই । তদনুকরণ ভুবনাদি ভাব সমূহ সান্নি-
বেশ বিশিষ্ট বলিয়া, তাহাদের কার্যত্ব অবগত হইয়া থাকে । এই
প্রকার কার্যত্ব বশতঃ তাহাদের বুদ্ধিপূর্বকত্ব অনুমিত হয় । এই
প্রকার অনুমান বশেই পরমেশ্বর প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইয়া থাকে । অর্থাৎ
সকলের উপর একজন যে দীক্ষার আছেন, তাহা কার্য দেখিয়াই বুঝিতে
পারা যায় । কেন না, এই বিষাদি কাব্য কখনই আপনা হইতে হয় নাই ।
আপনা হইতে চাইলে, একপ সৃষ্টিলা বা স্রব্যবস্থা দেখিতে
পাওয়া যাইত না । আবার, এই সকল সৃষ্টিলা যে একজন অদ্বিতীয়
বুদ্ধিমানের রচিত, যে সে বুদ্ধির কল্প নহে, তাহা প্রতিপদেই প্রতি-
পাদিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ননু দেহস্থৈব তাবৎ কার্যত্বমসিদ্ধং ন হি কচিৎ
কেনচিৎ কদাচিৎ দেহঃ ক্রিয়মাণো দৃষ্টচরঃ । সত্যং
তথাপি ন কেনচিৎ ক্রিয়মাণত্বং দেহস্য দৃষ্টমিতি
কর্তৃদর্শনাপহ্নবো ন যুজ্যতে তস্মান্নুমেয়ত্বেনাপ্যপপত্তেঃ ।
দেহাদিকং কার্যং ভবিতুমর্হতি সন্নিবেশবিশিষ্টত্বাৎ
বিনশ্বরত্বাদ্বা ঘটাদিবৎ তেন চ কার্যত্বেন বুদ্ধিমৎপূর্বকত্ব-
মনুমাংসু স্বকরমেব । বিমতং সাকর্তৃকং কার্যত্বাৎ
ঘটবৎ যত্নত্বসাধনং তত্নত্বসাধ্যং ন যদেবং ন তদেবং
যথাত্মাদি । পরমেশ্বরানুমানপ্রামাণ্যসাধনানুমানমত্বত্রা-
কারীত্বপরম্যতে ॥ ৫ ॥

অজ্ঞো জন্তুরনীশোহয়মাত্মনঃ স্থত্বত্বংথয়োঃ ।

ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্চভ্রমেব বা ॥ ৬ ॥

যদি বল, দেহের কার্যত্ব অসিদ্ধ । কেন না, কেহই কোন কালে কোন
দেশে দেহকে করিতে দেখে নাই । একথা সত্য বটে । তথাপি, কেহ
কখন করিতে দেখেন নাই, এই প্রকার বলনা করিয়া, কর্তৃদর্শনের
অপহ্নব করা যুক্তিযুক্ত হয় না । কেন না, একজন, বর্ত্তী আছেন, অহু-
মান দ্বারা তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে । দেহাদির কার্যত্ব হওয়াই
উচিত । কেন না, উহা ঘটাদিবৎ সন্নিবেশবিশিষ্ট ও বিনশ্বর । এই প্রকার
কার্য দ্বারা বুদ্ধিমৎপূর্বকত্বও অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা
যায় । অন্যত্রও বলিয়াছেন, এইরূপ অনুমান প্রমাণেই ঈশ্বর সিদ্ধ হইয়া
থাকেন ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, জন্তুমাংসই জ্ঞানশূন্য এবং তাহাদিগের স্থখ
ঃখ সর্বথা স্বাধীনতাবর্জিত । ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই, তাহারা স্বর্গ বা
নরক নাম করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইতি ন্যায়েন প্রাণিকৃতকৰ্ম্মানুপেক্ষয়া পরমেশ্বরস্ত
কর্তৃত্বোপপত্তেঃ । ন চ স্বাতন্ত্র্যবিহিতিরিতি বাচ্যং
করণাপেক্ষয়া কর্তুঃ স্বাতন্ত্র্যবিহিতেরনুপলম্ব্যৎ কোষাধ্য-
ক্ষাপেক্ষ্য রাজপ্রসাদাদীনাং দানবৎ । তথোক্তং
সিদ্ধগুরুভিঃ ।

স্বতন্ত্র্যপ্রযোজ্যত্বং করণাদিপ্রযোজ্যতা ।

কর্তুঃ স্বাতন্ত্র্যমেতন্নি ন কৰ্ম্মাদ্যনপেক্ষতেতি ॥ ৭ ॥

তথাচ তত্ত্বৎকৰ্ম্মাশয়বশাদ্ভোগতৎসাধনতত্পাদানাদি-
বিশেষজ্ঞঃ কর্তা অনুমানাদিসিদ্ধ ইতি সিদ্ধম্ । তদিদ-
মুক্তং তত্র ভবন্তিৰ্বৃহস্পতিভিঃ ।

এই প্রকার, ন্যায়ানুসারে প্রাণিকৃতকৰ্ম্মানুপেক্ষায় পরমেশ্বরের
কর্তৃত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে ! এই প্রকার কৰ্ম্মসাপেক্ষতা বশতঃ
স্বাতন্ত্র্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই । কেন না, করণাপেক্ষা
বশতঃ কর্তার কখন স্বাতন্ত্র্য ব্যাঘাত উপলব্ধ হয় না । ইহার দৃষ্টান্ত
যথা, রাজা যদিও কোষাধ্যক্ষের সাপেক্ষতাবাপন্ন, কিন্তু তাহার
প্রসাদাদি দ্বারাই দাসাদিব্যাপার সম্পন্ন হয় । তদ্ব্যবসয়ে কোষাধ্যক্ষের
অপেক্ষা বশতঃ রাজার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ লক্ষিত হয় না । সিদ্ধ গুরুজনেবাও
বলিয়াছেন, কৰ্ম্মাদিই প্রযোজ্য হইয়া থাকে । স্বতন্ত্র্যের প্রযোজ্যতা
নাই । কর্তার স্বাতন্ত্র্যই এইরূপ । তাহা কখন কৰ্ম্মাদির অপেক্ষক
নহে ॥ ৭ ॥

যাহা হউক, তত্ত্বৎকৰ্ম্মাশায় বশে ভোগ, তাহার সাধন ও তাহার
উপাদান প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ কর্তা অনুমানাদি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন,
ইহা সিদ্ধ হইল । তত্র ভবান্ বৃহস্পতি এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,

ইহ ভোগ্যভোগসাধনতুপাদানাদি যো বিজ্ঞান্নাতি ।

তন্মতে ভূতন্নহীদং পুংস্কর্মাশয়বিপাকজ্ঞমিতি ॥ ৮ ॥

অন্যত্রাপি ।

বিবাদাধ্যাসিতং সর্বং বুদ্ধিমৎপূর্বকর্তৃকম্ ।

কার্যত্বাদাবয়োঃ সিদ্ধং কার্যং কুস্তাদিকং যথেন্তি ॥ ৯ ॥

সর্বাত্মকত্বাদেবাস্তু সর্বজ্ঞত্বং সিদ্ধম্ অজ্ঞস্তু করণা-
সম্ভবাৎ । উক্তঞ্চ ত্রীমন্মৃগেন্দ্রে ৷

সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তৃত্বাৎ সাধনাঙ্গকলৈঃ সহ ।

যো যজ্ঞান্নাতি কুরুতে স তদেবেতি স্থস্থিতিমিতি ॥ ১০ ॥

অস্ত তর্হি স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ কর্তা স তু তাবদশরীরঃ
ঘটাদিকার্য্যাস্তু শরীরবতা কুলালাদিনা ক্রিয়মাণত্বদর্শনাৎ

যিনি ভোগ, ভোগ্য, তাহার সাধন ও উপাদানাদি বিশেষরূপে জ্ঞানন,
তিনি ব্যাতিরেকে গুরুত্বের কৰ্ম্মাশয়বিপাক বিষয়ে আর কাহারও
অভিজ্ঞান নাই ॥ ৮ ॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন, বিপদাস্পদীভূত সর্ববিধ বস্তুই বুদ্ধিমৎপূর্বক
কর্তৃত্বের অঙ্গীভূত । কুস্তাদি কার্যের ন্যায়, কার্যত্ব বশতঃ আমা-
দের উভয়ের কার্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৯ ॥

সর্বাত্মক বলিয়া, ইহার সর্বজ্ঞত্ব স্বভাবসিদ্ধ । কেন না, অজ্ঞা
করণ সম্ভাবনা নাই । ত্রীমন্মৃগেন্দ্রে বলিয়াছেন, সাধন অঙ্গ ও ফলের
সহিত সকলের কর্তা বলিয়া, তাহাকে জ্ঞ বলে । যে ব্যক্তি যাহা জানে
সে তাহা করিয়া থাকে, ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত বাক্য ॥ ১০ ॥

আচ্ছা, স্বীকার করা গেল, স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্তা ; কিন্তু তিনি
শরীরহীন । শরীরবিশিষ্ট কুস্তকাদি দ্বারা ঘটাদি কার্যের ক্রিয়-
মাণত্ব দর্শন করিয়া, শরীরবিশিষ্টতা স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে অশ্র-

শরীরবদ্ধে চান্দাদিবিদীশ্বরঃ ক্লেশযুক্তোহসর্বজ্ঞঃ পরি-
মিতশক্তিঃ প্রাপ্তুয়াদিতি চেম্মৈবং মংস্থাঃ অশরীরস্যাপ্যা-
ভ্রানঃ স্বশরীরস্পন্দাদৌ কর্তৃত্বদর্শনাদভ্যুপগম্যাপি ক্রমহে
শরীরবদ্ধেহপি ভগবতো ন প্রাপ্তুক্তদোষানুযজ্ঞঃ ॥ ১১ ॥

পরমেশ্বরস্ত হি মলকর্মাদিপাশজালাসম্ভবেন
প্রাকৃতং শরীরং ন ভবতি কিন্তু শাক্তং শক্তিরূপৈরীশানা-
দিভিঃ পঞ্চভির্মুক্তকাদিকল্পনায়ামীশানমন্তকস্তুৎপুরুষ-
বক্ত্রেহিঘোরহৃদয়ো বামদেবগুহ্যঃ সদ্যোজাতপাদঃ ঈশ্বর
ইতি প্রসিদ্ধ্যা যথাক্রমানুগ্রহতিরোভাবাদানলক্ষণ-স্থিতি-
লক্ষণোদ্ভবলক্ষণকৃত্যপঞ্চক কারণং স্বেচ্ছানির্মিতং তচ্চ-

দাদিবং ক্লেশযুক্ত ও অসর্বজ্ঞ এবং সর্বথা পরিমিতশক্তিসম্পন্ন বলিতে
হয়। কিন্তু একথা বলিতে পার না। কেন না, আত্মাশরীরী।
তথাপি, স্বশরীরাস্পন্দনাদিতে কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীরবত্তা
স্বীকার করিলেও, তিনি ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণে পরম পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে
কখন অস্ত্রাদিৎ ক্লেশাদি উল্লিখিত দোষের বিষয়ীভূত হইতে হয় না ॥১১॥

মলকর্মাদি পাশজালের অসম্ভাব বশতঃ পরমেশ্বরের স্পাকৃত
শরীর নাট। কিন্তু তাঁহার শাক্ত শরীর আছে। ঐ শরীর শক্তিরূপ
ঈশানাди পঞ্চদ্বারা মন্তকাদি কল্পনা সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ, ঈশান
তাঁহার মন্তক, তৎপুরুষ তাঁহার মুখমণ্ডল, অঘোর তাঁহার হৃদয়, বাম
দেব তাঁহার গুহ্য, এবং সদ্যোজাত তাঁহার পাদ। এইরূপ, যথাক্রমে
অমুগ্রহ, তিরোভাব, আদান, স্থিতি ও উদ্ভব রূপ কার্য্য পঞ্চক কর্তৃত্বে
তদীয় শরীর স্বেচ্ছা বশে নির্মিত হইয়াছে। সূতবাং, সেই শরীর
অস্ত্রাদি সদৃশ নহে। শ্রীমান্ মুগেন্দ্রও বলিয়াছেন,

রীরং নচাস্রংশরীরসদৃশম্ । তদুক্তং শ্রীমন্মুগেন্দ্রেন
মলাদ্যসম্ভবাচ্ছাত্তং বপুনৈতাদৃশং প্রভোরিতি ॥ ১২ ॥

অন্যত্রোপি ।

তদ্বপুঃ পঞ্চভিন্নৈঃ পঞ্চকৃত্যোপযোগিভিঃ ।

ঈশতৎপুরুষাঘোরবামাদৈর্মস্তুকাদিমদিতি ॥ ১৩ ॥

ননু পঞ্চবক্তৃস্ত্রিপঞ্চদৃগিত্যাদিনা আগমেবু পরমে-
শ্বরস্য মুখ্যত এব শরীরেন্দ্রিয়াদিযোগঃ শ্রীযত ইতি চেৎ
সত্যং নিরাকারে ধ্যানপূজাদ্যসম্ভবেন ভক্তানুগ্রহকরণায়
তত্তদাকারগ্রহণাবিরোধঃ । তদুক্তং শ্রীমতপৌকরে ।

সাধকস্য তু রক্ষার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতমিতি ॥ ১৪ ॥

মলাদি-সম্পর্ক-পরিশূন্য বলিয়া, সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বরের শরীর
অমলাদির শরীরের সদৃশ নহে। উহা শক্তি সহায়ে নির্মিত হইয়াছে,
এই জন্য উহার নাম শাক্ত ॥ ১২ ॥

অন্যত্র উল্লেখ আছে,

পঞ্চকৃত্যোপযোগী পঞ্চবিধ মন্ত্র দ্বারা তদীয় শরীর কল্পিত হইয়াছে ।

ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, ও বামাদি ঐ দেহের মন্তকাদি ।
ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

যদি বল, আগমসমূহে উল্লিখিত আছে, তিনি পঞ্চমুখ ও ত্রিপঞ্চদৃক ।
ইত্যাদি বাক্যানুসারে প্রধানতঃ ঈশ্বরের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিযোগ
শ্রীমাণ হইয়া থাকে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু নিরাকারের ধ্যানপূজাদির
অনুষ্ঠানবশতঃ, ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ তত্ত্ব আকার
স্বীকারে কোনপ্রকার বিরোধ সম্ভবিত নহে । শ্রীমৎ পৌকরে তাহা
বলিয়াছেন, সাধকের রক্ষার্থই তাহার রূপ কল্পিত হইয়া
থাকে ॥ ১৪ ॥

অমৃত্রাপি

আকারবাংস্বঃ নিয়মাত্মপাশ্চো ।

ন বস্তুনাংকারমুপৈতি বুদ্ধিরিতি ॥ ১৫ ॥

কৃত্যপঞ্চকং চ প্রপঞ্চিতং ভোজরাজেন ।

পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং স্থিতিস্থিতিসংহারতিরোভাবাঃ ।

তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতশ্চাস্থেতি ॥ ১৬ ॥

এতচ্চ কৃত্যপঞ্চকং শুদ্ধাধ্ববিষয়ে সাক্ষাচ্ছিবকর্তৃকং
কৃচ্ছ্রাধ্ববিষয়ে অনন্তাদিদ্বারেণেতি বিবেকঃ । তদুক্তং
শ্রীমৎকরণে ।

শুদ্ধেধ্বনি শিবঃ কৰ্ত্তা প্রোক্তোহনন্তোহহিতে
প্রভোরিতি ॥ ১৭ ॥

এবঞ্চ শিবশব্দেন শিবত্বযোগিনাং মল্লেশ্বরমহেশ্বর-
মুক্তাশ্রয়শিবানাং সবাচকানাং শিবত্বপ্রাপ্তিসাধনেন দীক্ষা-

অত্ৰণ্ড বনিয়াছেন, তুমি আকারবান্ বনিয়াই নিয়মাত্মসারে উপায়
হইয়া থাক । যাহার আকার নাই, তাহা বস্তুতে কোন মতে বুদ্ধির প্রবেশ
হয় না ॥ ১৫ ॥

ভোজরাজকর্তৃক উল্লিখিত কৃত্যপঞ্চক বিবৃত হইয়াছে । যথা, তদীয়
কৃত্য পঞ্চবিধ ; যথা, স্থিতি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং অনুগ্রহকরণ ।
সেই দৈগ্ধ এইরূপ সৰ্বকালেই উদিত অর্থাৎ প্রকট হইয়া আছেন ॥ ১৬ ॥

এই পঞ্চবিধ কৃত্য শুদ্ধাধ্ববিষয়ে সাক্ষাৎ শিবের কর্তৃত্বে বিনির্দাহিত
হয় । আর কৃচ্ছ্রাধ্ব বিষয়ে অনন্তাদি দ্বারা বিনির্দাহিত হইয়া
থাকে ॥ ১৭ ॥

এইরূপে শিবশব্দে শিবত্বযোগবিশিষ্ট মল্লেশ্বর, মহেশ্বর ও মুক্তাশ্রয়
শিবগণের শিবত্বপ্রাপ্তিসাধন দীক্ষাদি উপায় সমূহ সহিত পতিপদার্থেই

দিনোপায়কলাপেন সহ পতিপদার্থে সংগ্রহঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ । তদিত্থং পতিপদার্থো নিরূপিতঃ ।

সম্প্রতি পশুপদার্থো নিরূপ্যতে । অনগুণেন্দ্রজ্ঞা-
দিপদবেশনীয়ো জীবায়া পশুঃ ন তু চাক্ষাকাদিবদেহাদি-
রূপঃ নান্দৃষ্টং স্মরত্যন্য ইতি ন্যায়েন প্রতিসন্ধানানুপ-
পত্তেঃ । নাপি নৈয়ায়িকাদিবৎ প্রকাশ্যঃ অনবস্থা প্রসঙ্গাৎ ।
তদুক্তম্

আত্মা যদি ভবেয়েয়ন্তস্ত মাভা ভবেৎ পর ইতি ।

পর আত্মা তদানীং স্মাৎ স পরো যদি দৃশ্যত ইতি ॥১৮॥

ন চ জৈনবদব্যাপকঃ নাপি বোদ্ধবৎ ক্ষণিকঃ দেশ-
কালভ্যামনবচ্ছিন্নত্বাৎ । তদপ্যুক্তম্ ।

অনবচ্ছিন্নসম্ভাবং বস্তু যদেদশকালতঃ ।

তন্মিত্যং বিত্ব চেষ্টস্তুত্যাগ্ননো বিভূনিত্যতেতি ॥১৯॥

সংগ্রহ বিহিত হইয়াছে, ঠেহা বুঝিতে হইবে । বাহা হউক, পতিপদার্থের
স্বরূপাদি নিরূপিত হইল ।

অধুনা পশুপদার্থের নিরূপণ করা যাইতেছে । অনগুণরূপ
কেন্দ্রজ্ঞাদিপদপ্রতিপাদ্য জীবায়া পশুশব্দের বাচ্য । চাক্ষাকাদির
উল্লিখিতবৎ দেহাদি স্বরূপ জীবকে পশু বলে না । কেন না, উহার
প্রতিসন্ধান নাই । নৈয়ায়িকগণের উল্লিখিতবৎ প্রকাশ্যও নহেন । কেন
না, উহাতে অনবস্থার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে । তথাহি, বলিয়াছেন,—

আত্মা যদি মেঘ হন, তাহা হইলে পর তাহার মাভা হইবে ॥ ১৮ ॥

জৈনদিগের উল্লিখিত জীবের ত্বায় অব্যাপকও নহে ।

বৌদ্ধগণের ত্বায় ক্ষণিকও নহে । কেন না, কোন দেশে কোন কালেই
তাঁহা অবচ্ছিন্ন হয় না । তথাহি বলিয়াছেন,—

নাপ্যদ্বৈতবাদিনামিবৈকঃ, ভোগপ্রতিনিয়মস্ত পুরুষ-
বহুত্বজ্ঞাপকস্ত সম্ভবাৎ নাপি সাংখ্যানামিবাকর্তা পাশজা-
লাপোহনে নিত্যনিরতিশয়দৃষ্টিয়া রূপচৈতন্যাত্মকশিবত্ব-
শ্রবণাৎ । তদ্বক্তং শ্রীমন্মুগেন্দ্রেণ ।

পাশান্তে শিবতাশ্রয়তেরিতি ।

চৈতন্যং দৃষ্টিয়া রূপং তদস্তাত্মনি সর্বদা ।

সর্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রয়তে সর্বতোমুখমিতি ॥২০॥

তদ্ব্যপ্রকাশেহপি

মুক্তাত্মানোহপি শিবাঃ কিঞ্চিতে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ ।

সোহনাদিমুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ততনুরিতি ॥ ২১ ॥

দেশ বা কাল কিছুতেই বাহার সদ্ভাবের অবচ্ছেদ হয় না, তাদৃশ
বিভবশালী বস্তুই নিত্য । কেন না, আবার বিভূ নিত্যতা
স্বভাবসিদ্ধ ।

অদ্বৈতবাদিগণের স্থায় একও নহে । কেন না, বহুপুরুষজ্ঞাপক
ভোগপ্রতিনিয়মের সম্পর্ক আছে । সাংখ্যগণের স্থায় অকর্তাও নহে ।
কেন না, নিত্য নিরতিশয় দৃষ্টিয়ারূপ চৈতন্যময় শিবস্বরূপ
বলিয়া, পাশজালের নিরাকরণ করিয়া থাকে । শ্রীমান্ মুগেন্দ্র
বলিয়াছেন,

পাশান্তে শিবস্বরূপতাপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ গুণিতে পাওয়া যায় ।

পুনশ্চ বলিয়াছেন, দৃষ্টিয়ারূপ চৈতন্য আবার স্বভাবসিদ্ধ
ধর্ম্য । কেন না, মুক্তিতে উহা সর্বতোভাবে শ্রুত হওয়া যায় ॥ ২০ ॥

তদ্ব্যপ্রকাশেও বলিয়াছেন, মুক্তাত্মা ব্যক্তিরূপে শিবস্বরূপ হইয়া থাকে ।
শিবের প্রসাদেই মুক্তিলাভ হয় । সেই পরমেশ্বর এক, অনাদিমুক্ত
এবং পঞ্চমরূপ শরীরবিশিষ্ট । ২১ ॥

পশুস্ত্রিবিধঃ বিজ্ঞানাকলপ্রলয়াকলসকলভেদাৎ
তত্র প্রথমো বিজ্ঞানযোগসংখ্যাসৈর্ভোগেন বা কর্মক্ষয়ে
সতি কর্মক্ষয়ার্থস্ত ফলাদিভোগবন্ধস্তাভাবাৎ কেবলমল-
মাত্রযুক্তো বিজ্ঞানাকল ইতি ব্যপদিশ্যতে । দ্বিতীয়স্ত
প্রলয়েন কলাদেবরূপসংহারাৎ মলকর্মযুক্তঃ প্রলয়াকলইতি
ব্যবহ্রিয়তে তৃতীয়স্ত মলমায়াকর্মাঙ্কবন্ধত্রয়সহিতঃ সকল
ইতি সংলপ্যতে । তত্র প্রথমো দ্বিপ্রকারো ভবতি
সমাপ্তকলুষাসমাপ্তকলুষভেদাৎ । তত্রাদ্যান্ কালুষ্যপরি-
পাকবতঃ পুরুষধোরেয়ান্ অধিকারযোগ্যান্নুগৃহ্যানন্তাদি-
বিদ্যেশ্বরাক্ষিপদং প্রাপয়তি । তদ্বিদ্যেশ্বরাক্ষিপদং বহুদৈবভ্যে ।

অনন্তশৈব সৃক্ষশচ তথৈব চ শিবোত্তমঃ ।

একেনেত্রস্তথৈবৈকরুদ্রশচাপি ত্রিমূর্তিকঃ ॥

ত্রীকণ্ঠশচ শিখণ্ডী চ প্রোক্তা বিদ্যেশ্বর ইমে ॥ ২২ ॥

পশু ত্রিবিধ, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল । তন্মধ্যে বিজ্ঞান,
যোগ, সংখ্যাস অথবা ভোগ দ্বাবা কর্মের ক্ষয় হইলে, কর্মক্ষয়ার্থ ফলাদি
ভোগবন্ধের অভাবপ্রযুক্ত কেবলমাত্র মুক্তকে বিজ্ঞানাকল বলে ।

দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রলয়াকলের অর্থ এই, প্রলয়ে কলাদি উপসংহরণপ্রযুক্ত
মন কর্মযুক্ত হওয়া ।

তৃতীয় অর্থাৎ মলমায়াকর্মরূপ বন্ধত্রয় যুক্তকে সকল বলিয়া থাকে ।

তন্মধ্যে বিজ্ঞানাকল দ্বিপ্রকার, সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্তকলুষ । তন্মধ্যে
সমাপ্তকলুষ পুরুষপ্রবানগণ কালুষ্যের পরিপাকপ্রযুক্ত অধিকারযোগ
হইলে, অল্পগত গৃহা অনন্তাদি বিদ্যেশ্বরাক্ষিপদ প্রাপ্ত হয়েন । বহুদৈবভ্যে
এই বিদ্যেশ্বরাক্ষিপদ নির্দিষ্ট আছে । অনন্ত, সৃক্ষ, শিবোত্তম, একেনেত্র,
একরুদ্র, ত্রিমূর্তিক, ত্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডী ইহাদিগকে বিদ্যেশ্বর বলিয়া থাকে ॥ ২২ ॥



অন্যান্ সপ্তকোটিসংখ্যাতান্ মন্ত্রানুগ্রহকরণান্
বিধত্তে । তদুক্তং তত্ত্বপ্রকাশে ।

পশবস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা বিজ্ঞানপ্রলয়কেবলৌ সকলঃ ।

মলযুক্তস্তত্রাদ্যৌ মলকর্মযুতো দ্বিতীয়ঃ স্মৃতাং ॥ ২৩ ॥

মলমায়াকর্মযুতঃ সকলস্তেষু দ্বিধা ভবেদাদ্যঃ ।

আদ্যঃ সমাপ্তকলুষোহসমাপ্তকলুষো দ্বিতীয়ঃ স্মৃতাং ॥ ২৪ ॥

আদ্যাননুগৃহ্য শিবো বিদ্যেশত্রে নিয়োজয়ত্যর্কো ।

মন্ত্রাংশ্চ করোত্যপরান্ তে চোক্তাঃ কোটয়ঃ সপ্তেতি ॥ ২৫ ॥

সোমশস্ত্রুনাপ্যভিহিতম্ ।

বিজ্ঞানাকলনামৈকো দ্বিতীয়ঃ প্রলয়াকলঃ ।

তৃতীয়ঃ সকলঃ শাস্ত্রেহনুগ্রাহ্যস্ত্রিবিধো মতঃ ॥ ২৬ ॥

অবশেষে সপ্তকোটিদংখ্যক অনুগ্রহকরণ মন্ত্রবিধান করেন । তৎ-
প্রকাশে তাহা বলিয়াছেন,—

পণ্ড তিন প্রকার, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল । তন্মধ্যে
প্রথম মলযুক্ত ও দ্বিতীয় মলকর্মযুক্ত ॥ ২৩ ॥

অবশিষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় মলমায়াকর্মযুক্ত হইয়া থাকে । আদ্য
আবার দুই প্রকার । তন্মধ্যে প্রথম সমাপ্তকলুষ ও দ্বিতীয়
অসমাপ্তকলুষ ॥ ২৪ ॥

শিব অনুগ্রহ করিয়া সমাপ্তকলুষ পুরুষদিগকে অষ্টবিধ বিদ্যেশ্বরকে
নিয়োজিত করেন এবং সপ্তকোটি মন্ত্রও বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

সোমশস্ত্রুও বলিয়াছেন, একের নাম বিজ্ঞানাকল, দ্বিতীয়ের নাম
প্রলয়াকল এবং তৃতীয়ের নাম সকল । শাস্ত্রে এই তিনটিকেই অনুগ্রাহ্য
বলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তত্রাদ্যো মলমাত্রেন যুক্তোহন্তে মলকর্ম্মভিঃ ।

কলাদিভূমিপৰ্য্যন্ততত্ত্বৈস্ত সকলো যুত ইতি ॥ ২৭ ॥

প্রলয়কালোহপি দ্বিবিধঃ পুরুপাশদ্বয়ঃ তদ্বিলক্ষণশ্চ
তত্র প্রথমো মোক্ষঃ প্রাপ্নোতি দ্বিতীয়স্ত পুর্য্যষ্টকযুতঃ
কর্ম্মবশান্নানাবিধজন্মভাগ্ ভবতি । তদপ্যুক্তং তত্বঃ
প্রকাশে ।

প্রলয়কালেষু যেষামপকমলকর্ম্মণী ভ্রজন্ত্যেতে ।

পুর্য্যষ্টকদেহযুতা যোনিষু নিখিলান্ত কর্ম্মবশাদিতি ॥ ২৮ ॥

পুর্য্যষ্টকমপি তত্রৈব নির্দিষ্টম্ ।

স্বাৎ পুর্য্যষ্টকমন্তঃকরণং ধীঃ কর্ম্ম করণানীতি ॥ ২৯ ॥

তন্মধ্যে মলমাত্রযুক্তের নাম প্রথম, মলকর্ম্মযুক্তের নাম দ্বিতীয় এবং
কলাদিভূমিপৰ্য্যন্ত তত্ত্বযুক্তের নাম তৃতীয় অর্থাৎ সকল বলিয়া
থাকে ॥ ২৭ ॥

প্রলয়কালও আবার দ্বিবিধ, পুরুপাশদ্বয় ও তদ্বিলক্ষণশ্চ । তন্মধ্যে
প্রথম অর্থাৎ পুরুপাশদ্বয় মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । দ্বিতীয় অর্থাৎ সকল পুর্য্যষ্টক-
যুক্ত হইয়া কর্ম্মবশে নানাবিধ জন্ম লাভ করে । তত্বপ্রকাশেও তাহা
বলিয়াছেন,—

বাহাদের মল ও কর্ম্ম গরিপাকপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা প্রলয়কালে
পুর্য্যষ্টকরূপ দেহযুক্ত হইয়া কর্ম্মবশে নিখিল যোনিতে সংক্রমণ
করে ॥ ২৮ ॥

পুর্য্যষ্টক কাহাকে বলে, তাহাও তাহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা,—
বুদ্ধি, কর্ম্ম, অন্তঃকরণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই আটকে পুর্য্যষ্টক বলিয়া
থাকে ॥ ২৯ ॥

বিবৃতং চাঘোরশিবাচার্য্যেণ পূর্য্যষ্টকং নাম প্রতি-
পুরুষনিয়তঃ সর্গাদারভ্য কল্লাস্তং মোক্ষান্তং বা স্থিতঃ
পৃথিব্যাদিকলাপর্য্যন্তত্রিংশত্ত্বায়কঃ সূক্ষ্মো দেহঃ । তথা
চোক্তং তত্ত্বসংগ্রহে ।

বহুধাদ্যন্তত্ত্বগণঃ প্রতিপূর্ণিয়তঃ কলাস্তোহয়ম্ ।

পর্য্যটতি কর্ম্মবশান্তু বনজদেহেষয়ঞ্চ সর্বৈষিতি ॥ ৩০ ॥

তথা চায়মর্থঃ সমপদ্যত অন্তঃকরণশব্দেন মনো-
বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তবাচিনা অন্যান্যপি পুংসো ভোগক্রিয়ায়া-
মন্তরঙ্গাণি কলাকালনিয়তিবিদ্যারাগপ্রকৃতিগুণাখ্যানি
সপ্ততত্ত্বানি উপলক্ষ্যন্তে ধীকর্ম্মশব্দেন জ্ঞেয়ানি পঞ্চভূ-
তানি তৎকরণানি চ তন্মাত্রাণি বিবক্ষ্যন্তে করণশব্দেন
জ্ঞানকন্মেন্দ্রিয়দর্শকং সংগৃহ্যেতি ॥ ৩১ ॥

আঘোরশিবাচার্য্যও ইহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—পৃথি-
ব্যাদি কলাপর্য্যন্ত ত্রিংশৎ ত্বায়ক যে সূক্ষ্মদেহ প্রতিপুরুষে নিরত হইয়া
আছে এবং সৃষ্টি হইতে কল্লাস্ত বা মোক্ষপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাহাব
নাম পূর্য্যষ্টক।

তথাহি, তত্ত্বসংগ্রহে বলিয়াছেন, বহুধাদি তত্ত্বগণ প্রতিপুরুষেই নিরত
হইয়া আছে এবং কর্ম্মবশে তত্ত্বং ভুবনজ দেহে পর্য্যটন করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ইহার অর্থ এইরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, অন্তঃকরণ শব্দে মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার, চিত্ত এবং পুরুষের ভোগক্রিয়ার অন্তরঙ্গস্বরূপ কলা, কাল,
নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ত তত্ত্ব উপলক্ষিত হইয়া
থাকে। এইরূপ ধীকর্ম্মশব্দে পঞ্চভূত, ও তাহাদের করণ সমস্ত এবং
তন্মাত্রা সকল। এখানে করণ শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কথেন্দ্রিয় বুঝিতে
হইবে। ইহারই নাম বহুধাদি তত্ত্বগণ ॥ ৩১ ॥

ননু শ্রীমৎকালোত্তরে ।

শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চকম্ ।

বুদ্ধিমনস্ত্বহংকারঃ পূর্য্যষ্টকমুদাহৃতমিতি ।

শ্রীমতে তৎকথমন্যথা কথ্যতে অঙ্কা ৷ অতএব চ তত্রভবতাঁ রামকণ্ঠেন তৎ সূত্রং শক্তত্বপরতয়া ব্যাখ্যা-
রীত্যলমতি প্রপঞ্চে । তথাপি কথং পুনরস্ত পূর্য্যষ্টকত্বং
ভূততন্মাত্রবুদ্ধীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়াস্তঃকরণসংজ্ঞৈঃ পঞ্চভিবর্গৈ-
স্তৎকরণেন প্রধানেন কলাদিপঞ্চকাত্মনা বর্গেণ চারব্রহ্মা-
দিত্যবিরোধঃ ॥ ৩২ ॥

তত্র পূর্য্যষ্টকযুতান্ বিশিষ্টপুণ্যসম্পন্নান্ কাংশ্চিদনু-
গৃহ্য ভুবনপতিত্বমত্র মহেশ্বরোহনন্তঃ প্রযচ্ছতি । তদুক্তম্ ।
কাংশ্চিদনুগৃহ্য বিতরতি ভুবনপতিত্বং মহেশ্বরস্তেষামিতি ।

যদি বল, শ্রীমৎ কালোত্তরে বলিয়াছেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ
এই পাঁচ এবং বুদ্ধি, মন ও অহংকার এই তিন, সমুদায়ে আটটাকে
পূর্য্যষ্টক বলে । ইত্যাদি বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? এই কারণেই
তত্র ভগবান্ রামকণ্ঠ এই সূত্রকে শক্তত্বপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।
তথাপি, কিরূপে ইহার পূর্য্যষ্টকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ? ইহার সম্বন্ধ
এই, ভূত, তন্মাত্র, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ নামক পঞ্চবর্গ এবং
তৎকরণ, প্রধান ও কলাদি পঞ্চাত্মক এবং এই তিন, এই সমুদায় লইয়া
পূর্য্যষ্টক হইল । সুতরাং কোনরূপ বিরোধেরই আর অপেক্ষা রহিল না ॥ ৩২ ॥

অনন্তরূপ মহেশ্বর তন্মধ্যে পূর্য্যষ্টকযুক্ত ও বিশিষ্টপুণ্যসম্পন্ন কোন
কোন পুরুষকে অমুগ্রহ করিয়া ভুবনপতিত্ব প্রদান করেন । তথাহি
বলিয়াছেন,—মহেশ্বর তাহাদের মধ্যে কাহাদিগকে অমুগ্রহ করিয়া ভুবন-
পতিত্ব প্রদান করেন ।

সকলোহপি দ্বিবিধঃ পক্ষকলুষাপক্ষকলুষভেদাৎ । তত্রা-
 দ্যান্ পরমেশ্বরস্তংপরিপাকপরিপাট্যা তদনুগুণশক্তি-
 পাতেন মণ্ডল্যাদ্যক্টাদশোত্তরশতং মন্ত্রেশ্বরপদং প্রাপয়তি ।
 তদ্বুক্তক্ ।

শেষা ভবন্তি সকলাঃ কলাদিযোগাদহর্ষুখে কালে ।

শতমক্টাদশ তেবাং কুরুতে স্বয়মেব মন্ত্ৰেশান্ ॥ ৩৩ ॥

তত্রাক্টৌ মণ্ডলিনঃ ক্রোধাদ্যাস্তংসমাশ্চ বীরেশঃ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ শতরুদ্রাঃ শতমিত্যক্টাদশাভ্যধিকমিতি ॥ ৩৪ ॥

তংপরিপাকাধিক্যনিরোধেন শক্ত্যুপসংহারেণ
 দীক্ষাকরণেন মোক্ষপ্রদো ভবত্যাচার্য্যমূর্ত্তিমাংসায় পরমে-
 শ্বরঃ । তদপ্যুক্তম্,

পক্ষকলুষ ও অপক্ষকলুষ ভেদে সকলও আবার দ্বিবিধ । তন্মধ্যে
 পরমেশ্বর কলুষপরিপাকের পরিপাটী অনুসারে তদনুগুণ শক্তিপাতদ্বারা
 পক্ষকলুষে পুণ্যবিধিকে মণ্ডল্যাদি অষ্টাদশোত্তর শত মন্ত্রেশ্বরপদ প্রদান
 করেন । তথাহি, বলিয়াছেন,—

সকল পুরুষ সকল প্রলয়নময়ে কলাদি যোগবশতঃ শেষ হইলে,
 স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগকে অষ্টাদশোত্তর শত মন্ত্রেশ্বর করিয়া
 থাকেন ॥ ৩৩ ॥

তন্মধ্যে, অটীজন মণ্ডলী, ক্রোধাদি তাহার সমান, বীরেশও শ্রীকৃষ্ণ
 দুই এবং শতরুদ্র সমুদায়ে অষ্টাদশাধিক শত ॥ ৩৪ ॥

পরমেশ্বর আচার্য্যের মূর্ত্তিস্থ হইয়া, দীক্ষাকরণ দ্বারা মোক্ষ প্রদান
 করেন । এই দীক্ষাদ্বারা কলুষপরিপাকাধিক্যের নিরোধ ও শক্তির উপ-
 সংহার হইয়া থাকে । তথাহি, বলিয়াছেন,—

পরিপক্বমলানৈতানুৎসাদনশক্তিপাতেন ।

যোজয়তি পরে তদ্বৈ স দীক্ষাচার্য্যমূর্ত্তিস্থ ইতি ॥৩৫॥

শ্রীমন্মুগেন্দ্রেহপি,

পূৰ্ব্বং ব্যত্যাগি তস্যাপণোঃ পাশজালমপোহতীতি ॥৩৬॥

ব্যাকৃতঞ্চ নারায়ণকণ্ঠেন তৎসৰ্ব্বং তত এবাবধার্য্যম্
অস্মাভিস্তু বিস্তরভিয়া ন প্রস্তুয়তে । অপক্কলুবান্ বন্ধানগুন্
ভোগভাজো বিধতে পরমেশ্বরঃ কৰ্ম্মবশাৎ । তদপু্যুক্তম্,

বন্ধান্ শেযানপরান্ বিনিয়ুক্তে ভোগভুক্তয়ে পুংসঃ ।

তৎকৰ্ম্মণামনুগমাদিত্যেব কীর্ত্তিতাঃ পশব ইতি ॥৩৭॥

অথ পাশপদার্থঃ কথ্যতে । পাশচতুর্বিধঃ মলকৰ্ম্ম-
মার্যারোধশক্তিভেদাৎ । মনু শৈবাগমেযু মুখ্যং পতি-

পরমেশ্বর আচার্য্যের মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, দীক্ষা প্রদান পুংসদের পরি-
পক্ক মলবিশিষ্ট এই সকল ব্যক্তিকে উৎসাদনশক্তিপাত দ্বারা পরতত্ত্ব
সংযোজিত করেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমন্মুগেন্দ্রেও বলিয়াছেন,—

সেই জীবের পাশজাল অপনোদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণকণ্ঠ এই সমস্ত সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহাতেই
এবিষয় অবধারণ করিবে । আমরা বিস্তরভয়ে আর অধিক প্রস্তাব
করিলাম না । যে সকল জীব অপক্কলুব, পরমেশ্বর কৰ্ম্মবশে তাহাদি-
গকে বন্ধ ও ভোগযুক্ত করিয়া থাকেন । তাহাও বলিয়াছেন, অবশিষ্ট
অপর পুরুষদিগকে তাহাদের কৰ্ম্মানুসারে বন্ধ করিয়া, ভোগভুক্তির জ্ঞা
বিনিয়ুক্ত করেন । পশুগণের বিষয় এই কীর্ত্তিত হইল ॥ ৩৭ ॥

অত্না, পাশপদার্থের বিবরণ করা যাইতেছে । পাশ চতুর্বিধ, মল,
কৰ্ম্ম, মার্য্য ও রোধশক্তি । যদি বলা, শৈবাগমে নিদিষ্ট হইয়াছে, পতি,

পশুপাশ ইতি ক্রমাৎ ত্রিতয়ম্ । তত্র পতিঃ শিব উক্তঃ
 পশবো হ্যগবোর্হপঞ্চকং পাশা ইতি পাশঃ পঞ্চবিধঃ
 কথ্যতে তৎ কথং চতুর্বিধ ইতি গণ্যতে । উচ্যতে
 বিন্দোর্মায়ান্ননঃ শিবতত্ত্বপদবেদনীয়স্ত শিবপদপ্রাপ্তি-
 লক্ষণপরমমুক্ত্যপেক্ষয়া পাশত্বেহপি তদ্বোগস্ত বিদ্যেশ্ব-
 রাদিপদপ্রাপ্তিহেতুত্বেনাপরমুক্তিত্বাৎ পাশত্বেনাসুপাদান-
 মিত্যবিরোধঃ । অতএবোক্তং তত্ত্বপ্রকাশে পাশাশ্চতু-
 র্বিধাঃ স্মরিত্তি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমন্মুগেন্দ্রেহপি

প্রাবৃত্তীশৌ বলং কৰ্ম মায়াকার্যঞ্চতুর্বিধম্ ।

পাশজালং সমাসেন ধৰ্ম্মনান্নৈব কীর্তিতা ইতি ॥ ৩৯ ॥

পশু ও পাশ ইত্যাদি ক্রমে ত্রিবিধ পদার্থ । তন্মধ্যে পতিশব্দে শিব উক্ত
 হইয়াছেন । পশুশব্দে অণু সকল । আর পাশশব্দে অর্থপঞ্চক । এই
 রূপে, পঞ্চবিধ পাশ কথিত হইয়াছে । তবে, কিরূপে আর চতুর্বিধ বল
 হইল ? ইহার উক্তর এই, সাঙ্গাৎ শিবতত্ত্বপদপ্রতিপাদ্য মায়ায় বিন্দু
 পাশরূপে পরিগণিত হইলেও, তাহার যখন শিবপদপ্রাপ্তিরূপ পরমমুক্তির
 অপেক্ষা আছে এবং সেই মুক্তির যোগ হইলে, যখন বিদ্যেশ্বরাদিপদ প্রাপ্তি-
 পূর্বক অপর মুক্তি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পাশত্বের উপাদান
 হইতে পারে না । এই জন্তই তত্ত্বপ্রকাশে বলিয়াছেন ।

পাশ সকল চতুর্বিধ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমন্মুগেন্দ্রেও বলিয়াছেন,—

মল, ঈশ, বল ও কৰ্ম এই চতুর্বিধ মায়াকারী পাশজাল নামে পরি-
 গণিত হইয়া থাকে । ইহাদিগকে সংক্ষেপে ধৰ্ম্ম নামে অভিহিত করা
 যায় ॥ ৩৯ ॥

অস্ত্যর্থঃ প্রাবৃণোতি একর্ষণেচ্ছাদয়ত্যাগ্ননো দৃক্-
ক্রিয়ে ইতি প্রাবৃতিঃ স্বাভাবিক্যশুচির্মলঃ স চ ঈশে
স্বাতন্ত্র্যেণেতি ঈশঃ । তদুক্তম্,

একৌ হ্যনেকশক্তিদৃক্ক্রিয়য়োচ্ছাদকো মলঃ পুংসঃ ।

তুষতগুলবৎ জ্ঞেয়স্তাত্ৰাশ্রিতকালিকাবদ্বৈতি ॥ ৪০ ॥

বলং রোধশক্তিঃ অস্ত্যঃ শিবশক্তেঃ পাশাধিষ্ঠানেন
পুরুষতিরোধায়কস্তাদুপচারণেণ পাশত্বম্ । তদুক্তম্,

তাসামহং বরা শক্তিঃ সর্বানুগ্রাহিকা শিবা ।

ধর্ম্যানুবর্তনাদেব পাশ ইত্যুপচর্য্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

ক্রিয়তে ফলার্থিভিরিতি কর্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকং বীজা-

এই মলের অস্তর নাম প্রাবৃতি । প্রশবে প্রকর্ষ এবং আবৃতিশব্দে
আচ্ছাদন করা । ইহা আত্মার দৃক্ দৃক্শক্তি উভয়ই আচ্ছন্ন করে, এইজন্ত
ইহার নাম বৃতি । ঈশশব্দে যিনি সর্বথা স্বাধীনভাবে প্রভুত্বাদি করেন ।
তথাহি, বলিয়াছেন,—

এক মল পুরুষের অনেক শক্তি, দৃক্ ও ক্রিয়ার প্রচ্ছাদন করিয়া
থাকে । তুষমধ্যে যেমন তগুল এবং তাত্রমধ্যে যেমন কালিকা
প্রচ্ছন্ন থাকে, মলধারা দৃক্ক্রিয়াদির তদ্রূপ প্রচ্ছাদন হইয়া
থাকে ॥ ৪০ ॥

বলশব্দে বোধশক্তি । এই শিবশক্তি পাশাধিষ্ঠান পূর্বক পুরুষের
পিরোধায়ক হইয়া থাকে । এইজন্ত উপচার ক্রমে তাহার পাশত্ব প্রত্যা-
পিত হইয়াছে । তথাহি, বলিয়াছেন,—

আমি তাহাদের মধ্যে প্রধানশক্তি শিবা । সকলকে অনুগ্রহ করিয়া
থাকি । ধর্ম্মানুবর্তন প্রযুক্তই পাশনামে উপচরিত হই ॥ ৪১ ॥

কলার্থী ব্যক্তিগণ করিয়া থাকে, এই জন্ত ইহার নাম কর্ম । ইহা

ক্লবৎ প্রবাহরূপেণানাদি । যথোক্তং শ্রীমৎকিরণে
যথানাদিশ্রীলস্তুস্ত কৰ্ম্মাঙ্গকমনাদিকম্ ।

যদ্যানাদিরসংসিদ্ধং বৈচিস্ত্যং কেন হেতুনেতি ॥ ৪২ ॥

মাত্যস্তাং শক্ত্যাগ্নিনা প্রলয়ে সৰ্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ
ব্যক্তিং যাতীতি মায়া । যথোক্তং শ্রীমৎসৌরভেয়ে ।

শক্তিরূপেণ কার্য্যাণি তল্লীনানি মহান্বয়ে ।

বিকৃভৌ ব্যক্তিসায়াতি সা কার্য্যেণ কলাদিনেতি ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপ্যত্র বহু বক্তব্যমস্তি তথাপি গ্রন্থভূয়ন্তুভয়াদুপ-
রম্যতে । তদিত্থং পতিপশুপাশপদার্থাত্ময়ঃ প্রদর্শিতাঃ

ধর্ম্মও অধর্ম্ম উভয়াঙ্গক । এবং বীজাক্ষরের জ্ঞান, প্রবাহরূপে অনাদি
শ্রীমৎকিরণে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

মল, যেমন অনাদি, তাহার কর্ম্মও তেমন অনাদি । স্তুরাং চিষ্টা
করিবার বিষয় কি ? ৪২

প্রলয়ে সমুদায় জগৎ শক্ত্যাগ্নি দ্বারা ইহাতে মিলিত অর্থাৎ উপসংহৃত
এবং সৃষ্টি সমস্তে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে, এই অর্থে মায়া । অর্থাৎ মা
শব্দে উপসংহরণ ও যা শব্দে ব্যক্তীকরণ, এই অর্থে মায়াশব্দ বিনিপন্ন
হইয়াছে ।

শ্রীমৎসৌরভেয়ে বলিয়াছেন,—

মহাপ্রলমে কার্য্য সকল শক্তিরূপ দ্বারা তাহাতে লীন হয় এবং সৃষ্টি
সময়ে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যদিও এবিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, তথাপি গ্রন্থকালেবরের
বিস্তৃতিভয়ে এইখানেই বিনিবৃত্ত হওয়া গেল । বাহ্যহটুক, পতি, পশু ও
পাশ এই পদার্থত্রয় প্রদর্শিত হইল।

পতিবিদ্যে তথা বিদ্যা পশুঃ পাশশ্চ কারণম্ ।

তন্নিবৃত্তাবিতি প্রোক্তাঃ পদার্থাঃ ষট্ সমাসতঃ ॥৪৬॥

ইত্যাদিনা প্রকারান্তরং জ্ঞানরত্নাবল্যাদৌ প্রসিদ্ধম্ ।

সর্বং তত এবাবগন্তব্যমিতি সর্বং সমঞ্জসম্ ।

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনম্ ।

অথ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনম্ ।

অজ্ঞাপেক্ষাবিহীনানাং জড়মাং কারণত্বং ভ্রূষ্যতীত্য-
পরিভূষ্যন্তো মতান্তরমন্নিষ্যন্তঃ পরমেশ্বরেচ্ছাবশাদেব
জগন্নির্মাণং পরিঘূষ্যন্তঃ স্বসংবেদনোপপত্ত্যাগমসিদ্ধ-

পতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, পশু, পাশ, কারণ, সংক্ষেপে এই ছয় পদার্থ
কীর্তন করা গেল ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদি বিধানে জ্ঞানরত্নাবলী প্রভৃতিতে প্রকারান্তর প্রসিদ্ধ আছে ।
সমস্ত তাহা হইতেই অবগত হইবে ।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনম্ ।

কোন কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায় অপেক্ষাবিহীন জড়গণের কারণত্ব
দ্বিত হইয়াছে, অর্থাৎ, জড়গণ অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং
সিদ্ধ কোন কার্য করিতে পারে না, এই প্রকার মতবাদ নিবন্ধন ইহাতে
পরিভূষ্ট না হইয়া, মতান্তরের অন্বেষণ করতঃ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশেই যে
জগতের নির্মাণব্যাপার সমাহিত হইয়াছে, তাহার ঘোষণা করিয়া, বলিয়া

প্রত্যগাত্মতাদাত্ম্যে নানাবিধমানমেয়াদিভেদাভেদশালি-
পরমেশ্বরোহনন্যমুখপ্রেক্ষিতলক্ষণস্বাতন্ত্র্যভাক্ স্বাত্মদর্পণে
ভাবাৎ প্রতিবিস্ববদভাসয়দিতি ভগন্তো বাহ্যাত্মস্তর-
চর্যাপ্রাণায়ামাদিক্রেশপ্রয়াসকলাবৈধূর্য্যেণ সর্বস্থলভমভি-
নবং প্রত্যভিজ্ঞামাত্রং পরাপরসিদ্ধ্যুপায়মভ্যুপগচ্ছন্তুঃ
পরে মাহেশ্বরঃ প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রমভ্যাসন্তি । তস্যেয়ভাপি
স্তরূপি পরীক্ষকৈঃ ।

সূত্রং বৃত্তিবিবৃতির্লঘু বৃহতীত্যুভে বিমর্শিতৌ ।

প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াম্ ।

তত্রৈদং প্রথমং সূত্রম্

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্ত দাস্যং জনস্তাপ্যুপকারমিচ্ছন্ ।

সমস্তসম্পৎসমবাঞ্ছিত্ত্বং তৎপ্রত্যভিজ্ঞানুপপাদয়ামীতি ॥১

ধাকেন, নানাবিধ মানমেয়াদি ভেদাভেদশালী পরমেশ্বর অন্তের মুখপ্রেক্ষা
পরিহার পুরঃসর স্বয়ংই স্বাত্মরূপ দর্পণে ভুবনাদি ভাব সমস্ত প্রতিবিম্বের
স্থায়, অবভাসিত করিয়াছেন । এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর চর্যাপ্রাণায়ামাদি
ক্রেশপ্রয়াসবৈধূর্য্য সহায়ে বাহ্য সকলেই অনায়াসে লাভ করিতে পারে,
সেই অভিনব প্রত্যভিজ্ঞা পরাপর সিদ্ধির অদ্বিতীয় উপায় । এই
প্রকার স্বীকার করিয়া তাহার প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের অভ্যাস করিয়া
ধাকেন । পরীক্ষকেরাই তাহার ইয়ত্তাও নিরূপণ করিয়াছেন । যথা,—
হৃত্র, বৃত্তি, লঘু ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ বিবৃতি, প্রকরণ ও বিবরণ,
এই পাঁচটা বিষয় লইয়া, প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের সংকলন হইয়াছে ।

তন্মধ্যে, প্রথমহৃত্র এই,—

কথঞ্চিৎ মহেশ্বরের দাসত্ব আসাদন ও লোক সকলেরও উপকার কামনা
করিয়া, সমস্ত সম্পৎপ্রাপ্তি হেতু ঐ প্রত্যভিজ্ঞা উপপাদিত করিতেছি ॥ ১ ॥

কথঞ্চিদিতি পরমেশ্বরভিন্নগুরুচরণারবিন্দযুগল-
সমারাধনেন পরমেশ্বরঘটিতেনৈবেত্যর্থঃ । আসাদ্যেতি
আ সমস্তাং পরিপূর্ণতয়া সাদয়িত্বা স্বাত্মোপভোগ্যতাং
নিরর্থক্যাং গময়িত্বা তদনেন বিদিতবেদ্যত্বেন পরার্থশাস্ত্র-
করণেহধিকারো দর্শিতঃ ॥ ২ ॥

অন্থা প্রতারণমেব প্রসজেৎ মায়ৌভীর্ণা অপি মহা-
মায়াবিকৃত। বিম্বুবিরিঞ্চাদ্যা। যদিইশ্বর্য্যলেশেনেশ্বরী-
ভূতাঃ স ভগবাননবচ্ছিন্নপ্রকাশানন্দস্বাতন্ত্র্যপরিমার্খো

এখানে কথঞ্চিৎ শব্দে মহেশ্বর হইতে অভিন্ন গুরু চরণারবিন্দ
যুগলের সম্যক্ কপ আরাধনা দ্বারা । এই আরাধনা সেই পরমেশ্বরের
প্রসাদঘটিত, বৃষ্টিতে হইবে । আসাদন শব্দে সর্ব্বথা বাধা শূন্য ও পরি-
পূর্ণরূপে স্বকীয় উপভোগ বোগ করিয়া লওয়া । ইহা দ্বাবাও বিদিতবেদ্যত্ব
বশতঃ পরার্থ শাস্ত্রকরণে যে অধিকার আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল ।
অর্থাৎ আমি যখন মহেশ্বরেই আসাদে গুরুত্বপাবলে সেই মহেশ্বরের
পূর্ণদাসত্ববশতঃ সমর্থ হইয়াছি, তখন বাহ্য কিছু জানিবার, তৎসমস্তই
আমার বিদিত হইয়াছে । তৎপ্রভাবে পরের শাস্ত্র প্রণয়ন কবিতো আমার
সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে । কেন না, শাস্ত্র প্রণয়ন ঐক্যরূপ সর্ব্বজ্ঞতা-
সাপেক্ষ । ইহাষ্ট এগুলোর ভাবার্থ ॥ ২ ॥

পুনশ্চ, বিদিতবেদ্য না হইলে, প্রতারণার অবতারণা হইত । বলিতে
কি, বাহ্য মায়ী উত্তরণ কবিলেও; মহামায়ার অধিকৃত, সেই বিম্বু ও
বিরিঞ্চি প্রভৃতি অমরপ্রধানবর্ণাদীয়া ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লাভ করি-
য়াও, সকলের ঈশ্বর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই ভগবান্ মহেশ্বর ।
তিনি সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই প্রকট আছেন ।
তাঁহার আনন্দের ও ক্ষয় নাই । তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও পরিমার্খও অনবচ্ছিন্ন ।

মহেশ্বরঃ তস্য দাস্যং দীয়তেহৈশ্মৈ স্বামিনা সর্বং যথাভি-
লষিতমিতি দাসঃ পরমেশ্বরস্বরূপস্যাতন্ত্র্যপাত্রমিত্যর্থঃ ॥৩॥

জনশব্দেনাধিকারিবিষয়নিয়মাভাবঃ প্রাদর্শি যস্য
যস্য হীদং স্বরূপকথনং তস্য তস্য মহাকলং ভবতি প্রধান-
শৈব পরমার্থকলত্বাৎ । তথোপদিষ্টং শিবদৃষ্টৌ পরম-
গুরুভির্ভগবৎসোমানন্দনাথপাদৈঃ ।

একবারঃ প্রমাণেন শাস্ত্রাদ্বা গুরুবাক্যতঃ ।

জ্ঞাতে শিবত্বে সর্বস্বৈ প্রতিপত্ত্যা দৃঢ়াত্মনা ॥ ৪ ॥

করণেন নাস্তি কৃত্যং ক্বাপি ভাবনয়া সফলং ।

জ্ঞাতে সূবর্ণে করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেদिति ॥ ৫ ॥

উঁহারই দাসত্ব । স্বামীকর্তৃক সর্ববিধ অভিলষিত যাহাকে দেওয়া হয়,
তাহার নাম দাস । সুতরাং এখানে মহেশ্বরের দাস বলিতে তাঁহারই
স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য পাত্র, বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

পুনশ্চ, এখানে লোকশব্দ প্রয়োগ করিয়া, অধিকারী বিষয়ক
নিয়মাভাব প্রদর্শিত হইরাছে । অর্থাৎ যে যে ব্যক্তির নিকট এইকপে
স্বরূপ কথিত হয়, সেই সেই লোকের মহাকল লাভ হইয়া থাকে ।
এবিষয়ে ব্যক্তিতেদ নাই । তবে, প্রধানেরই পরমার্থ কল লাভ
হয় ॥ ৪ ॥

পরমগুরু ভগবান্ সোমানন্দনাথপাদ শিবদৃষ্টিতে ঐরূপ উপদেশ
করিরাছেন । যথা,

শাস্ত্রে বা গুরুমুখে একবার প্রমাণ ও প্রতিপত্তি সহকারে দৃঢ়কপে
সর্বব্যাপী শিবস্বরূপ বিদিত হইলে, আর করণ দ্বারা কোনরূপ কার্য
করিতে হয় না,কুড়াপি কোনরূপে ভাবনাও থাকে না । সূবর্ণ গরিজাত
হইলে, করণ ও ভাবনা উভয়ই ত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥

অপিশব্দেন স্বাত্মনস্তদভিন্নতামাবিকূৰ্ব্বতা পূর্ণত্বেন
স্বাত্মনি পরার্থসম্পত্ত্যতিরিক্তপ্রয়োজনান্তরাবকাশশ্চ
পরাকৃতঃ । পরার্থশ্চ প্রয়োজনং ভবত্যেব তল্লক্ষণযোগাৎ
ন হ্যয়ং দেবশাপঃ স্বার্থ এব প্রয়োজনং ন পরার্থ ইতি ।
অতএবোক্তমক্ষপাদেন যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ
প্রয়োজনমিতি ॥ ৬ ॥

ইহার ভার্য্য এই যে, কৃষক যেমনরাজাদি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে,
তৎক্ষণে কুদাম প্রভৃতি স্বকীয় অসাধারণ চিহ্ন সকল ব্যক্ত করে, সেইরূপ
মহেশ্বরস্বরূপের পরিজ্ঞান হইলে, আর ধ্যান-ধারণাদি কোনরূপ
ক্রিয়াযোগের অহুষ্ঠান করিতে হয় না ; ইত্যাদি ।

অধুনা, লোক সকলেরও উপকার, ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত “ও”
এই শব্দের প্রকৃত প্রয়োগ বোগ তাৎপর্য্য ব্যাপ্যাত হইতেছে। যথা,
ও শব্দ প্রয়োগকাবীর লোক সকলকে সর্বথা আমার নিজেরই গমান,
তাহা স্পষ্টাক্ষেপে নির্দেশ করিবা পূর্ব্ব বশতঃ নিজের পরার্থসম্পৎ ব্যতি-
রিক্ত প্রয়োজনান্তরাবকাশ নিরস্ত হইবাছে। অর্থাৎ আমার নিজের
যেমন উপকার করা অভিলষিত, সেইরূপ বোকেও উপকার করিতে
আমার বাসনা আছে। তবে আমি মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিবা,
সরগা পূর্ব্বকাম হইয়াছি। তজ্জন্য অধুনা পদের উপকার করা ভিন্ন,
আমার নিজের আর কোন স্বার্থ বা প্রয়োজন নাই। ইহাই ও শব্দ
প্রয়োগের ভাবার্থ। তথাহি, পরার্থই প্রয়োজন হইয়া থাকে, এইরূপ
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। স্বার্থ সাফাৎ দেবশাপ। স্তববাং, উহা
প্রয়োজন হইতে পারে না। পরার্থই প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই
কারণেই অক্ষপাদ বলিয়াছেন, যে অর্থ অধিকার করিয়া, প্রবৃত্ত হওয়া
যায়, তাহাই প্রয়োজন ॥ ৬ ॥

উপশব্দঃ সামীপ্যার্থঃ তেন জনশ্চ পরমেশ্বর-
সমীপতাকরণমাত্রং ফলম্ অতএবাহ সমস্তেতি পরমে-
শ্বরতালাভে হি সর্ব্বাঃ সম্পাদস্তম্ভিয়ান্দমব্যঃ সম্পন্না এব
রোহণাচললাভে রত্নসম্পদ ইব । এবং পরমেশ্বরতা-
লাভে কিমন্যৎ প্রার্থনীয়ম্ ।

তদুক্তমুৎপলাচার্য্যে,—

ভক্তিলক্ষ্মীসমুদ্রানাং কিমন্যদুপযাচিতম্ । .

এনয়া বা দরিদ্রাণাং কিমন্যদপযাচিতমিতি ॥ ৭ ॥

ইথং যষ্ঠীসমাসপক্ষে প্রয়োজনং নির্দিষ্টম্ । বহু-

উপকার শব্দের অর্থ এই, উপশব্দে সামীপ্য, তদ্বারা লোকের পরমে-
শ্বরসমীপতাকরণনাই ফল । এই জনাই বলিয়াছেন, সমস্ত সম্পৎ
প্রাপ্তিহেতু ইত্যাদি । ইহার ভাবার্থ এই, পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলে,
সমস্ত সম্পৎ তদীয় প্রসাদে অধিগত হইয়া থাকে । কেন না, সম্পৎ
সকল তাহা হইতেই নিব্যদ্ভিত হয় । এইজন্য রোহণাচল প্রাপ্ত হইলে,
যেমন রত্নসম্পৎ প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ তাহাকে প্রাপ্ত হইলে, তত্ত্বসম্পদের
অধিকারী হওয়া যায় । এইরূপে পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি হইলে, আর কি
প্রার্থনীয়তবা হইতে পারে ? উৎপলাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

যাহারা ভক্তিরূপ লক্ষ্মীতেই পরমধনী, তাহাদের আর কি উপযাচ্ঞা
করিতে হয় ? সেইরূপ যাহারা এবিষয়ে দরিদ্র তাহাদেরই বা আর কি
অপযাচিত আছে ? ইহার ভাবার্থ এই, যাহারা ভক্ত, ঈশ্বর তাহাদের
সকল কামনা পূর্ণ করেন । আর যাহারা অভক্ত, তাহাদের চিরকালই
অভাব । তজ্জন্য তাহাদিগকে চিরকালই আশা ও বাসনা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব
দাসত্ব বহন করিয়া, পদে পদেই অবসন্ন, বিপন্ন ও নগণ্য হইতে হয় ॥ ৭ ॥

যাহা হউক, এইরূপে যষ্ঠীসমাসপক্ষে প্রয়োজন নির্দিষ্ট হইলে,

ব্রীহিপক্ষে তূপায়ঃ সমস্তস্য বাহ্যভ্যন্তরস্ত নিত্যস্বখাদেৰ্ঘ্য
সম্পৎসন্ধিঃ তথাত্মপ্রকাশঃ তন্ত্ৰাঃ সম্যগ্‌ব্যাপ্তিৰ্যন্তাঃ
প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ হেতুঃ সা তথোক্তা তন্ত্ৰ মহেশ্বরস্ত
প্রত্যভিজ্ঞা প্রতিমাভিমুখ্যেন জ্ঞানম্ । লোকে হি স
এবাং চৈত্র ইতি প্রতিসন্ধানেনাভিমুখীভূতে বস্তুনি জ্ঞানং
প্রত্যভিজ্ঞেতি ব্যবহ্রিয়তে ইহাপি প্রসিদ্ধপূরণসিদ্ধা-
গনানুমানাদি জ্ঞাতপরিপূর্ণশক্তিকে পরমেশ্বরে সতি
স্বাত্মগুণভিমুখীভূতে তচ্ছক্তিপ্রতিসন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি
নূনং স এবেশ্বরোহহমিতি । তামেতাং প্রত্যভিজ্ঞামুপ-
পাদয়ামি উপপত্তিঃ সম্ভবঃ সম্ভবতীতি তৎসমর্থ্যাচরণেন

ধ্বনা, বহুব্রীহিসমাসপক্ষে প্রয়োজন নিদিষ্ট হইতেছে। যথা, সমস্ত
সম্পৎ প্রাপ্তি হেতু”। ইহার বহুব্রীহি সমাসসমতে অর্থ এই, সমস্ত সম্পৎ
প্রাপ্তিই যাহার হেতু, তাহাংশী প্রত্যভিজ্ঞা। এখানে সমস্ত বাহ ও
ভ্যন্তরভেদে যে কিছু নিত্য স্বখাদি, তাহার যে সম্পৎসন্ধি অর্থাৎ তৎ-
কালে প্রকাশ, তাহাবই সম্যক্ প্রাপ্তি ঐ প্রত্যভিজ্ঞার হেতু। তৎ-
প্রত্যভিজ্ঞা এই বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দে মহেশ্বর। তাহারই প্রত্য-
ভিজ্ঞা বৃত্তিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাশব্দে প্রতিমাভিমুখে জ্ঞান। ‘সেই
ই চৈত্র, ইত্যাদি প্রতিসন্ধানদ্বারা অভিমুখীভূত বস্তুতে যে জ্ঞান,
সেই নাম লোকব্যবহারে প্রত্যভিজ্ঞা। এখানেও প্রসিদ্ধ পূরণ ও
দেয় আগম এবং অনুমানাদি দ্বারা যাহার পরিপূর্ণ শক্তি পরিজ্ঞান হওয়া
য, সেই পরমেশ্বর স্বাত্মাতে অভিমুখীভূত হইলে, তদীয় শক্তির প্রতী-
কান দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, আমিই নিশ্চয় সেই ঈশ্বর।

সেই এই প্রত্যভিজ্ঞা উপপাদিত করিতেছি। উপপত্তি শব্দে সম্ভব।
‘উব হইয়া থাকে, বলিয়াই, তৎসমর্থ্যাচরণ প্রয়োজন ব্যাপার সহায়ে
উপাদান করিতেছে। ইহাই উপপাদিতের অর্থ।

প্রয়োজনব্যাপারেণ সম্পাদয়ামীত্যর্থঃ । যদীশ্বরস্বভাব
 এবাত্মা প্রকাশতে তর্হি কিমেনে প্রত্যভিজ্ঞাপ্রদর্শনপ্রয়াসে-
 নেতি চেৎ তত্রায়ং সমাধিঃ স্বপ্রকাশতয়া সততমবভাসমা-
 নেহপ্যাত্মনি মায়াবশাৎ ভাগেন প্রকাশনে পূর্ণতাবভাস-
 সিদ্ধয়ে দৃক্ক্রিয়াত্মকশক্ত্যাবিস্করণেন প্রত্যভিজ্ঞা প্রদ-
 শ্যতে । তথা চ প্রয়োগঃ অন্নমাত্মা পরমেশ্বরো ভবিতু-
 মর্হতি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ যো যাবতি জ্ঞাতা কর্তা চ
 স তাবতীশ্বরঃ প্রসিদ্ধেশ্বরবৎ রাজবদ্বা আত্মা চ বিশ্বজ্ঞাতা
 কর্তা চ তস্মাদীশ্বরোহয়মিতি অবয়বপঞ্চকস্তাশ্রয়ণং
 মায়াবাদেন নৈয়ায়িকমতস্ত কক্ষীকারাৎ ॥ ৮ ॥

যদি বল, ঈশ্বর স্বভাবেই আত্মা প্রকাশিত হইলেন । সুতরাং,
 প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন প্রয়াস স্বীকারে প্রয়োজন কি ? ইহার সমাধান
 এই, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ সম্পন্ন । সুতরাং, সতত প্রকট হইলেও,
 মায়াবশে অংশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ; পূর্ণতার প্রকট হইতে পাবেন
 না । সেই পূর্ণতার অবভাস সিদ্ধিরই জন্ত দৃক্ক্রিয়াত্মক শক্তির আবিষ্কার
 সহায়ে প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করা হইতেছে । তথাহি, ইহার প্রয়োগ
 এই, এই আত্মা জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন ।
 যে যে পরিমাণে জ্ঞাতা ও কর্তা, সে সেই পরিমাণেই ঈশ্বর । ইহার
 দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ ঈশ্বর অথবা নরপতি । আত্মা বিশ্বের জ্ঞাতা ও কর্তা,
 সুতরাং ইনি ঈশ্বর, ইত্যাদি মায়াবাদ দ্বারা নৈয়ায়িকমত স্বীকার করিয়া
 লইলে, উক্ত রূপে অবয়বপঞ্চকের আশ্রয় হইয়া থাকে । এইরূপে এক
 আত্মা মায়াবশে পঞ্চবিধ আকার পরিগ্রহ করিলে, প্রত্যভিজ্ঞা ব্যতিরেকে
 তদীয় স্বরূপ নির্দেশের সাধ্য কি ? সেই জন্তই প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শনসাধন
 স্বীকরণের প্রয়োজন ॥ ৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানদায়কসূচনা

কর্ত্তরি জ্ঞাতরি স্বাত্মাদিসিদ্ধে মহেশ্বরে ।

অজড়াত্মা নিষেধং বা সিদ্ধিং বা বিদধীত কঃ ॥ ৯ ॥

কিন্তু মোহবশাদগ্নিন্ দৃষ্টেইপ্যনুপলক্ষিতে ।

শক্ত্যাবিকরণেনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞোপদর্শ্যতে ॥ ১০ ॥

তথা হি

সর্বেষামিহ ভূতানাং প্রতিষ্ঠা জীবদাশ্রয়া ।

জ্ঞানং ক্রিয়া চ ভূতানাং জীবতাং জীবনং মতম্ ॥ ১১ ॥

তত্র জ্ঞানং স্বতঃসিদ্ধং ক্রিয়া তত্শাশ্রিতা মতী ।

পরৈরপ্যুপলক্ষ্যেত তথাত্মজ্ঞানমুচ্যত ইতি ॥ ১২ ॥

বা চৈষাং প্রতিভা তত্ত্বপদার্থক্রমরূপিতা ।

অক্রমানন্দচিক্রপঃ প্রমাতা স মহেশ্বর ইতি চ ॥ ১৩ ॥

উদয়াকরবৃহৎ বলিয়াছেন,

বিনি কর্ত্তা, জ্ঞাতা, স্বাত্মা ও অনাদিসিদ্ধ, সেই মহেশ্বরে কোন্
চেতনাবান্ ব্যক্তি বিধি বা নিষেধ আরোপ করিতে পারেন ॥ ৯ ॥

কিন্তু মোহবশে ইহাকে দেখিয়াও, দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই
কল্প শক্তির আবিকরণ পূর্ব্বক এই প্রত্যভিজ্ঞা উপদর্শিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তথাহি, সমুদায় ভূতগণের প্রতিষ্ঠাই আশ্রয় এবং সাক্ষাৎ জীবন-
দায়িনী। জ্ঞান ও ক্রিয়াই জীবিত ভূতগণের জীবন বলিয়া পরিগণিত
হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও ক্রিয়া তাহার আশ্রিত ॥ ১২ ॥

ইহাদের প্রতিভা তত্ত্বপদার্থক্রমরূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু
মহেশ্বর প্রমাতা। এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রমরহিত, আনন্দস্বরূপ ও সাক্ষাৎ
চিক্রপ ॥ ১৩ ॥

সোমানন্দনাথপাদৈরপি

সদা শিবাশ্রনা বেত্তি সদা বেত্তি সদাশ্রনা ইত্যাদি ॥১৪॥

জ্ঞানাদিকারপরিসমাপ্তাবপি

তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ ।

প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্বং মাতৈকং স ইতি স্থিতং ॥ ১৫ ॥

স এবার্থভূশত্বেন নিয়তেন মহেশ্বরঃ ।

• বিমর্শ এব দেবশ্চ শুদ্ধে জ্ঞানক্রিয়ে যত ইতি ॥১৬॥

বিবৃতাং চাভিনবগুণাচার্য্যেঃ । তমেব ভাস্তমভূভাতি
সর্বং তস্মা ভাসা সর্বমিদং বিভাতীতি শ্রুত্যা প্রকাশ-
চিহ্নপমহিম্না সর্বশ্চ ভাবজাতশ্চ ভাসকত্বমভূপেয়তে

সোমানন্দনাথপাদও বলিয়াছেন,—

সর্বদা শিবায়া দ্বারা অবগত হয় এবং সর্বদা সদাশ্রকদ্বারা বিদিত
হইয়া থাকে । অর্থাৎ লোকে শিবস্বরূপ ও মাফাং মহেশ্বরস্বরূপ
হইলেই, সর্বদা সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয় ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানাদিকার পরিসমাপ্তিতেও বলিয়াছেন,

সেই মহেশ্বরের সহিত একত্ব না ঘটিলে, সংবিৎ কখনই অপ্রকাশ
প্রাপ্ত বা প্রক্ষুরিত হইয়া, স্বকীয় বিষয়গ্রহে সমর্থ হয় না । সেই
মহেশ্বরই একমাত্র প্রমাতা । প্রকাশৈক্য হইলেই, তদেকত্ব ঘটয়া থাকে ॥১৫

সেই মহেশ্বরই নিয়ত সর্বার্থময় । সর্বথা শুদ্ধস্বরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়া
তাহারই বিমর্শস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অভিনবগুণাচার্য্যও বিশেষ বিস্তার পূর্বক বলিয়াছেন, সুমুদায়
তাহারই প্রভাবে প্রভাত বা তাহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে ।
পুনশ্চ তিনি সর্বদাই প্রকাশিত আছেন । তাহাতেই এই সমস্ত
প্রকাশভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ; ইত্যাদি শ্রুতিব্যাক্যামুসারে, প্রকাশ চিহ্ন

ততশ্চ বিষয়প্রকাশস্ত নীলপ্রকাশঃ পীতপ্রকাশ ইতি
বিষয়োপরাগভেদাদ্ভেদঃ । বস্তুতন্তু দেশকালাকারসঙ্কোচ-
বৈকল্যাদভেদ এব স এব চৈতন্যরূপঃ প্রকাশঃ প্রমাতে-
তুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

তথা চ পঠিতং শিবসূত্রেণ চৈতন্যমাস্মেতি ।
তন্তু চিদ্রূপত্বমনবচ্ছিন্নবিমর্শত্বমনন্তোন্মুখত্বমানন্দৈকঘনত্বং
মাহেশ্বর্যমিতি পর্য্যায়ঃ স এব হযং ভাবাত্মা বিমর্শঃ শুদ্ধে
পারমার্থিক্যো জ্ঞানক্রিয়ে তত্র প্রকাশরূপতাজ্ঞানং স্বতো
জগন্নির্মাতৃত্বং ক্রিয়া । তচ্চ নিরূপিতং ক্রিয়াধিকারে

হিমাসহায়ে সমুদায় স্রষ্ট বা উৎপন্ন পদার্থের ভাসকর অভ্যুপেত হইয়া
থাকে । অর্থাৎ, তিনি প্রকাশস্বরূপ ও চিত্তস্বরূপ । তাঁহাতেই সমুদায়
জগতের প্রকাশবত্তা সম্পন্ন হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে ।
মুনশ্চ, তাঁহা হইতেই নীলপ্রকাশ ও পীতপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়োপরাগ-
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিষয়প্রকাশ সংঘটিত হইয়াছে । বস্তুতঃ, দেশ,
দাল, আকার এই সকলের সংকোচবৈকল্য বশতঃ তাঁহাতে কোনপ্রকার
ভেদ বা দ্বৈতভাব নাই । তিনিই সাক্ষাৎ চৈতন্য, সাক্ষাৎ প্রকাশ ও
সাক্ষাৎ প্রমাতা বলিয়া, পবিগণিত হয়েন ॥ ১৭ ॥

শিবসূত্রে পঠিত হইয়াছে, আত্মা চৈতন্য স্বরূপ । এখানে আত্মা
শব্দে মহেশ্বর । চিদ্রূপত্ব, অনবচ্ছিন্নবিমর্শত্ব, অনন্যোন্মুখত্ব, এবং আনন্দৈক-
ঘনত্বই মহেশ্বরত্ব । তিনিই ভাবাত্মা, অর্থাৎ সমুদায় স্রষ্ট পদার্থের
স্বরূপ । তিনিই বিমর্শস্বরূপ । তিনিই পরম নির্মল ও পারমার্থিক
জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দ্বিবিধ স্বরূপ । তন্মধ্যে জ্ঞানশব্দে প্রকাশরূপতা
এবং ক্রিয়াশব্দে অনাদীয়াসাহায্যানিরপেক্ষ হইয়া, জগতের নির্মাণ-
কর্তৃত্ব । ক্রিয়াধিকারেও নিরূপণ করিয়াছেন,—

এষ চানন্দশক্তিহাদেবমাতাসয়ত্যমুন ।

ভাবানিচ্ছাবশাদেষা ক্রিয়া নির্মাতৃতোহশ্বেতি ॥ ১৮ ॥

উপসংহারেহপি ।

ইথং তথা ঘটপটাদ্যাকারজগদাত্মনা ।

তিষ্ঠাসৌরেবমিচ্ছব হেতুকত্বকৃত্য ক্রিয়েতি ॥ ১৯ ॥

তস্মিন্ সতীদমন্তীতি কার্য্যাকারণতাপি যা ।

সাপ্যাপেক্ষাবিহীনানাং জড়ানাং নোপপদ্যতে ॥ ২০ ॥

ইতি ন্যায়েন যতো জড়স্য ন কারণতা ন বা অনী-
শ্বরস্য চেতনস্যাপি তস্মাৎ তেন জগদগতজন্মস্থিত্যাদি-
ভাববিকারতভেদেদক্রিয়াসহস্ররূপেণ স্বাত্মমিচ্ছাঃ স্বতন্ত্রস্য
ভগবতো মহেশ্বরশ্চেবোত্তরোত্তরমুচ্চস্বভাবা ক্রিয়া

তিনি আনন্দশক্তিস্বরূপ । তৎপ্রভাবে ইচ্ছাক্রমেই ভূবনাদি
সমুদায় ভাবজাত অবভাসিত করিয়া থাকেন । ইহাই তাঁহার নির্মাতৃ-
ক্রিয়া ॥ ১৮ ॥

উপসংহারেও বলিয়াছেন, এই প্রকারে সুপ্রসিদ্ধ ঘটপটাদির আকার
বিশিষ্ট জগৎস্বরূপে অবস্থিতি করিতে তাহার ইচ্ছা হয় । ইহাই হেতু-
কত্বকৃত ক্রিয়া ॥ ১৯ ॥

সেই সংস্বরূপ মহেশ্বরে ঐরূপে যে কার্য্যাকারণতা বিদ্যমান আছে,
তাহা অপেক্ষাবিহীন জড়গণে কখন উপপাদিত হয় না ॥ ২০ ॥

ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে, যেহেতু, জড়গণের ও অনীশ্বর চেতনেরও
যেমন কারণতা নাই, সেইজন্যই, স্বতন্ত্রস্বরূপ ভগবান মহেশ্বর তত্ত্ব
জগদগত জন্ম স্থিতি প্রভৃতি ভাববিকারের তত্ত্ব ভেদক্রিয়ায় সহস্ররূপে
অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক হইলেই, তাঁহার সেই ইচ্ছাকেই উত্তরোত্তর
উচ্চস্বভাবক্রিয়া বা বিশ্বকত্ব বলিয়া থাকে । ইচ্ছানাম্নে ঐরূপে

বিশ্বকর্তৃত্বং বোচ্যত ইতি । ইচ্ছামাত্রেন জগন্নির্মাণমিত্যত্র
দৃষ্টান্তোহপি স্পষ্টঃ নির্দিষ্টঃ ।

যোগিনামপি মূর্খীজে বিনৈবেচ্ছাবশেন যৎ ।

ঘটাদি জায়তে তত্তৎ স্থিরস্বার্থক্রিয়াকরমিতি ॥ ২১ ॥

যদি ঘটাদিকাঃ প্রতি মূর্খাদ্যেব পরমার্থতঃ কারণং
স্মাভিহি কথং যোগীচ্ছামাত্রেন ঘটাদিজন্য স্মাৎ । অথো-
চ্যেত অন্ত এব মূর্খীজাদিজন্যা ঘটাকুরাদয়ো যোগীচ্ছা-
জন্যন্তুন্যা এবেতি তত্রাপি বোধ্যসে সামগ্রী ভেদান্তাবৎ
কার্যভেদ ইতি সর্বজনপ্রসিদ্ধম্ । যে তু বর্ণয়ন্তি
নোপাদানং বিনা ঘটাদ্যুৎপত্তিরিতি যোগী ত্বিচ্ছয়া
পরমাণুন্ ব্যাপারয়ন্ সজ্জটয়তীতি তেহপি বোধনীয়ঃ ।
যদি পরিদৃষ্টকার্যকারণভাববিপর্যায়ো ন লভ্যেত, তর্হি

যে জগতেব নির্মাণ হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্তও স্পষ্ট নির্দিষ্ট
হইয়াছে,—

যোগিগণেব ইচ্ছাবশে মৃত্তিকা ও বীজ ব্যতিরেকেই ঘটাদি
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহারই নাম ইচ্ছানুসাবিণী ক্রিয়াশক্তি ॥ ২১ ॥

যদি ঘটাদির উৎপত্তিব প্রতি মূর্খাদিই পরমার্থতঃ কারণ হয়,
তাহা হইলে, কিরূপে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদির জন্ম হইতে পারে ?
যদি বল, মৃত্তিকা ও বীজাদিজনিত ঘট ও অঙ্কুরাদি, যোগীর ইচ্ছাজনিত
তত্তৎ ঘটাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলেও বলািতে হইবে,
সামগ্রীভেদে কার্যভেদ হইয়া থাকে, ইহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ । পুনশ্চ,
সাহারা বলিয়া থাকে, উপাদান ব্যতিবেকে ঘটাদির উৎপত্তি হয় না ;
যোগী ইচ্ছাবশে পরমাণু সকলকে ব্যাপারিত করিয়া সংঘটিত করেন ;
তাহাদের এ কথা বলা উচিত, যদি দৃশ্যমান কার্যকারণভাববিপর্যায়

ঘটনুদগুচক্রাদিদেহে স্ত্রীপুরুষসংযোগাদি সৰ্ব্বমপেক্ষ্যত ।
তথা চ যোগীচ্ছাসমনন্তরসঞ্জাতঘটদেহাদিসম্ভবৌ হুঃসমর্থ
এব স্তাৎ চেতন এব তু তথা ভাতি ভগবান্ স্মরিত্বগো
মহাদেবো ঐনয়ত্যমুবর্তনোল্লভনঘনতরস্বাত্ত্ব্য ইতি পক্ষ
ন কাচিদমুপপত্তিঃ । অতএবোক্তং বহুগুণাচার্যোঃ ॥

নিরূপাদানসম্ভারমভিতাবেব তদ্বতে ।

জগদিত্রং নমস্তস্মৈ কলাম্বাঘ্যায় শূলিনে ইতি ॥ ২২ ॥

নমু প্রত্যগাত্মনঃ পরমেশ্বর্যভিষঙ্গে সংসারসম্বন্ধঃ
কথং ভবেদিতি চেত্তত্রোক্তমাগমাদিকারে ।

এষ প্রমাতা মায়াধ্বঃ সংসারী কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

বিদ্যাভিজ্ঞাপিতৈশ্বৰ্য্যশ্চিদম্বনো মুক্ত উচ্যত ইতি ॥ ২৩ ॥

লাভ না হইলে, তাহা হইলে ঘট ও নুদগুচক্রাদি দেহে স্ত্রীপুরুষ সংযোগাদি
সর্ববিধ ব্যাপার অপেক্ষিত হইয়া থাকে । তথাচ, যোগীর ইচ্ছামাত্রই
সমুদ্ভূত ঘটাদিসম্ভব হুঃসমর্থ হইয়া উঠে । এইরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ভগবান
হ্রিভগ মহাদেব নিয়তির অমুবর্তন অতিক্রম করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন
স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে বিহার করিতেছেন । এ বিষয়ে কোনপ্রকার অমুপপত্তি
নাই । এইজন্তই বহুগুণাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যিনি কোনপ্রকার উপাদানসম্ভার গ্রহণ না করিয়া, অভিত্যজেই এই
জগৎ রূপ চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই ভগবান মহাদেবকে নমস্কার করি ॥ ২২ ॥

যদি বল, প্রত্যগাত্মা, পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, তবে তাঁহার সংসারসম্বন্ধ
কিকূপে ঘটয়া থাকে ? আগমাদিকারে এবিষয়ের সমাধান করিয়াছেন,—

এই প্রমাতা মায়াবশে মোহাচ্ছন্ন হইলেই, কৰ্ম্মবন্ধনগ্রস্ত ও তমি-
বন্ধন সংসারী হইয়ন । আবার, যখন বিদ্যাাদি সহায়ে ঐশ্বৰ্য্য পরিজ্ঞাত ও
নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাসত্তায় আবিষ্ট হন, তখন মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

নমু প্রমেয়স্য প্রমাত্রভিন্নহে বন্ধমুক্তয়োঃ প্রমেয়ঃ
প্রতি কোঁ বিশেষঃ অজ্ঞাপ্যন্তরমুক্তং তদ্বার্থসংগ্রহাধিকারে
মেয়ং সাধারণং মুক্তঃ স্বাত্মাতেদেন মন্যতে ।

মহেশ্বরো যথাবদ্ধঃ পুনরত্যস্তভেদবদিতি ॥ ২৪ ॥

নম্রাঙ্গনঃ পরমেশ্বরঃ স্বাভাবিকং চেমার্থঃ প্রত্যভিজ্ঞা-
প্রার্থনয়া নহি স্বীকৃত্যপ্রত্যভিজ্ঞাতং সতি সহকারিসাকল্যে
অকুরং নোৎপাদয়তি তস্যাৎ কস্মাবাঙ্গ্যপ্রত্যভিজ্ঞানে
নির্বন্ধ ইতি চেতুচ্যতে । শৃণু তাবদিদং মহেশ্বর । দ্বিবিধা
হ্যর্থক্রিয়া বাহ্যাকুরাদিকা প্রমাত্রবিশ্রান্তিচমৎকারসারা
প্রীত্যাদিরূপা চ । তত্রাদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানং নাপেক্ষতে ।
দ্বিতীয়া তু তদপেক্ষত এব । ইহাপ্যহমীশ্বর ইত্যেবমুত-

যদি বল, প্রমেয় প্রমাত্রা হইতে অভিন্ন । সুতরাং, প্রমেয়ের প্রতি
বন্ধমুক্তির বিশেষ কি ? তদ্বার্থসংগ্রহাধিকারে এ বিষয়েরও উত্তর
দিয়াছেন,—

স্বাত্মা ও মূলস্বরূপ মহেশ্বর সাধারণ প্রমেয়কে অভেদে জ্ঞান করিয়া
থাকেন । কিন্তু যখন উক্তরূপে বদ্ধ হন, তখন পুনরায় অত্যন্ত ভেদবৎ
মনে করেন ॥ ২৪ ॥

যদি বল, আত্মার পরমেশ্বর স্বভাবসিদ্ধ । সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা-
প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই । অপ্রত্যভিজ্ঞাত বীজ কি সহকারী সকলের
সমবায়ে অকুর উৎপাদন করে না ? অতএব কিজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞানে
নিবন্ধ ? একথা সত্য বটে । কিন্তু এ সম্বন্ধে রহস্ত আছে । তাহা
প্রণব কর । অর্থক্রিয়া দ্বিবিধ ; প্রথম, বাহ্যাকুরাদিকা ও দ্বিতীয়, প্রমাত্র-
বিশ্রান্তি-চমৎকারসারা প্রীত্যান্দিকপা । তন্মধ্যে প্রথম, প্রত্যভিজ্ঞানের
কোনরূপ অপেক্ষা রাখে না । কিন্তু দ্বিতীয়, সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা

চমৎকারসারা পরাপরসিক্লিষ্টগুণজীবাত্মকত্বশক্তিবিভূতি-
রূপার্থক্ৰিয়েতি স্বরূপপ্রত্যভিজ্ঞানমপেক্ষীয়ম্ ॥২৫॥

ননু প্রমাতৃবিশ্রান্তিসারার্থক্ৰিয়া প্রত্যভিজ্ঞানেন
বিনা দৃষ্টা সতী তস্মিন্ দৃষ্টেতি ক দৃষ্টম্ । অত্রোচ্যতে
নায়কগুণগুণসংশ্রবণপ্রবন্ধানুরাগা কাচন কামিনী মদন-
বিহ্বলা বিরহক্লেশমসহমানা মদনলেখাবলম্বনেন আবস্থানি-
বেদনানি বিধত্তে তথা বেগাক্রমিকটমটতাপি তস্মিন্মব-
লোকিতেহপি তদবলোকনং তদীয়গুণপরামর্শাভাবে জন-
সাধারণত্বং প্রাপ্তে হৃদয়ঙ্গমভাবং ন লভতে । যদা তু
মূর্ত্তিবচনাত্তদীয়গুণপরামর্শং কৰোতি তদা তৎক্ষণমেব
পূর্ণভাবমভ্যেতি । এবং স্বাত্মনি বিশ্বেশ্বরাত্মনা ভাসমানেন-

করিয়া থাকে । আমিও সেই ঈশ্বর, ইত্যাকারে এবং ভূত যে চমৎকা-
রসারা অর্থক্ৰিয়া পরাপরসিক্লিষ্ট গুণ জীব ও আত্মা উভয়ের ঐক্যশক্তি-
বিভূতিস্বরূপ, তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞান সৰ্ব্বথা অপেক্ষণীয় হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

যদি বল, প্রমাতৃবিশ্রান্তিসারা অর্থক্ৰিয়া প্রত্যভিজ্ঞান বিনা দৃষ্ট হয়
না, ইহা কোথায় দেখিলে বা কিরূপে জানিলে ? ইহার উত্তর এই,
নায়কের গুণাগুণ সবিশেষ শ্রবণপূর্বক অনুরাগ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া
উঠিলে, কোন কামিনী মদনবিহ্বলা হইয়া, বিরহক্লেশ সহ করিতে
না পারিয়া, মদনলেখন অবলম্বন করিয়া, স্বকীয় অবস্থার বিনিবেদন
করে । এবং সেই নায়ক দৃষ্টিবিষয়ে উপনীত হইলে, মনের আবেগ
বশতঃ তাহার নিকটেও ভ্রমণ করিয়া থাকে । কিন্তু যদি নায়কের
গুণশ্রবণের অভাব হয়, তাহা হইলে, তদীয় অবলোকন জনসাধারণ
প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই কামিনীর হৃদয়ঙ্গম ভাব লাভ করিতে পারে না ।
এইরূপ স্বাত্মা বিশ্বেশ্বরাত্মা দ্বারা ভাসমান হইলেও, সেই নির্ভাসন,

হপি তন্নির্ভাসনং তদীয়গুণপরামর্শবিরহসময়ং পূর্ণভাবঃ ন
সম্পাদয়তি যদা তু গুরুবচনাदिना सर्वज्ञसर्वकर्तृत्वादि-
लक्षणपरमेश्वरोत्कर्षपरामর্शो जायते तदा तत्क्षणमेव
पूर्णाश्रितालाভः । तद्वक्तुं चतुर्थे विमर्शे

তৈন্তৈরপ্যুপযাচিতৈরুপনতস্তত্ত্বাঃ স্থিতোপ্যন্তিকে
কান্তো লোকসমান এবমপরিজাতো ন রস্তুং যথা ।

লোকশ্চৈষ তথানপেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপি বিশ্বেশ্বরে।
মৈবায়ং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ইতি ॥২৬॥

অভিনবগুপ্তাদিভিরাচার্যৈর্বিহিতপ্রতানোহপি অয়-
মর্থঃ সংগ্রহমুপক্রমমাগৈরস্মাভিবিস্তরভিয়া ন প্রতানিত
ইতি সর্বশিবম্ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞদর্শনম্ ।

উল্লিখিত বিশ্বেশ্বরাশ্রায় গুণপরামর্শ বিরহসময়ে পূর্ণভাবে পরিণত হয়
না । কিন্তু যখন গুরুবচনাদি দ্বারা পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বাদি-
সকল উৎকর্ষ পরামুগ্ধ হইয়া থাকে, সেই সময়ে তৎক্ষণমাত্র পূর্ণাশ্রিতা
প্রাপ্ত হয় । চতুর্থ বিমর্শে এ বিষয় বলিয়াছেন,—

নায়কের গুণ যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে, সে সাধারণ লোকের
মধ্যে গণ্য হওয়াতে, তত্ত্ব উপযাচিত দ্বারা উপনীত ও নিকটে অবস্থিত হই-
লেও, কামিনীর মনোরঞ্জে সমর্থ হয় না । এইরূপ মহেশ্বর স্বাত্মস্বরূপ
হইলেও, গুণপরামর্শবিরহে লোকের নিকট নিজবৈভবপ্রকাশপূর্বক তাহার
ঈদৃশাক্ষণ করেন না । সেইজন্যই প্রত্যভিজ্ঞার অবতারণা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

অভিনবগুপ্তাদি আচার্যগণ এ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন ।
আমরা সংগ্রহমাত্র প্রবৃত্ত হইলাম । এই কাণ্ডে বিস্তরভয়ে আর অধিক
বিস্তৃত করিলাম না ।

অথ রসেশ্বরদর্শনম্ ।

অপরে মাহেশ্বরাঃ পরমেশ্বরতাদাক্স্যবাদিনোহপি
 পিণ্ডৈশ্চৈষ্যে সৰ্ব্বাভিমতা জীবমুক্তিঃ সেৎস্বতীত্যাশ্বায়
 পিণ্ডৈশ্চৈষ্যোপায়ঃ পারদাদিপদবেদনীয়ং রসমেব সঙ্গিরন্তে
 রসস্ত পারদত্বং সংসারপরপারপ্রাপণকৃত্বেন । তদুক্তম্
 সংসারস্ত পরং পারং দত্তেহসৌ পারদঃ স্মৃত ইতি ॥ ১ ॥

রসার্ণবেহপি

পারদো গদিতো যস্মাৎ পরার্থং সাধকোত্তমৈঃ ।

স্পৃগোহয়ং মৎসমো দেবি মম প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ ॥ ২ ॥

রসেশ্বর দর্শন ।

কোন কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায় পরমেশ্বরের তাদাক্স্য স্বীকার
 করিয়াও, পিণ্ডৈশ্চৈষ্যে অর্থাৎ এই দেহকে যদি কোনরূপে অবিকৃত অব-
 স্থায় রাখা যায়, তাহা হইলে, সকল লোকের অভিমত জীবমুক্তি লাভ
 হইতে পারে, এই প্রকার আশা সম্পন্ন হইয়া, পারদাদিশব্দবেদ্য রসকেই
 পিণ্ডৈশ্চৈষ্যের উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। কেননা, রস সংসারের
 পরপারপ্রাপ্তির হেতু। এই কারণে তাহার নাম পারদ হইয়াছে।
 তথাহি বলিয়াছেন,—

সংসারের পরপার প্রদান করে, এইজন্য পারদ বলিয়া থাকে ॥ ১ ॥

রসার্ণবেও নির্দিষ্ট আছে,—

দেবি! ইহা আমার সমান এবং আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত
 হইয়াছে। এইজন্য সাধকশ্রেষ্ঠগণ গুপ্তস্বভাব ইহাকে পানদ বলিয়া
 থাকে ॥ ২ ॥

মম দেহরসো যস্মাদ্রসস্তেনায়মুচ্যতে ইতি ॥ ৩ ॥

প্রকারান্তরেণাপি জীবমুক্তিযুক্তো নেয়ং বাচো-
যুক্তিযুক্তিমতীতি চেম্ম যট্ স্বপি দর্শনেষু দেহপাতানস্তরং
মুক্তেরুক্ততয়া তত্র বিশ্বাসানুপপত্ত্যা নির্বিচিকিৎসপ্রবৃত্তে-
রনুপপত্তেঃ । তদপ্যুক্তং তত্রৈব

ষড়্ দর্শনেহপি মুক্তিস্ত দর্শিতা পিণ্ডপাতনে ।

করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষা নোপলভ্যতে ।

তস্মাত্তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈরিতি ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্যৈরপি

ইতি ধনশরীরভোগান্নাস্তা নিত্যান্ সदैব যতনীয়ম্ ।

মুক্তো সা চ জ্ঞানাত্তচ্চাত্মসাৎ স চ স্থিরে দেহে ইতি ॥ ৫ ॥

অধিক কি, ইহা আমার দেহের রস । সেইহেতু, ইহাকে রসও বলে ॥ ৩ ॥

যদি বল, প্রকারান্তরেও জীবমুক্তি লাভ হইয়া থাকে । সুতরাং, এ কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । বিশেষতঃ, ছয় দর্শনেও দেহপাতানস্তর মুক্তির কথা বলা হইয়াছে । ইহা দ্বারা তাহাতে অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং তজ্জন্য কাহারই তাহাতে নিঃসন্দেহ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । তাহাতেই ইহাও বলা হইয়াছে,—

ষড়্ দর্শনে পিণ্ডপাতানস্তর মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । এই মুক্তি হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইলেও, উপলব্ধি হয় না । সেইজন্য রস ও রসায়ন সাহায্যে পিণ্ডের রক্ষা করিবে ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

এইরূপে ধন, শরীর, ভোগ সমস্তই নিত্য, জানিয়া, সর্বদাই মুক্তির জন্য যত্ন করিবে । এই মুক্তি জ্ঞানবলে লাভ করা যায় । জ্ঞান আবার

ননু বিনশ্বরতয়া দৃশ্যমানস্য দেহস্য কথং নিত্যত্বমব-
মীয়ত ইতি চেষ্টমৈবং মংস্থাঃ ষাট্ কৌশিকস্য শরীরস্ত্যা-
নিত্যত্বে রসাত্মকপদাভিলপ্যহরগৌরীসৃষ্টিজাতস্য নিত্য-
ত্বোপপত্তেঃ ॥

তথাচ রসহৃদয়ে

যে চাত্যক্তশরীরে হরগৌরীসৃষ্টিজাস্তরং প্রাপ্তাঃ ।

বন্দ্যাস্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণঃ কিঙ্করো যেষামিতি ॥ ৬ ॥

তস্মাজ্জীবন্মুক্তিং সমীহমানেন যোগিনা প্রথমং
দিব্যতনুবিধেয়। হরগৌরীসৃষ্টিসংযোগজনিতত্বঞ্চ রসস্য
হরজত্বেনাত্মকস্য গৌরীসম্ভবত্বেন তত্তদাত্মকত্বমুক্তম্ ॥

অভ্যাস দ্বারা লব্ধ হয়। দেহ স্থিরভাবে প্রাপ্ত হইলেই, এই অভ্যাস
সংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যদি বল, সমস্ত দৃশ্য জগৎই বিনশ্বর। তদ্বিধায়ে, এই দৃশ্যমান দেহ
নিত্য বলিয়া, কিরূপে স্বীকার করা যাইবে? এরূপ কদাচই মনে কবিও
না। ষাট্ কৌশিক এই দেহ অনিত্য হইলেও, রসাত্মকপদবাচ্য হরগৌরী-
সৃষ্টিজাতের নিত্যত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে।

তথাচ, রসহৃদয়ে বলিয়াছেন,—

যাহারা শরীরেই হরগৌরীর সৃষ্টিজাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা
রসসিদ্ধ। এবং তজ্জন্ত সফল লোকেরই বন্দনীয়। সমুদায় মন্ত্র তাঁহাদের
কিঙ্কর ॥ ৬ ॥

এইজন্ত, জীবন্মুক্তির অভিলাষী যোগী পুরুষ দিব্য দেহ বিধান করি-
বেন। হর হইতে রস উৎপন্ন ও গৌরী হইতে অত্মক প্রাচুর্ভূত হইয়াছে।
এইজন্ত উভয়কে হরগৌরীসৃষ্টির সংযোগজনিত ও তন্নিবন্ধন তদাত্মক
বলিয়া, নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

অভ্রকম্বব বীজস্ত মম বীজস্ত পারদঃ ।

অনয়োস্মৈলনং দেবি মৃত্যুদারিদ্ৰীনাশনমিতি ॥ ৭ ॥

অতল্লমিদমুচ্যতে দেবদৈত্যমুনিমানবাদিসু বহবো
রসসামর্থ্যাদিব্যং দেহমাপ্তিত্য জীবমুক্তিমাপ্তিতাঃ
শ্রুয়ন্তে রসেশ্বরসিদ্ধান্তে

দেবাঃ কেচিন্মহেশাদ্যা দৈত্যাঃ কাব্যপুরুষরাঃ ।

মুনয়ো বালখিল্যাদ্যা নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্যো গোবিন্দনায়কঃ ।

চৰ্কটিঃ কপিলো ব্যালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ ॥৯॥

এতেহম্বে বহবঃ সিদ্ধা জীবমুক্তাশ্চরন্তি হি ।

তনুং রসময়ীমাপ্য তদাত্মককথাচণা ইতি ॥ ১০ ॥

অয়মেবাস্ত্যর্থঃ পরমেশ্বরেণ পরমেশ্বরীং প্রতি প্রপঞ্চিতঃ ।

হে দেবি ! অভ্রক তোমার বীজ ও পারদ আমার বীজ । ইহাদের
পবম্পরের মিলন মৃত্যু ও দরিদ্রতা বিনাশ করে ॥ ৭ ॥

ইহাক সামান্য কথা । দেব, দৈত্য, মুনি ও মানবাদের মধ্যেও অনেকে
রসসামর্থ্যবলে দিব্য দেহ আশ্রয় করিয়া, জীবমুক্তি লাভ হইয়াছে ।
বসেশ্বরসিদ্ধান্তে শ্রুত হওয়া যায়, মহেশাদি কোন কোন দেবগণ, কংসাদি
দৈত্যগণ, বালখিল্যাদি ঋষিগণ, সোমেশ্বরাদি নৃপগণ, গোবিন্দভগবৎ-
পাদাচার্য্য, গোবিন্দনায়ক, চৰ্কটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন ॥৮॥
ইহারা এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি সিদ্ধ ও জীবমুক্ত হইয়া, রসময় শরীর
পরিগ্রহ করিয়া, বিচরণ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

স্বয়ং পরমেশ্বরও পরমেশ্বরীর নিকট এই অর্থই প্রপঞ্চিত করিয়া-
ছেন । যথা—

কৰ্মযোগেন দেবেশি প্ৰাপ্যতে পিণ্ডধাৰণম্ ।
 রসশ্চ পবনশ্চেতি কৰ্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥
 মুচ্ছিতো হরতি ব্যাধীন্ মৃতো জীবয়তি স্বয়ম্ ।
 বন্ধঃ খেচরতাং কুৰ্য্যাদ্ভাসো বায়ুশ্চ ভৈরবীতি ॥ ১২ ॥
 মুচ্ছিতস্বরূপমপ্যুক্তম্
 নানাবর্ণো ভবেৎ সূতো বিহায় ঘনচাপলম্ ।
 লক্ষণং দৃশ্যতে যন্ত মুচ্ছিতং তং বদন্তি হি ॥ ১৩ ॥
 আর্দ্রত্বঞ্চ ঘনত্বঞ্চ তেজো গৌরবচাপলম্ ।
 যন্তেতানি ন দৃশ্যন্তে তং বিদ্যান্মৃতসূতকমিতি ॥ ১৪ ॥
 অন্ত্ৰ বন্ধস্বরূপমপ্যভ্যধায়ি
 অক্ষতশ্চ লঘুদ্রাবী তেজস্বী নিৰ্ম্মলো গুরুঃ ।
 স্ফোটনং পুনরাবৃত্তৌ বঙ্গসূতস্য লক্ষণমিতি ॥ ১৫ ॥

দেবশি ! কৰ্মযোগ দ্বাৰাই দেহধাৰণ বা স্বৈৰ্য্য সম্পাদিত হয় ।
 কৰ্মযোগ দ্বিবিধ, রস ও পবন ॥ ১০ ॥

রস ও বায়ু মুচ্ছিত হইলে, ব্যাধি সকল হরণ করে ; স্বয়ং মৃত হইলে,
 জীবন দান করে, বন্ধ হইলে খেচরত্ব সম্পাদন করে ॥ ১১ ॥

মুচ্ছিতের স্বরূপও বলিয়াছেন,—
 যাহার ঘনত্ব ও চপলত্ব নাই, এরূপ নানাবর্ণের রসকে মুচ্ছিত
 বলে ॥ ১২ ॥

আর্দ্রত্ব, ঘনত্ব ও তেজগৌরবচপলত্ব এই সকল বাহাতে দেখিতে
 পাওয়া যায় না, তাহার নাম মৃত সূতক, জানিবে ॥ ১৩ ॥

অন্যত্র বন্ধস্বরূপও বলিয়াছেন,—

ননু হরগৌরীস্থিতিসিদ্ধৌ পিণ্ডস্থৈর্যামাস্বাতুং পার্য্যতে
তৎসিক্কিরেব কথমিতি চেম অষ্টাদশসংস্কারবশান্ত-
দ্রুপপত্তেঃ । তদুক্তমাচার্য্যৈঃ

তস্য হি সাধনবিধৌ স্থধিয়াং প্রতিকৰ্ম্মনিৰ্ম্মলাঃ প্রথমম্ ।
অষ্টাদশসংস্কারা বিজ্ঞাতব্য্যাঃ প্রযত্নেনেতি ॥ ১৬ ॥

তে চ সংস্কারাঃ নিরূপিতাঃ

শ্বেদনমর্দনমূচ্ছনস্থাপনপাতননিরোধনীয়মাশ্চ ।

দীপনগগনগ্রাসপ্রমাণমথ জারণা পিধানম্ ॥ ১৭ ॥

গৰ্ভদ্রুতিবাহুদ্রুতিক্ষারণসরাগসারণাশ্চৈব ।

ক্রামণবেধৌ ভক্ষণমষ্টাদশধেতি রসকশ্মেতি ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রপঞ্চস্ত গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যসর্ব্বজ্ঞরামে-

অক্ষত, লঘুদাবী, তেজোবিশিষ্ট, নিৰ্ম্মল ও গুরু, ইহাই বদ্ধহৃতকের
লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

যদি বল, হরগৌরীস্থিতিসিদ্ধি হইলে, পিণ্ডস্থৈর্য্য সম্পাদন কল্পিতে
পারা যায় । এক্ষণে, কথা এই, সেই সিদ্ধি কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ?
ইহাব উত্তর এই, অষ্টাদশ সংস্কার বশেই তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে ।
আচার্য্যগণ তৎসমস্ত নির্দেশ করিয়াছেন,—

তাহার সাধন করিতে হইলে, স্থধীগণ যত্নসহকারে প্রথমে অষ্টাদশ
সংস্কার বিদিত হইবেন । ১৫ ॥

তত্ত্বং সংস্কার নিরূপিত হইয়াছে,—

শ্বেদন, মর্দন, মুচ্ছন, স্থাপন, পাতন, নিরোধন, দীপন, গগন, গ্রাসন,
প্রমাণ, জাবণ, পিধান, গৰ্ভদ্রুতি, বাহুদ্রুতি, ক্ষারণ, ক্রমণ, বেধ, ভক্ষণ
এই অষ্টাদশবিধ রসকৰ্ম্ম ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্য ও সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বরভট্টারক প্রভৃতি প্রাচীন

শ্রবণভট্টারকপ্রভৃতিভিঃ প্রাচীনৈরাচার্যৈর্নিরূপিত ইতি
গ্রন্থভূয়যন্তুভয়াছুদাস্যতে ।

ন চ রসশাস্ত্রং ধাতুবাদার্থমেবেতি মন্তব্যং দেহবেধ-
দ্বারা মুক্তিরেব পরমপ্রয়োজনত্বাৎ । তদুক্তং রসার্ণবে
লোহবেধস্তয়া দেব যদন্তং পরমীশিতঃ ।

তং দেহবেধমাচক্ষু যেন স্যাৎ খেচরীগতিঃ ॥ ১৯ ॥

যথা লোহে তথা দেহে কর্তব্যঃ সূতকঃ সতা ।

সমানং কুরুতে দেবি প্রত্যয়ং দেহলোহয়োঃ ।

পূর্বং লোহে পরীক্ষিত পশ্চাদেহে প্রযোজয়েদिति ॥২০॥

ননু সচ্চিদানন্দাত্মকপরতত্ত্বক্ষুরণাদেব মুক্তিসিদ্ধৌ

আচার্য্যগণ ইহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন । গ্রন্থবাহ্য্যভায়ে তাহা
নিবৃত্ত হওয়া গেল ।

● রসশাস্ত্রকে কেবল ধাতুবাদার্থ মনে কবা কর্তব্য নহে । কেনন,
ইহা দ্বারা দেহবেধপূর্বক মুক্তিরূপ পরমপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।
বসার্ণবেও বলিয়াছেন,—

হে দেব ! যাহা দ্বারা খেচরীগতি সিদ্ধ হয়, সেই দেহবেধ কর্তন
করুন ॥ ১৭ ॥

যেমন লোহে, তেমন দেহে সূতক প্রয়োগ করা সাধুগণের
কর্তব্য ॥ ১৮ ॥

দেবি ! ইহা দেহ ও লোহ উভয়ের প্রতি সমান করিয়া থাকে।
প্রথমে লোহে পরীক্ষা করিয়া, পরে দেহে প্রয়োগ করিবে ॥ ১৯ ॥

যদি বল, সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বের বিক্ষুরণ দ্বারা, মুক্তি সিদ্ধ হয়
থাকে । সুতরাং দিব্যদেহসম্পাদনপ্রয়াসে প্রয়োজন কি ?

কিমেনে দিব্যদেহসম্পাদনপ্রায়সেনেতি চেতদেতদবার্ত্তং
বার্ত্তশরীরলাভে তদ্বার্ত্তায়া অযোগাৎ ।

তদুত্তং রসহৃদয়ে ।

গলিতানল্পবিকল্পঃ সৰ্ব্বাধ্ববিবক্ষিতশ্চিদানন্দঃ ।

ক্ষুরিতোহপ্যক্ষুরিততনোঃকরোতি কিং জন্তবর্গশ্চেতি ২১

যং জরয়া বার্ত্তিতং কাশস্থাসাদিহুঃখবিশদঞ্চ ।

যোগ্যং তং ন সমাধৌ প্রতিহতবুদ্ধীন্দ্রিয়প্রসরম্ ॥ ২২ ॥

বালঃ ষোড়শবর্ষো বিষয়রসাস্বাদলম্পটঃ পরতঃ ।

যাতবিবেকো বুদ্ধো মর্ত্যঃ কথমাধুয়ান্মুক্তিমিতি ॥২৩॥

ইহাব উত্তর এই, এই বর্ত্তমান দেহ অবার্ত্ত অর্থাৎ মুক্তিকারির স্থায়
কথা ক্ষুদ্রিশ্রুত । সুতরাং মৃত্যুকাহিতে স্বর্গ্যাকরণেরূপ প্রতিকলিত
হয় না, এই জড় দেহেও তদ্রূপ চৈতন্তজ্যোতির প্রক্ষুব্ধ সম্ভাবনা নাই ।

রসহৃদয়েও বলিয়াছেন,—

সম্ভবিধ সম্প্রদায়েই বাহ্য পরম অভীষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং
সাহায়ে কোনপ্রকার বিকল্পেই লেশমাত্র নাই, সেই চিদানন্দ ক্ষুরিত
হিলেও, অক্ষুরিত-দেহবিশিষ্ট জন্তুগণের কি করিতে পারেন ? ॥ ২১ ॥

বিশেষতঃ, যে ব্যাক্ত জরাপ্রভাবে একবাবই বার্ত্তিত, কাসস্থাসাদি
শে অবসাদিত, তন্নিবন্ধন সমাধিসাধনে সর্ব্বথা অল্পবুদ্ধ, এবং সর্ব্বথা
দুঃখ ও ইন্দ্রিয় প্রসাব বিবর্জিত হইয়াছে, চিদানন্দ তাহার কি করিতে
বেন ? ॥ ২২ ॥

বালক, অথবা বিষয়রসাস্বাদে নিতান্ত কামুকচিত্ত ষোড়শ-
বর্ষ যুবা, অথবা বিবেকবহিষ্কৃত বৃদ্ধই বা কিরূপে মুক্তি লাভ
রিবে ? ॥ ২৩ ॥

মনু জীবন্তং নাম সংসারিত্বং তদ্বিপরীত্বং মুক্তত্বং তথা
চ পরম্পরবিরুদ্ধয়োঃ কথমেকায়তনত্বমুপপন্নং স্মাদিতি
চেতদনুপপন্নং বিকলানুপপত্তেঃ মুক্তিস্তাবৎ সর্বভীর্থ-
করসম্মতা সা কিং জ্ঞেয়পদে নিবিশতে ন বা চরমে
শশবিষাণকল্পা স্মাৎ প্রথমে ন জীবনং বর্জনীয়মজীবতো
জ্ঞাত্বানুপত্তেঃ । তদুক্তং রসেশ্বরসিদ্ধান্তে

জ্ঞানজ্ঞেয়মিদং বিদ্ধি সর্বতস্ত্রেষু সম্মতম্ ।

ন জীবন্ জ্ঞাস্তি জ্ঞেয়ং যদতোহন্ত্যেব জীবনমিতি ॥২৪॥

ন চেদমদৃষ্টচরমিতি মন্তব্যং বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ
নৃপঞ্চাস্ত শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ ।

এইজ্ঞান, দিব্য দেহের আবশ্যকতা, ইহাই ভাবার্থ।

যদি বল, জীবশব্দে সংসারী, আর মুক্ত শব্দে তাহার বিপরীত
অতএব পরম্পরবিরুদ্ধ পদার্থত্ব কিরূপে এক আয়তনে অবস্থিতি করি-
পারে? ইহার উত্তর এই, মুক্তি যখন সকল শাস্ত্রে ও সকল সম্প্রদায়ে
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তখন সন্দেহের অভাববশতঃ, ঐক
পূর্বপক্ষই হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, সেই মুক্তি কি জ্ঞে-
য়পদে বিনিবিষ্ট, না চরমে শশবিষাণকল্পে সর্বথা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে
জ্ঞেয়পদে বিনিবিষ্ট হইলে, জীবন ত্যাগ করা উচিত নয়। কেনন
অজীবিতের জ্ঞাত্ব সর্বথা অসম্ভব। রসেশ্বরসিদ্ধান্তে বলিয়াছেন,—

ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণবাদ ও ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিসম্পন্ন সর্ববিধ তত্ত্ব
উক্তরূপ জ্ঞাত জ্ঞেয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে কাহার
মতত্বে নাই।

ফলতঃ, জীবিত না থাকিলে, জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হওয়া যায় না
সেইজ্ঞান, জীবনের প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥

তদ্বাক্তং সাকারসিক্তো

সচ্চিন্মিত্যানিচ্ছাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।

রূপাণ্যস্য মহং বংদে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি ॥ ২৫ ॥

নত্বেতৎ সাবয়বং রূপবদবভাসমানং নৃকণ্ঠীরদ্ধাঙ্গ-
বদিতি ন সঙ্গচ্ছত ইত্যাদিনাক্ষেপপুরুঃসরং সনকাদি-
প্রত্যক্ষং সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতিঃ তদ্ব্যভূতং বালক-
মম্বুজেক্ষণং চতুর্ভূজং শঙ্কগদাদ্যাযুধমিত্যাदि পুরাণ-
লক্ষণেন প্রমাণত্বয়েণ সিদ্ধং রূপাণ্যনঙ্গং কথমসৎ
স্যাदिति । সদাদীনি বিশেষণানি গর্ভশ্রীকাস্তমিশ্রৈঃ
বিষ্ণুস্বামিচরণপরিণতান্তঃকরণৈঃ প্রতিপাদিতানি । তস্মা-
দস্মদিক্কেদেহনিত্যত্বমত্যন্তাদৃকং ন ভবতীতি পুরুষার্থ-

এইরূপ জীবশুক্তিয় অদৃষ্টচর বলিয়াও, মনে করিতে নাই।
বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারিগণ শবীরের নিত্যত্ব উপপাদিত করিয়াছেন।

সাকারসিক্তিতে উল্লিখিত আছে,

যিনি সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিত্য অচিন্ত্য পূর্ণ
আনন্দই ষাঁহার একমাত্র বিগ্রহ, শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত সেই পরদেবতা ও
তদীয় রূপের বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,
সনক উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পুরাণেও বলিতেছে, সেই শঙ্কগদাদি-
আযুধভূষিত, চতুর্ভূজবিশিষ্ট, পদ্মলোচন, অদ্ভুতাকৃতি বালককে ইত্যাদি।
এই সকল প্রমাণ দ্বারা উক্ত বাক্য কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? বিষ্ণু-
স্বামির চরণপরিণতান্তঃকরণ গর্ভশ্রীকাস্তমিশ্র উল্লিখিত সচ্চিৎ প্রভৃতি
বিশেষণ সকল প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমাদের

কামুর্কে: পুরুষৈবৈক্যম্ । অতএবোক্তম্

আয়তনং বিদ্যানাং মূলং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ ।

শ্রেয়ঃ পরং কিমগচ্ছরীরমজরামরং বিহায়ৈকমিতি ॥২৬॥

অজরামরকরণসমর্থশ্চ রসেন্দ্র এব তদাহ

একোহসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুত ইতি ॥২৭॥

কিং বর্ণ্যতে রসস্য মাহাত্ম্যং দর্শনস্পর্শনাদিনাপি
মহৎ ফলং ভবতি । তদুক্তং রসার্ণবে

দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তস্য ভক্ষণাৎ স্মরণাদপি ।

কেদারাাদিনি লিঙ্গানি পৃথিব্যাং যানিকানিচিৎ ॥ ২৮ ॥

পূজনাদ্রসদামাচ্চ দৃশ্যতে ষড়্ধং ফলম্ ।

তানি দৃষ্ট্বা তু তৎপুণ্যং রসদর্শনাদিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

অতীষ্ট দেহনিত্যং অত্যন্তাদৃষ্ট নহে । অতএব, পুরুষার্থপ্রার্থী পুরুষবর্ণ
ইহার অবশ্য কামনা ও সন্ধানাদি করিবেন । এইজন্তই বলিয়াছেন,—

একমাত্র অজরামর শরীরকে ত্যাগ করিয়া, অজ্ঞ আর এমন কি
আছে, যাহা সমুদায় বিদ্যার আয়তন, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের মূল
এবং পরম শ্রেয়স্বরূপ হইতে পারে ॥ ২৫ ॥

রসেন্দ্রই কেবল ঐরূপ অজরামর করিতে সমর্থ । তাহাও বলিয়াছেন,—

একমাত্র এই রসরাজই শরীরকে অজর ও অমর করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

রসের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করা যাইবে? উহার দর্শন ও স্পর্শ
নাদি দ্বারাও মহাফল লাভ হইয়া থাকে । রসার্ণবেও বলিয়াছেন,—

• রসের দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ ও স্মরণ এবং পৃথিবীতে কেদার প্রভৃতি
যে সকল লিঙ্গ আছে ॥ ২৭ ॥ তাহাদের পূজন ও রস দান করিলেও,
ষড়্বিধ ফল লাভ হয় । ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

অন্যত্রাপি

কাশ্যাদিসর্বলিপ্তেভ্যো রসলিপ্তার্চনং শিবমিতি ।

প্রাপ্যতে যেন তল্লিপ্তং রোগারোগ্যামৃতামরমিতি ॥৩০॥

রসনিন্দায়াঃ প্রত্যবায়োহপি দর্শিতঃ

প্রমাদাদ্রসনিন্দায়াঃ শ্রুতাবেনং স্মরেৎ স্মরীঃ ।

দ্রাক্ ত্যজেন্মিন্দকং নিত্যং নিন্দয়া পুরিতাশুভমিতি ॥ ৩১॥

তস্মাদস্মদুক্তয়া রীত্যা দিব্যং দেহং সম্পাদ্য যোগা-
ভ্যাসবশাৎ পরতত্ত্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রাপ্তির্ভবতি । তদা
ক্রয়ুগমধ্যগতং যৎ শিখিবিদ্যুৎসূর্য্যবৎ জগদ্ভাসি ।
কেবাধিৎ পুণ্যদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ । ৩২ ।

অন্তত্রও বলিয়াছেন,—

কেদারাদি সর্ববিধ লিপ্ত অপেক্ষা রসলিপ্তার্চনই পরম মঙ্গলকর ।
ঐ লিপ্ত প্রাপ্ত হইলে, ভোগ, আরোগ্য, অমৃত ও অমরত্ব লাভ হয় ॥ ২৯ ॥

রসের নিন্দা করিলে, প্রত্যবায় হয় । তাহাও দেখাইয়াছেন,—

প্রমাদবশতঃ রসের নিন্দা শ্রবণ করিলে, স্মরী পুরুষ ইহার স্মরণ
ও তৎক্ষণাৎ নিম্নুককে ত্যাগ করিবে । ঐরূপ নিন্দা দ্বারা নিম্নুক
অশুভপরম্পরায় পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

এইজন্ত, আমাদের কথিত রীতির অনুসরণ পূর্ব্বক দিব্যদেহ
সম্পাদন করিয়া, যোগাভ্যাসবশে পরতত্ত্বের দর্শন হইলেই, পুরুষার্থপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে । তখন,—

যাহা ক্রয়ুগলের মধ্যগত হইয়া, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের তায়, সমুদায়
জগৎ আভাসিত করে, কোন কোন পুণ্যাত্মাদিগের গোচর সেই চিন্ময়
জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

পরমানন্দৈকরসং পরমং জ্যোতিঃ স্বভাবমবিকল্পং ।
 বিগলিতসকলক্লেশং জ্ঞেয়ং শান্তং স্বসংবেদ্যম্ ॥ ৩৩ ॥
 তন্নিম্নাধায় মনঃ ক্ষুরদখিলং চিন্ময়ং জগৎ পশ্যন্ ।
 উৎসন্নকর্ণবন্ধো ব্রহ্মত্বমিহৈব চাপ্নোতীতি ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতিশ্চ

রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবাং লক্কানন্দী ভবতীতি ॥ ৩৫ ॥

তদিত্থং ভবেদন্যচ্ছঃখভরতরণোপায়ো রস এবেতি
 সিদ্ধং । তথা চ রসস্য পরব্রহ্মণা সাম্যমিতি প্রতিপাদকঃ
 শ্লোকঃ

যঃ স্যাৎ প্রাবরণাবিমোচনধিয়াং সাধ্যঃ প্রকৃত্যা পুনঃ
 সম্পন্নো সহতে ন দীব্যতি পরং বৈধানরে জাগ্রতি ।

ঐ পরম জ্যোতিতে পরমানন্দ একমাত্র রসরূপে বিরাজ করিতেছে।
 উহা স্বভাবতঃ বিকল্পশূন্য। উহার প্রভাবে সমুদায় ক্লেশ বিগলিত
 হইয়া যায়। উহা স্বসংবেদ্য ও শান্তস্বরূপ এবং অবশ্য বেদনীয় ॥ ৩২ ॥

তাহাতে মন সন্নিহিত করিয়া, পরমক্ষুর্তিবিশিষ্ট, অখিল, চিন্ময় জগৎ
 দর্শন ও কর্ণরূপ বন্ধনের উচ্ছেদন পূর্বক ইহ শরীরেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি রসস্বরূপ। ঐ রস লাভ করিলে,
 আনন্দী হওয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে, রস যে হৃৎসারপরিহারের উপায়, তাহা সিদ্ধ হইল।
 তথাচ, পরব্রহ্মের সহিত রসের সাম্য প্রতিপাদন করিয়া, শ্লোকও লেখা
 হইয়াছে;—

এই পারদ সাংক্ষাৎ ব্রহ্ম। দৈত্ব ও সংসৃতি ভয় হইতে রক্ষা করক।
 ইহা ব্রহ্মের ত্রায়, স্বয়ংই বিদ্যোতিত। স্থূলদেহাবরণমোচনাভিলাষী

জাতো জদ্যপং ন বেদয়তি চ স্বাত্মাং স্বয়ং দ্যোততে
যো ব্রহ্মৈব স দৈন্যসংস্থতিভয়াং পায়াদসৌ পারদঃ
ইতি ॥ ৩৬ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনম্ ।

অথ ওলুক্যদর্শনম্ ।

ইহ খলু নিখিলপ্রেক্ষাবল্লিসর্গপ্রতিকূলবেদনীয়তয়া
নিখিলাত্মসংবেদনসিদ্ধং দুঃখং জিহাসংস্তুদ্ধানোপায়ং
জিজ্ঞাস্তুঃ পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারমুপায়মাকলতি
যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টিয়ন্তীহ মানবাঃ ।
তদা শিবমবিজ্ঞায় দুঃখাত্যন্তো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

পুরুষগণ ব্রহ্মের আশ ইহাব সাধনা করে । পুনশ্চ, ইহা ব্রহ্মের আশ
প্রকৃতিসম্পন্ন । বৈখানরের জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার সহিত ব্রহ্মের আশ,
ক্রীড়া করে ॥ ৩৫ ॥

ওলুক্য দর্শন ।

নিখিল লোকেশ্ব আত্মসংবেদনসিদ্ধ দুঃখ জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি-
নাড়েরই স্বভাবতঃ প্রতিকূল-পদ-বেদনীয় । তাহার পরিহারে প্রবৃত্ত ও
সেই পরিহারের উপায় জ্ঞানে সমুদ্যত হইয়া, পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারকেই
সেই উপায় বলিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন । যথা,—

মানবগণ আকাশকে, চর্ম্মের আশ, বেষ্টন করিয়া, শিবজ্ঞানবিহীন
হইলেই, তাহাদের দুঃখাত্যন্ত ঘটয়া থাকে ॥ ১ ॥

ইত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যং । পরমেশ্বরসাক্ষাৎ
কারশ্চ শ্রবণমননানুমানেন ভাবনাভির্ভাবনীয়ঃ । যদাহ
আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসবলেন চ ।

ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমমিতি ॥ ২ ॥

তত্র মননমনুমানাধীনং অনুমানঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীনং
ব্যাপ্তিজ্ঞানঞ্চ পদার্থবিবেকসাপেক্ষং । অতঃ পদার্থষট্ কমাং
অধাতো ধর্ম্যং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যাদিকার্যাং দশলক্ষণ্যাং কণ-
ভক্ষেণ ভগবন্তা ব্যবস্থাপি । তত্রাহিকদ্বয়াত্মকে প্রথমো-
ধ্যায়ো সমবেতশেষপদার্থকথনমকারি । তত্রাপি প্রথমা-
হ্নিকে জ্ঞাতিমনিরূপণং দ্বিতীয়াহ্নিকে জ্ঞাতিবিশেষয়ো-
নিরূপণম্ । আহ্নিকদ্বয়যুক্তো দ্বিতীয়েহধ্যায়ো দ্রব্যনিরূপণং
তত্রাপি প্রথমাহ্নিকে ভূতবিশেষলক্ষণং দ্বিতীয়ে দিক্কা-ল-

আগম, অনুমান ও ধ্যানাভ্যাসবল, এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রজ্ঞা
প্রকল্পিত করিতে পাবিলেই, উৎকৃষ্ট বোগ লাভ হয় ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে মনন অনুমানের অধীন, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের আয়ত্ত
এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থবিবেকের সাপেক্ষ । এইজন্তই ভগবান্ কণাদ,
অনন্তর এই কারণে ধর্ম্য ব্যাখ্যা করিব, ইত্যাদি বলিয়া, দশলক্ষণীতে
ষড়্বিধ পদার্থ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন । তন্মধ্যে আহ্নিকদ্বয়যুক্ত প্রথম
অধ্যায়ে সমবেত সমস্ত পদার্থ কথন কীর্ত্তন কবিয়াছেন । ইহার মধ্যে
প্রথম আহ্নিকে জ্ঞাতিনিরূপণ ও দ্বিতীয় আহ্নিকে জ্ঞাতি ও বিশেষ
উভয়ের নিরূপণ করা হইয়াছে । আহ্নিকদ্বয়যুক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে
দ্রব্য সকলের নিরূপণ, তাহার মধ্যে প্রথম আহ্নিকে ভূতবিশেষলক্ষণ,
দ্বিতীয়ে দিক্কা-লপ্রতিপাদন করিয়াছেন । আহ্নিকদ্বয়যুক্ত তৃতীয়

প্রতিপাদনম্ । আহ্নিকদ্বয়যুক্তে তৃতীয়ে আত্মান্তঃকরণ-
লক্ষণং তত্রাপ্যাত্মলক্ষণং প্রথমে দ্বিতীয়ে অন্তঃকরণলক্ষণম্ ।
আহ্নিকদ্বয়যুক্তচতুর্থো শরীরতদুপযোগিবিবচনং তত্রাপি
প্রথমে তদুপযোগিবিবচনং দ্বিতীয়ে শরীরবিবে-
চনম্ । আহ্নিকদ্বয়বতি পঞ্চমে কৰ্ম্মপ্রতিপাদনং তত্রাপি
প্রথমে শরীরসম্বন্ধিকৰ্ম্মচিন্তনং দ্বিতীয়ে মানসকৰ্ম্মচিন্তনম্ ॥৩॥
আহ্নিকদ্বয়শালিনি ষষ্ঠে শ্রৌতধৰ্ম্মনিরূপণং তত্রাপি
প্রথমে দানপ্রতিগ্রহধৰ্ম্মবিবেকং দ্বিতীয়ে চাতুরাশ্রমোচিত-
ধৰ্ম্মনিরূপণম্ । তথাবিধে সপ্তমে গুণসমবায়প্রতিপাদনং
তত্রাপি প্রথমে বুদ্ধিনিরপেক্ষগুণপ্রতিপাদনং দ্বিতীয়ে
তৎসাপেক্ষগুণপ্রতিপাদনং সমবায়প্রতিপাদনঞ্চ । অষ্টমে
নির্জীকক্লমসবিকল্পপ্রত্যক্ষপ্রমাণচিন্তনম্ । নবমে বুদ্ধি-
বিশেষপ্রতিপাদনম্ । দশমে অনুমানভেদপ্রতিপাদনম্ ॥৩॥

অধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণের লক্ষণ, তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে আত্মার
লক্ষণ ও দ্বিতীয়ে অন্তঃকরণলক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে । আহ্নিকদ্বয়যুক্ত
চতুর্থ অধ্যায়ে শরীর ও তদুপযোগি বিবেচন, তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে
তদুপযোগী বিবেচন ও দ্বিতীয়ে শরীর বিবেচন করিয়াছেন । আহ্নিক-
দ্বয়যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে কৰ্ম্মপ্রতিপাদন ; তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে শরীর-
সম্বন্ধী কৰ্ম্ম চিন্তন ও দ্বিতীয়ে মানসকৰ্ম্ম কৰ্ম্ম চিন্তন করিয়াছেন । আহ্নিক-
দ্বয়যুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রৌতধৰ্ম্মনিরূপণ ; তন্মধ্যে প্রথমে দান ও প্রতি-
গ্রহধৰ্ম্মবিবেক ; দ্বিতীয়ে চাতি আশ্রমের বিহিত ধৰ্ম্ম নিরূপণ ; ঐরূপ
আহ্নিকদ্বয়বিশিষ্ট সপ্তমে গুণসমবায়প্রতিপাদন ; তন্মধ্যে প্রথমে বুদ্ধিনির-
পেক্ষ গুণ প্রতিপাদন ও দ্বিতীয়ে বুদ্ধিসাপেক্ষ গুণ প্রতিপাদন ও সম-

তত্র উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি ত্রিবিধাস্য
শাস্ত্রস্য প্রবৃতিঃ । ননু বিভাগাপেক্ষয়া চাতুর্বিধ্যে বক্তব্যে
কথং ত্রৈবিধ্যমুক্তমিতি চৈন্মৈবং সংস্থা বিভাগস্য বিশেষো-
দ্দেশ এবাস্তুর্ভাবাৎ । তত্র দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসম-
বায়। ভাব। ইতি ষড়্ভেদে তে পদার্থা ইত্যুদ্দেশঃ ॥ ৪ ॥

কিমত্র ক্রমনিয়মে কারণম্ । উচ্যতে সমস্তপদার্থায়
তনুত্বেন প্রধানস্য দ্রব্যস্য প্রথমমুদ্দেশঃ অনন্তরং গুণত্বো-
পাধিনা সকলদ্রব্যবৃত্তে গুণস্য তদনু সামান্যবত্ত্বসাম্যাৎ কর্ম্মণঃ
পশ্চাত্তত্ত্বিয়প্রিতস্য সামান্যস্য তদনন্তরং সমবায়াদি-

ব্যয় প্রাপ্তিপাদন করিয়াছেন । অষ্টম অধ্যায়ে নির্ণিকল্প, সবিকল্প ও
প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিন্তন, নবমে বুদ্ধিবিশেষ প্রতিপাদন ও দশমে অনুমান
ভেদে প্রতিপাদন বিহিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিন প্রকারে এই শাস্ত্রের
প্রবর্তনা করিয়াছেন । যদি বল, বিভাগ অপেক্ষার চারিপ্রকারে বলা
কর্তব্য । এক্ষণ স্থলে কি প্রকারে তিনপ্রকার বলা হইল ? ইহার উত্তর
এই বিভাগ বিশেষোদ্দেশেরই অন্তর্ভূত । সেইজন্য চারিপ্রকার বলা হইল
না । তন্মধ্যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই
ভাব ছয়টাই পদার্থ । ইহার নাম উদ্দেশ ॥ ৪ ॥

এস্থলে ক্রমনিয়মের কারণ কি ? তাহা বলা হইতেছে । দ্রব্য,
সমস্ত পদার্থের আয়তন বলিয়া প্রধান । সেইজন্য প্রথমেই তাহার
উদ্দেশ করিয়া, পরে সকল দ্রব্যবৃত্তিবই গুণত্ব উপাধি আছে, এইজন্য
গুণের উদ্দেশ করিলেন । ইহার পর সামান্যবত্ত্বসাম্য বশতঃ কর্ম্মের,
পশ্চাৎ উক্ত তিনের আশ্রিত সামান্তের, তদনন্তর সমবায়াদিকরণ

করণস্য বিশেষস্ত অস্তে অবশিষ্টস্ত সমবায়স্তেতি ক্রম-
নিয়মঃ ॥ ৫ ॥

নমু ষড়্বেব পদার্থা ইতি কথং কথ্যতে অভাবস্ত্যপি
সম্ভাবাদিতি চেন্নৈবং বোচঃ নঞর্থানুশ্লিখিতধীবিষয়তয়া
ষড়্বেবেতি বিবক্ষিতত্বাৎ তথাপি কথং ষড়্বেবেতি নিয়ম
উপপদ্যতে বিকল্পানুপপত্তেঃ । তথাহি নিয়মব্যবচ্ছেদ্যং
প্রমিতং ন বা । প্রমিতত্বে কথং নিষেধঃ অপ্রমিতত্বে কথ-
ন্তরাং নহি কশ্চিৎ প্রেক্ষাবান্ মুষিকবিষাণং প্রতিষেদ্ধুং
যততে প্রমিতে ততশ্চানুপপত্তেনো নিয়ম ইতি চেন্নৈবং

বিশেষের, অস্তে অবশিষ্ট সমবায়ের উদ্দেশ করা হইল । ইহাই ক্রমনিয়-
মের কারণ ॥ ৫ ॥

এই ছয়টাই পদার্থ, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কেন না,
অভাবেরও সম্ভাব আছে ।

কিন্তু একরূপ বলিতে পার না । ইহার কারণ এই, নঞার্থে অনুশ্লিখিত
বুদ্ধিবিষয়তা দ্বারা, ছয়টাই ইত্যাদি বিবক্ষিত হইয়াছে । অর্থাৎ
ইহাদের বুদ্ধিবিষয়তাব অভাব নাই, লোকে সহজেই বুঝিতে পারে,
এইজন্ত বিশেষরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে ।

তথাপি, কিরূপে, ছয়টাই, এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে ।
একরূপ করিলে, সন্দেহের আর উপপত্তি হয় না । তথাহি, যাহা নিয়মের
বিষয়ীভূত, তাহা প্রমিত কি, অপ্রমিত? প্রমিত হইলে, কিরূপে নিষেধ
হইতে পারে? আর অপ্রমিত হইলেই বা কিরূপে নিষেধ সম্ভবপর হয়?
কোন বুদ্ধিমানে পুরুষ মুষিকের বিষাণ প্রতিষেধ করিবার জন্ত যত্ন
কবে? এই কারণে অনুপপত্তি বশতঃ নিয়ম করা যাইতে পারে না ।

ভাষিষ্ঠাঃ সপ্তমতয়া অক্ষকারাদৌ ভাবত্বস্য ভাবতয়া
প্রমিতে শক্তিসংখ্যাদৌ সপ্তমত্বস্য চ নিষেধাদিতি কৃতং
বিস্তরেণ ॥ ৬ ॥

তত্র দ্রব্যাদিত্রিতয়স্য দ্রব্যত্বাদির্জ্ঞাতিলক্ষণম্ ।
দ্রব্যত্বং নাম গগনারবিন্দসমবেতত্বে সতি নিত্যগঙ্কাসম-
বেতম্ । গুণত্বং নাম সমবায়িকারণাসমবায়িকারণভিন্ন-
সমবেতসত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজ্ঞাতিঃ । কর্মত্বং নাম নিত্যসম-
বেতত্বসহিতসত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজ্ঞাতিঃ । সামান্যন্তু প্রধ্বংস-
প্রতিযোগিত্বরহিতমনেকসমবেতম্ । বিশেষো নামান্যো-

কিন্তু এইরূপ বলিতে পার না । তাহার কারণ এই, সপ্তম বলিয়া
পরিগণিত অক্ষকারাদিতে ভাবত্বের ভাবত্ব আছে । তদ্বারা প্রমিত
শক্তিসংখ্যাদিতে সপ্তমত্বের নিষেধ হইয়া থাকে । বিস্তাবে প্ররোজন
নাই ॥ ৬ ॥

দ্রব্যত্বাদিজ্ঞাতি উল্লিখিত দ্রব্যাদি ত্রিতয়ের লক্ষণ অর্থাৎ বাহাতে
দ্রব্যত্ব আছে, তাহার নাম দ্রব্য ; বাহাতে গুণত্ব আছে, তাহার নাম
গুণ এবং বাহাতে কর্মত্ব আছে, তাহার নাম কর্ম । দ্রব্যত্বশব্দে গগন
ও পদ্মের সমবেতত্ব । নিত্যগঙ্কে উহা নাই । অর্থাৎ গন্ধ অনিত্য পদার্থ ।
সুতরাং, পদ্মের গন্ধ বলিলে, পদ্মের দ্রব্যত্ব বুঝাইবে না ।

এইরূপ, সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ভিন্ন সমবেত সত্তা দ্বারা
যাহা সাক্ষাৎ সধ্বক্ষে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহার নাম গুণ ।

কর্মত্ব বলিলে, ইহাই বুদ্ধিতে হইবে, নিত্যসমবেতত্বসত্তা-সাক্ষাৎ-
ব্যাপ্যজ্ঞাতি ।

বাহাতে প্রধ্বংসের প্রতিযোগিতা নাই, এরূপ অনেক সমবেতত্বের
নাম সামান্য ।

ন্যাভাববিরোধিসামান্যরহিতঃ সমবেতঃ । সমবায়ন্ত
সমবায়রহিতঃ সম্বন্ধ ইতি যদ্বাং লক্ষণানি ব্যবস্থিতানি ॥৭॥

দ্রব্যং নববিধং পৃথিব্যাণ্ডেজোবায়াকাশকালদিগা-
ভ্রমনাংসীতি । তত্র পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়স্য পৃথিবীত্বাদিজাতি-
লক্ষণম্ । পৃথিবীত্বং নাম পাকজরূপসমানাধিকরণদ্রব্যত্ব-
সাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ । অগ্নুঃ নাম সরিৎসাগরসমবেতত্বে
সতি সলিলসমবেতং সামান্যম্ । তেজস্ত্বং নাম চন্দ্রচামী-
করসমবেতত্বে সতি জ্বলনসমবেতং সামান্যম্ । বায়ুত্বং নাম
ঋগিন্দ্রিয়সমবেতদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ । আকাশকাল-

বিশেষশব্দে পদসম্পদের অভাবহীন, সামান্যবিহীন সমবেত ।

সমবায়শব্দে বাহ্যতে সমবায় নাই, একপ সম্বন্ধ । এইরূপে ছয়টা
পদার্থের লক্ষণ ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

দ্রব্য নয় প্রকার ; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক,
আত্মা ও মনঃ । তন্মধ্যে পৃথিবীত্বাদি জাতি পৃথিবী প্রভৃতি চতুষ্টয়ের
লক্ষণ । অর্থাৎ, বাহ্যতে পৃথিবীত্ব আছে, তাহার নাম পৃথিবী । পৃথিবীত্ব-
শব্দে পাকজরূপ সমানাধিকরণদ্রব্যত্ব দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাপ্য জাতি
বুঝিতে হইবে । পাকজশব্দে হাঁড়ী প্রভৃতি ।

যাহা সরিৎ সাগরাদিতে সলিলরূপে সমবেত হইয়া আছে, তাহার
নাম অগ্নু ।

এইরূপ তেজত্ব বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, যাহা চন্দ্র ও স্বর্ণাদি
তেজঃপদার্থসমূহে জ্বলনাকারে সমবেত হইয়া আছে ।

বায়ুত্বশব্দে ঋগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে, একপ দ্রব্য-
ব্যাপ্য জাতি ।



দিশামৈকৈকত্বাদপরজাত্যভাবে পারিভাষিক্যস্তিঅঃ সংজ্ঞা
ভবন্তি আকাশঃ কালো দিগিতি । সংযোগাজন্যজন্যবিশেষ-
গুণসমানাধিকরণবিশেষাধিকরণমাকাশম্ । বিভূত্বে সতি
দিগসমবেতপরত্বাসমবায়িকারণাধিকরণঃ কালঃ । অকালত্বে
সত্যবিশেষগুণা মহতী দিক্ । আত্মমনসোরাত্মমনস্তং ।
আত্মত্বং নাম অমূর্ত্তসমবেতদ্রব্যত্বাপরজাতিঃ । মনস্ত্বং নাম
দ্রব্যসমবায়িকারণত্বরহিতাণুসমবেতদ্রব্যত্বাপরজাতিঃ ॥৮॥

রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগ-

আকাশ, কাল ও দিক্, ইহাদের একৈকত্ব বশতঃ অপর জাতি নাই ।
সুতরাং, ইহাদের পারিভাষিক ত্রিবিধ সংজ্ঞা হইয়া থাকে । যেমন
আকাশ, কাল ও দিক্ ।

তন্মধ্যে যাহা কোনরূপ পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন নহে, এরূপ
জন্যবিশেষ এবং যাহাতে গুণসমানাধিকরণ ও বিশেষাধিকরণ আছে,
তাহার নাম আকাশ ।

যাহা বিভূত্বসম্পন্ন, যাহা দিক্ সকলে সমবেত নহে এবং যাহাতে
অসমবায়ি কারণের অধিকরণ আছে, তাহার নাম কাল ।

যাহার কালত্ব নাই ও বিশেষ গুণও নাই, তাহার নাম দিক্ ।
যাহার আত্মত্ব আছে, তাহার নাম আত্মা এবং যাহার মনস্ত্ব আছে,
তাহার নাম মন । তন্মধ্যে আত্মত্বশব্দে অমূর্ত্ত সমবেত দ্রব্যত্ব ।
অর্থাৎ যাহা মূর্ত্তিহীন, তাহাই আত্মা । এইরূপ, যাহাতে দ্রব্যসমবায়ি
কারণত্ব নাই, এরূপ অণু-সমবেত দ্রব্যত্ব অর্থাৎ মন বলিলে, ইহাই
বুঝিতে হইবে, সমবায়িকারণত্ববিরহিত অণু স্বরূপ পদার্থকেই
মন বলে ॥ ৮ ॥

ভন্মধ্যে, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ-

পরত্বাপরত্ববুদ্ধিস্থত্বঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ কণ্ঠোক্তাঃ সপ্ত-
দশ চশব্দসমুচ্চिताঃ গুণত্বদ্রব্যত্বস্নেহসংস্কারাদৃষ্টশব্দাঃ
সপ্তৈবেতৎ চতুর্বিংশতিগুণাঃ । তত্র রূপাদিশব্দা-
ন্তানাং রূপত্বাদিজাতির্লক্ষণম্ । রূপত্বং নাম নীলসমবেত-
গুণত্বাপরজাতিঃ । অন্যয়া দিশা শিষ্টানাং লক্ষণানি
দ্রষ্টব্যানি ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম পঞ্চবিধং উৎক্ষেপণাবক্ষেপণকুঞ্চনপ্রসারণ-
গমনভেদাৎ ভ্রমণরেচনাদীনাং গমন এবাস্তুভাবঃ । উৎ-
ক্ষেপণাদীনাং মুৎক্ষেপণত্বাদিজাতির্লক্ষণম্ । তত্র উৎক্ষেপণং
নাম উর্দ্ধদেশসংযোগাসমবায়িকারণপ্রমেয়সমবেতকর্ম্মত্বা-
পরজাতিঃ । এবমবক্ষেপণাদীনাং লক্ষণং কর্তব্যং ॥ ১০ ॥

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, স্থত্ব, হুত্ব, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব,
স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট, শব্দ এই চতুর্বিংশতিক গুণপদার্থ বলে ।

তন্মধ্যে রূপ হইতে শব্দ পর্য্যন্ত পদার্থের রূপত্বাদি জাতিই লক্ষণ ।
অর্থাৎ বাহার রূপত্ব আছে, তাহার নাম রূপ । এইরূপ বাহার রসত্ব
আছে, তাহার নাম রস ইত্যাদি ।

তন্মধ্যে রূপত্বশব্দে নীলসমবেত গুণত্বাপর জাতি । ইহার ভাবার্থ
এই, নীলপীতাদি বর্ণে যাহা সমবেত আছে, যাহা না থাকিলে, তত্ত্বৎ
বর্ণের প্রতিভা হয় না, তাহার নাম রূপত্ব । এইরূপে, রসাদি অত্যান্ত
পদার্থ সকলের লক্ষণ করিয়া লইবে ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম পঞ্চবিধ । যথা, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ,
গমন । ভ্রমণ ও রেচনাদি ব্যাপার সমস্ত গমনেরই অন্তর্ভুক্ত । তজ্জন্তু স্বতন্ত্র
উল্লিখিত হইল না । তন্মধ্যে যাহাতে উৎক্ষেপণত্ব আছে, তাহার নাম

সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরঞ্চ পরং সত্তা দ্রব্যগুণসম-
বেতা গুণকর্ম্মসমবেতা বা অপরং দ্রব্যত্বাদি । তল্লক্ষণং
প্রগেবোক্তম্ । বিশেষাণামনন্তত্বাৎ সমবায়স্য চৈকত্বাদ্বি-
ভাগো ন সম্ভবতি তল্লক্ষণঞ্চ প্রাগেবাবাদি ॥ ১১ ॥

দ্বিষ্টে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে ।

যস্য ন স্থলিতা বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুরিতি ॥ ১২ ॥

আভাগকস্য সত্ত্বাবাৎ দ্বিত্বাভ্যুৎপত্তিপ্রকারঃ প্রদ-
র্শ্যতে । তত্র প্রথমমিন্দ্রিয়ার্থসম্নিকর্ষঃ তস্মাদেকত্বসামান্য-
জ্ঞানং ততোহপেক্ষাবুদ্ধিঃ ততো দ্বিত্বোৎপত্তিস্ততো
দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানং তস্মাদ্ধ্বিত্বগুণজ্ঞানং ততঃ সংস্কারঃ ॥ ১৩ ॥

উৎক্ষেপণ । উৎক্ষেপণত্ব বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, উর্দ্ধদেশসংযোগ ।
উহা অসমবায়ি কারণ দ্বারা প্রমিত হইয়া থাকে । এইরূপে অবক্ষেপণাদির
লক্ষণ করিতে হইবে ।

সামান্য দ্বিবিধ, পর ও অপর । তন্মধ্যে যাহা দ্রব্যগুণে সমবেত অথবা
যাহা গুণকর্ম্মে সমবেত হইয়া আছে, সেই সত্তার নাম পর । এবং অপর-
শব্দে দ্রব্যত্বাদি । তাহার লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশেষ সকলের অন্ত নাই । এবং সমবায়েরও দ্বিতীয়ত্ব নাই । উহা
একমাত্রস্বরূপ । 'দেইজ্ঞাত্ব এই উভয়ের বিভাগ সম্ভব নহে । ইহাদের
লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগজ বিভাগ এই সকলে ষাঁহার বুদ্ধি
স্থলিত হয় না, তাঁহাকেই বৈশেষিক বলে ॥ ১২ ॥

দ্বিত্ব প্রভৃতির উৎপত্তিপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে । তন্মধ্যে প্রথমে
ইন্দ্রিয়বিষয়ের সম্নিকর্ষ, তাহা হইতে একত্ব-সামান্যের জ্ঞান, অনন্তর

তদাহ

আদাবিল্লিয়সম্মিকর্ষটনাদেকত্বসামান্যধী-

রেকত্বোভয়গোচরা মতিরতো দ্বিত্বং ততো জায়তে ।

দ্বিত্বত্বপ্ৰমিতিস্ততোনু পরতো দ্বিত্বপ্ৰমানন্তরং

দে দ্বেষ্যে ইতি ধীরিয়ং নিগদিতা দ্বিত্বোদয়পুত্রিয়েতি ॥ ১৪

দ্বিত্বাদেরপেক্ষাবুদ্ধিজন্মহে কিং প্রমাণম্ । অত্রাহুরা-
চার্য্যাঃ অপেক্ষাবুদ্ধির্দ্বিত্বাদেকত্বপাদিকা ভবিতুমহিতি
ব্যঞ্জকত্বানুপপত্তেঃ তেনানুবিধীয়মানত্বাৎ শব্দং প্রতি
সংযোগবদिति । বয়ন্তু ক্রমঃ দ্বিত্বাদিকমেকত্বদ্বয়বিষয়া-
নিত্যবুদ্ধিব্যঙ্গ্যং ন ভবতি অনেকাশ্রিতগুণত্বাৎ পৃথক্ ত্বাদি-
বদिति ॥ ১৫ ॥

অপেক্ষাবুদ্ধি, পরে দ্বিত্বোৎপত্তি, তদনন্তর দ্বিত্বসামান্যজ্ঞান ; তাহা হইতে
দ্বিত্বগুণজ্ঞান । অনন্তর সংস্কার জন্মিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তথাহি বলিয়াছেন,—

আদিতে ইল্লিয়সম্মিকর্ষটনা হইতে একত্বসামান্যবুদ্ধির উদয়
হয়। তাহার পর একত্বের উভয়গোচর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা
হইতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়। অনন্তর দ্বিত্বপ্রমিতি ; পশ্চাৎ দ্বিত্বপ্রমাণ ।
অনন্তর, দুইটা পদার্থ, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। ইহারই নাম
দ্বিত্বোদয়প্রক্রিয়া ॥ ১৪ ॥

দ্বিত্বাদি যে অপেক্ষাবুদ্ধিজনিত, এ বিষয়ের প্রমাণ কি ? ইহার
উত্তরে আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, অপেক্ষাবুদ্ধিই দ্বিত্বাদির উৎপাদিকা ।
ইহার কারণ এই, উহাতে ব্যঞ্জকত্বের উপপত্তি আছে। শব্দ যেমন দুই বস্তু
সংযোগ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ দ্বিত্বাদি অপেক্ষাবুদ্ধির সংযোগে সমুদ্ভূত

নিবৃত্তিক্রমো নিরূপ্যতে অপেক্ষাবুদ্ধিত একত্ব-
সামান্যজ্ঞানস্য দ্বিত্বোৎপত্তিসমকালং নিবৃত্তিঃ অপেক্ষা-
বুদ্ধের্বিস্ত্রসামান্যজ্ঞানাৎ দ্বিত্বগুণবুদ্ধিসমসময়ং দ্বিত্বস্যাপেক্ষা
বুদ্ধিনিবৃত্তেদ্রব্যবুদ্ধিসমকালং গুণবুদ্ধেঃ দ্রব্যবুদ্ধিতঃ সংস্কা-
রোৎপত্তিসমকালং দ্রব্যবুদ্ধেস্তুদনন্তরং সংস্কারাদিতি ।
তথাচ সংগ্রহশ্লোকাঃ

আদাবপেক্ষাবুদ্ধ্যা হি নশ্চৈদেকত্বজ্ঞাতিধীঃ ।

দ্বিত্বোদয়সমং পশ্চাৎ সা চ তজ্ঞাতিবুদ্ধিতঃ ॥ ১৬ ॥

হইয়া থাকে । আমাদের মতে অনেকাশ্রিত গুণত্ব বশতঃ যেমন পার্থ-
ক্যাদির প্রকাশ হয়, অর্থাৎ পৃথক্ বলিলেই যেমন অনেকের আশ্রিত
বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ, দুই বলিলেই, দুইটি একের জ্ঞান হইয়া
থাকে । এই জ্ঞান নিত্য । অর্থাৎ চিরকালই দুইটি একে দুই হয়, এইরূপ
বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে নিবৃত্তির ক্রম নিরূপিত হইতেছে । অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে
দ্বিত্বোৎপত্তির সমকালেই সামান্যতঃ একত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় । সেইরূপ
সামান্যতঃ বিত্তজ্ঞান জন্মিলে, দ্বিত্বগুণবুদ্ধির সমকালেই অপেক্ষাবুদ্ধি
নিবৃত্ত হইয়া থাকে । অপেক্ষাবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া, যেমাত্র দ্রব্যবুদ্ধির উদয়
হয়, তৎসমকালেই দ্বিত্বের লয় হইয়া থাকে । দ্রব্যবুদ্ধি হইতে সংস্কারোৎ-
পত্তির সমকালে গুণবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় । তদনন্তর সংস্কারের উদয়ে দ্রব্য-
বুদ্ধির লয় হইয়া থাকে । সংগ্রহশ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—

আদিতো অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে একত্বজ্ঞাতিবুদ্ধির বিনাশ হয় ।
পশ্চাৎ দ্বিত্বোদয়ের সমসময়ে তজ্ঞাতিবুদ্ধি হইতে অপেক্ষাবুদ্ধির লয়
হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

দ্বিত্বাখ্যগুণধাকালে ততো দ্বিত্বং নিবর্ততে ।

অপেক্ষাবুদ্ধিনাশেন দ্রব্যধীজন্মকালতঃ ॥ ১৭ ॥

গুণবুদ্ধিদ্রব্যবুদ্ধ্য সংস্কারোৎপত্তিকালতঃ ।

দ্রব্যবুদ্ধিচ সংস্কারাদিঃ নাশক্রমো মত ইতি ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধেবুদ্ধান্তরবিনাশ্যত্বে সংস্কারবিনাশ্যত্বে চ প্রমাণং
বিবাদাধ্যাসিতানি জ্ঞানানি উত্তরোত্তরকার্য্যবিনাশ্যানি
ক্ষণিকবিভূবিশেষগুণত্বাৎ শব্দবৎ । দ্রব্যারম্ভকসং-
যোগপুতিদ্বন্দিবিভাগজনককর্ম্মসমকালমেকত্বসামান্যচিন্তয়া
আশ্রয়নিবৃত্তেরেব দ্বিত্বনিবৃত্তিঃ কর্ম্মসমকালমপেক্ষাবুদ্ধি-
চিন্তনানুভাভ্যামিতি সংক্ষেপঃ ।

দ্বিত্বনামক গুণবুদ্ধির উদয়সময়ে দ্বিত্বেব নিবৃত্তি হয়। দ্রব্যবুদ্ধির
জন্মসময়ে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে ঐক্য সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দ্রব্যবুদ্ধির দ্বাবা সংস্কারোৎপত্তির সমকালে গুণবুদ্ধির বিনাশ হয়।
অনন্তর সংস্কারের উদয়ে দ্রব্যবুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই
নিবৃত্তির ক্রম ॥ ১৮ ॥

অপর বুদ্ধির উদয় ও সংস্কারের আবির্ভাব হইতে যে বুদ্ধির বিনাশ
হয়, তদ্বিষয়ে পরস্পর বিকল্প জ্ঞান সকলই প্রমাণ। তত্ত্ব জ্ঞান উত্ত-
রোত্তর কার্য্য দ্বাবা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শব্দ দৃষ্টান্ত। শব্দ
প্রকাশের গুণবিশেষ। উচ্চ ক্ষণিক। কেননা, একটা শব্দের পর আর
একটা শব্দের উৎপত্তি হইলেই, প্রথমোক্ত শব্দের বিনাশ হইয়া থাকে।
সেইরূপ এক বিষয়ের জ্ঞানের পব অপর বিষয়ের জ্ঞান হইলে, প্রথম
জ্ঞানের নাশ হয়।

বিভাগজনক কর্ম্মমাত্রের দ্রব্যারম্ভক সংযোগের প্রতিষেধী। এই
কর্ম্মেব সমকালে একত্ব সামান্য চিন্তা দ্বারা আশ্রয়ের বিনাশ এবং

অপেক্ষাবুদ্ধির্নাশ বিনাশকবিনাশ্যপ্রতিযোগিনী
বুদ্ধিরিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৯ ॥

অথ দ্ব্যণুকনাশমারভ্য কতিভিঃ ক্ষণৈঃ পুনরন্যদ্ব্যণু-
কমুৎপদ্য রূপাদিমন্তবতীতি জিজ্ঞাসায়ামুৎপত্তিপুকারঃ
কথ্যতে । নোদনাদিক্রমেণ দ্ব্যণুকনাশঃ নষ্টে দ্ব্যণুকে
পরমাণাবগ্নিসংযোগাৎ শ্যামাদীনাম্ নিবৃত্তিঃ নিবৃত্তেবু
শ্যামাদিষু পুনরন্যস্মাদগ্নিসংযোগাদ্রক্তাদীনামুৎপত্তিঃ উৎ-
পন্নেষু রক্তাদিষু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাৎ পরমাণৌ দ্রব্য-
রন্তুণ্যয় ক্রিয়া তয়া পূর্বদেশাদ্বিভাগঃ বিভাগেন পূর্ব-

অপেক্ষাবুদ্ধির চিন্তা এই উভয়বিধ কারণে বিশ্বের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।
সংক্ষেপে এইরূপই বলা যায় ।

বিনাশক ও বিনাশ্য এই উভয়ের প্রতিযোগিনী বুদ্ধির নাম অপেক্ষা-
বুদ্ধি । অর্থাৎ যে বুদ্ধি দ্বারা বিনাশক ও বিনাশ্য উভয়ের পৃথক আকারে
জ্ঞান হয়, তাহাকেই অপেক্ষাবুদ্ধি বলে ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে দ্ব্যণুকের বিনাশ হইতে কত ক্ষণে পুনরায় অল্প দ্ব্যণুকের
উৎপত্তি হইয়া, রূপাদির আবির্ভাব হয়, এইরূপ প্রশ্নের অপেক্ষায় উৎপত্তি
প্রকার কথিত হইতেছে । পরস্পর সঞ্চালনাদি ক্রমে দ্ব্যণুকের নাশ হয় ।
অর্থাৎ দুইটা অণু একত্র হইয়া আছে । তাহারা কোনরূপে চালিত
হইলেই, পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে । তাহাতেই দ্ব্যণুকের নাশ হয় ।
দ্ব্যণুক নষ্ট হইলে, পরমাণুতে অগ্নিসংযোগবশতঃ শ্রামাদির নিবৃত্তি হয় ।
শ্রামাদির নিবৃত্তি হইলে, পুনরায় অন্যবিধ অগ্নিসংযোগ হইতে
রক্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে । রক্তাদি উৎপন্ন হইলে, অদৃষ্টের দ্বারা
আত্মসংযোগবশে পরমাণুতে দ্রব্যের আরম্ভণজন্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় ।
সেই ক্রিয়ার দ্বারা পূর্বদেশ হইতে বিভাগ হইয়া থাকে । বিভাগেব দ্বারা

দেশসংযোগনিবৃত্তিঃ তস্মিন্মিব্রুতে পরমাণুস্তুরেণ সংযো-
গোৎপত্তিঃ সংযুক্তাভ্যাং পরমাণুভ্যাং দ্ব্যাণুকারণস্তঃ আরকে
দ্বণুকে কারণগুণাদিভ্যাঃ কার্যগুণাদীনাং রূপাদীনামুৎ-
পত্তিরিতি ষথাক্রমং নবক্ষণাঃ । দশক্ষণাদিপ্রকারান্তরং
বিস্তরভয়াহ্নে প্রত্যতে । ইথং গীলুপাকপ্রক্রিয়া
পীঠরপাকপ্রক্রিয়া তু নৈয়ায়িকধীসম্মতা ॥ ২০ ॥

বিভাগজবিভাগে দ্বিবিধঃ কারণমাত্রবিভাগজঃ
কারণাকারণবিভাগজশ্চ । তত্র প্রথমঃ কথ্যতে কার্য-
ব্যাপ্তে কারণে কস্মৌৎপন্নং যদাবয়বাস্তরাধিভাগং বিধন্তে
ন তদাকাশাদিদেশাধিভাগঃ । যদা হ্রাকাশাদিদেশা-

পূর্বদেশের সংযোগের নিবৃত্তি হয়। সংযোগ নিবৃত্ত হইলে, অত্র পর-
মাণব সহায় সংযোগের আবার উৎপত্তি হইয়া থাকে । এইরূপে দুইটি
পরমাণুর সংযোগ হইতে দ্ব্যাণুকের আরম্ভ হয় । দ্ব্যাণুক আরম্ভ হইলে,
কারণগুণাদি হইতে কার্যগুণাদি রূপাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে ।
ইহাই ষথাক্রমে নব ক্ষণ । অর্থাৎ এইরূপ নব ক্ষণেই রূপাদির উদ্ভব হয় ।
এতদ্ব্যতীত, কেহ কেহ দশ-ক্ষণাদিপ্রকারভেদ নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
বাহ্যভয়ে তাহার বিস্তার করা হইল না । এবস্থি অণু ও দ্ব্যাণুকের
সিদ্ধিপ্রক্রিয়াই নৈয়ায়িকদিগের বুদ্ধিসম্মত ॥ ২০ ॥

বিভাগজ বিভাগ দ্বিবিধ, কারণমাত্রবিভাগজ ও কারণাকারণ-
বিভাগজ । তন্মধ্যে প্রথমে কারণমাত্রবিভাগজের বিবরণ করা যাইতেছে ।
কারণ কার্যব্যাপ্ত হইলে, কস্ম উৎপন্ন হইয়া, যখন অবয়বাস্তর হইতে
বিভাগ বিধান করে, তখন আকাশাদি দেশের বিভাগ হয় না । মনে
কর, একটা পাত্র । তাহা ভাঙ্গিয়া বিভাগ করিলে, উহার অবয়বেরই
পরস্পর বিয়োগ হইয়া থাকে । কিন্তু উহার ভিতর যে আকাশ আছে,

দ্বিভাগঃ ন তদাবয়বাস্তুরাদিতি স্থিতিনিয়মঃ কৰ্ম্মণো
 গগনবিভাগাকর্তৃত্বস্য দ্রব্যারম্ভকসংযোগবিরোধিবিভা-
 গারম্ভকত্বেন ধূমস্য ধূঃ ধ্বজবর্গেণেব ব্যভিচারানুপলভ্যত্বে ।
 ততশ্চাবয়বকৰ্ম্ম অবয়বাস্তুরাদেব বিভাগঃ কৰোতি
 নাক্কাশাদিদেহাৎ । তস্মাদ্বিভাগাদ্দ্রব্যারম্ভকসংযোগ-
 নিবৃত্তিঃ । ততঃ কারণাভাবাৎ কার্য্যভাব ইতি ন্যায়াদ-
 বয়বিনিবৃত্তিঃ । নিবৃত্তেহবয়বিনি তৎকারণয়োরবয়বয়ো-
 র্বৰ্ত্তমানো বিভাগঃ কার্য্যবিনাশবিশিষ্টঃ কালস্বতন্ত্ৰঃ
 বাবয়বমপেক্ষ্য সক্রিয়শ্চেবায়বস্য কার্য্যসংযুক্তাদাকাশ-
 দেশাদ্বিভাগমাত্রভতে ন নিষ্ক্রিয়স্য কারণাভাবাৎ ॥২১॥

তাহার বিভাগ হয় না । তাহা যেমন তেমনই থাকে । যখন আকাশাদি
 দেশ হইতে বিভাগ হয়, তখন অবয়বাস্তুরাদি হইতে বিভাগ হয় না ।
 ইহাই স্থিতিনিয়ম । গগনবিভাগ যে কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা নহে তৎপক্ষে
 কোনরূপ অন্তর্থাভাব নাই । ঐ কৰ্ম্ম দ্বারা যে দ্রব্যসমুৎপাদক সংযোগের
 বাধ্যতাসাধক বিভাগ সংঘটিত হয়, তাহাতেই উহা প্রমাণিত হইয়া
 থাকে ।

অনন্তর অবয়বকৰ্ম্ম অবয়বাস্তুর হইতে বিভাগ বিধান কবে,
 আকাশাদি দেশ হইতে নহে । উল্লিখিত বিভাগ হইতেই দ্রব্যারম্ভক
 সংযোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । অনন্তর “কারণাভাবে কার্য্যের অভাব”
 ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে অবয়বির নিবৃত্তি হয় । অবয়বির নিবৃত্তি হইলে,
 তাহার কারণরূপ অবয়বদ্বয়ের বর্ত্তমান বিভাগ সমুৎপাদিত হইয়া
 থাকে । তাহা হইতেই কার্য্যবিনাশবিশিষ্ট ও কাল হইতে স্বতন্ত্র অবয়বের
 অপেক্ষা করিয়া, ক্রিয়াযুক্ত অবয়বের কার্য্যসংযুক্ত আকাশদেশ হইতে

দ্বিতীয়স্ত হস্তে কৰ্মোৎপন্নমবয়বাস্তুরাধিভাগং কুৰ্বৎ
আকাশাদিদেবেভ্যো বিভাগানারভতে তে কারণাকারণ
বিভাগাঃ কৰ্ম যাং দিশং প্রতি কার্য্যারম্ভাভিমুখং তাম-
পেক্ষ্য কার্য্যাকার্য্যবিভাগমারভতে যথা হস্তাকাশবিভাগা-
চ্ছরীরাকাশবিভাগঃ ন চাসৌ শরীরক্রিয়াকার্য্যাস্তদা তস্য
নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নাপি হস্তক্রিয়াকার্য্যঃ ব্যধিকরণস্ত কৰ্মণো
বিভাগকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ অতঃ পারিশেষ্যাৎ কারণা-
কারণবিভাগস্ত কারণভ্রমঙ্গীকরণায়ম্ ॥ ২২ ॥

যদবাদি অন্ধকারাদৌ ভাবত্বং নিষিধ্যত ইতি তদ-
সঙ্গতং তত্র চতুর্দ্ধা বিবাদসম্ভবাৎ তথাহি দ্রব্যং তম ইতি

বিভাগ বিহিত হই। কাবণের অভাব প্রযুক্ত ক্রিয়াহীন অবয়বের বিভাগ
হয় না। ২১ ॥

অধুনা, দ্বিতীয়প্রকার কথিত হইতেছে। হস্তে কৰ্ম উৎপন্ন হইয়া,
অবয়বাস্তুর হইতে বিভাগ বিধান করত আকাশাদি দেশ হইতে বিভাগ
সকলের সমাধান করে। তাহাদেরই নাম কারণাকারণ বিভাগ। কৰ্ম
যে দিকের প্রতি কার্য্যের আরম্ভনে অভিমুখ হয়, তাহারই অপেক্ষা
করিয়া কার্য্যাবার্য্য বিভাগ সংসাধিত করে। যেমন, হস্তাকাশবিভাগ
হইতে শরীরাকাশবিভাগ। উহা শরীরক্রিয়ার কার্য্য নহে। কেননা,
তৎকালে তাহার কোনরূপ ক্রিয়াই থাকে না। আবার, উহা হস্ত-
ক্রিয়াকার্য্য নহে। কেননা, অধিকরণশূন্য কর্মের বিভাগকর্তৃত্ব
কোথায়? অতএব পারিশেষ্য প্রযুক্ত কারণাকারণবিভাগের কারণত্ব
অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ২২ ॥

অন্ধকারাদি, ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাবপদার্থ, এইরূপ যে
বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। তাহাতে চারিপ্রকার বিবাদ সম্ভব

ভাট্টাঃ বেদান্তিনশ্চ ভগন্তি আরোপিতনীলরূপমিতি
 ত্রীধরাচার্য্যাঃ আলোকজ্ঞানাভাব ইতি প্রভাকরৈকদেশিনঃ
 আলোকাভাব ইতি নৈয়ায়িকাদয় আলোকাভাব ইতি ।
 চেত্তত্রৈ দ্রব্যত্বপক্ষো ন ঘটতে বিকল্পানুপভেঃ দ্রব্যং
 ভবদন্ধকারং দ্রব্যাদ্যান্ততমমন্তরা নাদ্যঃ যত্রান্তর্ভাবোহস্ম
 তস্ম যাবন্তো গুণান্তাবদগুণকত্বপ্রসঙ্গাৎ ন চ তমসো
 দ্রব্যবহির্ভাব ইতি সাম্প্রতং নিগুণস্ম তস্ম দ্রব্যত্বাসম্ভবেন
 দ্রব্যান্তরত্বস্ম সূত্ররামসম্ভবাৎ ॥ ২৩ ॥

ননু তমালশ্রামলত্বেনোপলভ্যমানং তমঃ কথং
 নিগুণং শ্রাদিতি নীলং নভ ইতিবৎ ভ্রান্তিরেবেত্যলং

হইয়া থাকে। তথাহি, ভাট্ট ও বেদান্তীদিগের মতে অন্ধকার দ্রব্য।
 ত্রীধরাচার্য্যেরা আরোপিত নীলরূপ বলিষাছেন। প্রভাকরৈক-
 দেশীদিগের মতে আলোকজ্ঞানের অভাব অন্ধকার। নৈয়ায়িকাদি
 মতে আলোকের অভাব অন্ধকার। ২৩

অন্ধকার কখন দ্রব্য হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে,
 বিকল্পের অনুপপত্তি হয়। অন্ধকার দ্রব্য হইলে, উহা দ্রব্যাদি হইতে অন্য-
 তম, কি, অন্য এইপ্রকার প্রশ্নের অবতারণা হইয়া থাকে। ইহার
 উত্তরে অন্যতম বলিতে পার না। কেননা, এই অন্ধকার বাহার অস্তুত
 থাকে, তাহার যাবতীয় গুণ ইহাতে সংস্কৃত হয়। পক্ষান্তরে, অন্ধকারের
 দ্রব্যবহির্ভাব নাই। কেননা, উহা নিগুণ। সূত্ররাম উহা দ্রব্য হইতে
 পারে না। যাহা দ্রব্য নহে, তাহার আবার দ্রব্যান্তরসম্ভাবনা
 কোথায়? ২৪

যদি বল, তমালবৃক্ষের শ্রামলত্ব দ্বারা যখন অন্ধকারের উপলব্ধি
 হইয়া থাকে, তখন উহা কিরূপে নিগুণ হইতে পারে? ইহার উত্তর

বুদ্ধবিবক্ষয়া । অত এব নারোপিতরূপং তমঃ অধিষ্ঠান-
প্রত্যয়মন্তরোপারোপাযোগাৎ বাহ্যালোকসহকারিরহিতশ্চ
চক্ষুষো রূপারোপে সামর্থ্যানুপলভ্যাক্ষ । ন চায়মচাক্ষুষঃ
প্রত্যয়ঃ তদনুবিধানস্থানন্তথাসিদ্ধত্বাৎ । ন চ বিধিপ্রত্যয়-
বেদ্যত্বাযোগো ভাবে ইতি সাম্প্রতং প্রলয়নিবিশাবধানাদিষু
ব্যভিচারাত্ । অত এব নালোকজ্ঞানাভাবঃ অভাবশ্চ
প্রতিযোগিগ্রাহকেन्द्रিয়গ্রাহত্বনিয়মেন মানসত্বপ্রসঙ্গাৎ ।
তস্মাদালোকাভাব এব তমঃ ন চাভাবে ভাবধর্ম্মাধ্যা-
রোপো দুরূপপাদঃ দুঃখাভাবে সূখত্বারোপশ্চ
সংযোগাভাবে বিভাগত্বাভিমানশ্চ চ দৃষ্টত্বাৎ ।
নচালোকাভাবশ্চ ঘটাদ্যভাববদ্রূপবদভাবত্বে নালোক-

এই নীল আকাশ. ইহাব জাতি উহা ভ্রান্তি মাত্র । অর্থাৎ আকাশের
কোন বর্ণ নাই। ভ্রমবশেই উহাতে নীল পীতাদি বর্ণের আরোপ হইয়া
থাকে । সেইরূপ তমালের শ্যামলতা দ্বারা অন্ধকারের উপলক্ষিও ভ্রম
মাত্র । অতএব অন্ধকার আবোপিত রূপ নহে । কেননা, অধিষ্ঠানপ্রত্যয়
ব্যতিবেকে আরোপের ষোগ হয় না এবং বাহ্যালোকসহকারিরহিত
হইলে, চক্ষুব রূপাবোপে সামর্থ্য থাকে না । ইহা অচাক্ষুষ প্রত্যয় নহে ।
তাহা হইলে, তদনুবিধানের অন্তথা হইত । আবার, অভাব পদার্থে বিধি-
প্রত্যয়বেদ্যত্বের সংযোগ আছে । সূত্রাং প্রলয় বিনাশ ও অবধানাদিতে
ব্যভিচার হইয়া থাকে । অতএব আলোকজ্ঞানের অভাব অন্ধকার নহে ।
কেননা, অভাবের প্রতিযোগিগ্রাহক ইन्द्रিয়গ্রাহত্ব নিয়মানুসারে
উহার মানসত্বপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে ।

অতএব আলোকের অভাবও অন্ধকার নহে । কেননা, অভাবে
ভাবধর্ম্মের অধ্যারোপ করা হুঃসাধ্য । হুঃখের অভাবে সূখত্বের আরোপ

সাপেক্ষচক্ষুর্জ্ঞানবিষয়ত্বং ত্রাদিত্যেযিতব্যং যদগ্রহে
 যদপেক্ষং চক্ষুস্তদভাবগ্রহেহপি তদপেক্ষত ইতি
 ত্রায়েনালোকগ্রহে আলোকাপেক্ষায়া অভাবেন তদভাব-
 গ্রহেহপি তদপেক্ষায়া অভাবাৎ । ন চাধিকরণগ্রহণাবশ্য-
 ভাবঃ অভাবপ্রতীতাবধিকরণগ্রহণাবশ্যভাবানঙ্গীকারা-
 দপরথা নিবৃত্তঃ কোলাহল ইতি শব্দপ্রধ্বংসপ্রত্যক্ষো ন
 ত্রাদিতি অপ্ৰামাণিকং তব বচনং পরম্ । তৎসর্বমভি-
 সন্ধায় ভগবান্ কণাদঃ প্রণিনায় সূত্রং দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তি-
 বৈধর্ম্মাদভাবশূন্য ইতি প্রত্যয়বেদ্যত্বেনাপি নিরূপিতম্ ॥২৫॥

ও সংযোগের অভাবে বিভাগহাভিমানের আরোপ দুর্ঘট, ইহা দেখিতে
 পাওয়া যায় ।

ঘটাদির অভাবের ত্রাব, আলোকাভাবের রূপবৎ অভাবকে আলোক-
 সাপেক্ষ চক্ষুর্জনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এরূপও বলা
 যায় না । কেননা, চক্ষু যাহার গ্রহণে যাহার অপেক্ষা করে, তাহার
 অভাব গ্রহণ সময়েও তাহারই অপেক্ষী হইয়া থাকে, এই প্রকার
 ত্রায়ামুসারে আলোকগ্রহণকালে আলোকাপেক্ষার অভাব দ্বারা, তাহার
 অভাবগ্রহণসময়েও তাহার অপেক্ষারও অভাব হইয়া থাকে । আবার,
 অভাবপ্রতীতিসময়ে অধিকরণগ্রহণের অবশ্যম্ভাবিতা অনঙ্গীকৃত
 হওয়াতে, অধিকরণগ্রহণের অবশ্যম্ভাবিতাও নাই । কোলাহল নিবৃত্ত
 হইলে, শব্দের এক কালে ধ্বংস হইয়া যায়, ইহা কখন প্রত্যক্ষ হয় না ।
 সুতরাং, তোমার কথা প্রামাণসিদ্ধ নহে । এই সকল অভিসন্ধান
 করিয়াই, ভগবান কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মনিষ্পত্তির সহিত সাদৃশ্য
 না থাকতে, অন্ধকার অভাব পদার্থ, এইপ্রকার প্রত্যয়পরম্পরামুসারে
 সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । ২৫ ॥

অভাবস্ত নিষেধমুখপ্রমাণগম্যঃ সপ্তমো নিরূপ্যতে ।
স চাসমবায়ত্বে সত্যসমবায়ঃ সংক্ষেপতো দ্বিবিধঃ সংসর্গা-
ভাবান্ধোক্ত্যভাবভেদাৎ । ভাবোহপি ত্রিবিধঃ প্রাক্-
প্রধ্বংসাত্যন্ত্যভাবভেদাৎ । তত্রানিত্যো অনাদিতমঃ
প্রাগভাবঃ উৎপত্তিমান বিনাশী প্রধ্বংসঃ পুতিযোগ্যা-
শ্রয়োহভাধোহত্যন্ত্যভাবঃ অত্যন্ত্যভাবব্যতিরিক্তত্বে
সত্যনবধিরভাবোক্ত্যভাবঃ ॥ ২৬ ॥

নব্ধোক্ত্যভাব এবাত্যন্ত্যভাব ইতি চেৎ অহো
রাজমার্গ এব ভ্রমঃ অন্ধোক্ত্যভাবো হি তাদাত্ম্যপ্রতি-
যোগিকঃ প্রতিষেধঃ যথা ঘটঃ পটাত্মা ন ভবতীতি সংসর্গ-
পুতিযোগিকঃ পুতিষেধোহত্যন্ত্যভাবঃ যথা বায়ো রূপ-
সম্বন্ধো নাস্তীতি । ন চাস্ত পুরুষার্থোপয়িকত্বং নাস্তীত্য

নিষেধমুখ প্রমাণ দ্বাবা বাহ্য অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম অভাব ।
উহা সপ্তম বলিয়া, নিরূপিত হইয়াছে । উহা সংক্ষেপতঃ দ্বিবিধ, সংসর্গা-
ভাব ও অন্ধোক্ত্যভাব । সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ । যথা, প্রাগভাব,
প্রধ্বংসভাব ও অত্যন্ত্যভাব । তন্মধ্যে, অনিত্য ও অনাদিতম অভাব
প্রাগভাব; উৎপত্তিমান বিনাশী প্রধ্বংসভাব এবং প্রতিযোগ্যাশ্রয়
অভাব অত্যন্ত্যভাব । অত্যন্ত্যভাব হইতে ব্যতিরিক্ততা ঘটিলে, অনবধি
অভাবকে অন্ধোক্ত্যভাব বলে ॥ ২৬ ॥

অন্ধোক্ত্যভাবকেই অত্যন্ত্যভাব বলা হউক না কেন? অহো রাজ
মার্গেই ভ্রম! অন্ধোক্ত্যভাব শব্দে তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক প্রতিষেধ।
যেমন, ঘট পটাত্মা নহে, ইত্যাদি। বাহ্য সংসর্গপ্রতিযোগিক প্রতি-
ষেধ, তাহার নাম অত্যন্ত্যভাব। যেমন বায়ুতে রূপসম্বন্ধ নাই। ইহার

শঙ্কনীয়ং দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদাপরপর্যায়নিঃশ্রেয়সরূপত্বেন
পরমপুরুষার্থত্বাৎ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে ঔলূক্যদর্শনম্ ।

অথ অক্ষপাদদর্শনম্ ।

তত্ত্বজ্ঞানাদুঃখাত্যন্তোচ্ছেদলক্ষণং নিঃশ্রেয়সসম্ভবতীতি
সমানতত্ত্বেহপি প্রতিপাদিতং তদাহ সূত্রকারঃ প্রমাণ-
প্রমেয়েত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি । ইদং
ত্ৰায়শাস্ত্রাদিমং সূত্রং । ত্ৰায়শাস্ত্রঞ্চ পঞ্চাধ্যায়াত্মকং তত্র
প্রত্যধ্যায়শাস্ত্রিকদ্বয়ম্ । তত্র প্রথমাধ্যায়শ্চ প্রথমাহিকে

পুরুষার্থের উপবোগিতা নাই, একরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না ।
কেননা, বাহার অপর নাম দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ, সেই নিঃশ্রেয়সরূপত্ব
বশতঃ ইহা পরমপুরুষাৰ্থস্বরূপ ।

অক্ষপাদদর্শন ।

তত্ত্বজ্ঞান হইতে দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ নিঃশ্রেয়স সংঘটিত হয়,
ইহা সমান তত্ত্বেও প্রতিপাদিত হইয়াছে । সূত্রকারও ইহা বলিয়াছেন ।
যথা, প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি হয়,
ইত্যাদি । ইহাই ত্ৰায়শাস্ত্রের আদিম সূত্র । ত্ৰায়শাস্ত্র পঞ্চ অধ্যায়ে
বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রত্যেক অধ্যায়েই আক্ষিকদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

ভগবতা গোতমেন প্রামাণাদিপদার্থনবকলক্ষণনিরূপণং
বিধায় দ্বিতীয়ে বাদাদিসপ্তপদার্থলক্ষণনিরূপণং কৃতম্ ।
দ্বিতীয়স্ত প্রথমে সংশয়পরীক্ষণং প্রমাণচতুষ্টয়াপ্রামাণ্য-
শঙ্কানিরাকরণঞ্চ দ্বিতীয়ে অর্থাপত্ত্যাৎপত্ত্যাদিরন্তর্ভাবনিরূপণম্ ।
তৃতীয়স্ত প্রথমে আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থপরীক্ষণং দ্বিতীয়ে
বুদ্ধিমনঃপরীক্ষণম্ । চতুর্থস্ত প্রথমে প্রবৃত্তিদোষপ্রত্য-
ভাবফলদুঃখাপবর্গপরীক্ষণং দ্বিতীয়ে দোষনিমিত্তকল্পনিরূ-
পণং অবয়ব্যাদিনিরূপণঞ্চ । পঞ্চমস্ত প্রথমে জাতিভেদ-
নিরূপণং দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থানভেদনিরূপণম্ ॥ ১ ॥

মানাধীন। মেয়সিকিরিতি"। ন্যায়েন প্রমাণস্ত প্রথম-
মমুদেদে তদনুসারেণ লক্ষণস্ত কথনীয়তয়া প্রথমোদ্বিষ্টস্ত
প্রথমং লক্ষণং কথ্যতে ॥ ২ ॥

ইহাদের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে ভগবান গোতম প্রামাণ্য-
পদার্থ নয়টির লক্ষণ নিরূপণ করিয়া, দ্বিতীয়ে বাদাদি সপ্ত পদার্থের
লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রথমে সংশয় পরীক্ষা এবং প্রমাণ-
চতুষ্টয়ের অপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাকরণ, দ্বিতীয়ে অর্থোৎপত্ত্যাতির অন্তর্ভাব-
নিরূপণ, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয়ার্থের পরীক্ষা ও
দ্বিতীয় আক্ষিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা, চতুর্থের প্রথমে প্রবৃত্তিদোষ
প্রত্যভাবফল দুঃখ ও অপবর্গের পরীক্ষা ও দ্বিতীয়ে দোষনিমিত্তকল্প নিরূ-
পণ ও অবয়ব প্রভৃতির নির্ধারণ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে
জাতিভেদ নিরূপণ ও দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থানভেদ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মেয়সিকি মানের অধীন, ইত্যাদি গ্রন্থানুসারে প্রথমই প্রমাণের
উদ্দেশ্য হওয়াতে, তদনুসারে লক্ষণ কথনীয়; এতদ্বিধায় প্রথমোদ্বিষ্ট
প্রমাণের প্রথমে লক্ষণ কথিত হইতেছে ॥ ২ ॥

সাধনাশ্রয়াব্যতিরিক্তত্বে সতি প্রমাণ্যাপ্তং প্রমাণম্ ।
এবঞ্চ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধং পরমেশ্বরপ্রামাণ্যং সংগৃহীতং
ভবতি যদকথয়ৎ সূত্রকারঃ মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রমাণ্যবচ্চ তৎ-
প্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিতি ॥ ৩ ॥

তথাচ জ্ঞায়পারাবারপারদৃশ্য বিশ্ববিখ্যাতকীর্তিরূদয়-
নাচার্য্যোহপি কুন্সমাঞ্জলৌ চতুর্থৈ স্তবকে

মিতিঃ সম্যকপরিচ্ছিত্তিস্তত্ত্বভা চ প্রমাতৃতা ।

তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে ইতি ॥ ৪ ॥

সাক্ষাৎকারিণি নিত্যযোগিনি পরদ্বারানপেক্ষস্থিতৌ

ভূতার্থানুভবে নিবিক্তনিখিলপ্রস্তাবিস্তৃত্রমঃ ।

লেশাদৃষ্টিনিমিত্তদৃষ্টিবিগমপ্রভ্রষ্টশঙ্কাতুষঃ

শঙ্কোন্মেষকলঙ্কিভিঃ কিমপরৈস্তন্মে প্রমাণং শিব ইতি ॥ ৫ ॥

সাধনাশ্রয়ের ব্যতিরিক্তত্ব ঘটলেই, প্রমাণ প্রমেয়বাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিতন্ত্রেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ পরমেশ্বরপ্রামাণ্য সংগৃহীত হয়। সূত্রকারও বলিয়াছেন, শাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রামাণ্যের জ্ঞায়, আপ্তপ্রামাণ্য হইতেই তদীয় প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞায়-পারাবারদর্শী বিশ্ববিখ্যাতকীর্তি উদয়নাচার্য্যও কুন্সমাঞ্জলির চতুর্থ স্তবকে বলিয়াছেন,

মিতিশব্দে সম্যক রূপ পরিচ্ছেদ, প্রমাতৃতাশব্দে তত্ত্বজ্ঞা এবং প্রামাণ্যশব্দে তদযোগব্যবচ্ছেদ। ইহাই গৌতমের মত ॥ ৪ ॥

যাহা সকলের প্রত্যক্ষ, যাহার ক্ষয় নাই, যাহা স্রবাসিদ্ধ, তাদৃশ স্বার্থ অনুভবে যিনি নিখিল প্রস্তাবিস্তৃত্রম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে লেশাদৃষ্টি নিবন্ধন দোষের অপগম প্রযুক্ত শঙ্কারূপ তুষের ভ্রংশ হইয়াছে

তচ্চতুর্বিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ ।
প্রমেয়ং দ্বাদশপ্রকারম্ আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তি-
দোষপ্রত্যভাবফলদুঃখাপবর্গভেদাৎ ॥ ৬ ॥

অনবধারণাত্মকং জ্ঞানং সংশয়ঃ স ত্রিবিধঃ সাধা-
রণধর্ম্যাসাধারণধর্ম্যবিপ্রতিপত্তিলক্ষণভেদাৎ ॥ ৭ ॥

যমধিকৃত্য প্রবর্তন্তে পুরুষান্তঃ প্রয়োজনং তদ্বিবিধং
দৃষ্টাদৃষ্টভেদাৎ ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্তিসংবেদনভূমিদৃষ্টান্তঃ স দ্বিবিধঃ সাধর্ম্য-
বৈধর্ম্যভেদাৎ ॥ ৯ ॥

প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ স চতুর্বিধঃ
সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমভেদাৎ ॥ ১০ ॥

সেই শিবই আমার প্রমাণ । সন্দেহের আবির্ভাবরূপ কলঙ্কযুক্ত অপর
দেবতায় আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

প্রমাণ চারিপ্রকার । যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ।

প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার । যথা, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়,
বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রত্যভাব ফল, দুঃখ ও অপবর্গ ॥ ৬ ॥

অনবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম সংশয় । উহা ত্রিবিধ । যথা, সাধারণ
ধর্ম, অসাধারণ ধর্ম ও বিপ্রতিপত্তি ॥ ৭ ॥

লোকে যাঁহা অধিকার করিয়া, প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন ।
দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে উহা দ্বিবিধ ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্তিসংবেদনভূমির নাম দৃষ্টান্ত । উহা দ্বিবিধ, সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য ॥ ৯ ॥

যে বিষয় প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত, তাহার নাম সিদ্ধান্ত । সর্ব-
তন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম ভেদে উহা চতুর্বিধ ॥ ১০ ॥

পরার্থানুমানবাকৈক্যদেশোহবয়বঃ স পঞ্চবিধঃ
প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগমনভেদাৎ ॥ ১১ ॥

ব্যাপ্যারোপে ব্যাপকারোপস্তর্কঃ স চৈকাদশবিধঃ
ব্যাপ্যাত্মাশ্রয়েতরেতরাশ্রয়চক্রকাশ্রয়ানবস্থাপ্রতিবন্ধি-
কল্পনালাঘবকল্পনাগৌরবোৎসর্গাপবাদবৈজাত্যভেদাৎ ॥ ১২ ॥

যথার্থানুভবপর্যায়ী পুঁমিতির্নির্ণয়ঃ স চতুর্বিধঃ সাক্ষাৎ-
কৃত্যনুমিত্যুপমিতিশাক্তীভেদাৎ ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বনির্ণয়ফলঃ কথাবিশেষো বাদঃ ॥ ১৪ ॥

উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ ॥ ১৫ ॥

স্বপক্ষস্থাপনাহীনঃ কথাবিশেষো বিতণ্ডা ॥ ১৬ ॥

কথা নাম বাদিপ্রতিবাদিনোঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরি-
গ্রহঃ ॥ ১৭ ॥

পরার্থানুমান বাক্যেব একদেশকে অবয়ব বলে। উহা পাঁচ
প্রকার। যথা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম ॥ ১১ ॥

ব্যাপ্যারোপে ব্যাপকারোপের নাম তর্ক। উহা একাদশবিধ।
যথা, ব্যাপ্যাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রকাশ্রয়, অনবস্থা, প্রতিবন্ধি-
কল্পনা, লাঘবকল্পনা গৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য ॥ ১২ ॥

যথার্থানুভবনামী প্রমিতির নাম নির্ণয়। উহা সাক্ষাৎকৃতি, অমুমিতি,
উপমিতি ও শাক্তী ভেদে চারি প্রকার ॥ ১৩ ॥

যাহাতে তত্ত্বনির্ণয় রূপ ফল আছে, তাদৃশ কথাবিশেষের নাম বাদ ॥ ১৪ ॥

উভয়সাধনাবতী বিজিগীষু কথার নাম জল্প ॥ ১৫ ॥

স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা ॥ ১৬ ॥

বাদী প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের নাম কথা ॥ ১৭ ॥

অসাধকো হেতুত্বেনাভিমতো হেত্বাভাসঃ স পঞ্চবিধঃ
সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালভেদাৎ ॥ ১৮ ॥

শকারুতিব্যত্যয়েন প্রতিষেধহেতুশ্চলঃ তত্রিবিধঃ
অভিধানতাৎপর্যোপচারব্যত্যয়বৃত্তিভেদাৎ ॥ ১৯ ॥

স্বব্যঘাতকমুত্তরং জাতিঃ সা চতুর্বিংশতিবিধা
সাধর্ম্যবৈধর্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি-
প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণাহেত্বর্থাপত্তিবিশে-
ষাপভূতপলক্যানুপলকিনিত্যনিত্যকার্য্যসমভেদাৎ ॥ ২০ ॥

পরাজয়নিমিত্তং নিগ্রহস্থানং তদ্ব্যবিশতিপ্রকারং
প্রতিজ্ঞাহানি প্রতিজ্ঞান্তরপ্রতিজ্ঞাবিরোধপ্রতিজ্ঞাসংস্থাস-
হেত্বন্তরার্থান্তরনিরর্থকাবিজ্ঞাতার্থাপার্থকাপ্রাপ্তকালন্যূনা-

যাহা অসাধক, অথচ হেতু বলিয়া অভিমত, তাহার নাম হেত্বাভাস ।
উহা পঞ্চবিধ । যথা, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ, সমসাধ্য ও সমাতীত
কাল । ১৮

শকারুতির ব্যত্যয় দ্বারা প্রতিষেধহেতু নাম ছিল । অভিধান
তাৎপর্য, উপচারব্যত্যয় ও বৃত্তি ভেদে উহা তিনপ্রকার ॥ ১৯ ॥

স্বব্যঘাতক উত্তরের নাম জাতি । উহা চতুর্বিংশতিপ্রকার । যথা,
সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, বর্ণ্য, অবর্ণ্য, বিকল্প, সাধ্য, প্রাপ্তি,
অপ্রাপ্তি, প্রসঙ্গ, প্রতিদৃষ্টান্ত, অনুৎপত্তি, সংশয়, প্রকরণ, হেত্বর্থাপত্তি,
বিশেষোপপত্তি, উপলক্কি, অনুপলক্কি, নিত্য, নিত্য কার্য্য, সম ॥ ২০ ॥

পরাজয়নিমিত্তেব নাম নিগ্রহস্থান । উহা দ্বাবিশতিপ্রকার । যথা,
প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংস্থাস, হেত্বন্তর,
অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্ত কাল ন্যূনাধিক, পুনরুক্ত,

ধিকপুনরুক্তাননুভাষণাজ্ঞানাপ্রতিভাবিক্ষেপমতানুজ্ঞাপর্য্য-
নুযোজ্যোপেক্ষণনিরনুযোজ্যানুযোগাপসিদ্ধান্তহেত্বাভাস-
ভেদাৎ ॥ ২১ ॥

অত্র সর্বান্তর্গণিকস্তু বিশেষস্তত্র শাস্ত্রে বিস্পষ্টোহপি
বিস্তরভিয়া ন পুস্তুয়তে ॥ ২২ ॥

ননু প্রমাণাদিপদার্থষোড়শকে পুতিপাদ্যমানে কথ-
মিদং ত্রায়শাস্ত্রমিতি ব্যপদিশ্যতে সত্যং তথাপ্যসাধারণ্যেন
ব্যপদেশো ভবন্তীতি ত্রায়েন ত্রায়স্য পরার্থানুমানাপর-
পর্য্যায়স্য সকলবিদ্যানুগ্রাহকতয়া সর্বকর্মানুষ্ঠানসাধনতয়া
পুধানত্বেন তথা ব্যপদেশো যুক্ত্যতে ॥ ২৩ ॥

তথাভাণি সর্বজ্ঞেন সোহয়ং পরমো ত্রায়ঃ বিপুতি-
পন্নপুরুষপুতিপাদকত্বাৎ তথা পুত্ত্বিহেতুত্বাচ্ছেতি ॥ ২৪ ॥

অনুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্যানুযোজ্য, উপেক্ষণ,
নিরনুযোজ্য, অনুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস ॥ ২১ ॥

এইরূপে উল্লিখিত শাস্ত্রে অতীব স্পষ্টাভিধানে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ঐ
সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । বিস্তারভয়ে আব উল্লেখ করা গেল না ॥ ২২ ॥

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ প্রতিপাদিত হওয়াতে, ইহার নাম কিরূপে
ত্রায়শাস্ত্র হইতে পারে? একথা সত্য বটে । তথাপি, অসাধারণ্য
অনুসারেই ব্যপদেশ হইয়া থাকে । এই যুক্তিতে, পরার্থানুমান বাহাব
অন্যতর নাম, সেই ত্রায়শাস্ত্র, সকল বিদ্যার অনুগ্রাহক ও সর্ববিধ
কর্মানুষ্ঠানের সাধক, বলিয়া, সকলের প্রধান । সুতরাং, ঐরূপ ব্যপদেশ
সঙ্গত হইয়া থাকে । ২৩

সর্বজ্ঞ ও বলিষ্ঠাছেন, বিপ্রতিপন্ন পুরুষের প্রতিপাদক ও প্রবৃত্তির
হেতু বলিয়া, সেই এই ত্রায়শাস্ত্র সকলের শ্রেষ্ঠ । ২৪ ॥

পক্ষিলস্বামিনা চ সেয়মান্বাক্ষিকী বিদ্যা পুমাণাদিভিঃ
পদার্থৈঃ পুবিভজ্যমানা

পুদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকৰ্ম্মণাম্ ।

আশ্রয়ঃ সর্বধৰ্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতেতি ॥ ২৫ ॥

ননু তত্ত্বজ্ঞানামিশ্রেষ্যসম্ভবতীতুক্তং তত্র কিং তত্ত্ব-
জ্ঞানাদনন্তরমেব নিঃশ্রেষ্যসং সম্পদ্যাতে নেভ্যচ্যতে কিন্তু
তত্ত্বজ্ঞানাদহঃখজ্ঞাপুৰ্ব্বভিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরা-
পায়ে তদনন্তরাভাব ইতি ॥ ২৬ ॥

তত্র মিথ্যাভ্রানং নামানাত্মনি দেহাদাবান্নবুদ্ধিঃ
তদনুকূলেষু রাগঃ তৎপ্ৰতিকূলেষু দ্বেষঃ । বস্তুতত্ত্বাভ্রানঃ
প্ৰতিকূলমনুকূলং বা ন কিঞ্চিৎ সমস্তি পরস্পরাভুবদ্ধব্রাচ্চ

পক্ষিলস্বামীও বলিয়াছেন, এই আখ্যক্ষিকী বিদ্যা প্রমাণাদি
পদার্থপরম্পরায় প্রবিভক্ত হওয়াতে, সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল
কৰ্ম্মের সাধকস্বরূপ, ও সকল ধৰ্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেষ্যসপ্রাপ্তি হয়, বলা হইয়াছে। এবিষয়ে
জিজ্ঞাস্য এই, তত্ত্বজ্ঞানের অবাবহিত পরেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না।
তাল উত্তর এই, তত্ত্বজ্ঞানের উদা হইলে, হঃখজ্ঞাপুৰ্ব্বভি দোষ মিথ্যা-
ভ্রান এই সকলের উত্তরোত্তর বিনাশ ছইয়া থাকে। সুতরাং, তত্ত্বজ্ঞানের
পরেই, বলা যায় না ॥ ২৬ ॥

তদ্বাধ্যে মিথ্যাভ্রানশব্দে অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, তাহার
যতকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূলে দ্বেষ। বস্তুতঃ, আত্মার প্রতিকূল
ও অনুকূল কিছুই নাই। পরস্পর অহুবদ্ধবশে উহা নোকে রাগাদিতে

রাগাদীনাং মূঢ়ো রজ্যতি রক্তো মুহুতি মূঢ়ঃ কুপ্যতি
কুপিতো মুহুতীতি । ততস্তৈর্দোষৈঃ প্রেরিতঃ পুণী পুতি-
ষিক্তানি শরীরেণ হিংসাস্তেয়াদীনাচরতি বাচা অন্তাদীনি
মনসা পরদ্রোহাদীনি সেয়ং পাপরূপা পুষ্টিবর্ধমানাবহ-
তীতি ॥ ২৭ ॥

শরীরেণ পুশস্তানি দানপরপরিভ্রাণাদীনি বাচা
হিতসত্যাদীনি মনসা অহিংসাদীনি সেয়ং পুণ্যরূপা
পুষ্টিবর্ধমানঃ ॥ ২৮ ॥

সেয়মুভয়ীবৃত্তিঃ ততঃ স্বানুরূপং প্রশস্তং নিন্দিতঃ
বা জন্ম পুনঃ শরীরাদেঃ প্রোক্তভাবঃ তস্মিন্ সতি প্রাক-
কূলবেদনীয়তয়া বাসনাত্মকং দুঃখং ভবতি । তে ইমে

আসক্ত হয় ; রাগাদিবৃক্ত হইলেই, মোহের বশ হয় ; মোহের বশ হইলেই
কুপিত হয় এবং কুপিত হইলেই, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে । অনন্তর
প্রাণিগণ তত্তৎ দোষের প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, শরীর দ্বারা হিংসা ও
চৌর্যাদি প্রতিষিদ্ধ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে, বাক্য দ্বারা অনৃত প্রভৃতি
ও মন দ্বারা পরদ্রোহাদি নিষিদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হয় । এইরূপে এই
পাপরূপা প্রবৃত্তি অধর্ম প্রদব করে ॥ ২৭ ॥

শরীর দ্বারা দান ও পররক্ষণাদি, বাক্য দ্বারা হিত সত্যাদি ও মন
দ্বারা অহিংসাদির অনুষ্ঠান করাকে পুণ্যরূপা প্রবৃত্তি বলে । উহাই ধর্ম নামে
কথিত ॥ ২৮ ॥

এইরূপে এই উভয়বিধ বৃত্তি । ইহা হইতেই স্বানুরূপ প্রশস্ত অথবা
নিন্দিত জন্ম ও পুনরায় শরীরাদির প্রোক্তভাব ঘটিয়া থাকে । এইরূপ
প্রোক্তভাব ঘটিলে, প্রতিকূল শব্দে কথিত বাসনাত্মক দুঃখ সমুৎপন্ন হয় ।

মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো হুঃখান্তা অবিচ্ছেদেন প্রবর্তমানাঃ
সংসারশব্দার্থো ঘটীচক্রবন্নিরবধিরনুবর্ততে ॥২৯॥

যদা কশ্চিৎ পুরুষধোরেয়ঃ পুরাকৃতস্মৃকৃতপরিপাক-
বশাদাচার্যোপদেশেন সর্বমিদং হুঃখায়তনং হুঃখানু-
যক্তঞ্চ পশ্যতি তদা তং সর্বং হেয়ত্বেন বুধ্যতে ততস্ত-
ন্নিবর্তকমবিদ্যাাদি নিবর্তয়িতুমিচ্ছতি । তন্নিবৃত্ত্যুপায়শ্চ
তত্ত্বজ্ঞানমিতি ॥ ৩০ ॥

কস্মাচ্চিক্ততস্যভির্বিদ্যাভির্বিভক্তং প্রমেয়ং ভাবয়তঃ
সম্যগ্দর্শনপদবেদনীয়তয়া তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে । তত্ত্বজ্ঞানা-
ন্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাঃ অপযান্তি
দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্ত্যুপায়ে জন্মাপৈতি

মিথ্যাজ্ঞান হইতে হুঃখপর্য্যন্তসেই ধর্ম্মসমুদায় অবিচ্ছেদে প্রবর্তমান এবং
সংসারশব্দার্থ, ঘটীচক্রের ত্রায়, নিরবধি তাহাদের অনুগামী হইয়া
থাকে ॥ ২৯ ॥

যখন কোন পুরুষোত্তম পূর্ব্বকৃত স্মৃকৃতের পরিপাক বশতঃ আচার্যের
উপদেশ সহায়ে এই সমুদায়কে হুঃখের আয়তন ও হুঃখেই অহুবন্ধ,
অবলোকন করেন, তখন তৎসমস্ত তাহাব হেয় বলিয়া বোধ হয় ।
অনন্তর তাহার নিবর্তক অবিদ্যাাদির নিবৃত্তি করিতে তাহাব অভিলাষ
জন্মে । তত্ত্বজ্ঞানই ঐরূপ নিবৃত্তির উপায় ॥ ৩০ ॥

এই তত্ত্বজ্ঞানের অপর নাম সম্যগ্দর্শন । বিদ্যাচতুষ্টয়ের পরিচ্ছিন্ন
প্রমেয় ভাবনা করিতে করিতে, কোন ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়া
থাকে । তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণ হয় । মিথ্যাজ্ঞানের
অপসারণে দোষ সকল অগনীত হয় । দোষের অপগমে প্রবৃত্তি নিরাকৃত

জন্মাপায়ে দুঃখমতান্তঃ নিবর্ততে । সাত্যস্তিকী নিবৃত্তি-
রপবর্গঃ । নিবৃত্তেরাত্যস্তিকত্বং নাম নিবৃত্তসজাতীয়স্য
পুনস্তজ্ঞানুৎপাদ ইতি ॥ ৩১ ॥

তথাচ পরামর্শঃ সূত্রং দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যা-
জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাবাদপবর্গ ইতি ॥ ৩২ ॥

নহু দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদোহপবর্গ ইতেতদদ্যাপি
কফোপিগুডায়িতং বর্ততে । তৎ কথং সিদ্ধবৎকৃত্য ব্যব-
হ্রিয়ত ইতি চেম্মেবং সর্বেষাং মোক্ষবাদিনামপবর্গদশায়া-
মাত্যস্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরস্তীত্যস্যার্থস্য সর্বতত্ত্বসিদ্ধাস্ত-
সিদ্ধয়া ঘটাপথত্বাৎ । নহ প্রবৃত্তস্ত দুঃখং প্রত্যাপদ্যতে
ইতি কশ্চিৎ প্রপদ্যতে তথা হি আন্তোচ্ছেদো মোক্ষ

হয় । প্রবৃত্তির নিরাকরণে জন্মের অবস্থা । জন্মের লব্ধ হইলে, দুঃখের
আত্মস্তিক নিবৃত্তি হয় । এই আত্মস্তিকী নিবৃত্তির নাম অপবর্গ । নিবৃত্তির
আত্মস্তিকত্ব বশিলে, ইহাই বসিতে হইবে, নিবৃত্তসজাতীয়েব পুনরায়
তাহাতে উত্তর হয় না ॥ ৩১ ॥

সূত্রকাণ্ডে বলিয়াছেন, দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তিদোষ মিথ্যাজ্ঞান এই
সকলের উত্তরোত্তর অপায় হইলে, তদনন্তরের অভাববশতঃ অপবর্গ লাভ
হয় ॥ ৩২ ॥

যদি বল, দুঃখের অত্যান্ত উচ্ছেদ অপবর্গ, এবিষয় অদ্যাপি নিতান্ত
প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে । তবে কিরূপে ইহাকে সিদ্ধবৎ করিয়া, ব্যবহা-
র করায় ? এরূপ বলা যাইতে পারে না । কেননা, সমুদয় মোক্ষবাদীরই
অপবর্গদশায় আত্মস্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে ; এবিষয় সকল তত্রৈ
সবিশেষ নীমাংসা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে । অপ্রবৃত্তের কখন দুঃখ-

ইতি মাধ্যমিকমতে ছুঃখোচ্ছেদোহস্তীত্যেতাবত্তাবদবিবাদম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ মন্যোথাঃ শরীরাদিবদায়াপি ছুঃখহেতুত্বাচ্ছেদ্য
ইতি তন্ন সঙ্গচ্ছতে বিকল্পানুপপত্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

কিমায়া জ্ঞানসত্তানো বিবক্ষিতঃ তদবিত্তো বা ।
প্রথমে ন বিপ্রতিপত্তিঃ কঃ খন্ডনুকূলমাচরতি প্রতিকূল-
মাচরেৎ । দ্বিতীয়ে তস্য নিত্যত্বে নিবৃত্তিরশক্যবিধা
নৈব প্রবৃত্ত্যানুপপত্তিশ্চাধিকং দূষণং ন খলু কশ্চিৎ
প্রেক্ষাবানাজ্ঞানস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীতি সর্বতঃ

প্রত্যাপত্তিব সম্ভাবনা নাই । মাধ্যমিকেরা যে বলিয়া থাকেন, আত্মার
উচ্ছেদই মোক্ষ ; ছুঃখের উচ্ছেদই তাহার অর্থ ; ইহা সর্বথা
বিবাদশূন্য ॥ ৩৩ ॥

শরীরাদিৰ ন্যায়, আত্মাও ছুঃখের হেতু ; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ করা
বিদেয় । বিকল্পের অল্পপত্তি বশতঃ এরূপ মনে করা কখন
সঙ্গত নহে ॥ ৩৪ ॥

এখানে জিজ্ঞাস্য এই, এই আত্মা জ্ঞানপরম্পরাস্বরূপ, কি, তাহার
অতিরিক্ত অল্প কোন পদার্থ? জ্ঞানপরম্পরাবলিলে, কোনরূপ বিপ্রতি-
পত্তি সম্ভব হয় না । কেননা, কোন বক্তি অল্পকূল আচরণকাণ্ডে প্রতিকূলা-
চরণে প্রবৃত্ত হয় । তাহার অতিরিক্ত অন্য পদার্থ বলিলে, তদীয় নিত্যত্ব-
বশতঃ নিবৃত্তি যেমন অশক্য নহে, প্রবৃত্তিরও তেমন অল্পপত্তি নাই ।
আত্মারই স্বথের জন্ত সমুদায় প্রিয় হইয়া থাকে, এই কারণে ইহা সর্বতো-
ভাবে প্রিয়তম । কোন প্রজাবান পক্ষই তাদৃশ আত্মার সমুচ্ছেদসাধনে

প্রিয়তমন্যাত্মনঃ সমুচ্ছেদায় প্রযততে । সর্বো হি প্রাণী
মুক্ত ইতি ব্যবহরতি ॥ ৩৫ ॥

ননু ধর্ম্মনিবর্ত্তো নির্ম্মলজ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইতি
বিজ্ঞানবাদিবাদে সামগ্র্যভাঃ সামান্যাদিকরণানুপ-
পত্তিশ্চ ভাবনাচ্যুতয়ং হি তস্য কারণমভীকৃতং । তচ্চ ক্ষণভঙ্গ-
পক্ষে স্থিরৈকাধারাসম্ভবাৎ লজ্জনাভ্যাগাদিবদনাসাদিত-
প্রকর্ষং ন ক্ষুটমভিজ্ঞানমিভজনয়িতুং প্রভবতি
সোপপ্লবস্য জ্ঞানসম্ভানস্য বন্ধহে নিরুপপ্লবস্য চ
মুক্ত্যে যো বন্ধঃ স এব মুক্ত ইতি সামান্যাদিকরণং ন
সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩৬ ॥

আবরণমুক্তিমুক্তিরিতি জৈনজনাভিমতোহপি মার্গো
ন নির্গতো নির্গলঃ । অঙ্গ ভবান পৃক্টো ব্যাচক্টাৎ কিমাব-

যত্ববান্ হইয়া থাকে । সমুদায় প্রাণী মুক্ত, এইপ্রকার ব্যবহার প্রচলিত
অ'ছে ॥ ৩৫ ॥

ধর্ম্মির নিরতি হইলে, নির্ম্মল জ্ঞানোদয়রূপ মহোদয় সমাহিত হয় ।
বিজ্ঞানবাদিগণের এই মতবাদে সামগ্র্যভাব ও সামান্যাদিকরণের
অনুপপত্তি লক্ষিত হয় । ভাবনাচ্যুতরই ইহাব অভীষ্ট কারণ ।
ক্ষণভঙ্গপক্ষ স্বীকার করিলে, স্থিরৈকাধারেব অসম্ভব প্রযুক্ত লজ্জন ও
অভ্যাগাদির ন্যায়, উহা প্রকর্ষপ্রাপ্ত হয় না । উপপ্লবযুক্ত জ্ঞানসম্ভতিই বদ্ধ
এবং তদিতরই মুক্ত । এইরূপ হইলে, যে বন্ধ, সে মুক্ত, এইপ্রকার
সামান্যাদিকরণ সঙ্গত হয় না ॥ ৩৬ ॥

আবরণমুক্তিই মুক্তি, জৈনজনের অভিমত এই পস্থাও নির্গল
নহে । আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আবরণশব্দের অর্থ কি ?

রণং । ধর্মাধর্মভ্রান্তয় ইতি চেৎ ইচ্চমেব । অথ দেহ-
মেবাবরণং তথাচ তমিরভৌ পঞ্জরান্মুক্তস্য শুকন্যোবা অ্নঃ
সততোর্দ্ধগমনং মুক্তিঃ রিতি চেত্তদা বক্তব্যং কিময়মায়া
মূর্তৌহ্মূর্তৌ বা । প্রথমে নিরবয়বঃ সাবয়বো বা । নিরব-
য়বত্বে নিরবয়বো মূর্ত্তঃ পরমাণুরিতি পরমাণুলক্ষণপত্যা
পরমাণুধর্মবদা অ্ধর্ম্মাণামতীন্দ্রিয়ত্বং প্রসজ্জং ॥ ৩৭ ॥

সাবয়বত্বে যৎ সাবয়বং তদনিত্যমিতি প্রতিবন্ধবলে-
নানিত্যত্বাপত্তৌ কৃতপ্রাণাশাক্তাভ্যাগমৌ নিষ্প্রতিবন্ধৌ
প্রসরেতাম্ ॥ ৩৮ ॥

অমূর্ত্তত্বে গমনমনুপপন্নমেব চলনাস্থিকায়ঃ
ক্রিয়ায়াঃ মূর্ত্তপ্রতিবন্ধাৎ ॥ ৩৯ ॥

ধর্মাধর্মভ্রান্তিই আবরণ । একপ হইলে, অনিষ্টাপত্তি নাই । কিন্তু, দেহ
আবরণ । তথাচ, তাহার নিষ্কৃতিতে পঞ্জর হইতে মুক্ত শূকর ছায়
আয়্যার সতত উর্দ্ধ গমনের নাম মুক্তি, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে,
জিজ্ঞাস্য এই, এই আত্মা মূর্ত্ত কি অমূর্ত্ত । মূর্ত্ত হইলে, নিরবয়ব কি সাব-
বব ? নিরবয়ব হইলে, পরমাণু নিরবয়ব মূর্ত্ত পদার্থ । এইরূপে, পরমাণু
লক্ষণপত্তি দ্বারা পরমাণুধর্মের ছায়, আত্মধর্মের অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসক্ত
হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

সাবয়ব হইলে, যাহা সাবয়ব, তাহাই অনিত্য, ইত্যাদি প্রতিবন্ধবলে
অনিত্যত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে । তাহা হইলে, কৃতপ্রাণ ও কৃতাত্মা-
গম এই দুইটা দোষ নিষ্প্রতিবন্ধরূপে প্রসৃত হয় ॥ ৩৮ ॥

আবার, অমূর্ত্ত হইলে, গমন অল্পপন্ন হইয়া উঠে । কেননা,
চলনাস্থিকা ক্রিয়ায় মূর্ত্তপ্রতিবন্ধ ঘটয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

পারতন্ত্ৰ্যং বন্ধঃ স্বাতন্ত্ৰ্যং মোক্ষঃ চার্বাকপক্ষেহপি
স্বাতন্ত্ৰ্যং হুঃখনিবৃত্তিৰ্ভেদবিবাদ ঐশ্বর্যং চেৎ সাতিশয়তয়া
সদৃশতয়া চ প্রেক্ষাবতাং নাভিমতম্ ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতিপুরুষান্যত্বখ্যাতে প্রকৃত্যুপরমে পুরুষস্য
স্বরূপেণাবস্থানং মুক্তিরিতি সাংখ্যাখ্যাতেহপি পক্ষে
হুঃখোচ্ছেদোহভ্যুপেয়তে ॥ ৪১ ॥

বিবেকজ্ঞানং পুরুষাশ্রয়ং প্রকৃত্যাশ্রয়ং বেতি এতাব-
দবশিষ্যতে । তত্র পুরুষাশ্রয়মিতি ন শ্লিষ্যতে পুরুষস্য
কৌটম্ব্যং স্থাননিরোধাপাতান্নাপি প্রকৃত্যাশ্রয়ঃ
অচেতনত্বাৎ তস্যাঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ প্রকৃতিঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা নিবৃত্তিস্বভাবা বা । আদ্যে

পারতন্ত্ৰ্যই বন্ধ ও স্বাতন্ত্ৰ্যই মোক্ষ, ইত্যাদি চার্বাকপক্ষেও যদি
স্বাতন্ত্ৰ্যই হুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই । কিন্তু ঐশ্বর্য
বুঝাইলে সাতিশয়তা ও সদৃশতা বশতঃ উহা কখন বিদ্বান্বর্গের অমু-
মোদিত হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতিপুরুষান্ত্ববাদে, প্রকৃতির উপরম হইলে, পুরুষের স্বরূপে
অবস্থানকে মুক্তি বলে । সাংখ্যগণের এই মতবাদেও হুঃখচ্ছেদ অভ্যুপেত
হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বিবেকজ্ঞান পুরুষের আশ্রিত, কি, প্রকৃতির আশ্রিত, এইরূপ প্রশ্নে
ইহাই বলাবাইতে পারে, পুরুষের আশ্রিত নহে । কেননা, পুরুষ কুটস্থ ।
আবার প্রকৃতি অচেতন । জ্ঞত্বাং, তাহার আশ্রিতও বলা যাইতে
পারে না ॥ ৪২ ॥

প্রকৃতি প্রবৃত্তিস্বভাবা কি নিবৃত্তিস্বভাবা । প্রবৃত্তিস্বভাবা বলিলে,

অনির্মোক্ষঃ স্বভাবস্যানপায়াৎ দ্বিতীয়ে সংসারোহ-
ন্তমিয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

নিত্যনিরতিশয়স্বথাভিব্যক্তির্মুক্তিরিতি ভট্টসর্ব-
জ্ঞাদ্যভিমতেহপি দুঃখনিবৃত্তিরভিমতেব । পরন্তু নিত্য-
স্বখং ন প্রমাণপদ্ধতিমধ্যাস্তে ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতিসত্ত্ব প্রমাণমিতি চেন্ন যোগ্যানুপলব্ধিবাধিতে
তদনবকাশাদবকাশে বা গ্রাবপ্লাবেহপি তথাভাবপ্রস-
ঙ্গাৎ ॥ ৪৫ ॥

ননু স্বথাভিব্যক্তির্মুক্তিরিতি পক্ষং পরিত্যজ্য দুঃখ-
নিবৃত্তিরেব মুক্তিরিতি স্বীকারঃ ক্ষীরং বিহার্যারোচক-

স্বতাবেব অনপায় বশতঃ মোক্ষলাভ হয় না । নিবৃত্তিস্বভাবা বলিলে,
সংসার অন্তমিত হইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥

ভট্টসর্বজ্ঞপ্রভৃ তরা বলিয়া থাকেন, নিত্য নিরতিশয় স্বথাভিব্যক্তিই
মুক্তি । ইহারও প্রকৃত অর্থ দুঃখনিবৃত্তি । পরন্তু, নিত্যস্বখ প্রমাণপদ্ধ-
তির অতীত বিষয় ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতি এ বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না । যেখানে যোগ্যানু-
পলব্ধির বাধ ষ্টে, সেখানে শ্রুতির প্রবেশাধিকার নাই । প্রবেশা-
ধিকার থাকিলে, জলোপরি পাষণ্ডও ভাসিতে পারে, বলা
যায় ॥ ৪৫ ॥

স্বথাভিব্যক্তি মুক্তি, এই পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি,
এইপ্রকার স্বীকার করা আর অরোচকপ্রস্তুতের ক্ষীরত্যাগ করিয়া, সৌবীর-

গ্রন্থস্য সৌবীররুচিমনুভবতীতি চেষ্টদেতম্ভাটকপক্ষ-
পতিতং ত্বদ্বচ ইত্যুপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

সুখস্য সাতীশয়তয়া প্রত্যক্ষতয়া বহুপ্রত্যনীকাক্রান্ত-
তয়া সাধনপ্রার্থনাপরিক্রিষ্টতয়া চ দুঃখাবিনাশুতত্বেন
বিষানুঘক্তমধুবৎ দুঃখপক্ষনিক্ষেপাৎ ॥ ৪৭ ॥

নশ্বেকমনুসন্ধিসংতোহপরং প্রচ্যবতে ইতি ন্যায়েন
দুঃখবৎ সুখমিত্যুচ্ছিদ্যত ইতি অকাম্যোহয়ং পক্ষ ইতি
চেষ্ট্যোবং মংস্থাঃ সুখসম্পাদনে দুঃখসাধনবাহুল্যানুঘঙ্গ-
নিয়মেন তপ্তায়ঃপিণ্ডে তপনীয়বুদ্ধ্যা প্রবর্তমানেন
সাম্যাপাতাৎ । তথা হি ন্যাযোপার্জিতেষু বিষয়েষু
কিয়ন্তুঃ সুখখদ্যোতাঃ কিয়ন্তি দুঃখহৃদীনানি অন্যাযো-

রুচির অনুভব করা, উভয়ই সমান কথা । তোমার এই বাক্য নাটকপক্ষ-
পতিত ; এই কারণে উপেক্ষা করা গেল ॥ ৪৬ ॥

সুখের যেমন অতিশয়তা ও প্রত্যক্ষতা আছে, সেইরূপ উহা বহুল
বিষয়ে বিচ্ছিন্ন ও সাধনপ্রার্থনায় পরিপীড়িত । আবার দুঃখব্যতিরেকে
উহা লাভ করা যায় না । এই কারণে বিষয়গুণ মধুবৎ, উহা দুঃখপক্ষে
নিক্ষিপ্ত ॥ ৪৭ ॥

এক বিষয়ের অনুসন্ধান কবিতে গেলে, অপর বিষয় প্রভৃষ্ট হইয়া
থাকে, এই যুক্তি অনুসার ব দুঃখের জ্ঞান, সুখের উচ্ছেদন করা যায়, ইত্যাদি
পক্ষও অকাম্য, এরূপ মনে করিও না । সুখসম্পাদনসময়ে দুঃখসাধন-
বাহুল্যের প্রসঙ্গ ঘটিয়া থাকে । উক্ত নিয়মানুসারে উত্তম লৌহপিণ্ডে
স্বর্ণবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইলে, সাম্যাপাত সংঘটিত হয় । তথাহি, জ্ঞায়োপার্জিত
বিষয়সমূহে কিয়ৎপরিমাণে সুখক্ষুর্তি ও কিয়ৎপরিমাণে দুঃখহৃদিন

পার্জিতেষু তু যদ্বিষ্যতি তন্মানসাপি চিন্তয়িতুং ন শক্য-
মিত্যেতৎ স্বানুভবসকচ্ছাদরতনুসম্ভো বিদাং কুর্বন্ত
বিদাংবরা ভবন্তঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ পরিশেষাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহবশাচ্চবর্ণাদি-
ক্রমেণাস্থতত্বসাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষধৌরেয়স্য দুঃখনিবৃত্তি-
রাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি নিরবদ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

নদ্বীশ্বরসম্ভাবে কিং প্রমাণং প্রত্যক্ষমনুমানমাগমো
বা । ন তাবদত্র প্রত্যক্ষং ক্রমতে রূপাদিরহিতত্বেনাতী-
দ্রিয়ত্বাৎ নাপ্যানুমানং তদ্ব্যাপ্তিলিঙ্গাভাবাৎ নাগমঃ
বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ৫০ ॥

কিং নিত্যোহবগময়ত্যানিত্যো বা । আদ্যে অপ-

গ্রাহ্তৃত্বং হয় । অত্যাশোপার্জিত বিষয়ে যাহা ঘটয়া থাকে, তাহা মনেও
চিন্তা করা যায় না । আপনারা জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী, স্বয়ংই এবিষয় অনু-
ধাবন করুন ॥ ৪৮ ॥

এই কারণে পরিশেষে পরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে শ্রবণাদি-ক্রমে
আস্থতত্বের সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, পুরুষপ্রবরের আত্যন্তিকী দুঃখ-
নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি হয়, ইহা সর্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৪৯ ॥

ঈশ্বর আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, প্রত্যক্ষ, অনুমান অথবা আগম ?
প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না । কেননা, তিনি রূপাদিরহিত ; সুতরাং
ইন্দ্রিয়ের অতীত । অনুমানও প্রমাণ হইতে পারে না । কেননা, তদ্ব্যাপ্তি-
লিঙ্গের অভাব ঘটয়া থাকে । বিকল্পের অসহজ বশতঃ আগমও প্রমাণ
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৫০ ॥

ঈশ্বর নিত্য কি অনিত্য ? নিত্য হইলে, অপসিদ্ধান্তাপাতদোষ ঘটয়া

সিদ্ধান্তাপাতঃ দ্বিতীয়ে পরস্পরাশ্রয়াপাতঃ । উপমানাদি-
কমশক্যশঙ্কঃ নিয়তবিষয়ত্বাৎ ॥ ৫১ ॥

তস্মাদীশ্বরঃ শশবিষাণায়তে ইতি চেত্তদেতন্ন চতুর-
চেতসাং চেতসি চমৎকারমাবিকরোতি । বিবাদাস্পদং
নগসাগরাদিকং সকর্তৃকং কারিত্বাৎ কুস্তবৎ । ন চায়ম-
সিদ্ধো হেতুঃ সাবয়বত্বেন তস্য স্বসাধনত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

ননু কিমিদং সাবয়বত্বমবয়বসংযোগিত্বং অবয়ব-
সমবায়িত্বং বা । নাদ্যঃ গগনাদৌ ব্যভিচারাত্ ৷ দ্বিতীয়ঃ
তত্ত্বত্বাদাবনৈকান্ত্যাৎ । তস্মাদনুপপন্নমিতি চেম্মেবং
বাদীঃ সমবেতদ্রব্যত্বং সাবয়বত্বমিতি নিরুক্তের্বক্তুং শকা-

থাকে । অনিত্য হইলে, পরস্পরাশ্রয়াপাত দোষ আপত্তিত হয় । নিষত-
বিষয়ত্ব বলিয়া উপমানাদি, অশক্যশঙ্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ ঈশ্বর চিবকালই
আছেন । স্তব্যাং সাংসারিক কোন বস্তুর সচিত তাঁহার উপমা দেওয়া
বাইতে পারে না ॥ ৫১ ॥

তবে, ঈশ্বর, শশকের শৃঙ্গের ত্রায়, বলীক পদার্থ । এ কথা
বলিলে, চতুরচেতাগণের চিত্তে চমৎকাব আবিষ্কার করা যায় না ।
কেননা, পর্কিত ও সাগরাদি বিবাদাস্পদ পদার্থমাত্রেরই, কুস্তব ত্রায়,
কার্যাস্বরূপ ; স্তব্যাং উগাদের কর্তা আছে, স্বীকাব করিতে হইবে । ইহা
কখন অসিদ্ধ হেতু নহে । কেননা, ঐ সকল পদার্থ সাবয়ব । এই
कारणे তাহাদের স্বসাধনত্ব লক্ষিত হয় ॥ ৫২ ॥

এস্থলে জিজ্ঞাস্ত এই, সাবয়বত্বশব্দে অবয়বসংযোগিত্ব, কি, অব-
য়বসমবায়িত্ব ? অবয়বসংযোগিত্ব বলিলে, গগনাদিতে ব্যভিচার ঘটে ।
আবার, অবয়বসমবায়িত্ব বলিলে তত্ত্বপ্রভৃতিতে অনৈকান্তত্ব আপত্তিত
হয় । অতএব ইহা অনুপপন্ন বলিতে পার না । সমবেতদ্রব্যত্ব সাবয়বত্ব,

অক্ষপাদদর্শনম্ ।

ত্বাৎ । অবাস্তুরমহত্ত্বেন বা কার্য্যত্বানুমানশ্চ স্বকরত্বাৎ
নাপি বিরুদ্ধো হেতুঃ সাধ্যবিপর্য্যয়ব্যাপ্তেরভাবাৎ নাপ্যনৈ-
কান্তিকঃ পক্ষাদন্যত্র বৃত্তেরদর্শনাৎ নাপি কালাত্যয়োপ-
দিষ্টঃ বাধকানুপলম্ব্য নাপি সৎপ্রতিপক্ষঃ প্রতিভট্টা-
দর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

ননু নগাদিকমকর্তৃকং শরীরাজন্যত্বাৎ গগনবদিতি
চেন্নৈতৎ পরীক্ষাক্ষমমীক্ষ্যতে । নহি কঠোরকণ্ঠীরবশ্চ কুরঙ্গ-
শাবঃ প্রতিভট্টো ভবতি অজ্ঞত্বশ্চৈব সমর্থতয়া শরীর-
বিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

তর্হ্যজন্যত্বমেব সাধনমিতি চেন্নাসিদ্ধেঃ নাপি ।

এইপ্রকার অর্থে, ঐরূপ বলিতে পারা যায় । আবার, অবাস্তবমহত্ত্ববশতঃ,
কার্য্যত্বানুমান স্বকর হইয়া থাকে । আবার, বিরুদ্ধ হেতুও হইতে পারে
না । কেননা, সাধ্যবিপর্য্যয়ের অভাব নাই । আবার, অনৈকান্তিকও
হইতে পারে না । কেননা, পক্ষ ভিন্ন অন্যবিশ বৃত্তি দেখিতে পাওয়া
যায় না । আবার, কালাত্যয়োপদিষ্টও হইতে পারে না । কেননা, কোন-
রূপ বাধকের উপলম্ব্য নাই । আবার, সৎপ্রতিপক্ষও হইতে পারে না ।
কেননা; কোনরূপ প্রতিযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৫৩ ॥

শরীর কর্তৃক অজ্ঞত্ব বলিয়া গগনের জায়, নগাদির কোন-
রূপ কর্ত্তা নাই । এ কথাও বলা যায় না । কেননা, এ বিষয় পরীক্ষাসহ,
বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না । কুরঙ্গশাবক কখন কঠোর কণ্ঠীরবের
প্রতিযোগী হয় না । অজ্ঞত্বের সমর্থতা বশতঃ শরীরবিশেষণ বিফল
হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

তবে অজ্ঞত্বই সাধন । তাহাও নহে । কেননা, উহাতে সিদ্ধির

সৌপাধিকত্বশঙ্কাকলঙ্কাকুরঃ সম্ভবো অনুকূলতর্কসম্ভবাৎ ।
যদ্যয়মকর্তৃকঃ স্ত্রাৎ কার্য্যমপি ন স্ত্রাদিহ জগতি নাস্ত্যেব
স্ত্রাৎ কার্য্যং নাম যৎ কারকচক্রমবধীৰ্য্যাত্মানমাসাদয়ে-
দিত্যেতদবিবাদম্ ॥ ৫৫ ॥

তচ্চ সর্বং কৰ্ত্ত্বিশেষোপহিতমমর্যাদং কৰ্ত্ত্ব-
চেতরকারকাপ্রয়োজ্যে সতি সকলকারকপ্রযোক্ত-
লক্ষণং জ্ঞানচিকীৰ্ষাপ্রযত্নাধারত্বম্ ॥ ৫৬ ॥

এবঞ্চ কৰ্ত্ত্ব্যাবৃত্তেস্তদুপহিতসমস্তকারকব্যাবৃতা-
বকারণককার্য্যোৎপাদপ্রসঙ্গ ইতি স্থলঃ প্রমাদঃ ॥ ৫৭ ॥

অভাব হইয়া থাকে । আবার, অনুকূল তর্কের সম্ভব বশতঃ সৌপাধিক-
স্বরূপ শঙ্কাকলঙ্কাকুরেরও সম্ভাবনা নাই । যদি ইহা কৰ্ত্তাশূন্য হইত,
তাহা হইলে, কার্য্যও হইত না । কেননা, ইহ জগতে এমন কার্য্যই
নাই, যাঙ্গ কাবচক্র পরিহার করিয়া, স্বয়ংই সিদ্ধ হইয়া থাকে । এ
বিষয় সর্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৫৫ ॥

অতএব সমস্তই কৰ্ত্ত্বিশেষকর্ত্ত্বক উপহিত হইয়াছে । সেই কৰ্ত্ত্ব-
বিশেষের কোনরূপ মর্যাদা অর্থাৎ ইয়ত্তাদি নাই । এবং উহা অল্প কোন
কারকেরও প্রয়োজ্য নহে ; স্বয়ংসিদ্ধশক্তিসম্পন্ন । সুতরাং, উহা
অস্ত্রাত্ম কারক সমস্তের প্রযোক্তা এবং জ্ঞান, চিকীৰ্ষা ও প্রযত্নের
আধার ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে কৰ্ত্ত্ব্যাবৃত্তিবশতঃ তাহার উপহিত সমস্ত কারকব্যাবৃত্তি
যখন সিদ্ধ হইল, তখন বিনা কারণে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ
প্রসঙ্গ করা, স্থল প্রমাদ ভিন্ন অল্প কিছুই নহে ॥ ৫৭ ॥

তথা নিরটকি শঙ্করকিক্ষণেণ

অনুকূলেণ তর্কেণ সনাথে সতি সাধনে ।

সাধ্যব্যাপকতাভঙ্গাৎ পক্ষে নোপাধিসম্ভব ইতি ॥৫৮॥

যদীশ্বরঃ কৰ্ত্তা স্মাভিহি শরীরী স্মাদিত্যাদিপ্রতিকূল-
তর্কজাতং জাগৰ্ত্তীতি চেদীশ্বরসিদ্ধ্যসিদ্ধিভ্যাং ব্যাঘা-
তাৎ ॥ ৫৯ ॥

তদুদিতমুদয়নেন ।

আগমাদেঃ প্রমাণত্বে বাধনাদনিষেধনম্ ।

আভাসত্বে তু সৈব স্মাদাশ্রয়সিদ্ধিরুক্ততেতি ॥ ৬০ ॥

ন চ বিশেষবিরোধঃ শক্যশঙ্কঃ জ্ঞাতত্বজ্ঞাতত্ববিকল্প-
পরাহতঃ স্মাৎ ॥ ৬১ ॥

তদেতৎ পরমেশ্বরস্ত জগন্নির্মাণে প্রবৃত্তিঃ কিমর্থ্য
স্বার্থ্য পরার্থ্য বা । আদ্যেহপীষ্টপ্রাপ্ত্যর্থ্য অনিষ্টপরিহারার্থ্য

শঙ্করকিক্ষণও বলিয়াছেন, সাধন অনুকূলতর্ক সহিত সংমিলিত হইলে,
সাধ্যব্যাপকতার অভঙ্গ বশতঃ, পক্ষে কখন উপাধিসম্ভব হয় না ॥ ৫৮ ॥

যদি ঈশ্বর কৰ্ত্তা হন, তবে তিনি শরীরী, ইত্যাদি প্রতিকূল তর্ক-
সমূহ জাগরিত হওয়াতে, তদীয় সিদ্ধাসিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

উদয়ন বলিয়াছেন, আগমাদির প্রমাণত্ব সত্ত্বে বাধ বশতঃ নিষেধ
সম্ভাবনা নাই ॥ ৬০ ॥

বিশেষ বিরোধ শঙ্কাও করা যাইতে পারে না । জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব
বিকল্প দ্বারা উহা পরাহত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

পরমেশ্বরের জগৎনির্মাণে প্রবৃত্তি হইবার উদ্দেশ্য কি, স্বার্থ, না,
পরার্থসংঘটন ? স্বার্থসংঘটন বলিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্ত, ইষ্টপ্রাপ্তির জন্ত,

বা । নাদ্যঃ অবাগুসকলকামস্য তদনুপপত্তেঃ অতএব ন
দ্বিতীয়ঃ ॥ ৬২ ॥

দ্বিতীয়ে প্রবৃত্তানুপপত্তিঃ কঃ খলু পদার্থঃ প্রবর্তমানঃ
প্রেক্ষাবানিত্যাচক্ষীত ॥ ৬৩ ॥

অথ করুণয়া প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিত্যাচক্ষীত কশ্চিতং
প্রত্যাচক্ষীত তর্হি সর্বান্ প্রাণিনঃ সুখিন এব সৃজেদীশ্বরঃ
ন দুঃখশবলান্ করুণাবিরোধাৎ । স্বার্থমনপেক্ষ্য পরদুঃখ-
প্রহরণেচ্ছা হি কারুণ্যং । তস্মাদীশ্বরস্য জগৎসর্জনং ন
যুজ্যতে ॥ ৬৪ ॥

তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈঃ

প্রয়োজনমনুদ্दिश्या ন মন্দো হি প্রবর্ততে ।

জগচ্চাসৃজতস্তস্য কিং নাম ন কৃতং ভবেদিতি ॥ ৬৫ ॥

না, অনিষ্টপরিহারের নিমিত্ত ? ইষ্টপ্রাপ্তির জগ্গ বলিতে পার না ।
কেননা, ঈশ্বর আপ্তকাম । তাঁহার আবার ইষ্ট কি ? সুতরাং উহা
কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৬২ ॥

দ্বিতীয় অর্থাৎ পরার্থসংঘটন বলিলে, প্রবৃত্তির অনুপপত্তি ঘটে ॥ ৬৩ ॥

যদি কেহ বলে, করুণাবশতই প্রবৃত্তির উপপত্তি-হইয়া থাকে ।
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহা হইলে, তিনি সকল প্রাণীকেই সুখী
করিয়া, সৃষ্টি করিতেন, দুঃখমিশ্রিত করিয়া নহে । কেননা, দুঃখমিশ্রিত
করিলে, করুণার বিরোধ ঘটে । স্বার্থে উপেক্ষা করিয়া, পরদুঃখ দূর করিতে
ইচ্ছা করার নামই করুণা । অতএব ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি সম্ভব নহে ॥ ৬৪ ॥

ভট্টাচার্য্যেরাও বলিয়াছেন, প্রয়োজন না বুলিলে, নিতান্ত মূঢ়ও কোন কার্য্যে
প্রবৃত্ত হয় না । জগৎসৃষ্টি করিতে গিয়া, তাঁহার কি না করা হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

নাস্তিকশিরোমণে তাবদার্যাক্ষায়িতে চক্ষুষী
নিমীল্য পরিভাষয়তু ভবান্ করুণয়া প্রবৃত্তিরণ্যেব ন চ
নিসর্গতঃ স্তম্ভময়সর্গপ্রসঙ্গঃ সৃজ্য প্রাণিকৃতস্বকৃতদ্রুততপরি-
পাকবিশেষাঐষম্যোপপত্তেঃ । ন চ স্মাস্ত্র্যভঙ্গঃ শঙ্কনীয়ঃ
স্বাস্ত্রং স্বব্যবধায়কং ন ভবতীতি ন্যায়েন প্রত্নাত তন্নি-
র্বাহাৎ । এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মৈ ইত্যাদিরাগম-
স্তত্র প্রমাণম্ ॥ ৬৬ ॥

যদ্যেবং তর্হি পরম্পরাশ্রয়বাদব্যাধিঃ সমাধে-
ষ্যেতি চেৎ তস্থানুখানাৎ । কিমুৎপত্তৌ পরম্পরাশ্রয়ঃ
শঙ্ক্যতে জ্ঞপ্তৌ বা । নাদ্যঃ আগমশ্রেণ্যধীনোৎপত্তি-
কত্বেহপি পরমেশ্বরস্ত নিত্যত্বেনোৎপত্তেরনুপপত্তেঃ । নাপি

অস্মি নাস্তিকশিরোমণে । ঈর্ষ্যাক্ষায়িত চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া
চিন্তা করিয়া দেখ, করুণাবশতঃ ঈর্ষ্যেব জগৎসর্জনে প্রবৃত্তি । সৃজ্য প্রাণি-
গণের কৃত স্বকৃত দ্রুততের পরিপাকবিশেষ বশতঃ বৈষম্যের উপপত্তি
ঘটাতে, স্বভাবতঃ স্তম্ভময় সৃষ্টিপ্রসঙ্গ সম্ভব নহে । ইহাতে ঈর্ষ্যের স্বাতন্ত্র্য-
ভঙ্গেরও সম্ভাবনা নাই । স্বাস্ত্র কখন স্বব্যবধায়ক হইতে পারে না,
এইপ্রকার যুক্তিতে প্রত্নাত উহাতে স্বাতন্ত্র্যেরই রক্ষা হইয়া
থাকে । রুদ্র একই, দ্বিতীয় নাই । ইত্যাদি আগম এ বিষয়ের
প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥

যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে পরম্পরাশ্রয়বাদব্যাধির সমাধান
কর । কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই । উৎপত্তিতে, না, জ্ঞপ্তিতে পর-
ম্পরাশ্রয় শঙ্ক্য কবতেন ? উৎপত্তিতে নহে । কেননা, আগম ঈর্ষ্যের
অন্যানে উৎপন্ন হইলেও, তিনি নিত্য, এইপ্রস্ত তঁাহার উৎপত্তি সম্ভব

জ্ঞপ্তৌ পরমেশ্বরস্য আগমাধীনজ্ঞপ্তিকত্বেহপি তস্মান্নতো-
 হবগমাৎ নাপি তদনিত্যত্বজ্ঞপ্তৌ আগমানিত্যত্বস্য তীত্রাদি-
 ধর্মোপেতত্বাদিনাস্তগমত্বাৎ ॥ ৬৭ ॥

তস্মান্নিবর্তকধর্ম্মানুষ্ঠানবশাদীশ্বরপ্রসাদসিদ্ধাবতি-
 মতেক্টসিদ্ধিরিতি সর্বমবদাতম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শনম্ ।

অথ জৈমিনিদর্শনম্ ।

ননু ধর্ম্মানুষ্ঠানবশাদভিমতধর্ম্মসিদ্ধিরিতি জেগায়তে
 ভবতা । তত্র ধর্ম্মঃ কিংলক্ষণকঃ কিংপ্রমাণক ইতি চেৎ
 শ্রীযতানুবধানেন অস্ম্য পুশ্নস্য পুতিবচনং প্রাচ্যা
 মীমাংসায়াং প্রাদর্শি জৈমিনিনা মুনিনা ॥ ১ ॥

নহে। জ্ঞপ্তিতেও পরস্পরাশ্রয়ের শব্দা করা যাইতে পারে না । কেন
 ঈশ্বরজ্ঞান আগমাধীন হইলেও, সেই আগম ব্যতীত অস্ত্র প্রকারে
 তাঁহারে জানা যাইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

অতএব, নিবর্তক-ধর্ম্মানুষ্ঠান-বশে ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, অভি-
 ইষ্টসিদ্ধি সংঘটিত হয়, ইহা সর্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৬৮ ॥

জৈমিনিদর্শন ।

তুমি যে বলিলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানবশেই অভিমত ধর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে
 সেই ধর্ম্মের লক্ষণ কি, প্রমাণই বা কি ?

স। হি মীমাংসা দ্বাদশলক্ষণী । তত্র প্ৰথমোহধ্যায়ে
বিধ্যর্থবাদমন্ত্রস্মৃতিনামধেয়ার্থকশ্চ শব্দরাশেঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ে কৰ্ম্মভেদোপোদঘাতপ্ৰমাণাপবাদপ্রয়োগ-
ভেদরূপোহর্থঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয়ে ঐতিলিঙ্গবাক্যাদিবিরোধপ্রতিপত্তিকৰ্ম্মানা-
রভ্যাধীতবহুপ্রধানোপকারকপ্রয়াজাদিযাজমানচিন্তনম্ ॥ ৪ ॥

চতুৰ্থে প্রধানপ্রয়োজকত্বাপ্রধানপ্রয়োজকত্বজুহুপর্ণ-
তাদিকলরাজসুয়গতজঘন্তাঙ্গাকদ্যুতাদিচিন্তা ॥ ৫ ॥

পঞ্চমে ঐত্যাদিক্রমতদ্বিশেষবুদ্ধ্যাবৰ্দ্ধনপ্রাবল্য-
দোর্ধ্বল্যচিন্তা ॥ ৬ ॥

অবধানপূর্বক শ্রবণ কর, বলিতেছি, জৈমিনিমুনি পূর্বমীমাংসায়
এই প্ৰশ্নেব পতিবচন প্রদর্শন কবিয়াছেন ॥ ১ ॥

ঐ পূর্ব মীমাংসা দ্বাদশলক্ষণী । তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ,
মন্ত্রস্মৃতি নামধেয়ার্থক শব্দবাশির প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ে কৰ্ম্মভেদ, উপোদঘাত, প্রমাণ, অপবাদ, ও প্রয়োগভেদ রূপ
অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

তৃতীয়ে ঐতিলিঙ্গ বাক্যাদি বিরোধ প্রতিপত্তি ; কৰ্ম্ম অনারভা
অধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযোজ্যাদি যাজমান চিন্তন বিনিবিষ্ট
হইয়াছে ॥ ৪ ॥

চতুৰ্থে প্রধানপ্রয়োজকত্ব, অপ্রধানপ্রয়োজকত্ব, জুহুপর্ণতাদি কল
বাহুসুয়গত জঘন্তাঙ্গ অকদ্যুতাদি আলোচনা করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

পঞ্চমে ঐত্যাদিক্রম, তদ্বিশেষবুদ্ধি, অবৰ্দ্ধন, প্রাবল্য ও দোর্ধ্বল্য
চিন্তা নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠে অধিকারিতদ্বন্দ্বব্যাপ্তি নিধার্থলোপনপ্রায়-
শ্চিত্তসত্ত্বদেয়বহির্বিচারঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তমে প্রত্যক্ষাবচনাতিদেশেষু নামলিঙ্গাতিদেশ-
বিচারঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টমে স্পষ্টাস্পষ্টপ্রবললিঙ্গাতিদেশোপবাদ-
বিচারঃ ॥ ৯ ॥

নবমে উহবিচারারম্ভসামোহমন্ত্ৰোহতৎপ্রসঙ্গাগত-
বিচারঃ ॥ ১০ ॥

দশমে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তারবাধকারণকার্যৈকত্ব-
গ্রহাদিসামপ্রকীর্ণনওর্থ বিচারঃ ॥ ১১ ॥

একাদশে তন্ত্রোপে দ্ব্যততন্ত্রাণাপতন্ত্রপ্রপঞ্চনা-
বাপপ্রপঞ্চনচিন্তনানি ॥ ১২ ॥

ষষ্ঠে অধিকারী, তাহার ধর্ম, দ্বন্দ্ব প্রতিনিধার্থ লোপের পায়শ্চিত্ত
ও সত্ত্বদেয় বহির্বিচার সন্নিবেশিত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সপ্তমে নামলিঙ্গাতিদেশ চিহ্নিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অষ্টমে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গাদি দেশোপবাদ বিচার
করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

নবমে উহবিচারের আরম্ভ, সামোহ, মন্ত্ৰোহ ও তাহার প্রসঙ্গাগত
বিচার ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

দশমে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধের কারণ ও কার্যের একত্ব
গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণনওর্থ বিচার করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

একাদশে তন্ত্রোপাদ্ব্যত, তন্ত্রাবাপ, তন্ত্রপ্রপঞ্চন ও অবাপপ্রপঞ্চন
আলোচিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশে প্রসঙ্গতন্ত্রনির্ণয়সমুচ্চয়বিকল্পবিচারং ॥ ১৩ ॥

তত্রাথাতো ধর্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমমধিকরণং পূর্ব
মীমাংসারস্তোপপাদনপরম্ ॥ ১৪ ॥

অধিকরণঞ্চ পঞ্চাবয়মাচক্ষতে পরীক্ষকাঃ । তে
পঞ্চাবয়বাঃ বিষয়সংশয়পূর্বপক্ষসিদ্ধান্তদঙ্গতিরূপাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রাচার্য্যমতানুসারেণাধিকরণং নিরূপ্যতে । স্বাধ্যা-
য়োহধ্যেতব্য ইত্যেতদ্বাক্যং বিষয়ঃ ॥ ১৬ ॥

চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম ইত্যারভ্যাহার্য্যে চ
দর্শনাদিত্যেতদন্তঃ জৈমিনিয়ং ধর্মশাস্ত্রমনারভ্যারভ্যঃ
বেতি সন্দেহঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বাদশে প্রসঙ্গ তন্ত্রের নির্ণয় সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচারিত
হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

তন্মতে, “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস পূর্বক,
পূর্বমীমাংসার আবস্ত উপপাদনার্থ প্রথম অধিকরণ সম্মিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

পরীক্ষকেরা অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব নির্দেশ করিয়াছেন । যথা,
বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত ও দঙ্গতি । তন্মধ্যে আচার্য্যের মতানুসারে
অধিকরণ নিরূপণ করা যাইতেছে ॥ ১৫ ॥

স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য অর্থাৎ বেদ পাঠ করিবে, এইরূপ বাক্যের নাম
বিষয় ॥ ১৬ ॥

চোদনালক্ষণ অর্থের নাম ধর্ম, ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া,
অহাহার্য্যে চ দর্শনাং, ইত্যাদি পর্য্যন্ত জৈমিনিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র আরম্ভ,
কি, অনারভ্য, ইহার নাম সংশয় ॥ ১৭ ॥

অধ্যয়নবিধেবদৃষ্টার্থীহ্যভ্যাং তত্র নারভ্যামিতিপূৰ্ব-
পক্ষঃ । অধ্যয়নবিধেৰ্থাববোধলক্ষণদৃষ্টফলকত্বানুপপত্তে-
ৰ্থাববোধার্থমধ্যয়নবিধিরিতি বদন্ বাদী প্রক্ৰিয়াঃ কিমত্য-
ন্তমপ্রাপ্তমধ্যয়নঃ বিধীয়তে কিম্বা পাক্ষিকমবঘাতবম্মিয়-
মাত ইতি ॥ ১৮ ॥

ন তাদাদ্যঃ বিবাদপদং বেদাধ্যয়নমর্থাববোধহেতুঃ
অধ্যয়নত্বান্তরতাধ্যয়নবদিতানুমানেন বিধ্যানপেক্ষতয়া
প্রাপ্তত্বাং ॥ ১৯ ॥

অন্ত তর্হি দ্বিতীয়ঃ । যথা নথবিদলনাদিনা তণ্ডুল-
নিষ্পত্তিসম্ভবাং অবঘাতনিষ্পত্তিমৈরেব তণ্ডুলৈঃ পিষ্ট-
পুরোডাশাদিকরণে অবান্তরাপূৰ্ব্ববাণা দর্শপূর্ণমাসৌ
পরমাপূৰ্ব্বমুৎপাদয়তঃ নাপরথা অতঃ অপূৰ্ব্বমবঘাতস্য

কল্পণে অধ্যয়নবিধিব অদৃষ্টার্থী হ্যভ্যাং, এনাবভা, এইরূপ পূৰ্বপক্ষ
হইয়া থাকে । অধ্যয়নবিধিব অর্থাববোধ কপ দৃষ্টফলকত্ব অনুপপন্ন
হওয়াতে অর্থাববোধার্থ অধ্যয়নবিধি, এইরূপ বাক্য প্রযোগে প্রবৃত্ত
বাদীকে উঠাই ছিজ্ঞাস্ত, তোমার মতে অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অধ্যয়ন বিহিত,
কি অবঘাতবৎ পাক্ষিক অধ্যয়ন নিষমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

প্রথম অর্থাৎ অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অধ্যয়ন বলিতে পার না । কেননা,
বিবাদাস্পদ বেদাধ্যয়ন অর্থাববোধের হেতু, ভারতাধ্যয়নের জ্ঞান, অনুমান
দ্বারা উত্থাতে কোনরূপ গিহিব অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

আচ্ছা, তবে দ্বিতীয় পক্ষই স্বীকার করা যাউক । যেমন নথ দ্বারা
বিদলনাদি করিয়া, তণ্ডুল সমুৎপাদন সম্ভব হইয়া থাকে । অবঘাত দ্বারা
সমুৎপাদিত তণ্ডুল দ্বারাই পিষ্ট পুরোডাশাদি করণে দর্শ ও পূর্ণমাস উভয়
বিধ যজ্ঞ অবান্তর অদৃষ্ট সাধন দ্বারা পরম অদৃষ্ট সমুৎপাদন করে । অন্য

নিয়মহেতুঃ প্রকৃত্তে লিখিতপাঠমন্যোনাধ্যয়নজনো ন বার্থাব-
বোধেন ক্রত্বনুষ্ঠানসিদ্ধৈরধ্যয়নশ্চ নিয়মহেতুর্নাশ্ত্যেব
তস্মাদর্থাববোধহেতুবিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বং নাস্তীহি তর্হি
শ্রয়মাণস্য বিধেঃ কা গতিরिति চেৎ স্বর্গফলকোহঙ্কর-
গ্রহণমাত্রবিধিরिति ভবান্ পরিতুষ্যতু বিশ্বজিন্মায়েনা-
শ্রুতস্যাপি স্বর্গস্য কল্পয়িতুং শক্যত্বাৎ যথা স স্বর্গঃ
সর্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাদতি বিশ্বজিত্যশ্রুতমপ্যধিকারিণং
সম্পাদয়তা তদ্বিশেষণং স্বর্গঃ ফলং যুক্ত্যা নিরণায়ি
তদ্বদধ্যয়নেহপ্যস্তু ॥ ২০ ॥

তত্ক্ষম্

বিনাপি বিধিনাদৃষ্টলাভান্ হি তদর্থতা ।

কল্ল্যস্তু বিধিসামর্থ্যং স্বর্গো বিশ্বজিদ্দিবদিতি ॥ ২১ ॥

প্রকারে নহে। এই কারণে অদৃষ্ট অবধাতের নিয়মহেতু। অধ্যয়ন-
জনিত অথবা অন্যবিধ অর্থাববোধ দ্বারা ক্রত্বর অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবা থাকে।
অতবাং, অধ্যয়নের নিয়মহেতু নাই। এই কারণে, অর্থাববোধহেতু
বিচারশাস্ত্রেরও বৈধত্ব নাই। তবে, শ্রয়মাণ বিধির গতি, হইবে?
ইতার উত্তর এই, অঙ্করগ্রহণমাত্র বিধির স্বর্গই ফল। হুণ্ডা ভাবিয়া,
কুমি পরিতুষ্ট হও। কেননা, বিশ্বজিন্মায়ে অশ্রুত স্বর্গেবও কল্পনা করা
যাইতে পারে। যেমন সেই সর্গ সকলের প্রতি অবিশেষে ইত্যাদি বিধান
বিশ্বজিতে অশ্রুত অধিকারীকেও সম্পাদন করিয়া যুক্তি দ্বারা তদ্বিশেষণ
স্বর্গ ফল নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যয়নেও ইউক ॥ ২০ ॥

তথ্যাহ, বলিয়াছেন, বিধি বাতিরকেও অদৃষ্ট লাভ হইলে, তদর্থতা
সম্পন্ন হয় না। বিশ্বজিৎ প্রভৃতির নাস্ত, বিধি সামর্থ্যবশে স্বর্গ কল্পনা
করা যাইতে পারে ॥ ২১ ॥

এবঞ্চ সতি বেদমধীত্য স্মায়াদিতি স্মৃতিরনুগৃহীতা
ভবতি । অত্র হি বেদাধ্যয়নসমাবর্তনয়োর্ব্যবধানমব-
গম্যতে ॥ ২২ ॥

তাবকে মতে ত্বধীতেহপি বেদে ধর্মবিচারায় গুরু-
কূলে বস্তুবাং তথা সত্যব্যবধানং বাধ্যত তস্মাদ্বিচার-
শাস্ত্রস্ত বৈধত্বাভাবাং পাঠমাত্রেন স্বর্গসিদ্ধেঃ সমাবর্তন-
শাস্ত্রাচ্চ ধর্মবিচারশাস্ত্রমনারম্ভণীয়মিতি পূর্বপক্ষ
সংক্ষেপঃ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তস্তন্যতঃ প্রাপ্তবাদপ্রাপ্তবিধিত্বং মাস্ত্র নিয়ম-
বিধিত্বপক্ষস্ত বজ্রহস্তেনাপি নাপহন্তয়িতুং পার্য্যতে ॥ ২৪ ॥

তথা হি স্বাধ্যায়েহধ্যোতব্য ইতি তব্যপ্রত্যয়ঃ
প্রেরণাপরপর্য্যয়াং পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনাভাব্যামভিধা-

এইরূপ হইলে, বেদ অধ্যয়ন করিয়া, স্নান করিবে, ইত্যাদি স্মৃতি
অনুগৃহীত হইয়া থাকে । এস্থলে, বেদ অধ্যয়ন ও সমাবর্তন এই উভয়ের
অব্যবধান অবগত হওয়া যায় ॥ ২২ ॥

তোমার মতে বেদ অধ্যয়ন করিলেও, ধর্মবিচারের জন্ত গুরুকূলে
বাস করা কর্তব্য । তাহা হইলে, অব্যবধান বাধিত হইয়া থাকে । এই
কারণে বিচারশাস্ত্রের বৈধত্বের অভাব ঘটাতে, পাঠমাত্রে স্বর্গসিদ্ধি
সম্ভব । তজ্জন্ত ধর্মবিচার শাস্ত্র অনারম্ভণীয় । ইহাই পূর্বপক্ষের
সংক্ষেপ ॥ ২৩ ॥

ইহার সিদ্ধান্ত এই, অল্পকপে প্রাপ্ত হওয়াতে, অপ্রাপ্ত বিধিত্ব না
হইক, স্বয়ং বজ্রহস্ত ও নিয়মবিধিত্বপক্ষ অপহন্তিত কবিতে পারেন না ॥ ২৪ ॥

তথাহি, স্বাধ্যায় অধ্যোতব্য । এস্থলে তব্যপ্রত্যয় দ্বারা, যাহার
অপর নাম প্রেরণা, পুরুষের প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনার ভাব্য সেই অভিধা-

ভাবনাং প্রত্যায়য়তি সা হর্থভাবনাসহিতমনুবন্ধঃ ভাব্য-
মাকাঙ্ক্ষতি ন তাবৎসমানপদোপাত্তমধ্যয়নভাব্যঃ পরি-
রত্ততে ॥ ২৫ ॥

অধ্যয়নশব্দার্থস্য স্বাধীনোচ্চারণকমতস্য বাধ্যনস-
ব্যাপারস্য ক্লেশার্থকস্য ভাষ্যত্বাসম্ভাবাৎ । নাপি সমান-
বাক্যোপাত্তঃ স্বাধ্যায়ঃ স্বাধ্যায়শব্দার্থস্য বর্ণরশেন্নিত্য-
ত্বেন বিভূত্বেন চোৎপত্তাদীনাং চতুর্ণাং ক্রিয়াফলানাধ-
সম্ভবাৎ তস্মাৎ সামর্থ্যপ্রাপ্তোহববোধো ভাবত্বেনাব-
তিষ্ঠতে ॥ ২৬ ॥

অর্থী সমর্থো বিদ্বানধিক্রিয়ত ইতি ন্যায়েন দর্শপূর্ণ-
মাসাদিবিষয়াববোধমবেক্ষমাণাঃ তদ্ববোধে স্বাধ্যায়ং
বিনিযুক্ততে ॥ ২৭ ॥

ভাবনাব প্রতীতি জন্মিয়া থাকে । সেই অর্থভাবনা দ্বারা আহুযসিক
মনুবভাব্য বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকে, সমানপদোপাত্ত অধ্যয়ন
ভাব্যের আকাঙ্ক্ষা হয় না ॥ ২৫ ॥

অধ্যয়নশব্দার্থের স্বাধীনোচ্চারণকমতায় ক্লেশার্থক বাধ্যনস-
ব্যাপারের ভাব্যত্ব সম্ভব নাই । আবার, স্বাধ্যায় কখন সমানবাক্যোপাত্ত
নহে । কেন না, স্বাধ্যায়শব্দার্থের বর্ণরাশি নিত্য ও বিভূত্ববিশিষ্ট এবং
উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্দ্বিধ ক্রিয়া ফলের অতীত । সুতরাং, সামর্থ্যপ্রাপ্ত
অববোধ ভাবাত্মকরূপে অবস্থিতি করে ॥ ২৬ ॥

অর্থী সমর্থ বিদ্বান্ অধিক্রিয়তে ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে দর্শপূর্ণমাসাদি
বিষয়াববোধ অবেক্ষা করিয়া, তদ্ববোধবিষয়ে স্বাধ্যায় বিনিযুক্তিত
হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অধ্যয়নবিধি লিখিত পাঠাদি ব্যাখ্যা অধ্যয়নসং-
 তত্ত্বং স্বাধ্যায়স্যাবগময়তি । তথাচ যথা দর্শপূর্ণমাসাদি-
 জ্ঞানং পরমাপূর্বম্ অবধাতাদিজ্ঞানস্যাবাস্তুরাপূর্বস্য কল্পকং
 তথা সমস্তক্রতুজ্ঞানমপূর্বজাতং ক্রতুজ্ঞানসাধনাধ্যায়ন-
 নিয়মজ্ঞানমপূর্বং কল্পয়িষ্যতি নিয়মাদৃষ্টানিষ্টৌ বিবিশ্রবণ-
 বৈকল্যমাপদ্যেত ন চ বিশ্বজিন্মায়েন ফলকল্পনাব-
 কল্পাতে অর্থাববোধে দৃষ্টে কলে সতি ফলান্তরকল্পনায়াঃ
 অযোগাৎ ॥ ২৮ ॥

তদুক্তম্

লভ্যমানে কলে দৃষ্টে নাদৃষ্টফলকল্পনা ।

বিধেস্ত নিয়মার্থত্বান্নানর্থক্যং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৯ ॥

ননু বেদমাত্রাধ্যায়িনোহর্থাববোধানুদয়েহপি সাক্ষ-

পুনশ্চ, অধ্যয়নবিধি লিখিত পাঠাদির ব্যাখ্যার দ্বারা স্বাধ্যায়েয়
 অধ্যয়নসংস্কার অবগত করে। তথাচ, যেমন দর্শপূর্ণমাসাদিজনিত পরম
 অদৃষ্ট অবধাতাদিজনিত অবাস্তুর অদৃষ্ট সমুদ্ভাবিত কল্পিয়া থাকে,
 সেইরূপ সমস্ত ক্রতুজনিত অদৃষ্টজাত ক্রতুসাধন অধ্যয়ন নিয়ম হইতে
 উৎপাদিত অদৃষ্টের উদ্ভাবনা করে। নিয়মাদৃষ্ট অনিষ্ট বিবিশ্রবণের
 বৈকল্য প্রাপ্ত হয়। বিশ্বজিন্নারাম্মারে ফলকল্পনা অবকল্পিত হয় না।
 ইহার কারণ এই, অর্থাববোধ-রূপ ফল দৃষ্ট হইলে, ফলান্তরকল্পনার
 সংযোগ অপগত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, লভ্যমান ফল দৃষ্ট হইলে, অদৃষ্ট ফলকল্পনার আব
 প্রাৰ্থন্য হয় না। নিয়মার্থকতাবশতঃ বিধির অনর্থকত্ব সম্ভব নহে ॥ ২৯ ॥

বেদমাত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, যদিও অর্থাববোধের উদয়

বেদাধ্যায়িনঃ পুরুষস্তাববোধসম্ভবাঃ বিচারশাস্ত্রস্ত
বৈকল্যমিতি চেত্তদসমগ্ৰস্য বোধমাত্রসম্ভবেহপি নির্ণয়স্ত
বিচারাধীনত্বাৎ । তদবধা অক্লান্তাঃ শরীরা উপদধাতীত্যত্র
দ্ব্যতেনৈব ন তৈলাদিনেত্যর্থনির্ণয়ো ব্যাকরণেন নিগমেন
নিরুক্তেন বা ন লভ্যতে বিচারশাস্ত্রেণ তু তেজো বৈ
দ্ব্যতমিতি বাক্যশেষবশাদর্থনির্ণয়ো লভ্যতে । তস্মাদ্বিচার-
শাস্ত্রস্ত বৈধত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৩০ ॥

ন চ বেদমধীত্য স্মায়াদिति শাস্ত্রং গুরুকুলনিবৃত্তি-
পরং ব্যবধানপ্রতিবন্ধকং বাধোতেতি মন্তব্যং স্মায়া
ভুঙক্তে ইতিবৎ পূর্বাপরীভাবসমানকর্তৃকত্বমাত্রপ্রতি-

হয় না, কিন্তু সাক্ষ্যবেদ অধ্যয়নে ব্যাপ্ত পুরুষের অর্থাববোধ সম্ভব হইয়া
থাকে । এ কথাটির সামঞ্জস্য নাই । কেন না, বোধমাত্র সম্ভব হইলেও,
নির্ণয় বিচারাধীন হইয়া থাকে । যদিও অর্থবোধ হয় ; কিন্তু বিবাদস্থলের
মীমাংসা করিতে বিচারের আবশ্যকতা হইয়া থাকে ; অর্থ বুঝিলেই,
তত্ত্ব স্থলের মীমাংসা করা যায় না । ইহাব দৃষ্টান্ত, যেমন, অক্লান্ত শরীরা
ইত্যাদি । এস্থলে, দ্ব্যতাক্ত, কি, তৈলাক্ল, এইরূপ অর্থনির্ণয় ব্যাকরণ,
বা নিগম, অথবা নিরুক্ত দ্বারা অধিগত হয় না । বিচারশাস্ত্র দ্বারা, ই,
দ্ব্যত সাক্ষ্যং তেজ, এইরূপ বাক্যশেষবশে অর্থনির্ণয় লব্ধ হয় । এই
কারণে বিচারশাস্ত্রের বৈধত্ব সিদ্ধ ॥ ৩০ ॥

বেদ অধ্যয়ন করিয়া, জ্ঞান করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র গুরুকুলনিবৃত্তি-
পর । ব্যবধানপ্রতিবন্ধকতা বশতঃ বাধিত হইয়া থাকে, এরূপ মনে
করা যায় না । কেননা, জ্ঞান করিয়া, জ্ঞান করিবে, ইত্যাদিবৎ পূর্বাপরী-

পত্ন্যা অধ্যয়নসমাবর্তনয়োনৈরন্তর্য্যাপ্রতিপত্তেঃ । তস্মা-
দ্বিধিসামর্থ্যাৎদেবধিকরণসহস্রাঙ্কং পূৰ্ণমীমংসাশাস্ত্র-
মারম্ভণীয়ম্ । ইদং চাধিকরণং শাস্ত্রেণোপোদ্যাতত্বেন
সম্বধ্যতে ॥ ৩১ ॥

তদাহ

চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধার্থামুপোদ্যাতঃ প্রচক্ষত
ইতি ॥ ৩২ ॥

ইদমেবধিকরণং গুরুমতমমুহুতোপন্যস্ততে ।
অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীতেত্যব্রাহ্মণ্যপনং
নিয়োগবিষয়ঃ প্রতিভাসতে নিয়োগশ্চ নিয়োজ্যমপেক্ষতে ।
কশ্চাত্ত্ব নিয়োজ্য ইতি চেদাচার্য্যকাম এব সম্মাননেত্যা-
দিনা পাণিনিব্রাহ্মণ্যসনেনাচার্য্যকে গম্যমানে নয়তে-

ভাবের সমানকর্তৃত্বমানেয় প্রতিপত্তি দ্বারা অধ্যয়ন ও সমাবর্তন উভয়ের
নৈবন্তর্য্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । অতএব বিধিসামর্থ্যবশেই অধিকরণ-
সহস্রযুক্ত পূৰ্ণমীমংসাশাস্ত্র আবিস্তরীয় । এই অধিকরণ, উপোদ্যাতত্ব
বশতঃ শাস্ত্রের সহিত সর্বত্র সম্বন্ধ ॥ ৩১ ॥

তথাহি, বলিযাতেন, প্রকৃতসিদ্ধার্থ চিন্তার নাম উপোদ্যাত ॥ ৩২ ॥

এই অধিকরণ গুরুমতের অনুসরণক্রমে উপব্রাহ্মণ হইতেছে । অষ্টবর্ষ-
বয়স্ক ব্রাহ্মণের উপনয়ন সমাধান ও তাহাকে অধ্যাপন করিবে । এখানে
অধ্যাপন নিয়োগ বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে । নিয়োগ নিয়োজ্যের
অপেক্ষা করে । কে এখানে নিয়োজ্য, এই প্রশ্নের উত্তরে, পাণিনির

ধাতোরাগ্নেনপদস্ত বিধানাং উপনয়নে যো নিযোজ্যঃ য
এতাদ্যাপনেহপি তয়োৱেকপ্রয়োগত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

অত এবোল্লং মনুনা মু ননা

উপনীয় তু যঃ শিষ্যঃ বেদমধ্যাপয়েদ্ভিজঃ ।

সাক্ষক সরহস্যক তমাচার্য্যং প্রচক্ষত ইতি ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চাচার্য্যকর্তৃকমধ্যাপনঃ মাণবককর্তৃকগাধ্য-
নেন বিনা ন সিদ্ধ্যত্যাধ্যাপনবিধি প্রযুক্ত্যেবাধ্যয়নানুষ্ঠানং
সংসাতি প্রযোজ্যকব্যাপারমন্তরেণ প্রযোজ্যব্যাপার-
অনির্বাহ্য ॥ ৩৬ ॥

তহোধ্যোব্য ইত্যস্তা বিধিত্বং ন সিদ্ধ্যতি চেন্মা
সৈংসীৎ কানো হানিঃ পৃথগধ্যয়নবিধেরথুপগমে প্রয়ো-

অনুশাসন অনুসাবে, আচার্য্য প্রাপ্ত হইলে, নাথাত্তর উক্তর আয়ানে পদ
বিধান করিষা, যে ব্যক্তি উপনয়নে নিযোজ্য হইয়া থাকে, সেই অ্যা-
পনেও নিযোজ্য । কেন না, উভয়ের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

এইজন্তই মুনি মনু বলিষাছেন, যে বিদ্ব শিষ্যকে উপনীত করিয়া,
সাক্ষ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে ॥ ৩৫ ॥

এই কারণে আচার্য্য কর্তৃক অধ্যাপন, মাণবক কর্তৃক অধ্যয়ন বিনা
সিদ্ধ হয় না, এইকপে অধ্যাপনবিধির প্রয়োগ দ্বাবাই অধ্যয়নানুষ্ঠান
সিদ্ধ হইয়া থাকে । যেহেতু, প্রযোজ্য ব্যাপার ব্যতিরেকে প্রযোজ্য
ব্যাপার নিৰ্বাহ হয়না ॥ ৩৬ ॥

এরূপ হইলে, অশেষব্য, এই বাক্যের বিধিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ।
না হইক, তাহাতে আমাদেব হানি কিং পৃথক অধ্যয়নবিধির অধ্যুপগম

জনাভাববিধিত্বস্ত নিত্যানুবাদত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ । তস্মাদ-
ধ্যয়নবিধিযুপজ্ঞান্য পূৰ্ব্বমুপন্যস্তৌ পূৰ্ব্বোত্তরপক্ষৌ
প্রকারান্তরেণ দর্শনীয়ৌ বিচারশাস্ত্রমবৈধত্বেনানারকব্য-
মিতি পূৰ্ব্বপক্ষঃ বৈধত্বেনারকব্যমিতি সাক্ষাত্ত্বম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র বৈধত্বং বনতা বদিতব্যং কিমধ্যাপনবিধির্ভাণ-
বক্যার্থাববোধমপি প্রযুক্তে কিম্ব পাঠমাত্রঃ, নাদ্যঃ-
বিনাপ্যার্থাববোধেনাধ্যাপনসিদ্ধেঃ । ন দ্বিতীয়ঃ পাঠমাত্রে
বিচারস্ত বিষয়প্রয়োজনয়োঃ সম্ভাবাদাপাততঃ প্রতিভাতঃ
সন্দিক্তোহর্থো বিচারশাস্ত্রবিষয়ো ভবতি । তথা সতি
যত্রার্থাবগতিরিব নাস্তি তত্র সন্দেহস্ত কা কথ্য বিচার-
ফলস্ত নির্ণয়স্ত প্রত্যাশা দূরত এব ॥ ৩৮ ॥

হইলে, প্রয়োজকের অভাব বশতঃ, নিত্যানুবাদ দ্বারাও বিধিত্বের
উপপত্তি হইয় থাকে। এই কাৰণে অধ্যয়নবিধিকে আশ্রয় করিয়া,
পূৰ্বে যাহাদের নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই পূৰ্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ,
প্রকারান্তরে প্রশ্ন করিয়া হইতেছে। তন্মধ্যে, বিচারশাস্ত্র অবৈধত্ব দ্বারা
অনারম্ভণীয়, ইহাই পূৰ্ব্বপক্ষ এবং বৈধত্ব দ্বারা তাহা আরম্ভণীয়, ইহাই
উত্তরপক্ষ ॥ ৩৭ ॥

ইহার মধ্যে, বৈধত্বনির্দেশসময়ে বলিতে হইবে, অধ্যাপন বিধি
দ্বারা মাগবকের অর্থাববোধ প্রয়োজিত, কিংবা পাঠমাত্রের প্রয়োগ হইয়া
থাকে? প্রথম নহে। কেননা, অর্থাববোধ ব্যতিরেকে, অধ্যাপন সিদ্ধ
হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ও নহে। কেননা, পাঠমাত্রের বিচারের বিষয়ও
প্রয়োজন সম্ভবপর নহে। আপাততঃ প্রতিভাত, সন্দিক্ত অর্থ বিচারশাস্ত্রের
বিষয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে, যেখানে অর্থবোধ না হয়, তথায়
সন্দেহের কথা কি, বিচারফল নির্ণয়ের প্রত্যাশাও দূর হইয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

তথাচ যদসন্ধিগ্ধং প্রয়োজনং তৎ প্রেক্ষাৎ প্রতি-
পিৎসাগোচরঃ সমনস্কেন্দ্রিয়সম্মিকৃষ্টঃ স্পষ্টালোকমধ্য-
মধ্যাসীনো ঘট ইতি ন্যায়েন বিষয়প্রয়োজনয়োরসম্ভবেন
বিচারশাস্ত্রমনারভ্যমিতি পূর্বঃ পক্ষঃ অধ্যাপনবিধানার্থাব-
বোধে মা প্রয়োজি তথাপি সান্নবেদাধ্যায়িনো গৃহীত-
পদপদার্থসঙ্গতিকঞ্চ পুরুষঞ্চ পৌরুষেয়েষিব এবন্ধেবু
আম্নায়োহ্যর্থাববোধঃ প্রাপ্নোত্যেব ॥ ৩৯ ॥

নমু যথা বিষয় ভুক্ত্যন্তর্য প্রতীয়মানোহ্যর্থো ন
বিবন্ধতে মাস্য গৃহে ভুক্তা ইতি ভোজনপ্রতিষেদস্য
মাতৃবাক্যবিষয়ত্বাৎ তথান্নায়ার্থস্যাবিবক্ষ্যায়াং বিষয়াদ্য-
ভাবদোষঃ প্রাচীনঃ প্রাচুর্যাদিতি চেন্মৈবং বোচঃ দৃষ্টান্ত-
দাক্ষ্যন্তিকয়োর্কৈষম্যসম্ভবাৎ বিষভোজনবাক্যসাপ্ত-

তথাচ, যাহা অসন্ধিগ্ধ প্রয়োজন, তাহা নিদান্ গের প্রতিপাদনে-
ছার বিষয়ীভূত, মনসহিত ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গিকর্ষে অধিষ্ঠিত এবং স্পষ্ট
আলোকমধ্যে অবস্থিত ঘটস্বরূপ, এই প্রকার ভাষাভাষারে, বিষয় ও
প্রয়োজনের অসম্ভাবনা বশতঃ বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে, ইহাই
পূর্বপক্ষ । অধ্যাপনবিধি দ্বারা অর্থাববোধ প্রয়োজিত না হইক ; তথাপি,
সান্ন বেদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, পদপদার্থসঙ্গতির জ্ঞান হইলে,
পৌরুষের প্রবন্ধের দ্বাৰা, আম্নায়ের অর্থাববোধ হইব থাকে ॥ ৩৯ ॥

যেমন বিষ ভোজন কব, এম্বলে, ইহাব গৃহে ভোজন করিও না,
এইরূপ ভোজনপ্রতিষেদ মাতৃবাক্যেব বিষয়ীভূত বলিণ, প্রতীয়মান অর্থ
বিবন্ধিত হয় না, সেইরূপ, বেদার্থের অববক্ষা ঘটিলে, বিষয়াদির অর্থ

প্রণীতত্বেন মুখ্যার্থপরিগ্রহে বাধঃ স্যাদिति বিবক্ষা নাস্তী-
 যতে । অপৌরুষেয়ে তু বেদে প্রতীয়মানার্থঃ কুতো ন
 বিবক্ষ্যতে । বিবক্ষিতে চ বেদার্থে যত্র যত্র পুরুষস্য
 সন্দেহঃ স সর্বোহপি বিচারশাস্ত্রস্য বিষয়ো ভবিষ্যতি
 তন্নির্ণয়শ্চ প্রয়োজনং তস্মাদধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তেনাধ্যয়নে-
 নাবগম্যমানস্যর্থস্য বিচারাহ্বাদ্বিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বেন
 বিচারশাস্ত্রমারম্ভণীয়মिति রাঙ্কান্তসংগ্রহঃ ॥ ৪০ ॥

সাদেতৎ বেদস্য কথমপৌরুষেয়ত্বমভিধীয়তে তৎ-
 প্রতিপাদকপ্রমাণভাবাৎ কথং মন্তেথাঃ অপৌরুষেয়াঃ
 বোনাঃ সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে সত্যাস্বর্যমাগকর্তৃকত্বাদাঙ্ক-
 দোষপ্রাপ্তত্বং হংস থাকে, এ কথা বলিতে পার না । কেননা, দৃষ্টান্ত
 ও দার্শনিক উভয়ের বৈষম্য সম্ভব এবং বিষভোজনবাক্য আপ্তপ্রণীত,
 এই কাণে মুখ্যার্থ-বিগ্রহে বরষাটী থাকে, এইরূপ বিবক্ষা প্রাপ্তত্ব
 হইতে পাবে না । বেদ অপৌরুষেয়, তাহাতে প্রতীয়মান অর্থ কিম্বো
 বিবক্ষিত হইবে না ? বিবক্ষিত অবস্থার সন্দেহের যে যে স্থলে পুরুষের
 সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তৎসমস্তই বিচারশাস্ত্রের বিষয় হইবে । তাহার
 নির্ণয় প্রয়োজন । সেইজন্য অধ্যাপনবিধি সহায়ে প্রয়োজিত অধ্যয়ন
 দ্বারা যে অর্থ অবগত হয়, তাহা সর্বথা বিচারের যোগ্য বলিয়া, বিচার-
 শাস্ত্রের বৈধত্ব ও তন্নিবন্ধন বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় হইয়া থাকে, ইহাই
 উক্তর পক্ষ ॥ ৩৯ ॥

আচ্ছা, ইহা স্মীকার কবা গেল । কিন্তু বেদ যে অপৌরুষেয়,
 তাকি কিরূপে বলা যাইতে পারে ? কেননা, তাহাব প্রতিপাদক প্রমাণ
 নাই । সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ হইলে, অস্বর্যমাণ-কর্তৃকত্ব বশতঃ আশ্রয়
 ত্রায়, বেদ সমস্ত অপৌরুষেয়, ইহা কিরূপে মনে করিতেছ ? বিশেষণে

বদিতি তদেতন্মন্দং বিশেষণাসিদ্ধেঃ পৌরুষেষুবেদবাদিভিঃ
প্রলয়ে সম্প্রদায়বিচ্ছেদস্য কক্ষীকরণাৎ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ কিমিদমস্বর্ঘ্যমাণকর্তৃকত্বং নাম অপ্রতীয়-
মানকর্তৃকত্বমস্বরগগোচরকর্তৃকত্বং বা । ন প্রথমঃ কল্পঃ
পরমেশ্বরস্য কর্তৃত্বঃ প্রমিতেরভূাপগমাৎ ন দ্বিতীয়ঃ বিকল্পা-
সহত্বাৎ । তথাহি কিমেকেনাস্বরগমভিপ্রেয়তে সর্বৈকবা-
নাদ্যঃ যো ধর্ম্মশীলো জিতমানরোষ ইত্যাদিষু মুক্তকো-
ক্তিষু ব্যতিচারাত্ ন দ্বিতীয়ঃ সর্বাস্বরগম্য অসর্বজ্ঞজ্ঞান-
ত্বাৎ পৌরুষেষুভে প্রমাণসম্ভবাচ্চ বেদবাক্যানি পৌরুষে-
য়াগি বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদিবাক্যবৎ বেদবাক্যান্যাপ্তপ্রণী-
তানি প্রমাণত্বে সতি বাক্যত্বাৎ মন্বাদিবাক্যবদিতি ॥ ৪২ ॥

অসিদ্ধি বশতঃ ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না । বিশেষতঃ, পৌরুষেষু-
বেদবাদিরা প্রলয়সময়ে সম্প্রদায়বিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

পুনশ্চ, অস্বর্ঘ্যমাণকর্তৃকত্বশব্দে কর্ত্তাব প্রতীতি নাই, অথবা
কর্ত্তা অস্বরগগোচর নহে, ইহাই কি অর্থ ? প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে । কেননা,
পরমেশ্বর কর্ত্তা বলিবা প্রতীতি হইয়া থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য বিষয় । দ্বিতীয়
পক্ষও প্রশস্ত নহে । কেননা, উহা বিকল্পেব অতীত । তথাহি, একজনের
কর্ত্তক, কি সকলের কর্ত্তক, অস্বরগ অভিপ্রেত হইতেছে ? প্রথম পক্ষ
বলা যায় না । কেননা, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল, এবং মান ও বোম্ব
জব করিয়াছে, ইত্যাদি মুক্তিবাদে ব্যতিচার ঘটে । দ্বিতীয়ও হইতে
পারে না । ইহার কারণ এই, যে ব্যক্তি সর্বজ্ঞ নহে, সে কখন সকলের
অস্বরগ অনুভব করিতে পারে না । বিশেষতঃ বেদ যে পৌরুষেষু, তাহার
প্রমাণ আছে । কালিদাসাদিঃ বাক্যের জ্ঞায়, বাক্যত্ব বশতঃ, বেদবাক্য

ননু বেদস্তাধ্যয়নং সর্বং গুরুত্বাধ্যয়নপূর্বকম্ ।

বেদাধ্যয়নসামান্যাদধুনাধ্যয়নং যথা ॥ ৪৩ ॥

ইত্যনুমানং প্রতিপাদনং প্রগল্ভত ইতি চেত্তদপি
ন প্রমাণকোটিং প্রবেষ্টুমীক্ষে ।

ভারত্যাধ্যয়নং সর্বং গুরুত্বাধ্যয়নপূর্বকম্ ।

ভারত্যাধ্যয়নশ্চেন সাম্প্রত্যাধ্যয়নং যথেষ্ট ॥ ৪৪ ॥

আভাসসমানযোগক্ষেমত্বাৎ । ননু তত্র ব্যাসঃ
কর্তেতি স্মর্যতে ।

কো হন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাং মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যাদাবিতি চেত্তদসারম্ ।

সকল পৌরুষেয় । এবং প্রমাণ থাকাতো, যদ্বাদি বাক্যের স্মৃতি, বাক্য-
বশতঃ বেদবাক্য সমস্ত আশ্রয়প্রাপ্ত ॥ ৪২ ॥

যদি বল, গুরুর মুখে শুনিয়াই, বেদের অধ্যয়ন হইয়া থাকে । যেমন
তদনুসারেই অধুনা অধ্যয়ন প্রচলিত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ইত্যাদি অনুমান প্রতিকূলে বলবৎ সাধনস্বরূপ । কিন্তু ইহা চূড়ান্ত
প্রমাণ হইতে পারে না । কেননা, লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, গুরুর
নিকট অধ্যয়ন করিয়াই, ভারত অধ্যয়ন করিতে হয় । যেমন ইদানীং তদনু-
সারে অধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইত্যাদি বাক্যের সহিত উক্ত বাক্যের সামান্যতা প্রতিপত্তি হইয়া থাকে ।

যদি বল, ব্যাস উক্ত ভারতের কর্তা । কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে
আর কে মহাভারতের রচনা করিতে পারে ॥ ৪৫ ॥

ইত্যাদি বচনবলে উহা সৰ্ব্বথা অসার হইয়া উঠে ।

খাচঃ সামানি জজিরে ।

ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদযজুস্তস্মাদজায়ত ইতি ॥ ৪৬ ॥

পুরুষসূক্তে বেদস্য সর্গভূতাপ্রতিপাদনাৎ ।

কিঞ্চানিত্যঃ শব্দঃ সামান্যবক্তে সন্তি অস্মদাদিবাহে'ন্দ্রিয়-
গ্রাহস্বাদবটবৎ ॥ ৪৭ ॥

নগ্নিদমুমানং সএবায়ঙ্গকার ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণ-
প্রতিহতমিতি চেৎ তদতিকঙ্কলূনপুনর্জাতকেশদলিত-
কুন্দাদাবিব প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ সামান্যবিষয়ত্বেন বাধকত্বা-
ভাবাৎ ॥ ৪৮ ॥

নবশরীরস্য পরমেশ্বরস্য তাদ্বাদিস্থানাভাবেন বর্ণো-
চ্চারণাসম্ভবাৎ কথং তৎপ্রণীতত্বং বেদস্য স্যাদিতি চেচ্ছ

একগে কথা এই, ষক্ হইতে সামের জন্ম হইয়াছে । ছন্দ সকল
দেই সাম হইতে প্রাগ্ভূত এবং তাহা হইতে যজুর আবির্ভাব হইয়াছে ॥৪৬

ইত্যাদি পুরুষসূক্তের অন্ত্যে বেদের সর্গভূত প্রতিপাদিত হইয়া
থাকে । অধিকন্তু, সামান্যবক্তা থাকিতে, অনিত্যশব্দ, ঘটের ন্যায়
অস্মদাদির বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ইত্যাদি অমুমান, দেই এই গ, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণ দ্বারা
প্রতিহত হয় । কিন্তু এ কথা কখন প্রমাণসহ হইতে পারে না । কেননা,
কেশ ও কুন্দাদি ছিন্ন হইলে, পুনরায় উৎপন্ন হয় । তাহাতে যেমন প্রত্য-
ভিজ্ঞার অবসর নাই, সেইরূপ, এখানেও প্রত্যভিজ্ঞার সামান্যবিষয়ত্ববশতঃ
বাধকত্বের অভাব ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যদি বল, ঈশ্বরের শরীর নাই । সুতরাং তানু প্রভৃতি স্থানের
অভাববশতঃ বর্ণোচ্চারণ সম্ভব না হওয়াতে, বেদের প্রণয়ন কিরূপে ঘটিতে

তদ্ভূতঃ স্বভাবতোহশরীরস্যাপি তস্য ভক্তানুগ্রহার্থং লীলা-
বিগ্রহগ্রহণসম্ভবাৎ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্বেদস্যাপৌরুষেয়ত্ববাচো যুক্তির্ন যুক্ত্যেতি চেৎ
তত্র সমাধানমভিधीयते কিমিদং পৌরুষেয়ত্বং সিসাধ্যি-
ষিতং পুরুষাত্বং পন্নত্বমাত্রং যথা অস্মদাদিভিরহরহরুচ্চার্য্য-
মাণস্য বেদস্য প্রমাণান্তরেণার্থমুপলভ্য তৎপ্রকাশনায়
রচিতত্বং বা যথা অস্মদাদিভিরেব নিবধ্যমানস্য প্রবন্ধস্ত
প্রথমে ন বিপ্রতিপত্তিঃ চরমে কিমসুমানবলাৎ তৎসাধন-
মাগমবলাদ্বা নাদ্যঃ মালতীমাধবাদিবাচ্যেযু সব্যভি-
চারত্বাৎ ॥ ৫০ ॥

পারে ? একথা যুক্তিসঙ্গত নহে । কেননা, স্বভাবতঃ শরীরহীন হই
লেও, তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ বীণাবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া
থাকেন ॥ ৪৯ ॥

এই কাৰণে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাক্য যুক্তিসঙ্গত নহে । এবিষয়ের
সমাধান এই, এই পৌরুষেয়ত্বশব্দে পুরুষ হইতে উৎপন্নমাত্র। যেমন
অস্মদাদিকর্তৃক অহরহ উচ্চার্যমাণ বেদের উৎপত্তি হইয়া থাকে ? না,
প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থ উপলব্ধ করিয়া, তাহাব প্রকাশার্থ রচনা করা হই-
রাছে, যেমন অস্মদাদি প্রবন্ধের নিবন্ধ করিয়া থাকি, ইহাই কি পৌরুষেয়ত্ব
শব্দের অর্থ ? প্রথম বলিলে, কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি হয় না । দ্বিতীয়াংশ
স্বীকার করিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্য, অনুমানবলে অথবা আগমবলে উহার
সাধন করা হইরাছে ? অনুমানবলে বলা যাইতে পারে না । তাহা হইলে,
মালতীমাধবাদিবাচ্য ব্যভিচার ঘটে ॥ ৫০ ॥

অথ প্রমাণত্বে সত্যীতি বিশিষ্যত ইতি চেত্তদপি ন
বিপশ্চিচতো মনসি বৈশদ্যমাপদ্যতে প্রমাণান্তরাগোচরার্থ-
প্রতিপাদকং হি বাক্যং বেদবাক্যং তৎপ্রমাণান্তরাগোচ-
রার্থপ্রতিপাদকমিতি সাধ্যমানে মম মাতা বক্ষ্যেতিবৎ
ব্যঘাতাপাতাৎ ॥ ৫১ ॥

কিঞ্চ পরমেশ্বরস্য লীলাবিগ্রহপরিগ্রহাভ্যুপগমেহ-
প্যতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনং ন সঞ্জাঘটীতি দেশকালস্বভাববিপ্র-
কৃৎসার্থগ্রহণোপায়াভাবাৎ ॥ ৫২ ॥

ন চ তচ্চক্ষুরাদিকমেব তাদৃক্ প্রতীতিজননক্ষমমিতি
মন্তব্যং দৃষ্টানুসারেণৈব কল্পনায়া আশ্রয়ণীয়ত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

তদুক্তং গুরুভিঃ সর্বজ্ঞনিরাকরণবেলায়াম্

যত্রাপ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলজ্জনাৎ ।

দূরসূক্ষ্মাদিদৃষ্টৌ স্যাম্ন রূপে শ্রোত্রবৃত্তিতেতি ॥ ৫৪ ॥

প্রমাণ আছে, বলিলেও, পণ্ডিতগণের মনে বৈশদ্যপ্রাপ্তি হইবে
না। কেনন, যাচার প্রমাণান্তর নাই, তাদৃশ অর্থপ্রতিপাদক বাক্যই
বেদবাক্য। সূত্ররাং, প্রমাণ আছে, বলিলে, আমার মাতা বক্ষ্যা, ইত্যাদি-
বৎ ব্যঘাত আপত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

পুনশ্চ, পরমেশ্বরের লীলাবিগ্রহপরিগ্রহ স্বীকার করিলেও, অতী-
ন্দ্রিয়ার্থদর্শন সিদ্ধ হয় না। দেশ, কাল ও স্বভাবের বিপ্রকৃষ্ট বিষয়
গ্রহণের উপায়াভাবই ইহার হেতু ॥ ৫২ ॥

আবার, চক্ষুরাদিও তাদৃক্ অর্থের প্রতীতিসাধনে সক্ষম নহে।
কেননা; দৃষ্টানুসারেই কল্পনার আবিষ্কার হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

গুরুগণ সর্বজ্ঞনিরাকরণবেলায় ইহা বলিয়াছেন। যথা, যে যে

অতএব নাগমবলাত্তৎসাধনং তেন প্রোক্তমিতিপা-
ণিন্যমুশাসনে জাগ্রত্যাপি কাঠককালাপতৈত্তিরায়ামত্যাদি-
সমাখ্যা । অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্তকবিষয়ত্বেনোপপদ্যতে
তদ্বদ্যাপি সম্প্রদায়প্রবর্তকবিষয়ত্বেনাপ্যুপপদ্যতে ন চানু-
মানবলাচ্ছন্দস্যানিত্যত্বসিদ্ধিঃ প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধঃ ॥৫৫॥
ন চাসত্যপ্যেকত্বে সামান্যনিবন্ধনং তদিতি সাংপ্রতঃ
সামান্যনিবন্ধনত্বমস্য বলবদ্বাধকোপনিপাতাদাস্বীয়তে ।

স্থলে অতিশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায়, তদাদিতদন্তরূপে
দর্শন করা যায়, সে সে স্থলে লোকসিদ্ধ পদার্থের কোনপ্রকার ব্যভিচার
বা ব্যতিক্রম সম্ভবিত হয় না । ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন, দূর ও নৃশ্বাদি বিষয়
দৃষ্টিগোচর হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের যুষ্টি তাহাতে কোনরূপে প্রযোজিত হয়
না ॥ ৫৪ ॥

এই কারণে আগমবলেও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ বা প্রতিপন্ন
হওয়া সম্ভব নহে । কেবল, উহা একপ্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা । তথাপি
পাণিনির প্রোক্ত অনুশাসনে, তৎকর্তৃক প্রোক্ত, ইত্যাদি বৃহদ্বাক্যে
কাঠক অর্থাৎ কঠককর্তৃক কথিত, কালাপ অর্থাৎ কলাপ-কর্তৃক প্রোক্ত
এবং তৈত্তিরিয় অর্থাৎ তিস্তির কর্তৃক কথিত, ইত্যাদি সমাখ্যা জাগৃত
রহিয়াছে । তৎসমস্ত অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্তকবিষয় দ্বারা উপপন্ন হইয়া
থাকে । সেইরূপ, এই বেদও অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্তকবিষয় দ্বারাও
সিদ্ধ হইতে পারে । অনুমানবলে শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করাও সম্ভব
নহে । কেননা, তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধ ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

শব্দ অনিত্য হইলে, গকারাদিবর্ণ নানাপ্রকার হইতে পারে ।
এক গকার বিনষ্ট হইলে, তাহার সঙ্গাতীয় দ্বিতীয় গকার আশ্রয় করিয়া,
সেই এই গকার, এইপ্রকার জ্ঞান অবশ্যই হইবে । অতএব প্রস্তাবিত

কচিৎব্যভিচারদর্শনাদ্বা তত্র কচিৎব্যভিচারদর্শনে তদ্বৎ-
প্রেক্ষায়ামুক্তং স্বতঃ প্রামাণ্যবাদিভিঃ ॥ ৫৬ ॥

উৎপ্রেক্ষেত হি যো মোহাদজ্ঞাতমপি বাধনম্ ।

স সর্বব্যবহারেষু সংশয়াত্মা বিনশ্যতীতি ॥ ৫৭ ॥

নশ্বিদং প্রত্যভিজ্ঞানং গত্বাদিজ্ঞাত্যবিষয়ং ন গাদি-
ব্যক্তিবিসয়ং তাসাং প্রতিপুরুষং ভেদোপলব্ধাদন্যাথা
সোমশর্ম্মাধীতে ইতি বিভাগে ন স্ফাদিত্তি চেত্তদপি
শোভাং ন বিভর্তি গাদিব্যক্তিভেদে প্রমাণাভাবেন
গত্বাদিজ্ঞাত্যবিষয়কল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৫৮ ॥

স্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । ইহা হইতে পারে না । প্রত্যভিজ্ঞানের
ঐক্য সজাতীয় অবলম্বন বলবৎ বাধক হইলে, আশ্রয় করা যায় । এবং
যদি কোনস্থলে, গকারাদিবর্ণের নিত্যব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে,
ঐরূপ সাজাত্য অবলম্বন করা যাইতে পারে । এবিষয়ে কোথাও ব্যভিচার-
দর্শন হইলে, প্রামাণ্যবাদীগণ সাজাত্যকল্পনাশ্রমে বলিয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

যেব্যক্তি মোহবশতঃ অজ্ঞাত বাধনেরও কল্পনা করে, সর্ববিধ বিষ-
য়েই তাহার মন সন্দ্বিগ্ন হওয়াতে, তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয় । অর্থাৎ,
তাহা দ্বারা কোন বিষয়েরই কোনপ্রকার নির্ণয় বা সীমাংসা হয় না ॥ ৫৭ ॥

যদি বল, এই প্রত্যভিজ্ঞান গত্বাদিজ্ঞাত্যবিষয়ক, গাদিব্যক্তিবিসয়ক
নহে । ইহার কারণ এই, প্রতি পুরুষেই তাহাদের ভেদোপলব্ধি হইয়া থাকে ।
তাহা না হইলে, সোমশর্ম্মা অধ্যয়ন করিতেছে, এইরূপ বিভাগ হইত না ।

ইহার উত্তর এই, এ কথাও কোনমতেই শোভা পায় না । কেননা
গাদিব্যক্তিভেদে প্রমাণ নাই । গত্বাদি-জ্ঞাত্যবিষয়-কল্পনাতেও প্রমাণা-
ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

যথা গত্মজ্ঞানত একমেব ভিন্নদেশপরিমাণসংস্থান-
ব্যক্ত্যুপধানবশাৎ ভিন্নদেশমিবাকল্প্যমিব মহদিব দীর্ঘমিব
বামনমিব প্রথতে তথা গব্যাক্তিমজ্ঞানত একোপি ব্যঞ্জক-
ভেদাৎ তত্ত্বধর্ম্যানুবন্ধিনী প্রতিভাসতে । এতেন বিরুদ্ধ-
ধর্ম্যাধ্যাসাৎ ভেদপ্রতিভাস ইতি প্রত্যুক্তম্ ॥ ৫৯ ॥

তত্র কিং স্বাভাবিকো বিরুদ্ধধর্ম্যাধ্যাসো ভেদ-
সাধিকত্বেনাভিমতঃ প্রাতীতিকো বা । প্রথমে অসিদ্ধিঃ
অপরথা স্বাভাবিকভেদাভ্যুপগমে দশগকারণাদচারয়চ্ছৈত্র
ইতি প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ নতু দশকৃৎসো গকার ইতি । দ্বিতীয়ে
তু ন স্বাভাবিকভেদাসিদ্ধিঃ ন হি পরোপাধিভেদেন

যেমন, গত্ব না জানিলে, এক পদার্থকেই ভিন্ন দেশ, পরিমাণ, সংস্থান
ব্যক্তি ও উপাধানবশে ভিন্ন দেশের ছায়, আকস্মের ন্যায়, মহত্তের ন্যায়,
দীর্ঘের ন্যায়, বামনের ন্যায়, বোধ হইয়া থাকে ; সেইরূপ গেব্যাক্তি
অবগত না থাকিলেও, এককেও ব্যঞ্জকভেদে তত্ত্ব ধর্মের অনুবন্ধী বলিয়া
প্রতীতি জন্মে । বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাসবশতঃ যে ভেদ প্রতিভাত হইয়া
থাকে, উল্লিখিত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহা অপবাহিত হইল ॥ ৫৯ ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ভেদসাধনের হেতু বলিয়া অভিमत
বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস কি স্বভাবসিদ্ধ, না প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিবলেই
উপলব্ধ হইয়া থাকে ?

ইহার উত্তর এই, প্রথম অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে । স্বাভাবিক ভেদ
স্বীকার করিলে, চৈত্র দশ গকার উচ্চারণ করিলেন, এইরূপ প্রতিপন্ন
হইয়া থাকে ; দশবার গকার উচ্চারণ করিলেন, এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না ।
দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রাতীতিক বলিলে, স্বাভাবিক ভেদাসিদ্ধির অদ-

স্বাভাবিকমৈক্যং বিহন্যতে । মাতৃং নভসোহপি কুস্তা-
ত্ব্যুপাধিভেদাৎ স্বাভাবিকো ভেদস্তত্র ব্যাবৃত্তব্যবহারো
নাদনিদানং ॥ ৬০ ॥

তদুক্তমাচার্য্যেঃ

প্রয়োজনস্ত যজ্জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লপ্যতে ।

ব্যক্তিলভ্যস্ত নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্থেতি ॥ ৬১ ॥

তথা চ

প্রত্যভিজ্ঞা যদা শব্দে জাগর্তি নিরবগ্রহা ।

অনিত্যত্বানুমানানি সৈব সর্বগাণি বাধতে ॥ ৬২ ॥

এতেনেদমপাস্তম্ । যদবাদি বাগীশ্বরেণ মানমনো-
হরে অনিত্যঃ শব্দঃ ইন্দ্রিয়বিশেষগুণত্বাচ্চক্ষুরূপবদिति ।
শব্দদ্রব্যত্ববাদিনাং প্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ ধ্বন্যাংশে সিদ্ধসাধনত্বাচ্চ
অত্রাবগতোপাধিবাধিতাচ্চ ॥ ৬৩ ॥

স্তাব হইয়া উঠে । কেননা, পরের উপাধিভেদ দ্বারা স্বাভাবিক একতার
কখন হানি হইতে পারে না । কুস্তাদিরূপ উপাধিভেদে আকাশের
স্বাভাবিক ভেদ সম্ভব নহে ॥ ৬০ ॥

আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, জ্ঞাতির যে প্রয়োজন, তাহা বর্ণ দ্বারাই
লভ্য হইয়া থাকে । আর, নাদ দ্বারাই ব্যক্তিলভ্য সিদ্ধ হয় । এই
কারণে গত্বাদিবুদ্ধি বৃথা হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, প্রত্যভিজ্ঞা সর্বদা শব্দে অব্যাহাতে জাগরুক
রহিয়াছে । উহা দ্বারাই বাবর্তীয় অনিত্যানুমান ব্যাহত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

মানমনোহরে বাগীশ্বর যে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়বিশেষের গুণ বলিয়া,
শব্দ, চক্ষুরূপের ত্রায়, অনিত্য, ইহা দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল ॥ ৬৩ ॥

উদয়নস্ত আশ্রয়াপ্রত্যক্ষত্বেপ্যভাবস্য প্রত্যক্ষতাং
মহতা পূর্বকেন প্রতিপাদয়ন্ নিবৃত্তঃ কোলাহলঃ উৎপন্নঃ
শব্দ ইতি ব্যবহারাচরণে কারণং প্রত্যক্ষং শব্দানিত্যত্বে
প্রমাণয়তি স্ম ॥ ৬৪ ॥

সোহপি বিরুদ্ধধর্মসংসর্গস্য ঔপাধিক্যোপপাদন-
ন্যায়েন দত্তরক্তবলিনেব তালঃ সমাপো হি । নিত্যত্বে
সর্বদোষলক্ষ্যনুপলক্ষিপ্ৰসঙ্গো যো ন্যায়ভূষণকারণোক্তঃ
সোহপি ধ্বনিসংস্কৃতস্যোপলক্ষ্যভূষণমাং প্রতিক্ষিপ্তঃ ॥ ৬৫ ॥

যত্নু যুগপদিন্দ্রিয়সম্বন্ধিহ্নেন প্রতিনিয়তসংস্কারক-
সংস্কার্যভাবানুমানং তদান্যন্যনৈকান্তিকমসতি কলকলে
ততশ্চ বেদস্যাপৌকষেয়তয়া নিরন্তরমন্তশঙ্কাকলঙ্কানুর-

উদয়নাচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, আশ্রয় অপ্রত্যক্ষ হইলেও,
অভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, শব্দ
উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্যবহারাচরণে প্রত্যক্ষকে শব্দের অনিত্যত্বে তিনি
সপ্রমাণিত করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

রক্তবলি প্রদান করিলে, তাল অর্থাৎ পিঁচাচবিশেষ যেমন নিরন্তর হয়,
উহাও সেইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মসংসর্গের ঔপাধিক্যসম্পাদনহায়াহুসারে খণ্ডিত
হইয়া থাকে। ভায়ভূষণকার বলিয়াছেন, নিত্যত্ব অবস্থায় সর্বদা উপলক্ষি
ও অনুপলক্ষির প্রসক্তি হয়। এই মতবাদও ধ্বনিসংস্কৃতির উপলক্ষীকার
দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

যুগপৎ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিপ্রযুক্ত প্রতিনিয়ত যে সংস্কারক ও সংস্কার্যভাবের
অনুমান হয়, তাহা, কলকলের অসম্ভাবে আত্মাতে ঐকান্তিকতা প্রাপ্ত হয়
না। এই কারণে বেদের অপৌকষেয়তা দ্বারা সমস্ত শঙ্কাকপ

স্বেন স্বতঃসিদ্ধং ধর্মে প্রামাণ্যমিতি স্থস্থিতম্ । স্যাদেতৎ
প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাপ্রিতাঃ ।

এথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং বেদবাদিনঃ ॥ ৬৬ ॥

নৈয়ায়িকান্তে পরতঃ সৌগত্যাচরমং স্বতঃ ।

প্রমাণত্বং স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতামিতি ॥ ৬৭ ॥

বাদিবিবাদদর্শনাৎ কথংকায়ং স্বতঃসিদ্ধং ধর্ম-
প্রামাণ্যমিতি সিদ্ধবৎকৃত্য স্বীক্ৰিয়তে । কিঞ্চ কিমিদং
স্বতঃপ্রামাণ্যং নাম কিং স্বত এব প্রামাণ্যম্ জন্ম ।
আহোস্থিং স্বাশ্রয়জ্ঞানজন্যত্বং । কিমূত স্বাশ্রয়জ্ঞান-
সামগ্রীজন্যত্বম্ । উতাহো জ্ঞানসামগ্রীজন্যজ্ঞানবিশেষা-
শ্রিতত্বম্ । কিংবা জ্ঞানসামগ্রীজন্যজ্ঞানবিশেষাশ্রিত-

কলঙ্কাস্থর নিরত হওয়াতে, ধর্ম যে স্বতঃসিদ্ধ-প্রামাণ্যবিশিষ্ট, তাহা
হিরীকৃত হইল ।

আচ্ছা, ইহা স্বীকার করা গেল । কিন্তু সাংখ্যেরা স্বতঃ প্রমাণত্ব ও
অপ্রমাণত্ব আশ্রয় করিয়া থাকেন । বেদবাদিরা এথম ও পরতঃ প্রামাণ্য
নির্দেশ করেন ॥ ৬৬ ॥

নৈয়ায়িকেরা পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন । সৌগতেরা
স্বতঃ চরম প্রামাণ্য নির্দেশ করেন ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে বাদিগণের বিবাদ দৃষ্ট হওয়াতে, কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম-
প্রামাণ্য সিদ্ধবৎ করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ? অপিচ, স্বতঃ-
প্রামাণ্যের অর্থ কি ? স্বতঃই কি প্রামাণ্যের জন্ম হইয়া থাকে ?
অথবা, স্বাশ্রয়জ্ঞান হইতেই উহার জন্ম হয় ? কিবা স্বাশ্রয়জ্ঞানসামগ্রীই
উহার উদ্ভবক্ষেত্র ? অথবা জ্ঞানসামগ্রীজন্য জ্ঞানবিশেষই উহার

স্বম্ । তত্রাত্ম্যঃ সাবদ্যঃ কার্য্যকারণভাবস্ত ভেদসমানাধি-
করণত্বে নৈকগ্নিসমস্তবাৎ নাপি দ্বিতীয়ঃ গুণস্ত সতো
জ্ঞানস্ত প্রামাণ্যং প্রতি সমবায়িকারণতয়া দ্রব্যত্বাপাতাৎ
নাপি তৃতীয়ঃ প্রামাণ্যোপাধিত্বে জাতিত্বে বা জন্মা-
যোগাৎ স্মৃতিত্বানধিকরণস্ত জ্ঞানস্ত বাধাত্যস্তাভাবঃ
প্রামাণ্যোপাধিঃ ন চ ভস্তোৎপত্তিসম্ভবঃ অত্যন্তাভাবস্ত
নিত্যভ্যুপগমাদতএব ন জাতেরপি জনিযুজ্যতে নাপি
চতুর্থঃ জ্ঞানবিশেষো হুপ্রমাবিশেষসামগ্র্যাঞ্চ সামান্যসামগ্রী
অনুপ্রবিশতি শিশংপাসামগ্র্যামিব বৃক্ষসামগ্রী অপরিধা

আশ্রয়স্থান ? কিম্বা জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজ্ঞ জ্ঞানবিশেষেরই আশ্রয়ে উহা
প্রতিষ্ঠিত আছে ?

তন্মধ্যে আদ্য পক্ষ স্বীকার করিলে, উহাতে দোষ জন্মিয়া থাকে ।
কেননা, কার্য্যকারণতাবের ভেদসমানাধিকরণত্ব প্রযুক্ত একে উহার সম্ভব
হইতে পারে না ।

দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না । ইহার কারণ এই, জ্ঞানের
প্রামাণ্য প্রতি সমবায়িকারণতাবশতঃ গুণের দ্রব্যত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে ।

তৃতীয় পক্ষও অবলম্বনীয় হইতে পারে না । যেহেতু, প্রামাণ্যের উপা-
ধিত্ব অথবা জাতিত্ব কোন পক্ষেই জন্মসংযোগ নাই । স্মৃতিত্বের অধিকরণ
জ্ঞানের বাধাত্যস্তাভাবকেই প্রামাণ্যোপাধি বলিয়া থাকে । তাহার উৎপত্তি
সম্ভব নহে । কেননা, অত্যন্তাভাবের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে ।
স্বতএব জাতিরও জনি বা জন্ম কখন সম্ভব হইতে পারে না ।

চতুর্থ পক্ষও নির্দোষ নহে । কেননা, শিশংপাসামগ্রীতে বৃক্ষসামগ্রী
শাখা, বিশেষসামগ্রীতে সামান্যসামগ্রী অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে । অন্তথা

তস্মাকস্মিকত্বস্প্রসজ্জতশ্চাৎ পরতন্ত্বেন স্বীকৃতাপ্রামাণ্যং
বিজ্ঞানসামগ্রীজ্ঞাপ্রিতমিত্যতিব্যাপ্তিরাপদ্যেত ॥ ৬৮ ॥

পঞ্চমবিকল্পং বিকল্পয়ামঃ কিং দোষাভাবসহকৃতজ্ঞান-
সামগ্রীজ্ঞাত্বমেব জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজ্ঞাত্বং কিং দোষাভাব-
সহকৃতজ্ঞানসামগ্রীজ্ঞাত্বং । নাদ্যঃ দোষাভাবসহকৃতজ্ঞান-
সামগ্রীজ্ঞাত্বমেব পরতঃ প্রামাণ্যমিতি পরতঃ প্রামাণ্য-
বাদিভিরররীকরণাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ দোষাভাবসহকৃত-
ত্বেন সামগ্র্যাং সহকৃতত্বে সিদ্ধে অনন্তথাসিদ্ধান্তব্যুতি-
রেকসিদ্ধতয়া দোষাভাবস্ত কারণতয়া বজ্জলেপায়মানত্বাৎ
অভাবঃ কারণমেব ন ভবতীতি চেত্তদা বক্তব্যং অভাবস্ত

তাহার আকস্মিকত্বপ্রসক্তি হয় । অতএব পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিলে,
উহা বিজ্ঞানসামগ্রীজ্ঞাপ্রিত হইয়া উঠে । উহাতে অতিব্যাপ্তিদোষ
আপত্তিত হয় ॥ ৬৮ ॥

অধুনা, পঞ্চম বিকল্পের বিকল্পনা করা যাইতেছে । দোষাভাবসহকৃত
জ্ঞানসামগ্রীজ্ঞাত্বকেই কি জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজ্ঞাত্ব বলিয়া থাকে, অথবা
কি দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানসামগ্রীজ্ঞাত্বই নির্দেশ করে ?

প্রথম পক্ষ স্বীকার করায়াইতে পারে না । কেননা, পরতঃ প্রামাণ্য-
বাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন, দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানসামগ্রীজ্ঞাত্বই
পরতঃ প্রামাণ্য ।

দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার্য্য হইতে পারে না । ইহার কারণ এই, দোষাভাব-
সহকৃতত্ব দ্বারা সামগ্রীতে সহকৃতত্ব সিদ্ধ হইলে, অনন্তথাসিদ্ধ অর্থ ও
ব্যতিরেকের সিদ্ধতা সম্পন্ন হয় । তন্নিবন্ধন দোষাভাবের কারণতা সাক্ষাৎ
বজ্জলেপ হইয়া উঠে । সুতরাং, অভাব কারণ হইতে পারে না । যদি এক্ষণে

কার্যত্বমস্তি ন বা যদি নাস্তি তদা পটপ্রধ্বংসানুপপত্ত্যা
নিত্যতাপ্রসঙ্গঃ অথাস্তি কিমপরাধ্বং কারণত্বেনেতি সৈয়-
মুভয়তঃ পাশারজ্জুঃ ॥ ৬৯ ॥

তচ্ছুদিতমুদয়নেন

ভাবো যথা তথাভাবঃ কারণং কার্যবদ্যত ইতি ॥ ৭০ ॥

তথাচ প্রয়োগঃ বিমতা প্রমা জ্ঞানহেতুরতিরিক্তহেতু-
ধীনা কার্যত্বে সতি তদ্বিশেষত্বাৎ অপ্রমাবৎ পরতো
জ্ঞায়তে অনভ্যাসদশায়াং সাংশয়িকত্বাৎ অপ্রামাণ্যবৎ
তস্মাদুৎপত্তৌ জ্ঞপ্তৌ চ পরতন্ত্বে প্রমাণসম্ভবাৎ স্বতঃ-
সিদ্ধং প্রামাণ্যমিত্যেতৎ পুতিকুশ্মাণ্ডায়তে ইতি চেৎ তদে-
তদাকাশমুপ্তিহননায়তে ॥ ৭১ ॥

হয়, তাহা হইলে, এইরূপ বলিতে পারা যায়, অভাবের কার্যত্ব আছে,
অথবা কার্যত্ব নাই। যদি কার্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে, পটপ্রধ্বংসেব
অনুপপত্তির দ্বারা নিত্যতাপ্রসক্তি হইয়া উঠে। আর, যদি কার্যত্ব থাকে,
তাহা হইলে কারণত্ব কি অপরাধ করিল? এইরূপে উভয়তাই পাশারজ্জু
হইয়া উঠে ॥ ৬৯ ॥

উদয়নও বলিয়াছেন, ভাব, অভাবের জ্ঞান এবং কারণ, কার্যের জ্ঞান,
পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

তথাচ প্রয়োগ যথা, বিমতা প্রমা জ্ঞানহেতুর অতিরিক্ত হেতুর অধীন।
কার্যত্ব অবস্থায় তদ্বিশেষত্ববশতঃ অপ্রমার জ্ঞান, পরতঃ তাহার জ্ঞান হয়।
অনভ্যাসদশায় সাংশয়িকত্ববশতঃ অপ্রামাণ্যের জ্ঞান, প্রতীত হইয়া থাকে।
এই কারণে, উৎপত্তি ও জপ্তি উভয় অবস্থাতে পরতত্ত্ববিষয়ে প্রমাণ সম্ভব
প্রযুক্ত, প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে। এ কথা পুতিকুশ্মাণ্ডবৎ কোন
কার্যকর নহে ॥ ৭১ ॥

বিজ্ঞানসামগ্রীজন্মত্বে সতি তদতিরিক্তহেতুজন্মত্বং
প্রমাণাঃ স্বতন্ত্ৰমিতি নিকৃতিসম্ভবাৎ । অস্তি চাত্মানুমানং
বিমতা প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্মত্বে সতি তদতিরিক্তজন্ম
ন ভবতি অপ্ৰমাত্মানধিকরণত্বাৎ ঘটাদিবৎ ন চৌদয়ন-
মনুমানং পরতন্ত্ৰসাধকমিতি শঙ্কনীয়ং প্রমা দোষব্যতিরিক্ত-
জ্ঞানহেতুতিরিক্তজন্ম ন ভবতি জ্ঞানত্বাদপ্ৰমাবদिति
প্রতিসাধনগ্রহণস্তত্বাৎ জ্ঞানসামগ্রীমাত্রাদেব প্রমোৎপত্তি-
সম্ভবে তদতিরিক্তশ্চ গুণশ্চ দোষাভাবশ্চ বা কারণত্ব-
কল্পনায়াং কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাচ্ ॥ ৭২ ॥

ননু দোষশ্চাপ্ৰমাহেতুত্বেন তদভাবশ্চ প্রমাৎ প্রতি
হেতুত্বং ছুর্নিবারমিতি চেৎ ন দোষাভাবশ্চাপ্ৰমাপ্রতি-
বন্ধকত্বেনাত্মথাসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

বিজ্ঞানসামগ্রীজন্মত্ব অবস্থায় তদতিরিক্ত হেতু হইতে অজন্মত্বই প্রমার
স্বতন্ত্ৰ, এইরূপ নিকৃতিসম্ভবপ্রযুক্ত, ঐরূপ বলা যায় । ইহাতে এইরূপ
অনুমান করা যাইতে পারে, বিমতা প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্মত্ব অবস্থায়
তদতিরিক্তজন্ম হইতে পারে না । কেননা, ঘটাদির ত্বাৎ, উহাতে অপ্ৰমাত্বের
অধিকার নাই । আর, উদয়নের অনুমান পরতন্ত্ৰসাধক, এরূপ আশঙ্কা করা
যাইতে পারে না । প্রমা কখন দোষব্যতিরিক্ত জ্ঞানহেতুর অতিরিক্তজন্ম
নহে । জ্ঞানসামগ্রীমাত্র হইতে প্রমোৎপত্তি সম্ভব হইলে, তদতিরিক্ত গুণের
অথবা দোষাভাবের কারণত্বকল্পনায় কল্পনাগৌরবের প্রসক্তি হইয়া উঠে ॥ ৭২ ॥

যদি বল, দোষ অপ্ৰমার হেতু । তদ্বিধায়, তদভাব প্রমার প্রতি কারণ
হইয়া থাকে । এই কারণত্ব সর্বথা ছুর্নিবার । ইহার উত্তর, অপ্ৰমার
প্রতিবন্ধকত্বপ্রযুক্ত, দোষাভাবের অত্মথাসিদ্ধত্বসম্ভাবনা নাই ॥ ৭৩ ॥

তস্মাদগুণেভ্যো দোষাণামভাবস্তদভাবতঃ ।

অপ্রামাণ্যদ্বয়সম্বৎ তেনোৎসর্গো নয়োদিত ইতি ॥

তথা প্রমাজ্ঞপ্তিরপি জ্ঞানজ্ঞাপকসামগ্রীতঃ এব
জায়তে । ন চ সংশয়ানুদয়প্রসঙ্গো বাধক ইতি যুক্তং
বস্তুং সত্যপি প্রতিভাসপুঙ্কলকারণে প্রতিবন্ধকদোষা-
দিসম্বধানাৎ তদুপপত্তেঃ ॥ ৭৪ ॥

কিঞ্চ তাবকমনুমানং স্বতঃ প্রমাণং ন বা আদ্যে
অনৈকান্তিকতা দ্বিতীয়ে তস্মাপি পরতঃ প্রামাণ্যমেব
তস্য তন্যাপীত্যনবস্থা দূরবস্থা স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

যদত্র কুসুমাজ্জলাবুদয়নেন ঝটিতি প্রচুরপ্রবৃত্তেঃ
প্রামাণ্যানিশ্চয়াধীনত্বাভাবমাপাদয়তা প্রণ্যগাদি প্রবৃত্তি-
হীচ্ছামপেক্ষতে তৎপ্রাচুর্য্যে চেচ্ছাপ্রাচুর্য্যম্ । ইচ্ছা চেচ্চ-

প্রমাজ্ঞপ্তিও জ্ঞানজ্ঞাপকসামগ্রী হইতেই সমুদ্ভূত হয় । সংশয়ের
অনুদয়প্রসঙ্গ বাধক হইয়া থাকে, একপ বাক্য যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ।
কেননা, স্পষ্ট প্রতীয়মান কারণ সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধক দোষাদির সম্বধান-
প্রযুক্ত তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

পুনশ্চ, তোমার অনুমান স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে কি না ? স্বতঃপ্রমাণ
হইলে, অনৈকান্তিকতা দোষ আপত্তিত হয় । আর, স্বতঃপ্রমাণ না হইলে,
তাহার পরও প্রামাণ্য আছে । এইরূপে তাহার পর, আবাব, তাহার পরও
প্রামাণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে । তাহা হইলেই, অনবস্থা দূরবস্থা সংঘটিত হয় ॥ ৭৫ ॥

কুসুমাজ্জলিতে উদয়নাচার্য্য ঝটিতি প্রচুর প্রবৃত্তির প্রামাণ্য-নিশ্চয়াধীন-
তার অভাব আপাদন করত বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি ইচ্ছার অপেক্ষা করে ।
তাহার প্রাচুর্য্যে ইচ্ছার প্রাচুর্য্য । ইচ্ছা আবাব ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অধীন ।

সাধনতাজ্ঞানং তচ্চৈকজাতীয়ত্বলিঙ্গানুভবং সৌহৃদীন্দ্রিয়ার্থ-
সম্বন্ধং প্রামাণ্যগ্রহণস্ত ন কচিছুপযুক্ত্যত ইতি তদপি
তৎস্বরস্তু পুরস্তাৎ কক্ষে স্ববর্ণমুপেত্য সৰ্ব্বাঙ্গোদঘাটনমিব
প্রতিভাতি । অতঃ সমীহিতসাধনজ্ঞানমেব প্রমাণতয়াবগম্য-
মানমিচ্ছাং জনয়তীত্যত্ৰৈব স্ফুট এব প্রামাণ্যগ্রহণস্থাপ-
যোগঃ ॥ ৭৬ ॥

কিঞ্চ কচিদপি চেমির্বিচিকিৎসা প্রবৃত্তিঃ সংশয়াছুপ-
পন্নোত তর্হি সৰ্বত্র তথাভাবসম্ভবাৎ প্রামাণ্যনিশ্চয়ো
নিরর্থকঃ শ্রাৎ অনিশ্চিতস্ত সত্ত্বমেব তুল্যভমিতি প্রামাণ্যং
দত্তজলাঞ্জলিকং ভবেৎ । ইত্যলমতিপ্রপঞ্চেৎ ॥ ৭৭ ॥

ইষ্টসাধনতাজ্ঞান আবার ইষ্টজাতীয়ত্ব-লিঙ্গানুভব-সাপেক্ষ । সেই লিঙ্গানুভব
আবার ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের অপেক্ষা করে । প্রামাণ্যগ্রহণের কুত্ৰাপি
উপযোগিতা নাই । উদয়নের এই মতবাদ তত্ত্বকের সম্মুখে কক্ষে স্ববর্ণ গ্রহণ
করিয়া, সৰ্ব্বাঙ্গোদঘাটনের শ্রায় প্রতিভাত হইয়া থাকে ।

অতএব সমীহিত সাধনজ্ঞানই প্রমাণতা দ্বারা অবগম্যমান হইয়া,
ইচ্ছা সমুৎপাদন করে, ইহাই এস্থলে স্পষ্টতঃ প্রামাণ্যগ্রহণের উপযোগিতা
রূপে লক্ষিত হয় ॥ ৭৬ ॥

কিঞ্চ, কোথাও যদি নির্বিচিকিৎসা প্রবৃত্তি সংশয় হইতে উপপন্ন হয়,
তাহা হইলে, সৰ্বত্র তথাভাব সম্ভাবিত হওয়াতে, প্রামাণ্যনিশ্চয় নিরর্থক
হইয়া থাকে । অনিশ্চিতের সম্বন্ধ সৰ্ব্বথা তুল্য । তাহা হইলে,
প্রামাণ্য দত্তজলাঞ্জলিক হইয়া উঠে । অতিবিস্তারে আর প্রয়োজন
নাই ॥ ৭৭ ॥

যশাস্তু ক্তং

তস্মাৎ সর্বোধকত্বেন প্রাপ্তা বুদ্ধেঃ প্রমাণতা ।

অর্থাত্তথাহেতুত্বদোষজ্ঞানাদপোদ্যত ইতি ॥ ৭৮ ॥

তস্মাদ্বশ্মে স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবে জ্যোতিষ্কোমেন
স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদি বিদ্যার্থবাদমন্ত্রনামধেয়াত্মকে
বেদে যজ্ঞেতেত্যত্বে তপ্রত্যয়ঃ প্রকৃত্যর্থোপরক্তাঃ ভাবনা-
মভিধত্ত্ব ইতি সিদ্ধে ব্যুৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতামভিহিতাশ্বয়-
বাদিনাং ভট্টাচার্য্যাণাং সিদ্ধান্তো যাগবিষয়ো নিয়োগ
ইতি কার্য্যে ব্যুৎপত্তিমনুসরতামম্বিতাভিধানবাদিনাং
প্রভাকরগুরুণাং সিদ্ধান্ত ইতি সর্বমবদাতম্ ॥ ৭৯ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে জৈমিনিদর্শনম্ ।

যেহেতু, বলিয়াছেন,

সেই কারণে সর্বোধকতাপ্রযুক্ত বুদ্ধির প্রমাণতাপ্রাপ্তি হইয়া
থাকে ॥ ৭৮ ॥

অতএব, ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাব হওয়াতে, স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতি-
ষ্টোম দ্বারা যজ্ঞন করিবে, ইত্যাদি বিদ্যার্থবাদ-মন্ত্রনামধেয়াত্মক বেদে,
যজ্ঞেত (অর্থ্যাৎ যজ্ঞন করিবে) ইত্যাদি স্থলে যে তপ্রত্যয় করা হইয়াছে,
তাহা দ্বারা প্রকৃত্যর্থসংযুক্ত ভাবনা অভিহিত হয়। ইহা সিদ্ধ হইলে,
যাহারা ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন, তাদৃশ অভিহিতাশ্বয়বাদী ভট্টাচার্য্যগণের
সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কার্য্যে যাগবিষয় নিয়োগ ব্যুৎপত্তির অমুসারী অম্বিতা-
ভিধানবাদী প্রভাকর গুরুগণের সিদ্ধান্ত ; এ বিষয় সর্বথা অবদাত ॥ ৭৯ ॥

ইতি জৈমিনিদর্শন সমাপ্ত ।

অথ পাণিনিদর্শনম্ ।

নম্বয়ং প্রকৃতিভাগঃ অয়ং প্রত্যয়ভাগ ইতি প্রকৃতি-
প্রত্যয়বিভাগঃ কথমবগম্যত ইতি চেৎ পীতপাতঞ্জল-
জ্ঞানামেতচ্ছোদ্যং চমৎকারং ন করোতি ব্যাকরণ-
শাস্ত্রস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগপরতায়ঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ । তথাহি
পতঞ্জলেভগবতো মহাত্ম্যাকারস্য ইদমাদিমং বাক্যং
অথ শব্দানুশাসনমিতি ॥ ১ ॥

অন্ত্যর্থঃ অথৈত্যয়ং শব্দোহধিকারার্থঃ প্রযুক্ত্যতে ।
অধিকারঃ প্রস্তাবঃ প্রারম্ভ ইতি বাবৎ । শব্দানুশাসন-
শব্দেন চ পাণিনিপ্রণীতং ব্যাকরণশাস্ত্রং বিবক্ষ্যতে ।
শব্দানুশাসনমিত্যেতাবত্যভিধীয়মানে সন্দেহঃ স্যাৎ কিং

পাণিনিদর্শন ।

যদি বল, ইহা প্রকৃতিভাগ, আর, ইহা প্রত্যয়ভাগ, এইরূপে প্রকৃতি-
প্রত্যয় বিভাগ কিরূপে জানিতে পারা যায় ? ইহার উত্তর এই, বাহার
পাতঞ্জলজ্ঞান পান করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ পরিকল্পনা কোন-
মতেই চমৎকারকারিণী হইতে পারে না । কেননা, ইহা প্রসিদ্ধই
আছে, একমাত্র প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ লইয়াই ব্যাকরণশাস্ত্রের ভিত্তি
স্থাপনা হইয়াছে ।

তথাহি, মহাত্ম্যাকার ভগবান্ পাতঞ্জলি, অথ শব্দানুশাসন, এইরূপ
বাক্য বিন্যস্ত করিয়াছেন ॥ ১ ॥

ইহার অর্থ এই, এখানে অথশব্দ অধিকারার্থঃ অর্থাৎ অধিকার, কি না
প্রস্তাব অথবা প্রারম্ভ প্রযোজিত হইতেছে, অথশব্দে এইরূপ বুঝাইয়া থাকে ।

শব্দানুশাসনের অর্থ এই, শব্দ দ্বারা পাণিনিপ্রণীত ব্যাকরণশাস্ত্র

শব্দানুশাসনং প্রস্তুয়তে ন বেতি । তথা মা প্রসাজ্জীদিত্যধ-
শব্দং প্রায়ুক্ত অর্থশব্দপ্রয়োগবলেনার্থান্তরব্যুৎপাদেন
প্রস্তুয়তে ইত্যর্থান্তাভিধীয়মানত্বাৎ অনেন হি বৈদিকাঃ
শব্দাঃ শমো দেবীরভীক্টয় ইত্যাদয়ঃ তদ্রূপকারিণো
লৌকিকাঃ শব্দাঃ গৌরথঃ পুরুষো হস্তী শকুনিরিত্যা-
দয়শ্চানুশিষ্যন্তে ব্যুৎপাদ্য সংস্ক্রিয়ন্তে প্রকৃতিপ্রত্যয়-
বিভাগবত্তয়া বোধ্যন্ত ইত্যনুশাসনশব্দশাসনবলাৎ
কর্মণ্যেযা যজ্ঞী বিধাতব্য। তথাচ কর্মণি চেতি সমাস-
প্রতিষেধসম্ভবাৎ শব্দানুশাসনশব্দো ন প্রমাণপথমব-
তরতীতি ॥ ২ ॥

বিবক্ষিত হইয়াছে । শব্দানুশাসন, এইরূপ বলিলে, সন্দেহ হইতে পারে,
শব্দানুশাসনই কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত হইতেছে, অথবা, তাহা নহে ।
কেন না, অর্থশব্দের প্রয়োগবলে অর্থান্তর বুদ্ধান্ত করিয়া, প্রস্তাবিত
হইতেছে, এইরূপ অর্থ অভিধীয়মান হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা, শমো-
দেবীরভীক্টয়ে, ইত্যাদি বৈদিক শব্দসমূহের এবং তদ্রূপকারী লৌকিক শব্দ
সকল, যেমন, গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ও শকুনি ইত্যাদি, অনুশাসিত অর্থাৎ
ব্যুৎপাদনপূর্ব্বক সংস্কৃত, কি না, প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগবত্তা সহকারে
বোধিত হইতেছে, ইহাই অনুশাসনশব্দশাসনবলে প্রতীত হইয়া থাকে ।
এখানে কর্ণে যজ্ঞী বিধান করা কর্তব্য । তথাচ, কর্মণি চেতি, ইত্যাদি
প্রত্যয়সারে সমাসপ্রতিষেধ সম্ভবিত হওয়াতে, শব্দানুশাসনশব্দ প্রমাণ-
পথে অবতরণ করিতে পারিতেছে না ॥ ২ ॥

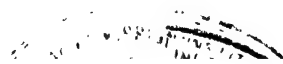
অত্রায়ঃ সমাধিরভিধীয়তে যস্মিন্ কৃৎপ্রত্যয়ে
কর্তৃকর্মণোরুভয়োঃ প্রাপ্তিরন্তি তত্র কর্মণ্যেব যষ্ঠীবিভক্তি-
ভবতি ন কর্তরীতি বহুব্রীহিবিজ্ঞানবলামিয়ম্যতে ॥ ৩ ॥

তদ্যথা আশ্চর্য্যো গবাং দোহো শিক্ষিতেন গোপা-
লকেনেতি কর্তব্যাপি যষ্ঠী ভবতীতি কেচিদ্ব্রুবতে ।
অতএবোক্তং কাশিকার্ত্তো কেচিদ্বিশেষেণৈব বিভাষা-
মিচ্ছন্তি শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যোণাচার্য্যস্ত বেতি শব্দা-
নামনুশাসনমিত্যত্র তু শব্দানামনুশাসনং নার্থানামিত্যে-
তাবতো বিবক্ষিতস্বার্থস্বাচার্য্যস্ত কর্তৃরূপাদানেন
বিনাপি স্তপ্রতিপাদদাদাচার্য্যোপাদানমকিঞ্চৎকরং । তস্মা-

প্রস্তাবিত স্থলে বক্ষ্যমাণ বিধানে সমাধান করা যাইতে পারে, যেস্থলে
কৃৎপ্রত্যয়প্রসঙ্গে কর্তা কর্ম উভয়েরই প্রাপ্তি হয়, সেখানে কর্মতেই যষ্ঠী
বিভক্তি হইয়া থাকে, কর্তাতে নহে । বহুব্রীহিবিজ্ঞানবলে এইরূপ
নিষম্বিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইহার দৃষ্টান্ত বধা

শিক্ষিত গোপাল কর্তৃক গোগণের বিস্তারাবহ দোহন ইত্যাদি স্থলে
কর্তাতেও যষ্ঠী হইয়া থাকে ; কেহ কেহ এইরূপ বলেন । এইজন্যই
কাশিকার্ত্তিতে বলিয়াছেন, কেহ কেহ কোনরূপ বিশেষ না করিয়াই,
বিভাবার কামনা করেন । শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যোণাচার্য্যস্ত বা ইত্যাদি
স্থলে, শব্দসকলের অনুশাসন, এইরূপ পদ যে প্রযোজিত হইয়াছে,
তাহাতে শব্দসকলের অনুশাসন, অর্থসকলের নহে, এতাবৎ অর্থ বিব-
ক্ষিত হইয়া থাকে । আচার্য্য কর্তৃক উপাদান ব্যতিরেকেও ঐরূপ
বিবক্ষিত অর্থ অনায়াসেই প্রতিপাদিত হয় । সুতরাং, আচার্য্যোপাদান



দুভয়প্রাপ্তেরভাষাদুভয়প্রাপ্তৌ কর্মণীত্যেবা যষ্ঠী ন ভবতি
কিন্তু কৰ্তৃকর্মণোঃ কৃতীতি কৃদযোগে কৰ্ত্তরি কর্মণি চ
যষ্ঠী বিভক্তির্ভবতীতি কৃদযোগলক্ষণা যষ্ঠী ভবিষ্যতি তথা
চেষাপ্রত্নশচনপলাশশাতনাদিবৎ সমাসো ভবিষ্যতি অথবা
শেষলক্ষণেয়ং যষ্ঠী তত্র কিমপি চোদ্যং নাবতরত্যেব ॥৪॥

যদ্যেবং তর্হি শেষলক্ষণায়াঃ যষ্ঠ্যাঃ সর্বত্র সূচ-
ত্বাৎ যষ্ঠীসমাসপ্রতিষেধসূত্রাণামানর্থক্যং প্রাপ্নুয়াদिति
চেৎ সত্যতেবাং স্বরচিত্তায়ামুপযোগো বাক্যপদীয়ে
প্রদর্শি ॥ ৫ ॥

তদাহ মহোপাধ্যায়বর্দ্ধমানঃ

লৌকিকব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ ।

বৈদিকেষু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৬ ॥

অক্লিকর হইয়া, উঠে । এই কারণে উভয় প্রাপ্তির অভাবে উভয়
প্রাপ্তি হওয়াতে, কর্মণি, ইত্যাদি সূত্রানুসারে যষ্ঠীবিভক্তি সম্ভাবিত নহে ।
এইরূপ, ইধুপ্রত্নশচন ও পলাশশাতন ইত্যাদিবৎ সমাস হইবে ।
অথবা ইহা শেষলক্ষণা যষ্ঠী । তদ্বিশয়ে কোনরূপ পরিকলনারই
অবসর নাই ॥ ৪ ॥

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, শেষলক্ষণা যষ্ঠী সর্বত্র সূত্রপ্রযোজিত
হওয়াতে, যষ্ঠীসমাসপ্রতিষেধসূত্রসকলের আনর্থক্য উপস্থিত হইয়া
থাকে ; ইহা সত্য বটে ; কিন্তু স্বরচিত্তাপ্রসঙ্গে বাক্যপদীয়ে তাহাদের
উপযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তথাহি, মহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান বলিয়াছেন,—লোকে লৌকিক ব্যব-
হারপ্রসঙ্গে ইচ্ছানুসারে চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু বৈদিক মার্গে বিশে-
ষোক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইতি পাণিনি সূত্রাণামর্থমত্রাত্যাখ্যাতঃ ।

অনিকৰ্ত্তুরিতি ক্রতে তৎপ্রয়োজক ইত্যপীতি ॥৭॥

তথাচ শব্দানুশাসনাপরনামধেয়ং ব্যাকরণশাস্ত্রমা-
রক্ণং বেদিতব্যমিতি বাক্যার্থঃ সম্পদ্যতে ॥ ৮ ॥

তস্যার্থস্ত বাট্টিতি প্রতিপত্তয়ে অথ ব্যাকরণমিত্যেবা-
ভিধীয়তাং অথ শব্দানুশাসনমিত্যাধিকাক্ষরং মুখাভিধীয়ত
ইতি মৈবং শব্দানুশাসনমিত্যর্থসমাখ্যোপাদানে তদীয়-
বেদাস্তপ্রতিপাদকপ্রয়োজনান্ধানসিক্কেঃ অন্তথা প্রয়ো-
জনানভিধানে ব্যাকরণাধ্যয়নে অধ্যোতৃগাং প্রবৃত্তিরেব ন
প্রসজ্যেৎ ॥ ৯ ॥

ননু নিকারণো ধর্মঃ বড়ঙ্গো বেদোহধ্যাতব্য ইতি

যেহেতু, এইরূপেই পাণিনি সূত্র সকলের অর্থ অভিহিত হইয়াছে ॥৭॥

তথাচ, বাহার অপর নাম শব্দানুশাসন, সেই ব্যাকরণশাস্ত্র আরক্ণ
হইয়াছে, জানিতে হইবে । এইরূপ বাক্যার্থই প্রতীত হইয়া থাকে ॥৮॥

যদি বল, সেই অর্থের বাট্টিতি প্রতিপাদনার্থ, অথ ব্যাকরণ, এইরূপ
নির্দেশ কর ; অথ শব্দানুশাসন, ইত্যাদি অধিকাক্ষর বৃথা নির্দেশ করি-
তেছ কেন ?

ইহার উত্তর এই, এরূপ বলিতে পার না । কেননা, শব্দানুশাসন,
এইরূপ বলিলে, অর্থসমাখ্যার উপপাদন দ্বারা তাহার বেদাস্তপ্রতিপাদক
প্রয়োজনান্ধান সিদ্ধ হইয়া থাকে । অন্তথা, প্রয়োজনের অনভিধানে
ব্যাকরণ অধ্যয়নে অধ্যোতৃগণের প্রবৃত্তির প্রসক্তি হওয়া সম্ভব নহে ॥ ৯ ॥

যদি বল, নিকারণ ধর্মস্বরূপঃ বড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে, ইত্যাদি

অধ্যৈতব্যবিধানান্তর প্রবৃতিঃ সেৎসুতীতি চেম্মৈবং তথা
বিধানেহপি তদীয়বেদাঙ্গপ্রতিপাদকপ্রয়োজনানভিধানে
তেবাং প্রবৃত্তেরনুপপত্তেঃ । তথাহি পুরা কিল বেদমধ্য-
ত্যাধ্যৈতাতরন্তুরিতং বক্তারো ভবন্তি ॥ ১০ ॥

বেদামো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ লোকাচ্চ
লৌকিকাঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাদনর্থকং ব্যাকরণমিতি তস্মাৎবেদাঙ্গত্বং মন্যমানা-
স্তদধ্যয়নে প্রবৃতিমকার্যুঃ । ততশ্চেদানীন্তনানামপি তত্র
প্রবৃতির্ন সিদ্ধোৎ সা মা প্রসাজ্জীদিতি তদীয়বেদাঙ্গত্ব-
প্রতিপাদকং প্রয়োজনমধ্যৈত্যেয়মেব ॥ ১২ ॥

যদ্যন্বাখ্যাতেহপি প্রয়োজনে ন প্রবর্তেরন তর্হি

বাক্য দ্বারাই অধ্যৈতব্যবিধান সিদ্ধ হওয়াতে, প্রবৃতির প্রসক্তি হইতে
পারে ?

ইহার উত্তর এই, তাহা হইতেই পারে না । কেননা, তাহা হইলেও,
তদীয়-বেদাঙ্গপ্রতিপাদক প্রয়োজন অভিহিত না হওয়াতে, তাহাদের
প্রবৃতির উপপত্তি হয় না । তথাহি, পূর্বে বেদ অধ্যয়ন করিয়া, লোকে
শীঘ্রই বক্তা হইয়া উঠিত ॥ ১০ ॥

বেদ হইতেই আমাদের বৈদিক শব্দ সকল সিদ্ধ হইয়াছে । সেইরূপ,
লোক হইতেই দৌকিক শব্দসমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

এরূপ হইলে, ব্যাকরণ অনর্থক হইয়া উঠে । এই কারণে, বেদাঙ্গত্ব
মনে করিয়া, তাহার অধ্যয়নে প্রবৃতি করিতে পারে । তাহা হইলে,
ইদানীন্তন লোক সকলের তাহাতে প্রবৃতি হওয়া সম্ভব নহে । এই কারণে
তদীয়-বেদাঙ্গপ্রতিপাদক প্রয়োজন অন্বাখ্যান করা কর্তব্য ॥ ১২ ॥

প্রয়োজন অন্বাখ্যাতে হইলেও, যদি প্রবৃতি না হয়, তাহা হইলে,

লৌকিকশব্দসংস্কারজ্ঞানরহিতান্তে যজ্ঞে কৰ্ম্মণি প্রত্যবায়-
ভাদ্রো ভবেয়ুঃ ধৰ্ম্মাদ্বীয়েৱন্ । অতএব যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি
আহিতাগ্নিরপশবৎ প্রযুক্ত্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতী-
মিষ্টিং নির্বপেদিতি । অতন্তদীয়বেদাঙ্গপ্রতিপাদক-
প্রয়োজনাস্বাখ্যানার্থমথশব্দানুশাসনমিত্যেব কথ্যতে নাথ
ব্যাকরণমিতি ॥ ১৩ ॥

ভবতি চ ব্যাকরণশাস্ত্রস্য প্রয়োজনং তস্মৈ তত্-
দ্দেশেন প্রবৃতে তস্য প্রয়োজনং যথা স্বর্গোদ্দেশেন
প্রবৃত্তস্য যাগস্য স্বর্গঃ প্রয়োজনং তস্মাৎ শব্দানুশিষ্টিঃ
সংস্কারপদবেদনীয়া শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনম্ । নষেব-
মপাভিমতং প্রয়োজনং ন লভ্যতে তত্পায়াভাবাৎ । অথ
প্রতিপদপাঠ এবাভ্যুপায় ইতি মন্ত্ৰেথাঃ তর্হি সহনভ্যুপায়ঃ
শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠো ভবেৎ । শব্দাপ-

লৌকিক শব্দসংস্কারজ্ঞান বিরোধিত হওয়াতে, তাহারা যজ্ঞকার্যে প্রত্য-
বায়ভাগী হইয়া থাকে । এবং ধৰ্ম্মহীন হইয়া উঠে । এই কারণেই যাজ্ঞি-
কেরা বলিয়া থাকেন, আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া, প্রায়-
শ্চিত্তস্বরূপ সারস্বতী নামক ইষ্টি নির্বপণ করিবেন । এইজন্তই তদীয়-
বেদাঙ্গ-প্রতিপাদক প্রয়োজনের অস্বাখ্যানার্থ । অথশব্দানুশাসন, এইরূপ
কথিত হইয়াছে, অথ ব্যাকরণ, এইরূপ বলা হয় নাই ॥ ১৩ ॥

স্বর্গই যেমন স্বর্গোদ্দেশে অস্থিষ্ঠিত যজ্ঞের প্রয়োজন, সংস্কারপদব্যাচ্য
শব্দানুশিষ্টি তেমন শব্দানুশাসনের প্রয়োজন । যদি বল, উপযাভাববশতঃ
এইরূপ অভিমত প্রয়োজন লব্ধ হয় না । আর প্রতিপদপাঠকেও ঐরূপ
অভ্যুপায় বলিয়া মনে করিতে পার না । তাহা হইলে, সেই শব্দসকলের

শব্দভেদেনানন্ত্যচ্ছব্দানামত এবং হি সমান্নায়তে বৃহ-
স্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদপাঠবিহিতানাং
শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নাত্তং জগাম ॥ ১৪ ॥

বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা ইন্দ্রোহিধ্যোতা দিব্যং বর্ষসহস্র-
মধ্যয়নকালঃ ন চ পারাবাপ্তিরভূৎ কিমুতাদ্য যশ্চিরং
জীবতি ॥ ১৫ ॥

অধীতিবোধোচরণপ্রচারগৈশ্চতুর্ভিরূপাঠৈর্বিদ্যোপ-
যুক্তা ভবতি । তত্রাধ্যয়নকালেনৈব সর্বমায়ুরূপযুক্তং স্রাত্ত-
স্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠ ইতি
প্রয়োজনং ন সিদ্ধোদিতি ॥ ১৬ ॥

ইতি চৈশ্বৰ্যং শব্দপ্রতিপত্তেঃ প্রতিপদপাঠসাধ্যত্বা-

প্রতিপাদনবিষয়ে প্রতিপদপাঠ অনভ্যুপায় হইয়া থাকে । কেননা, শব্দ
ও অপশব্দ ভেদে শব্দ সকলের আনন্ত্য লক্ষিত হয় । ইহার সমান্নায় এই,
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্যবর্ষসহস্র প্রতিপদপাঠবিহিত শব্দ সকলের শব্দ-
পারায়ণ বদিয়াছিলেন ; কিন্তু অস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৪ ॥

এইরূপে বৃহস্পতি প্রবক্তা, ইন্দ্র অধ্যয়নকর্তা, দিব্যবর্ষসহস্র অধ্যয়ন-
কাল, ঠৈহাতেও যখন পারপ্রাপ্তি হয় নাই, তখন অধুনাতন সময়ে যে ব্যক্তি
দীর্ঘজীবী হয়, তাহার কথা আর কি বলিব ॥ ১৫ ॥

অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ ও প্রচারণ এই চতুর্বিধ উপায়ে বিদ্যা উপ-
যুক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অধ্যয়নসময় দ্বারা যদি সমুদায় আয়ু উপযুক্ত
হয়, তাহা হইলে, শব্দসকলের প্রতিপাদনবিষয়ে প্রতিপদপাঠ অনভ্যু-
পায় হইয়া থাকে । এইরূপে প্রয়োজনসিদ্ধি পরাহত হইয়া উঠে ॥ ১৬ ॥

এরূপ বলিতে পার না । কেননা, শব্দসকলের প্রতিপত্তি প্রতিপদ-

নঙ্গীকারাৎ প্রকৃত্যাদিবিভাগকল্পনাবৎস্ব লক্ষ্যেযু সামান্য-
বিশেষরূপাণাং লক্ষণানাং পর্য্যন্তবৎ সন্ধুদেব প্রবর্তো
বহুনাং শব্দানামনুশাসনোপলঙ্ঘ্য তথাহি কৰ্ম্মণীত্যেকেন
সামান্যরূপেণ লক্ষণেন কৰ্ম্মোপপদাচ্ছাত্ত্বাদিৎপ্রত্যয়ে
কৃতে কুন্তকারঃ কাণ্ডলাব ইত্যাদীনাং বহুনাং শব্দানা-
মনুশাসনমুপলভ্যতে এবমাতোহনুপসর্গে ইতি পদপাঠশ্চা-
শক্যত্বপ্রতিপাদনপরোহর্থাবাদঃ নন্বন্যেষুপ্যঙ্গেষু সংস্ব
কিমিত্যেতদেবাদ্রিয়তে । উচ্যতে প্রধানঞ্চ যট্‌স্বঙ্গেষু
ব্যাকরণম্ । প্রধানেন চ কৃতো ষত্বঃ ফলবান্ ভবতি ॥১৭॥

তদুক্তং

আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসাম্যুত্তমং তপঃ ।

প্রথমং ছন্দসামঙ্গমাহ্‌ব্যাকরণং বুধা ইতি ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রস্য শব্দানুশাসনং ভবতি সাক্ষাৎ

পাঠসাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না । বিশেষতঃ, প্রকৃত্যাদিবিভাগ-কল্পনা-
যুক্ত লক্ষ্যসকলে সামান্যবিশেষরূপ লক্ষণসকলের একবারমাত্র প্রবর্তনা-
তেই বহুশব্দের অনুশাসন উপলব্ধ হইয়া থাকে । তথাহি, কৰ্ম্মণি, ইত্যাদি
একমাত্র সামান্যরূপ লক্ষণ দ্বারাই কৰ্ম্মোপপদ ধাতুমাत्रে অণুপ্রত্যয় বিহিত
হইলে, কুন্তকার, কাণ্ডলাব ইত্যাদি বহুশব্দের অনুশাসন উপলব্ধ হয় । ছয়
অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান অঙ্গ বলিয়া, পরিকীর্তিত হইয়াছে । প্রধান
কৃতব্ধ হইলেই, ফললাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, পণ্ডিতগণ ব্যাকরণকেই ছন্দসকলের প্রথম অঙ্গ-
রূপে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

সেইজন্ত শব্দানুশাসন ব্যাকরণশাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন । আক

প্রয়োজনং পারম্পর্যেণ তু বেদরক্ষাদীনি । অতএবোক্তং
ভগবতা ভাষ্যকারেণ রক্ষোহাগমলধ্বসন্দেহাঃ প্রয়ো-
জনমিতি । সাধুশব্দপ্রয়োগবশাদভ্যুদয়োহপি ভবতি । তথাচ
কথিতং কাত্যায়নেন শাস্ত্রপূর্বকে প্রয়োগেহভ্যুদয়স্ত-
ত্ত্বল্যং বেদশব্দেনেতি । অনৈরপ্যুক্তং একঃ শব্দঃ সম্যক্
জ্ঞাতঃ সৃষ্টু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ভবতীতি ॥১৯॥

তথা

নাকমিচ্ছথং যান্তি সৃষ্টুক্তৈর্বন্ধবাগ্রৈথৈঃ ।

অথ পৎকামিণো যান্তি যে চোক্তমতভাষিণঃ ॥২০॥

নষচেতনস্য শব্দস্য কথমীদৃশং সামর্থ্যমুপপদ্যত
ইতি চেষ্মৈবং মন্থথাঃ মহতা দেবেন সাম্যশ্রবণাৎ ।
তদাহ শ্রুতিঃ চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বৈ শীর্বে

বেদরক্ষাদি পরম্পরিত প্রয়োজন । এইজ্জাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়া-
ছেন, রক্ষা উহা আগম শব্দ সন্দেহ এই কয়টি, প্রয়োজনশব্দের বাচ্য ।
আর, সাধুশব্দের প্রয়োগবশে অভ্যুদয়ও হইয়া থাকে । তথাচ, কাত্যায়ন
বলিয়াছেন, শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগে অভ্যুদয় সংঘটিত হয় । বেদশব্দ দ্বারাও
তত্ত্বল্য ফললাভ হইয়া থাকে । অন্যাত্তোরাও বলিয়াছেন, এক শব্দ সম্যক্
জ্ঞাত ও সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, স্বর্গে ও লোকে কাম দোহন করে ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, সৃপ্রযুক্ত বন্ধ বাক্য রূপ রথ দ্বারা ইষ্টসুখসম্পদ
স্বর্গে গমন করা যায় ॥ ২০ ॥

শব্দ অচেতন । তাহার আবার ঈদৃশ ক্ষমতা কিরূপে সম্ভবপর
হইতে পারে ? এরূপ মনে করিতেই পারা না । কেননা, মহাদেবের সহিত
শব্দের সাম্য শুনিতে পাওয়া যায় । তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ইহার

সপ্তহস্তাসৌ অশ্রু ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো
দেবো মর্ত্যাঃ আবিবেশ । ব্যাচকার চ ভাষ্যকারঃ
চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গ-
নিপাতস্ত্রয়ো অশ্রু পাদাঃ লড়াদিবিষয়াঃ ত্রিধা ভূতভবিষ্য-
দ্বর্তমানকালঃ দ্বৈ শীর্ষে দ্বৌ নিত্যানিত্যাত্মানৌ নিত্যা-
কার্যশ্চ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভেদাৎ সপ্তহস্তাসৌ অশ্রু তিঙা সহ
সপ্তস্ববিভক্তয়ঃ ত্রিধা বন্ধঃ ত্রিষু স্থানেষু উরসি কণ্ঠে
শিরসি চ বন্ধঃ বৃষভ ইতি প্রসিদ্ধবৃষভত্বেন রূপণং
ক্রিয়তে বর্ষণাদ্বর্ষণশ্চ জ্ঞানপূর্বকানুষ্ঠানেন ফলপ্রদত্বং
রোরবীতি শব্দং করোতি রৌতি শব্দকর্মা ইহ শব্দ-
শব্দেন প্রপঞ্চো বিবক্ষিতঃ মহো দেবো মর্ত্যাঃ আবিবেশ ।
মহাদেবঃ শব্দঃ মর্ত্যা মরণধর্ম্যাণো মনুষ্যাত্মানাবিবেশেতি

চারি শৃঙ্গ, তিন পাদ, দুই শীর্ষ, সপ্ত হস্ত । ত্রিধাবন্ধ বৃষভ শব্দ করিতেছে ।
মহান্ দেব মর্ত্যসকলে আবিষ্ট হইয়াছেন ।

ভাষ্যকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, চারিশৃঙ্গশব্দে
নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারি পদজাত । এইরূপ,
তিনপাদশব্দে লড়াদি বিষয় ; ত্রিধাশব্দে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান
কাল ; দুই শীর্ষ কিনা, নিত্য ও অনিত্যরূপ দুই আত্মা ; তিঙা সহ সপ্ত
স্বপ্ৰবিভক্তি ইহার সপ্ত হস্ত ; ত্রিধাবন্ধ, কিনা, উরুঃ, কণ্ঠ ও মস্তক এই তিন
স্থানে বন্ধ ; বৃষভ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠান করিলে, ফলপ্রদান করিয়া
থাকে । শব্দ করিতেছে, অর্থাৎ শব্দই ইহার কর্ম্ম । এখানে শব্দশব্দে
প্রপঞ্চ বিবক্ষিত হইয়াছে । এইরূপে মহান্ দেব, কিনা শব্দ মর্ত্ত অর্থাৎ
মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণে আবিষ্ট হইয়াছে । ইহা দ্বারা মহাদেব অর্থাৎ পর-

মহতা দেবেন পরেণ ব্রহ্মণা সাম্যযুক্তং জ্ঞাদিতি জগ-
মিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মে-
বেতি ॥ ২১ ॥

হরিণাভাগি ব্রহ্মকাণ্ডে

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্ ।

নিবর্ততেত্বং ভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যত ইতি ॥ ২২ ॥

নমু নামাখ্যাতভেদেন পদদ্বৈবিধ্যপ্রতীতেঃ কথং
চাতুর্বিধ্যযুক্তমিতি চেম্মৈবং প্রকারান্তরস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ ।
তদ্বুক্তং প্রকীর্ত্তকে

দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ভা পঞ্চধাপি বা ।

অপোদ্ধৃত্যৈব বাক্যোভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবদिति ॥ ২৩ ॥

কর্মপ্রবচনীয়েন বৈ পঞ্চমেন সহ পদস্য পঞ্চবিধত্ব-
মিতি হেলারাজো ব্যাখ্যাতবান্ । কর্মপ্রবচনীয়াস্তু ক্রিয়া-

ব্রহ্মের সহিত সাম্য উক্ত হইয়া থাকে । এই কারণে জগন্নিদান, স্ফোটাখ্য,
নিরবয়ব, নিত্য শব্দ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ॥ ২১ ॥

হরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষররূপী
ব্রহ্মস্বরূপ । বাহ্য হইতে জগতের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বদি বল, নাম ও আখ্যাতভেদে দ্বৈবিধ্যপ্রতীতি হইয়া থাকে । তবে,
কিরূপে চাতুর্বিধ্য বলা হইল ? ইহার উত্তর এই, প্রকারান্তর প্রসিদ্ধ
আছে । প্রকীর্ত্তকে তাহা বলিয়াছেন । যথা, কেহ কেহ দ্বিধা, চতুর্ভা বা
পঞ্চধা পদভেদ করিয়া করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

হেলারাজ পঞ্চবিধত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যকারও যে, সম্বন্ধ

বিশেষোপজ্ঞানিতসম্বন্ধাবচ্ছেদহেতব ইতি সম্বন্ধবিশেষ-
দ্যোতনদ্বায়েণ ক্রিয়াবিশেষদ্যোতনাদুপসর্গেষ্বেষান্তর্ভবতী-
ত্যভিসন্ধায় পদচাতুর্বিধ্যং ভাষ্যকারেণোক্তং যুক্তমিতি
বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

ননু ভবতা স্ফোটায়া নিত্যঃ শব্দ ইতি নিজাগদ্যতে
তন্ন মুখ্যামহে তত্র প্রমাণাভাবাদিতি কেচিৎ ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে প্রত্যক্ষমেবাত্র প্রমাণং গৌরিত্যেকং
পদমিতি নানাবর্ণ্যতিরিক্তৈকপদাবগতেঃ সর্বজনীনস্বামহ-
মতি বাধকে পদানুভবঃ শক্যো মিথ্যেতি বক্তুং পদার্থ-
প্রতীত্যন্তথানুপপত্ত্যপি স্ফোটোহভ্যুপগম্যব্যঃ ন চ
বর্ণেভ্য এব তৎপ্রত্যয়ঃ প্রাহুর্ভবতীতি পরীক্ষাক্রমং
বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

বিশেষদ্যোতন দ্বারা ক্রিয়াবিশেষদ্যোতন হইতে উপসর্গমধ্যে ইহার
অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, এইরূপ অভিসন্ধানপূর্বক পদচাতুর্বিধ্য নির্দেশ
করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বিচার করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

আচ্ছা, আপনি যে স্ফোটায়া নিত্য শব্দ ইত্যাদি বাণ্য প্রয়োগ
করিলেন, তাহা আমাদের বিচারসহ বোধ হয় না। কেননা, সে বিষয়ে
কোনরূপ প্রমাণ নাই ॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তর এই, এ বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। যেমন, গো, এই
একটা পদ। এইরূপ নানাবর্ণ্যতিরিক্ত একপদাবগতি সর্বজন-
সম্মত। বাধক অসম্ভব পদানুভব সুসাধ্য হইয়া থাকে, মিথ্যা, বলিতে পার
না। পদার্থপ্রতীতির অন্তথানুপপত্তি দ্বারাও স্ফোট স্বীকার করিতে
হইবে। বর্ণসকল হইতেই তৎপ্রত্যয় প্রাহুর্ভূত হয় না, ইহা পরীক্ষাহ।
কেননা, ইহাতে বিকল্প নাই ॥ ২৬ ॥

কিং সমস্তা ব্যস্তা বা অর্থপ্রত্যয়ঃ জনয়ন্তি নান্যঃ
 বর্ণানাং ক্ৰণিকানাং সমুহাসম্ভবাৎ নাস্ত্যঃ ব্যস্তবর্ণেভ্যো-
 হর্থপ্রত্যয়াসম্ভবাৎ ন চ ব্যাসসমাসাত্যামন্তঃ প্রকাঃ
 সমস্তীতি তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্ব্যর্থপ্রতি-
 পত্তিঃ স ক্ষোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গোহর্থ-
 প্রত্যয়কো নিত্যঃ শব্দঃ ক্ষোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি ।
 অতএব ক্ষুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণেরতি ক্ষোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যঃ
 ক্ষুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি ক্ষোটোহর্থপ্রত্যয়ক ইতি ক্ষোট-
 শকার্থমুভয়থা নিরাঙ্কঃ ॥ ২৭ ॥

তথাচোক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা মহাভাষ্যে অথ

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, সমস্ত, কি ব্যস্ত বর্ণসকল অর্থপ্রত্যয় সমুৎপাদন
 করে? ইহার উত্তর এই, আদ্য অর্থাৎ সমস্ত নহে। কেননা, বর্ণসকল
 ক্ৰণিক। তাহাদের সমূহ অসম্ভব। দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যস্ত বর্ণও অর্থপত্তীতি
 জননে সমর্থ নহে। কেননা, ব্যস্ত বর্ণ হইতে অর্থপ্রত্যয় সম্ভবপর হইতে
 পারেনা। আবার, ব্যাস ও সমাস উভয় দ্বারা অন্তপ্রকারও সাধিত হয় না।
 এই কারণে বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়াতে, যাহার বলে অর্থ-
 প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তাহাকেই ক্ষোট বলে। এইরূপে বর্ণাতিরিক্ত,
 বর্ণাভিব্যঙ্গ, অর্থপ্রত্যয়সমুদ্ভাবক নিত্য শব্দ ক্ষোটপদবাচ্য। তদ্বিৎ-
 ব্যক্তির এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কারণেই, বর্ণ দ্বারা যাহা ক্ষুটীত
 অর্থাৎ ব্যক্তীভূত হয়, তাহার নাম ক্ষোট, কি না বর্ণাভিব্যঙ্গ। আর ইহা
 হইতে অর্থ ক্ষুটীভূত হয়, এইজন্য ইহার নাম ক্ষোট, কি না, অর্থপ্রত্যয়
 সমুদ্ভাবক। এইরূপে উভয় প্রকারে ক্ষোটশব্দার্থ নিরুক্ত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, গো, ইহা একটা শব্দ।

গৌরিত্যত্রৈকঃ শব্দো যেনোচ্চরিতেন সাম্মালাঙ্গুলককুদ-
খুরবিষাণানাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দ ইত্যাচ্যতে
ইতি ॥ ২৮ ॥

বিস্তৃষ্ট কৈয়টেন বৈয়াকরণা বর্ণব্যতিরিক্তস্য পদস্য
বাচকত্বমিচ্ছন্তি বর্ণানাং বাচকত্বে দ্বিতীয়াদিবর্ণোচ্চারণা-
নর্থক্যপ্রসঙ্গাদিত্যাदिना তদ্ব্যতিরিক্তঃ স্ফোটো নাদাভি-
ব্যঙ্গ্যো বাচকো বিস্তুরেণ বাক্যপদীয়ে ব্যবস্থাপিত
ইত্যন্তেন প্রবন্ধেন ॥ ২৯ ॥

ননু স্ফোটস্থাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বং ন ঘটতে বিকল্লা-
সহস্রাৎ কিমভিব্যক্তঃ স্ফোটোহর্থং প্রত্যায়য়তি অনভি-
ব্যক্তো বা । ন চরমঃ সর্বদা অর্থপ্রত্যয়লক্ষণকার্যোৎপাদ-

যাহা উচ্চারিত হইলে, সাম্মা, লাঙ্গুল, ককুদ, খুর ও বিষ্ণাণ, এই সকলের
যুগপৎ প্রতীতি হয়, তাহাকেই শব্দ বলে ॥ ২৮ ॥

কৈয়ট আবার বিস্তারপূর্বক বলিয়াছেন, বৈয়াকরণেরা বর্ণব্যতিরিক্ত
পদের বাচকত্ব ইচ্ছা করেন। বর্ণনকলের বাচকত্ব হইলে, দ্বিতীয়াদি
বর্ণোচ্চারণ অনর্থক হইয়া উঠে। ইত্যাদি বিধানে, তদ্ব্যতিরিক্ত স্ফোট
নাদাভিব্যঙ্গ বাচক বলিয়া, বিস্তারক্রমে বাক্যপদীয়ে ব্যবস্থাপিত হই-
য়াছে ॥ ২৯ ॥

যদি বল, বিকল্লাসহস্রপ্রযুক্ত স্ফোটও অর্থপ্রতীতির কারণ হইতে
পারে না। অভিব্যক্ত স্ফোটই অর্থপ্রতীতির কারণ, কিম্বা অনভিব্যক্ত
স্ফোট দ্বারাই অর্থপ্রত্যয় সমুদ্ভাবিত হয়? সর্বদা অর্থপ্রত্যयरूप कार्ये
উৎপাদনপ্রসঙ্গবশতঃ চরম অর্থাৎ অনভিব্যক্ত স্ফোট অর্থপ্রতীতির সমুদ্-
ভাবক হইতে পারে না। স্ফোটের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে,

ঐসঙ্গাৎ স্ফোটস্য নিত্যত্বাভ্যুপগমে নিরপেক্ষস্য হেতোঃ
সদা সন্ধেন কার্যস্য বিলম্বাযোগাৎ ॥ ৩০ ॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীৰ্ষয়া অভিব্যক্তঃ স্ফোটোহর্থঃ
প্রত্যায়য়তীতি তথাভিব্যঞ্জয়ন্তো বর্ণাঃ কিং প্রত্যেকমভি-
ব্যঞ্জয়ন্তি সম্ভূয় বা । পক্ষদ্বয়েহপি বর্ণানাং বাচকত্বপক্ষে
ভবতা যে দোষা ভাবিতান্ত এব স্ফোটাভিব্যঞ্জকত্বপক্ষে
ব্যাবর্তনীয়ঃ । তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈঃ মীমাংসাপ্লোকবার্তিকে ।

যস্যানবয়বঃ স্ফোটো ব্যজ্যতে বর্ণবুদ্ধিভিঃ ।

সোহপি পর্যায্যযোগেন নৈকেনাপি বিমুচ্যতে ইতি । ৩১

বিভক্ত্যন্তেষেব বর্ণেষু পাণিনিয়া তে বিভক্ত্যন্তাঃ
পদমিত গৌতমেন চ পদসংজ্ঞায়া বিহিতত্বাৎ সঙ্কেত-
গ্রহণেনানুগ্রহবশাদ্বর্ণেষেব পদবুদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি তর্হি সর

নিরপেক্ষ হেতুর সর্বকালীন সঙ্গা দ্বারা কার্যের বিলম্বাযোগ ঘটয়া
থাকে ॥ ৩০ ॥

যদি উল্লিখিত-দোষপরিহারবাসনায়, অভিব্যক্ত স্ফোট অর্থপ্রতীতির
বিধায়ক হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য
এই, অভিব্যঞ্জক বর্ণসকল কি প্রত্যেকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে,
না, একত্র মিলিত হইয়া, ঐরূপ বিধান করে? পক্ষদ্বয় স্বীকার করিলে,
বর্ণসকলের বাচকত্বপক্ষে আগনি যে সকল দোষ নির্দেশ করিয়াছেন,
তৎসমস্তই স্ফোটাভিব্যঞ্জকত্বপক্ষে ব্যাবর্তনীয় হইয়া উঠে । মীমাংসা-
প্লোকবার্তিকে ভট্টাচার্য্যেরাও বলিয়াছেন, বর্ণবুদ্ধি দ্বারা যাহার অবয়বশূন্য
স্ফোট ব্যক্ত হইয়া থাকে, সে একমাত্র পর্যায্যযোগ দ্বারা মুক্ত হয় না । ৩১

সংকেতগ্রহণ দ্বারা অনুগ্রহবশে যদি বর্ণসকলেই পদবুদ্ধি সংঘটিত
হয়, তাহা হইলে, সর, এই পদে যত বর্ণ, রল, এই পদেও তত বর্ণ লক্ষিত

ইত্যেতস্মিন্ পদে যাবস্তো বর্ণান্ত্যন্ত এব রস ইত্যত্রাপি
এবং বনং নবং নদী দীনো রামো মারো রাজা জারেত্যাদি-
স্বর্থভেদপ্রতীতিন্' স্মাদিতি চেম্ ক্রমভেদেন ভেদসম্ভবাৎ
তদ্ব্যুৎপত্তৌ তৌতাতিতৈঃ

যাবস্তো যাদৃশা য়ে চ স্বদর্থপ্রতিপাদনে ।

বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকা ইতি ॥৩২॥

তস্মাদম্বশ্চোভয়োঃ সমো দোষো ন তেনৈক-
শ্চোদ্যো ভবতীতি স্মায়াৎ বর্ণানামেব বাচকস্বোপপত্তৌ
নাতিরিক্তস্ফোটকল্পনাবকল্পতে ইতি চেৎ তদেতৎ
কাশকুশাবলম্বনকল্পনং বিকল্পানুপত্তেঃ কিং বর্ণমাত্রৈ পদ-
প্রত্যয়াবলম্বনং বর্ণসমূহে বা নাদ্যাঃ পরস্পরবিলক্ষণবর্ণ-
মালায়ামভিন্নং নিমিত্তং পুষ্পেষু বিনা সূত্রং মালাপ্রত্যয়ব-
দিত্যেকং পদমিতি প্রতিপত্তেরনুপপত্তেঃ নাপি দ্বিতীয়ঃ

হইয়া থাকে। এইরূপে, বন ও নব ; নদী ও দীন ; রাম ও মার এবং
রাজা ও জার ইত্যাদি পদসমূহেও অর্থভেদপ্রতীতি অসম্ভব হইয়া উঠে।
একপ বলিতে পার না। কেননা, ক্রমভেদেই ভেদ সম্ভবিত হয়। তথাহি,
বলিয়াছেন, যত ও যাদৃশ যে সকল বর্ণ যে অর্থপ্রতিপাদনে প্রজ্ঞাতসামর্থ্য,
তাহারা সেইরূপেই অববোধক হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

বর্ণসকলের বাচকত্ব উপপন্ন হইলে, অতিরিক্ত স্ফোটকল্পনার আবশ্য-
কতা হয় না। এ কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য এই, বর্ণমাত্রে অথবা বর্ণসমূহে
পদপ্রত্যয় অবলম্বিত হইয়া থাকে? অত্র ব্যতিরেকে পুষ্পে যেমন মালা-
প্রত্যয় সম্ভব নহে; সেইরূপ, পরস্পরবিলক্ষণ বর্ণমালায় পদপ্রতিপত্তি
উপপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং, বর্ণমাত্রে পদপ্রত্যয়ের অবলম্বন সম্ভব-

উচ্চরিতপ্রধ্বস্তানাং বর্ণানাং সমূহভাবানন্তবাৎ । তত্র
 হি সমূহব্যাপদেশঃ যে পদার্থা একস্মিন্ প্রদেশে সহাব-
 স্থিততয়া বহুবোহনুভূয়ন্তে যথা একস্মিন্ প্রদেশে সহাব-
 স্থিততয়ানুভূয়মানেষু ধবখদিরপলাশাদিষু সমূহব্যাপদেশঃ
 যথা বা গজনরতুরগাদিষু ন চ তে বর্ণান্তথানুভূয়ন্তে উৎ-
 পন্নপ্রধ্বস্তত্বাৎ অভিব্যক্তিপক্ষেইপি ক্রমেণৈবাভিব্যক্তৌ
 সমূহাসম্ভবাৎ নাপি বর্ণেষু কাল্পনিকঃ সমূহঃ কল্পনীয়ঃ
 পরম্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ ॥ ৩৩ ॥

একার্থপ্রত্যায়কত্বসিদ্ধৌ তদুপাধিনা বর্ণেষু পদত্ব-
 প্রতীতিঃ তৎসিদ্ধাবেকার্থপ্রত্যায়কত্বসিদ্ধিরিতি । তস্মাদ্-

পর নহে । আর, উচ্চরিত-প্রধ্বস্ত বর্ণসকলের সমূহভাবও সম্ভবিত হয়
 না । সুতরাং, দ্বিতীয় কল্পও প্রযোজিত হইতে পারে না । যে সকল পদার্থ
 এক প্রদেশে একত্রাবস্থান প্রযুক্ত বহু বলিয়া অনুভূত হয়, সেখানেই সমূহ-
 ব্যাপদেশ হইয়া থাকে । যেমন, এক প্রদেশে একত্র অবস্থিতিপ্রযুক্ত অনু-
 ভূয়মান ধব, খদির ও পলাশাদি বৃক্ষসকলে সমূহব্যাপদেশ হয় । অথবা,
 যেমন গজ, নর বা তুরগাদিতে ঐরূপ সমূহ ব্যাপাদিষ্ট হইয়া থাকে । উৎপন্ন-
 প্রধ্বস্ততাবশতঃ ঐ সকল বর্ণ তদমুরূপে অনুভূত হয় না । অভিব্যক্তি-
 পক্ষেও ক্রমানুসারে অভিব্যক্তি হওয়াতে, সমূহভাব অসম্ভবিত হইয়া
 থাকে । পুনশ্চ, বর্ণসকলে কাল্পনিক সমূহও কল্পনা করা যাইতে পারে না ।
 পরম্পরাশ্রয়প্রসঙ্গই ইহার কারণ ॥ ৩৩ ॥

একার্থপ্রত্যায়কত্বসিদ্ধিতে তদুপাধি দ্বারা বর্ণসকলে পদত্বপ্রতীতি
 হইয়া থাকে । পদত্বপ্রতীতি হইলেই, একার্থপ্রত্যায়কত্ব সিদ্ধ হয় । এই

র্ণানাং বাচকস্বাসস্তবাৎ স্ফোটোহ্ভ্যুপগন্তব্যঃ । ননু
স্ফোটবাচকতাপক্ষেহপি প্রাপ্তকৃত্ত্বিকল্পপ্রসারণে ঘটুকুটী-
প্রভাতায়িতমিতি চেত্তদেতন্মনোরাজ্যবিজৃম্বণং বৈষম্য-
সস্তবাৎ ॥ ৩৪ ॥

তথাহি অভিব্যঞ্জকোহপি প্রথমো ধ্বনিঃ স্ফোটমস্ফুট-
মভিব্যনক্তি উত্তরোত্তরাভিব্যঞ্জকক্রমেণ স্ফুটং স্ফুটতরং
স্ফুটতমং যথা স্বাধ্যায়ঃ সঙ্কৎপঠ্যমানো নাবধার্যতে
অভ্যাসেন তু স্ফুটাবসায়ঃ যথা বা রত্নতত্ত্বং প্রথমপ্রতীতো
স্ফুটং ন চকাস্তি চরমে চেতসি যথাবদভিব্যজ্যতে নাদৈ-
রাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ আবৃত্তিপরিপাকায়ঃ
বুদ্ধৌ শব্দোহ্বেদধার্যতে ইতি প্রামাণিকোক্তেঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাদস্মাচ্ছব্দাদর্থং প্রতিপদ্যামহ ইতি ব্যবহার-

কারণে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভবিত হওয়াতে, স্ফোটই স্বীকার করিতে
হয় ॥ ৩৪ ॥

তথাহি, অভিব্যঞ্জক হইলেও, প্রথম ধ্বনি অস্ফুটরূপে স্ফোট অভি-
ব্যক্ত করিয়া থাকে। পরে উত্তরোত্তর অভিব্যঞ্জকক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর
ও স্পষ্টতম রূপে অভিব্যক্ত করে। যেমন, স্বাধ্যায় একবারমাত্র পাঠে
অবধারিত হয় না, অভ্যাস দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। অথবা,
যেমন রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, চরমে চিত্তে
যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়। প্রথমে নাদ দ্বারা বীজ আহিত হয়। পরে
অন্ত্যধ্বনির সহিত আবৃত্তির পরিপাক হইলে, বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হইয়া
থাকে। ইহাই প্রামাণিক বচন ॥ ৩৫ ॥

সেইজন্ত, এই শব্দ হইতে অর্থ প্রতিপন্ন করিব, ইত্যাদি ব্যবহারবশে

বিশদ্বর্ণনাং অর্থবাচকত্বানুপপত্তেঃ প্রথমে কাণ্ডে তত্র-
ভবন্তিভূত্ৱহরিভিরভিহিতত্বাৎ নিরবয়বমর্থপ্রত্যায়কং শব্দ-
তত্ত্বং স্ফোটাভাবমভ্যুপগন্তব্যমিত্যেতৎ সর্বম্ ॥ ৩৬ ॥

পরমার্থসংবিলক্ষণসত্তা জাতিরেব সর্বেষাং শব্দা-
নামর্থ ইতি প্রতিপাদনপরে জাতিসমুদ্দেশে প্রতিপাদি-
তম্ । যদি সত্তৈব সর্বেষাং শব্দানামর্থস্তর্হি সর্বেষাং
শব্দানাং পর্যায়তা স্ত্যাৎ তথাচ কচিদপি যুগপচ্চিত্তুর-
পদপ্রয়োগাযোগ ইতি মহচ্চাতুর্য্যমায়ুজ্যতঃ । তদুক্তং

পর্যয়াণাং প্রয়োগো হি যোগপদ্যেন নেষ্যতে ।

পর্য্যয়েনৈব তে যস্মাৎসদন্ত্যর্থং ন সংহতা ইতি ॥ ৩৭

তস্মাদয়ং পক্ষো ন কোদক্ষম ইতি চেৎ তদেতদগ-

বর্ণসকলের অর্থবাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়াতে, প্রথম কাণ্ডে পরমমাননীয়
ভট্টহরি বলিয়াছেন । তৎপ্রযুক্ত অর্থপ্রত্যয়সমাধায়ক নিরবয়ব শব্দতত্ত্ব
স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৬ ॥

যাহাতে পরমার্থসংবিলক্ষণ সত্তা আছে, সেই জাতিই সমুদায় শব্দের
অর্থ, এইরূপ প্রতিপাদনপর জাতিসমুদ্দেশে প্রতিপাদিত হইয়াছে । যদি
সত্তাই সকল শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে, সমুদায় শব্দের পর্যায়তা হইয়া
থাকে । তথাচ, কোথাও যুগপৎ তিন চারি পদ প্রয়ে গের অযোগ সংঘটিত
হয় । ইহা আয়ুজ্যানের মহাচতুরতা ।

তথাহি, বলিয়াছেন, পর্যায়সকলের যোগপদ্য দ্বারা প্রয়োগ অভিমত
হয় না । যেহেতু, পর্যায় দ্বারাই তাহার অর্থ প্রতিপাদন করে ; সংহত
হইয়া করে না ॥ ৩৭ ॥

এই কারণে উল্লিখিত পক্ষ কোদক্ষম নহে, এ কথা বলিলে, উহা

গনরোমস্বকল্পঃ নীললোহিতপীতাদ্যুপরঞ্জকদ্রব্যভেদেন
স্ফটিকমণেরিব সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তায়াস্তদাত্মনা ভেদেন
প্রতিপত্তিসিদ্ধৌ গোসত্তাপিরূপগোত্বাদিভেদনিবন্ধনব্যব-
হারবৈলক্ষণ্যোপপত্তেঃ । তথাচাপ্তবাক্যং ।

স্ফটিকং বিমলং দ্রব্যং যথা যুক্তং পৃথক্ পৃথক্ ।

নীললোহিতপীতাদ্যৈস্তদ্বর্ণমুপলভ্যত ইতি ॥ ৩৮

তথা হরিণাপ্যুক্তং

সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু ।

জাতিরিত্যুচ্যতে তস্তাং সর্কে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৯

তাং প্রাতিপদিকার্থক্য ধাত্বর্থক্য প্রচক্ৰতে ।

স। সত্তা সা মহানাত্মা ভাস্মাহস্ততলাদয় ইতি ॥ ৪০ ॥

গগনরোমস্ববৎ হইয়া উঠে। কেননা, নীল লোহিত পীতাদি উপরঞ্জক
দ্রব্যভেদে স্ফটিকমণির ন্যায়, সম্বন্ধিভেদ সংঘটিত হয়। তজ্জন্ত, সত্তার
তদাত্মভেদ দ্বারা প্রতিপত্তিসিদ্ধি হইলে, গোত্বাদিভেদ নিবন্ধন ব্যবহার-
বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইয়া থাকে।

তথাহি, আপ্তবাক্য যথা, একমাত্র বিমল স্ফটিক দ্রব্য নীল,
লোহিত ও পীতাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তদ্বর্ণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

হরিণও বলিয়াছেন, সম্বন্ধিভেদবশতঃ শব্দাদি পদার্থসমূহে সত্তাই
ভিদ্যমান হইয়া, জাতিশব্দে উল্লিখিত হয়। তাহাতেই সমুদায় শব্দ
ব্যবস্থিত আছে ॥ ৩৯ ॥

তাহাকেই প্রাতিপদিকার্থ ও ধাত্বর্থ বলিয়া থাকে। সেই সত্তা, সেই
মহান্ আত্মা এবং তাহাকেই অতলাদি বলে ॥ ৪০ ॥

আশ্রয়ভূতৈঃ সম্বন্ধিভির্ভিদ্যমানা কল্পিতভেদা
গবাশ্বাদিষু সত্তৈব মহাসামান্যমেব জাতিঃ গোশ্বাদি-
কল্পপরং সামান্যং পরমার্থ-স্তুতো ভিন্নং ন ভবতি
গোসত্তৈব গোহং নাপরমশ্চয়ি প্রতিভাসতে এবমশ্বসত্তা
অশ্বত্বমিত্যাदि वाच्यम् ॥ ৪১ ॥

এবঞ্চ তন্ত্রামেব গবাদিভিন্নায়াং সত্তায়াং জাতৌ
সর্বৈ গোশব্দাদয়ো বাচকত্বেন ব্যবস্থিতা প্রাতিপদিকার্থশ্চ
সত্তেতি প্রসিদ্ধম্ । ভাববচনো ধাতুরিতি পক্ষে ভাবঃ
সত্তৈবেতি ধাত্বর্থঃ সত্তা ভবত্যেব ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি
পক্ষেপি জাতিমন্ত্রে ক্রিয়ামাহরনেকব্যক্তিক্রিয়াসমুদে-
শে ক্রিয়ায়া জাতিরূপত্বপ্রতিপাদনাং ধাত্বর্থঃ সত্তা ভবত্যেব

বাহা আশ্রয়ভূত সম্বন্ধিসমূহ দ্বারা পৃথকরূপে প্রোছতৃত ও তন্নি-
বন্ধন বাহাতে ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, সেই সত্তাই মহা সামান্য । এবং
তাহাই জাতি শব্দে উল্লিখিত হয় । গোশ্বাদি অপর সামান্য পরমার্থতঃ
তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে । গোসত্তাই গোহ ; তাহা অপ-
রাধস্বী বলিয়া প্রতিভাত হয় না । এইরূপ অশ্বসত্তা অশ্বত্ব, বলিতে
হইবে ॥ ৪১ ॥

এবঞ্চ, সেই গবাদিভিন্ন সত্তারূপ জাতিতেই সমুদায় গোশব্দাদি,
বাচকত্ব দ্বারা ব্যবস্থিত আছে । প্রাতিপদিকার্থই সত্তা, এইরূপ প্রসিদ্ধ
আছে । ভাববচনই ধাতু, ইত্যাদি পক্ষে সত্তাই ভাব । সূত্রায় ধাত্বর্থ
সত্তা হইয়া থাকে । ক্রিয়াবচনই ধাতু, ইত্যাদি পক্ষেও অন্যান্যো
জাতিকে ক্রিয়া বলিয়া থাকেন । কেননা, অনেকব্যক্তিক্রিয়াসমুদে-
শে ক্রিয়ায় জাতিরূপত্ব প্রতিপাদিত হয় । ধাত্বর্থই সত্তা হইয়া থাকে ।

তস্য ভাবস্ততলাবিত্তি ভাবার্থে স্বতলানীনাং বিধানাং
সত্তাবাচিত্ত্বং যুক্তং সা চ সত্তা উদয়ব্যয়বৈধূর্য্যামিত্যা
সর্বস্য প্রপঞ্চস্য তদ্বিবর্ত্ততয়া দেশতঃ কালভো বস্তুতশ্চ
পরিচ্ছেদরাহিত্যাং সত্তা মহানাত্মেতি ব্যপদিশ্যত ইতি
কারিকাদ্বয়ার্থঃ ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যপদার্থসংবিলক্ষণং তত্ত্বমেব সর্বশব্দার্থ ইতি
সম্বন্ধসমুদ্দেশে সমর্থিতম্ ।

সত্যং বস্তু তদাকারৈরসত্যৈরবধার্য্যতে ।

অসত্যোপাধিভিঃ শব্দৈঃ সত্যমেবাভিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥

অত্রবেণ নিমিত্তেন দেবদত্তগৃহং যথা ।

গৃহীতং গৃহশব্দেন শুদ্ধমেবাভিধীয়তে ইতি ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যকারেণাপি সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যেতদ্বাত্তিক-

কেননা, ভাবার্থে স্বতলাদি প্রত্যয় বিহিত হয় । তজ্জন্য সত্তাবাচিত্ত্ব
যুক্তিসিদ্ধ । সেই সত্তা, উদয়ব্যয়বৈধূর্য্যাদশতঃ নিত্যস্বরূপা । কেননা,
সমুদায় প্রপঞ্চই তাহার বিবর্ত্তস্বরূপ । এবং দেশ, কাল, বস্তু, কোনরূপেই
তাহাব পরিচ্ছেদ নাই । সেইজন্যই, সত্তা মহান্ আত্মা বলিয়া ব্যপদিষ্ট
হইয়াছে । কারিকাদ্বয়ে এইরূপ অর্থই কবিসাছেন ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যপদার্থের সংবিলক্ষণরূপ তত্ত্বই সর্বশব্দার্থ, ইহা সম্বন্ধসমুদ্দেশে সম-
র্থিত হইয়াছে । যথা,

সত্যবস্তু তদাকার অসত্য দ্বারা অবধারিত হয় । সেইরূপ, অসত্যো-
পাধিবিশিষ্ট শব্দসকল দ্বারা সত্যই অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

অত্রব নিমিত্ত দ্বারা, দেবদত্তগৃহের দ্বারা, গৃহীত পদার্থ গৃহশব্দ দ্বারা
শুদ্ধরূপেই প্রতীপাদিত হয় ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যকারও, শব্দার্থসম্বন্ধ সিদ্ধ, ইত্যাদি বিধানে বার্ত্তিক ব্যাখ্যান

ব্যাখ্যানাবসরে দ্রব্যং হি নিত্যমিত্যেনে ন গ্রহে ন
অখণ্ডোপাধ্যবচ্ছিন্নঃ ব্রহ্মতত্ত্বঃ দ্রব্যশব্দবাচ্যঃ সর্বশব্দার্থ
ইতি নিরূপিতম্ ॥ ৪৫ ॥

জাতিশব্দার্থবাচিনো বাজপ্যায়নস্ত মতে গবাদয়ঃ
শব্দাঃ ভিন্নদ্রব্যসমবেতজাতিমভিধতি তস্মান্নবগাহ-
মানায়াং তৎসম্বন্ধাৎ দ্রব্যমবগম্যতে শুক্লাদয়ঃ শব্দা গুণ-
সমবেতাং জাতিমাচক্ষতে গুণে তৎসম্বন্ধাৎ প্রত্যয়ঃ
দ্রব্যসম্বন্ধিসম্বন্ধাৎ সংজ্ঞা শব্দানামুৎপত্তিপ্রভৃত্যাবিনাশাৎ
শৈশবকৌমার্যৌবনাদ্যবস্থাভেদেহপি স এবায়মিত্যভি-
প্রত্যয়বলাৎ সিদ্ধা দেবদত্তত্বাদিজাতিরভ্যুপমন্তব্য। ক্রিয়া-
স্বপি জাতিরালক্ষ্যতে সৈব ধাতুবাচ্যা পঠীতীত্যাদাবনুবৃত্ত-
প্রত্যয়স্য প্রাচুর্ভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রসঙ্গে, দ্রব্য নিত্যস্বরূপ, এই প্রকার উক্তি স্থাপন পূর্বক অখণ্ডোপাধি দ্বারা অব-
চ্ছিন্ন দ্রব্যশব্দবাচ্য ব্রহ্মতত্ত্বই সমুদায় শব্দার্থ, এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ॥৪৫

জাতিশব্দার্থবাচী বাজপ্যায়নের মতে গবাদি শব্দসকল ভিন্নদ্রব্য-
সমবেত জাতি অভিহিত করে। জাতি অবগাহমান হইলে, তদীয় সম্বন্ধ-
বশে দ্রব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন, শুক্লাদি শব্দসকল, গুণসমবেত
জাতি অভিহিত করে। গুণে তাহার সম্বন্ধবশতঃ প্রত্যয় হইয়া থাকে।
এবং দ্রব্যসম্বন্ধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত সংজ্ঞা সুসম্পন্ন হয়। শব্দসকলের উৎপত্তি
প্রভৃতির বিনাশ নাই। স্মরণ্য, শৈশব, কৌমার ও যৌবনাদি অবস্থা-
ভেদেও, সেই, এই, এই প্রকার অভিপ্রত্যয়বলে ; দেবদত্তত্বাদিজাতি সিদ্ধ
হইয়া থাকে, স্বীকার করিতে হইবে। ক্রিয়াসকলেও, জাতি আলক্ষিত
হয়। তাহাই ধাতুবাচ্য। কেননা পাঠ করিতেছি, ইত্যাদি স্থলে অন্তর্ভুক্ত
প্রত্যয়েব প্রাচুর্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

দ্রব্যপদার্থবাদিব্যাড়িনয়ে শব্দস্ত ব্যক্তিরেবাভিধেয়-
তয়া প্রতিভাসতে জাতিত্বপলক্ষণতয়েতি নানন্ত্যাদি-
দোষাবকাশঃ ॥ ৪৭ ॥

পাণিনিচাৰ্য্যস্রোভয়ং সম্যতং যতো জাতিপদার্থ-
মভ্যুপগম্য জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্ততরস্তা-
মিত্যাদিব্যবহারঃ দ্রব্যপদার্থমঙ্গীকৃত্য স্বরূপাণামেকশেষ
একবিভক্তাবিত্যাদিঃ ব্যাকরণস্ত সৰ্বপার্থদত্বান্মতত্বয়া-
ভ্যুপগমে ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্যাং দ্বয়ং সত্যং পরং ব্রহ্মতত্ত্বং সৰ্বশব্দার্থ ইতি
স্থিতম্ ।

তদুক্তং ।

তস্মাচ্ছক্তিবিভাগেন সত্যঃ সৰ্বঃ সদাস্বকঃ ।

একোহর্থঃ শব্দবাচ্যে বহুরূপঃ প্রকাশত ইতি ॥ ৪৯ ॥

দ্রব্যপদার্থবাদী ব্যাড়ির মতে শব্দের ব্যক্তি অভিধেয়তা দ্বারা এবং জাতি
উপলক্ষণতা দ্বারা প্রতিভাত হয়। ইহাতে নানন্ত্যাদি-দোষ প্রসঙ্গ নাই ॥ ৪৭ ॥

আচাৰ্য্য পাণিনি উভয়ই স্বীকার করেন। যেহেতু, জাতিপদার্থ
স্বীকার করিয়া, জাত্যাখ্যাতে, একস্মিন্ বহুবচন, ইত্যাদি প্রয়োগ করি-
য়াছেন। পুনরায়, দ্রব্যপদার্থ স্বীকার করিয়া, স্বরূপাণাং একশেষ ইত্যাদি
প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপে, ব্যাকরণের সৰ্বপার্থদত্ব প্রযুক্ত, মতদ্বয়
অঙ্গীকার করিলে, কোনরূপ বিরোধ হয় না ॥ ৪৮ ॥

এই কারণে উভয় মতে, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব সৰ্বশব্দার্থ, ইহা
সিদ্ধান্তিত হইল। তথাহি বলিয়াছেন,

এইজ্ঞত্ব শক্তিবিভাগ-বাহ্যতার সত্যস্বরূপ, সৰ্বস্বরূপ, সদাস্বক, এক
অর্থ শব্দবাচ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হয় ॥ ৪৯ ॥

সত্যস্বরূপমপি হরিণোক্তং সম্বন্ধসমুদ্দেশে

যত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যঞ্চ দর্শনধাবিকল্পিতম্ ।

তস্মৈবার্থস্য সত্যত্বমাহুদ্রব্যাস্তবেদিন ইতি ॥ ৫০ ॥

দ্রব্যসমুদ্দেশেহপি

বিকারোপগমে সত্যং স্ববর্ণং কুণ্ডলে যথা ।

বিকারোপগমো যত্র তানাঙ্কঃ প্রকৃতিঃ পরামিতি ॥ ৫১ ॥

অভ্যুপগতাদ্বিতীয়ত্বনির্বাহায় বাচ্যবাচকয়োরবিভাগঃ
প্রদর্শিতঃ ।

বাচ্যা সা সর্ববাক্যানাং শব্দাশ্চ ন পৃথক্ ততঃ ।

অপৃথক্লেহপি সম্বন্ধস্তয়োর্নানান্ননোরিবেতি ॥ ৫২ ॥

তত্ত্বপাদিপরিকল্পিতভেদবহুলতয়া ব্যবহারস্তা-
বিদ্যামাত্রকল্পিতত্বেন প্রতিনিয়তাকারোপধীয়মানরূপভেদং

হরিণে সম্বন্ধসমুদ্দেশে সত্যস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । যথা,
যেস্থলে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য সর্বথা বিকল্পশূন্য, ত্র্যযন্তবেদী পণ্ডিতগণ
সেই অর্থেই সত্যত্ব উল্লেখ করেন ॥ ৫০ ॥

দ্রব্যসমুদ্দেশেও বলিয়াছেন, বিকারের উপশমে সত্য, কুণ্ডলে স্বর্ণের
ছায়া, প্রতিভাত হয় । আর, যাহাতে বিকারের অপগম লক্ষিত হইয়া
থাকে, তাহাকেই পরা প্রকৃতি বলে ॥ ৫১ ॥

উপরে যে অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রতিপাদনার্থ বাচ্য-
বাচক উভয়ের অবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা,

তাহা সমুদায় শব্দের বাচ্য এবং তাহা হইতে শব্দসকল পৃথক্ নহে ॥ ৫২ ॥

তত্ত্ব উপাদি দ্বারা বহুল ভেদ পরিকল্পিত হইয়া থাকে । তদ্ব্যবহার-
ব্যবহারমাত্রেই অবিদ্যামাত্রকল্পিত । তজ্জগৎ, প্রতিনিয়ত আকারে বাহ্য

ব্রহ্মতত্ত্বং সৰ্ব্বশব্দবিষয়ঃ অভেদে চ পারমার্থিকে সংবৃতি-
বশাদ্যবহারদশায়াং স্বপ্নাবস্থাবতুচ্চাবচঃ প্রপঞ্চো বিবর্তিত
ইতি কারিকার্থঃ । তদাহর্কেদান্তবাদনিপুণাঃ

যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চায়ং ময়ি মায়াবিজুস্তিতঃ ।

এবং জাগ্রৎপ্রপঞ্চোহপি ময়ি মায়াবিজুস্তিত ইতি ॥৫৩॥

তদিথাং কূটস্থে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সচ্চিদানন্দরূপে
প্রত্যগভিন্নেহবগতে অনাদ্যবিদ্যানিবৃত্তৌ তাদৃগ্ ব্রহ্মাত্মনা-
বস্থানলক্ষণং নিঃশ্রেয়সং সেৎসুতি শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতঃ
পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতীত্যভিযুক্তোক্তোক্তেঃ । তথাচ শব্দানু-
শাসনশাস্ত্রসু নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং সিদ্ধম্ । তদুক্তং

তদ্বারমপবর্গস্য বাজ্ঞয়ানাং চিকিৎসিতম্ ।

পবিত্রং সৰ্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রচক্ষত ইতি ॥ ৫৪ ॥

রূপভেদ উপদীয়মান হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সৰ্বশব্দবিষয় এবং অভেদ
পারমার্থিক হওয়াতে, সংবৃতিবশে ব্যবহারদশায় স্বপ্নাবস্থার আয়, উচ্চাবচ
প্রপঞ্চ বিবর্তিত হইয়া থাকে । ইহাই কারিকার অর্থ ; বেদান্তবাদনিপুণ
তাহাই বলিয়াছেন । যথা,—

এই স্বপ্নপ্রপঞ্চ যেমন আমাতে মায়াবশে বিজুস্তিত হয়, জগৎপ্রপঞ্চও
সেইরূপ আমাতে মায়াবিজুস্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, প্রত্যগভিন্ন, কূটস্থ পরব্রহ্ম অবগত হইলে,
অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে । তাহা হইলে, ব্রহ্ম ও আত্মা
উভয়ের একতা রূপ নিঃশ্রেয়স সমাহিত হয় । কেননা, পণ্ডিতেরা
বলিয়াছেন, শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত হইলেই, পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
তথাচ, শব্দানুশাসনের নিঃশ্রেয়সসাধনতা সিদ্ধ হইল । তাহা বলিয়া-
ছেন, যথা, তাহাই অপবর্গের দ্বার । তাহাই বাজ্ঞয়ের চিকিৎসিত,
তাহাই সমুদায় বিদ্যার মধ্যে পবিত্র এবং তাহাকেই অধিবিদ্যা বলে ॥ ৫৪ ॥

তথা

ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপৰ্বণাম্ ।

ইয়ং সা মোক্ষমার্গাণামজিহ্বা রাজপদ্ধতিরिति ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদ্ব্যাকরণশাস্ত্রং পরমপুরুষার্থসাধনতয়াধ্যেতব্য-
মিতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে পাণিনিদর্শনম্ ।

অথ সাংখ্যদর্শনম্ ।

অথ সাংখ্যরাখ্যাতে পরিণামবাদে পরিপস্থি-
জাগরুকে কথঙ্কারণং বিবর্তবাদ আদরণীয়ো ভবেদেষ হি
তেষামাঘোষঃ । সজ্জেক্ষপেণ হি সাংখ্যশাস্ত্রে চতস্ত্রো
বিধাঃ সম্ভাব্যন্তে কচিদর্থঃ প্রকৃতিরেব কশ্চিদ্বিকৃতিরেব

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধিসোপানপর্বের আদ্য পদস্থান এবং
ইহাই মুক্তিমার্গের অন্তিম সরল রাজপস্থা ॥ ৬৫ ॥

এই কারণে, পরমপুরুষার্থের সাধনতাপ্রযুক্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন
করা কর্তব্য । ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৫৬ ॥

সাংখ্যদর্শন ।

সাংখ্যগণের আখ্যাত পরিণামবাদ পরিপস্থিস্বরূপ জাগরুক থাকতে,
বিবর্তবাদ বিরূপে আদরণীয় হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের আঘোষ ।
সাংখ্যশাস্ত্রে সংক্ষেপে চারিটা বিধান সম্ভাবিত হইয়া থাকে । প্রথম

কশ্চিদ্বিকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ কশ্চিদনুভয় ইতি । তত্র কেবলা
প্ৰকৃতিঃ প্ৰধানপদেন বেদনীয়। মূলপ্ৰকৃতিঃ নামাবশ্যস্ত
কশ্চচিদ্বিকৃতিঃ ॥ ১ ॥

প্রকরোতীতি প্রকৃতিরिति ব্যুৎপত্ত্যা সত্বরজস্তমো-
গুণানাং সাম্যাবস্থায় অভিধানাৎ তদুক্তং মূলপ্রকৃতিরবি-
কৃতিরिति । মূলঞ্চান্যৌ প্রকৃতিশ্চ মূলপ্রকৃতিঃ মহাদাদে:
কার্যকলাপস্থানৌ মূলং ন ত্বশ্চ প্রধানশ্চ মূলান্তরমস্তি
অনবস্থাপাতাৎ । ন চ বীজাকুরবদনবস্থাদোষো ন ভব-
তীতি বাচ্যঃ প্রমাণাভাবাদिति ভাবঃ ॥ ২ ॥

বিকৃতয়শ্চ প্রকৃতয়শ্চ মহদহঙ্কারতন্মাত্রাণি । তদ-
প্যুক্তং মহাদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেতি । অন্ত্যর্থঃ

প্রকৃতি ; দ্বিতীয় বিকৃতি ; তৃতীয় বিকৃতি প্রকৃতি এবং চতুর্থ অনুভয় ।
তন্মধ্যে কেবলা প্রকৃতি প্রধানশব্দবাচ্য মূল প্রকৃতি । উহা অশ্ব কাহারও
বিকৃতি নহে ॥ ১ ॥

প্রকৃষ্ট রূপে করে, এই অশ্ব উহার নাম প্রকৃতি । এইরূপ উৎপত্তি দ্বারা
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা অভিহিত হইয়াছে । তথাহি, বলি-
য়াছেন, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি । ইহার অর্থ এই, ইহা মূল অর্থাৎ মহ-
দ দ্বি কার্যকলাপের আদি । ইহার মূলান্তর নাই । মূলান্তর আছে,
বলিলে, অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে । বীজাকুরের স্থায়, অনবস্থাদোষ
সম্ভব নহে, একথা বলিতে পার না । কেননা, উহার কোন প্রমাণ
নাই ॥ ২ ॥

বিকৃতিপ্রকৃতিশব্দে মহৎ, অহঙ্কার ও তন্মাত্র পঞ্চক । তথাহি, বলিয়া-

প্রকৃতয়শ্চ তাঃ বিকৃতয়শ্চেতি প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত মহাদা-
দীনি তদ্বানি ॥ ৩ ॥

তত্রাস্তঃকরণাদিপদবেদনীয়ং মহত্ত্বমহঙ্কারস্য প্রকৃতিঃ
মূলপ্রকৃতেস্ত বিকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

এবমহঙ্কারতত্ত্বমভিমানাপরনামধেয়ং মহতো প্রকৃতিঃ
প্রকৃতিশ্চ তদেবাহঙ্কারতত্ত্বং তামসং সৎ পঞ্চতন্মা-
ত্রাণাং সূক্ষ্মাভিধানাং তদেব সাত্ত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকা-
দশৈন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং চক্ষুঃশ্রোত্রগ্রাণরসমাঙ্গগা-
থ্যানাং কৰ্ম্মৈন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনা-
মুভয়াত্মকস্য মনসশ্চ রজসতুভয়ত্র ক্রিয়োৎপাদনদ্বারেণ
কারণত্বমন্তীতি ন বৈয়র্থ্যম্ ॥ ৫ ॥

ছেন, মহাদাদি প্রকৃতিবিকৃতির সংখ্যা সাতটি। ইহার অর্থ এই, মহাদাদি
সপ্ত তত্ত্বের নাম প্রকৃতিবিকৃতি ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে, অস্তঃকরণাদিশব্দবাচ্য মহত্ত্ব অহঙ্কার প্রকৃতি। এবং
মূলপ্রকৃতির বিকৃতি ॥ ৪ ॥

এইরূপ, বাহার অপর নাম অভিমান, সেই অহংকারতত্ত্ব মহতের
বিকৃতি। এই অহংকারতত্ত্ব তামস অবস্থায় সূক্ষ্মাভিধেয় পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি
হইয়া থাকে এবং সাত্ত্বিক অবস্থায় একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তনা করে। ঐ
একাদশ ইন্দ্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মৈন্দ্রিয়। তন্মধ্যে চক্ষুঃ,
শ্রোত্র, গ্রাণ, রসনা, ঘ্রক্ এই পাঁচটির নাম বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাক্‌, পাণি,
পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহাদের নাম কৰ্ম্মৈন্দ্রিয়। আর মন উভয়াত্মক।
রজোগুণ উভয়ত্র ক্রিয়ার উৎপাদন করে। এইজন্ত তাহার কারণত্ব
সন্ধিত হয়। এ বিষয়ে বৈয়র্থ্য নাই ॥ ৫ ॥

তদুক্তমীশ্বরকৃষ্ণেন

অভিমানোহহঙ্কারস্তস্মাদ্ধিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ।

একাদশকশ্চ গণস্তস্মাত্রাপঞ্চকৈব ॥ ৬ ॥

সাত্ত্বিক একাদশকং প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ।

ভূতাদেস্তস্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রাণরসনত্বগাথ্যানি ।

বাক্পাদপাণিপায়ুপস্থানি কশ্মেদ্রিয়াণ্যাছঃ ॥ ৭ ॥

উভয়ায়কমত্র মনঃ সংকল্পবিকল্পায়কমিন্দ্রিয়ঞ্চ
সাধর্ম্যাদিতি ॥ ৮ ॥

বিবৃতশ্চ তত্ত্বকৌমুদ্যামাচার্য্যবাচস্পতিভিঃ। কেবল
বিকৃতিস্তু বিয়দাদীনি পঞ্চভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ।
তদুক্তং ষোড়শকস্ত বিকার ইতি ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নো
গণঃ ষোড়শকো বিকার এব ন প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। যদ্যপি

তথাহি, ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অহংকার অর্থাৎ অভিমান। তাহা
হইতে দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্তিত হয়। প্রথম একাদশক গণ এবং দ্বিতীয়
তস্মাত্রাপঞ্চক ॥ ৬ ॥

চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ ইহাদের নাম বুদ্ধীন্দ্রিয়। বাক্,
পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ, ইহাদিগকে কশ্মেদ্রিয় বলে ॥ ৭ ॥

মন উভয়ায়ক। অর্থাৎ সাধর্ম্যবশতঃ সংকল্পবিকল্পায়ক ইন্দ্রিয় ॥ ৮ ॥

তত্ত্বকৌমুদীতে আচার্য্য বাচস্পতি বিবৃত করিয়াছেন। যথা, আকাশ
ঐভূতি পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহাদিগকে কেবল প্রকৃতি বলে।
তথাহি বলিয়াছেন, বিকার ষোড়শক অর্থাৎ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্ন গণ
ষোড়শক বিকার; প্রকৃতি নহে। যদ্যপি, পৃথিব্যাদি গোষ্ঠটাদির

পৃথিব্যাদয়ো গোঘটাदीनां प्रकृतिसुखापि न ते
 पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरमिति न प्रकृतिः तत्त्वान्तरोपादानद्वयं
 चेह प्रकृतित्वमभिमतं गोघटादीनां स्थूलद्वेन्द्रियग्राह्य-
 द्वयोः समानत्वेन तत्त्वान्तरत्वाभावः । तत्र शब्दस्पर्शरूप-
 रसगन्धतन्मात्रेभ्यः पूर्वपूर्वसूक्ष्मभूतसहितेभ्यः पञ्चभूतानि
 विद्यमानानि क्रमेणैकद्वित्रिचतुःपञ्चगुणानि जायन्ते ।
 इन्द्रियस्थितिं प्रागेवोक्ता ॥ ९ ॥ तदुक्तं

प्रकृतेर्माहात्म्यतोहकारस्तस्मादगण्यं षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकां पञ्चভ্যঃ পঞ্চভূতানীতি ॥ ১০ ॥

অনুভয়াত্মকঃ পুরুষঃ তদুক্তং ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ
 পুরুষ ইতি । পুরুষস্ত কূটস্থো নিত্যোহপরিণামী ন কশ্চিৎ
 প্রকৃতির্নাপি বিকৃতিঃ কশ্চিদিদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

প্রকৃতি । তথাপি, তাহারা পৃথিব্যাদি হইতে তৎत्वান্তর নহে । এই
 কারণে প্রকৃতি নহে । গোঘটাদির স্থূলত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্ৰাহ্যত্ব, উভয়ই সমান ।
 তৎপ্রযুক্ত, তৎत्वান্তরত্ব সম্ভব নহে । তন্মধ্যে, পূর্বপূর্ব-সূক্ষ্ণভূত-সহিত
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি ও
 পঞ্চগুণ বিশিষ্ট আকাশাদি পঞ্চভূত সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়স্টি
 পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মহান, মহান, হইতে অহংকার,
 অহংকার হইতে ষোড়শক গণ সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

পুরুষ অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন ।
 তিনি কূটস্থ, নিত্য ও পরিণামরহিত । তিনি কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি
 নহেন ॥ ১১ ॥

এতৎপঞ্চবিংশতিতত্ত্বসাধকত্বেন প্রমাণত্রয়মভিমতং
তদপ্যুক্তং

দৃষ্টমনুমানমাণুবচনঞ্চ সৰ্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ।

ত্রিবিধং প্রমাণমিচ্ছং প্রমেরসিদ্ধিঃ প্রমাণাকীতি ॥১২॥

ইহ কার্য্যাকারণভাবে চতুর্দ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসরতি ।
অসতঃ সজ্জায়ত ইতি সৌগতাঃ সঙ্গিরন্তে । নৈয়ায়িকাদয়ঃ
সতোহসজ্জায়ত ইতি । বেদান্তিনঃ সতো বিবর্তঃ
কার্য্যজাতং ন বস্তুসদिति । সাংখ্যৈঃ পুনঃ সতঃ সজ্জায়ত
ইতি ১৩ ॥

তত্রাসতঃ সজ্জায়ত ইতি ন প্রামাণিকঃ পক্ষঃ
অসতো নিরূপাখ্যস্ত শশবিষাণবৎ কারণস্থানুপপত্তেঃ
তুচ্ছাতুচ্ছয়োস্তাদাত্মানুপপত্তেঃ চ ।

উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সাধকত্ব দ্বারা, প্রমাণত্রয় অভিমত হই-
য়াছে । যথা, দৃষ্ট, অনুমান ও আশ্রয়বাক্য । সৰ্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্ববশতঃ এই ত্রিবিধ
প্রমাণই অভিমত । প্রমাণ হইতেই প্রমেরসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

প্রস্তাবিত কার্য্যাকারণ ভাবে চারি প্রকারে বিপ্রতিপত্তি প্রকৃত
হইয়া থাকে । প্রথমতঃ, সৌগতেয়া বলিয়াছেন, অসৎ হইতে সতের জন্ম
হয় । নৈয়ায়িকদিগের মতে সৎ হইতে অসতের আবির্ভাব হইয়াছে ।
বেদান্তীরা বলেন, সৎ হইতে বিবর্তের উদ্ভব হয় । সাংখ্যেরা নির্দেশ
কবেন, সৎ হইতে সতের জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তন্মধ্যে অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়, ইহা প্রামাণিক পক্ষ নহে ।
কেননা, অসৎ নিরূপাখ্য । স্তবরাং, শশকের শৃঙ্গবৎ তাহার কারণত্ব
সম্ভব নহে । এবং তুচ্ছ অতুচ্ছ, উভয়ই তদাত্ম্যের অনুপপত্তি হইয়া

নাপি সতোহসজ্জায়তে কারকব্যাপারাং প্রাপসতঃ
 শশবিষাণবৎসভাসম্বন্ধলক্ষণোৎপত্তানুপপত্তেঃ । নহি নীলং
 নিপুণতমেনাপি পীতং কর্তুং পার্ধ্যতে । নমু সদ্ধাসত্তে
 ঘটস্ত ধর্মাবিতি চেত্তদচারু অসতি ধর্মিণি তদ্ব্যর্থ ইতি
 ব্যপদেশানুপপত্ত্যাঃ ধর্মিণঃ সদ্ধাপত্তেঃ । তস্মাৎ কারক-
 ব্যাপারাং প্রাপপি কার্যং সদেব সতচ্চাভিব্যক্তিরূপ-
 পদ্যতে যথা পীড়নেন তিলেষু তৈলস্ত দোহন
 সৌরভেরীষু পয়সঃ । অসতঃ করণে কিমপি নিদর্শনং ন
 দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ কার্যেণ কারণং সম্বন্ধং তজ্জনকং অসম্বন্ধং বা ।
 প্রথমে কার্যস্য সত্ত্বমায়াতং সতোরেব সম্বন্ধ ইতি নিয়মাৎ

থাকে । সং হইতেও অসতের জন্ম হইতে পারে না । যেহেতু, কারক-
 ব্যাপারের পূর্বে শশবিষাণের স্থায়, অসতের সত্তাসম্বন্ধরূপ উৎপত্তি সম্ভব
 নহে । নিপুণতম ব্যক্তিও নীলকে পীত করিতে পারে না । যদি বল, সম্ব
 ও অসম্ব, উভয়ই ঘটের ধর্ম । এ কথাও বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না
 কেননা, ধর্ম্মেরই সম্বাপত্তি হয় । অসৎ দ্বার্ম্মতে তদ্ব্যর্থ, এইরূপ ব্যপদেশ
 উপপন্ন হয় না । এইজন্ত, কারকব্যাপারের পূর্বেও কার্য অবশ্যই থাকে ।
 তাহারই অভিব্যক্তি উপপন্ন হয় । যেমন নিম্পীড়ন দ্বারা তিলে তৈলেব
 এবং দোহন দ্বারা গাভাতে জ্বলের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । অসতের
 করণে কোনরূপ নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৪ ॥

পুনশ্চ, কারণ কার্য দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া তাহার জনক হয় ; কিয়
 অসম্বন্ধ হইয়াই, ঐরূপ উৎপাদক হইয়া থাকে ? প্রথম পক্ষ স্বীকা
 করিলে, কার্যের সম্ব আপত্তি হয় । কেননা, সতেরই সম্বন্ধ, এইরূপ

চরমে সৰ্বং কাৰ্য্যজাতং সৰ্বশ্রাজ্জায়েত অসম্বন্ধত্বা-
বিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥

তদাখ্যায়ি সাংখ্যাচার্য্যেঃ

অসম্বন্ধাস্তিসম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ ।

অসম্বন্ধস্ত চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিরিতি ॥ ১৬ ॥

অথৈবমনুষ্ঠেয়াসম্বন্ধমপি তৎ তদেব জনয়তি যত্র
যচ্ছক্ৰং শক্তিঞ্চ কাৰ্য্যদৰ্শনোন্মেষেতি তন্ন সঙ্গচ্ছতে
তিলেষু তৈলজননশক্তিরিত্যত্র তৈলশ্রাসদ্বৈ সম্বন্ধত্বা-
সম্বন্ধত্ববিকল্পেন তচ্ছক্তিরিতি নিরূপণাযোগাৎ পৃথক্ ন
ভবতি পটন্তস্তত্ত্বো ন ভিদ্যতে তদ্ব্যবস্থান্ন যদেবং ন
তদেবং যথা গোরশ্বঃ তদ্ব্যবস্থ্যচ পটন্তস্ত্রাস্মার্থাস্তরম্ ॥ ১৭ ॥

নিয়ম আছে। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে, অসম্বন্ধত্বের কোনরূপ বিশেষ
থাকে না। তজ্জন্য সকল হইতেই সৰ্ববিধ কাৰ্য্যজাত সমুদ্ভূত হয় ॥ ১৫ ॥

সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা বলিয়াছেন। যথা, কারণসকল সম্বন্ধসঙ্গী।
সুতরাং, অসম্ব হইতে সম্বন্ধ নাই। যে ব্যক্তি অসম্বন্ধের উৎপত্তি ইচ্ছা
করে, তাহার ব্যবস্থিতি নাই ॥ ১৬ ॥

যাহাতে যাহা শক্তি, এইরূপ অনুষ্ঠেয়াসম্বন্ধও তত্ত্বং পদার্থেরই সমুৎ-
পাদন করে। কাৰ্য্য দেখিয়াই, শক্তির উন্নয়ন করিতে হয়। ইত্যাদি
মতবাদ সঙ্গত হইতে পারে না। তিলে তৈলজনন শক্তি আছে। এ স্থলে
তৈলের অসদ্বৈ সম্বন্ধত্বাসম্বন্ধত্ব বিকল্প না করিয়া, তচ্ছক্তি, এইরূপ
নিরূপণের অযোগ্যবশতঃ, পৃথক্ হইতে পারে না। তথাহি, পট তন্ত্বসকল
হইতে পৃথক্ নহে। তদ্ব্যবস্থ্যতাই ইহার কারণ। যাহা একরূপ নহে, তাহা
একরূপ নহে; যেমন গো ও অশ্ব। সুতরাং, পট অর্থাস্তর নহে ॥ ১৭ ॥

তর্হি প্রত্যেকং ন এব প্রাবরণকার্যং কুর্য়ুরিতি
 চেৎ সংস্থানভেদেনাবিভূতপটভাবানাং প্রাবরণার্থক্রিয়া-
 কারিত্বোপপত্তেঃ তথা হি কৃষ্ণশ্রাঙ্গানি কৃষ্ণশরীরে
 নিবিশমানানি তিরোভবন্তি নিঃসরন্তি চাবির্ভবন্তি এবং
 কারণশ্চ তত্বাদেঃ পটাদয়ো বিশেষা নিঃসরন্ত আবির্ভবন্ত
 উৎপদ্যন্ত ইত্যুচ্যন্তে নিবিশমানান্তিরোভবন্তো বিনশ-
 ত্তীত্যুচ্যন্তে । ন পুনরসতামুৎপত্তিঃ সতাং বা বিনাশঃ
 যথোক্তং ভগবদগীত্যাং ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি ।

ততশ্চ কার্য্যানুমানাৎ তৎপ্রধানসিদ্ধিঃ ॥ ১৮ ॥

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাবাভাৎ ।

শক্তশ্চ শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সংকার্যমিতি ॥

নাপি সতো ব্রহ্মতত্ত্বশ্চ বিবর্তঃ প্রপঞ্চঃ বাধানুপ-

বদি বল, তবে, প্রত্যেকেই প্রাবরণকার্য করিতে পারে না । ইহার
 উত্তর এই, সংস্থানভেদে যাহাদের পটভাব আবিভূত হইয়াছে, তাহাদের
 প্রাবরণার্থক্রিয়াকারিতা উপপন্ন হইয়া থাকে । তথাহি কৃষ্ণের অঙ্গসকল
 কৃষ্ণশরীরে নিবিষ্ট হইয়া তিরোভূত এবং নিঃসৃত হইয়া আবিভূত হয় ।
 এইরূপ, কারণরূপী তত্ত্বপ্রভৃতির অঙ্গস্বরূপ পটাদি নিঃসৃত হইয়া, আবিভূত
 ও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বলা যায় । আর, নিবিষ্ট হইয়া তিরোভূত,
 কিনা, বিনষ্ট হয়, ইত্যাদি উক্ত হইয়া থাকে । ফলতঃ, অসতের উৎপত্তি
 নাই এবং সতেরও বিনাশ হয় না । ভগবদগীতায় বলিয়াছেন, অসতের
 ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি নাই । এবং সতের অভাব অর্থাৎ ধ্বংস হয় না ।
 এই কারণেই কার্য্যানুমানপ্রযুক্ত তৎপ্রধানের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বাধার অনুপলম্ব্যবশতঃ ; এবং অধিষ্ঠানারোপ্য চিৎ ও জড় উভয়ের

লস্তাৎ অধিষ্ঠানারোপ্যয়োশ্চিজ্জড়য়োঃ কলধৌতরূপাদি-
বৎ সারূপ্যভাবেনারোপসম্ভবাস্ত তস্মাৎ স্বথদুঃখমোহান্ন-
কস্য তথাবিধিকারণমবধারণীয়ং । তথাচ প্রয়োগঃ বিমতঃ
ভাবজাতঃ স্বথদুঃখমোহান্নকারণকং তদস্মিতত্বাৎ
যদেবনাস্মীয়তে তত্তৎ কারণকং যথা রুচকাদিকং স্ববর্ণান্বিতং
স্ববর্ণাকারণকং তথাচেদং তস্মাত্তথৈতি ॥ ১৯ ॥

তত্র জগৎকারণে যেয়ঃ স্বথান্নকতা তৎ সত্ত্বং যা
দুঃখান্নকতা তদ্রজঃ যা চ মোহান্নকতা তত্তম ইতি
ত্রিগুণান্নকারণসিদ্ধিঃ । তথা হি প্রত্যেকং ভাবান্ত্রে-
ণ্যবন্তোহনুভূয়ন্তে । যথা মৈত্রদ্বারেষু সত্যবত্যাং মৈত্রস্য
স্বখমাবিরস্তি তং প্রতি সত্ত্বগুণপ্রাদুর্ভাবাতঃপত্নীনাং
দুঃখং তাঃ প্রতি রজোগুণপ্রাদুর্ভাবাৎ । তামলভমানস্য

স্বর্ণরোপ্যাদিবৎ সারূপ্যভাবে আরোপ সম্ভবিত হওয়াতে, সংস্করণ ব্রহ্ম-
তত্ত্বের বিবর্ত প্রপঞ্চ নাই। সেইজন্য, স্বথদুঃখমোহান্নকেরই তথাবিধ
কারণ অবধারণ করিতে হইবে। তথাচ, প্রয়োগ যথা, বিমত ভাবজাত
স্বথদুঃখমোহান্নকের কারণ হইয়া থাকে। তদস্মিততাই ইহার হেতু।
যাহা যাহা দ্বারা অন্বিত হয়, তাহাই তাহার কারণ হইয়া থাকে। যেমন,
রুচকাদি স্ববর্ণান্বিত হইলে, স্ববর্ণের কারণ হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

তন্মধ্যে জগৎকারণে যে এই স্বথান্নকতা, তাহাই সত্ত্ব ; যাহা দুঃখান্ন-
কতা, তাহাই রজঃ এবং যাহা মোহান্নকতা, তাহাই তমঃ। এইরূপে
ত্রিগুণান্নক কারণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তথাহি, ভাবনাত্রেই ত্রৈগুণ্যবিশিষ্ট
হইয়া, অনুভবগোচর হয়। ইহার উদাহরণ যথা, মৈত্রপত্নীগণের মধ্যে
সত্যবতীতে মৈত্রের স্বথ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব
ইহার কারণ। এবং তদীয় সপত্নীগণের প্রতি রজোগুণের প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত

চৈত্রস্ত মোহো ভবতি তং প্রতি তমোগুণসমুদ্ভবাৎ ।
 এবমন্যদপি ঘটাদিকং লভ্যমানং স্ত্বং করোতি পরৈরপি
 হ্রিয়মাণং দুঃখং করোতি উদাসীনস্ত্রোপেক্ষাবিসয়ত্বেনোপ-
 তিষ্ঠতে উপেক্ষাবিসয়ত্বং নাম মোহঃ মুহ বৈচিত্র্যেত্য-
 স্মাক্রাতোর্মোহশব্দনিষ্পত্তেঃ উপেক্ষণীয়েষু চিত্তবৃত্ত্যনু-
 দয়াৎ ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ সর্বং ভাবজাতং স্ত্বদুঃখমোহাত্মকং
 ত্রিগুণপ্রধানকারণকমবগম্যতে । তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপ-
 নিষদি প্রায়তে

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্নীঃ প্রজ্ঞা জনয়তীং সরূপাঃ ॥ ২১ ॥

দুঃখ জন্মিয়া থাকে । তাহাকে না পাইয়া, চৈত্রের মোহ হয় । তাহার
 প্রতি তমোগুণের প্রাচুর্ভাবই ইহার কারণ । এইরূপ অস্ত্র । ঘটাদি লভ্য-
 মান হইলে, স্ত্ব সমুদ্ভাবন করে, পরে হরণ করিয়া লইলে, দুঃখ জন্মাইয়া
 থাকে । উপেক্ষাবিসয়ত্ববশতঃ উদাসীনের দুঃখ উপস্থিত হয় না । উপেক্ষা-
 বিষয়ত্বশব্দে মোহ । বৈচিত্র্যরূপ অর্থপ্রতিপাদক মুহধাতু হইতে মোহশব্দ
 নিষ্পন্ন হইয়াছে । যেহেতু, উপেক্ষণীয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অনুদয় হইয়া
 থাকে ॥ ২০ ॥

এই কারণে সমুদায় ভাবজাত স্ত্বদুঃখমোহাত্মক এবং ত্রিগুণ-
 প্রধান কারণ বলিয়া, পরিজ্ঞাত হয় । তথাচ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে
 বলিয়াছেন,—

এক অভা লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে বহু প্রজা সমুদ্ভাবন করেন ।
 উহার সকলেই সরূপ ॥ ২১ ॥

অজ্ঞো হ্যেকো জুষমাণো ন শোতে

জহাভ্যোনাং ভুক্তভোগামজান্ন ইতি ॥

অত্র লোহিতশুক্রকৃষ্ণশব্দা রঞ্জকত্বপ্রকাশকত্বাবর-
কত্বসাধন্য্যাং রজঃসত্ত্বতমোগুণত্বপ্রতিপাদনপরাঃ ॥ ২২ ॥

নম্রচেতনং প্রধানং চেতনানিধিষ্ঠিতং মহাদাদিকার্যো
ন ব্যাপ্রিয়তে অতঃ কেনচিচ্চেতনেনানিধিষ্ঠাত্তা ভবিতব্যম্ ।
তথাচ সর্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্তব্যঃ স্বাদিত্যি চেৎ
তদসঙ্গতং অচেতনস্তাপি প্রধানস্ত প্রয়োজনবশেন
প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । দৃষ্টশ্চ অচেতনং চেতনানিধিষ্ঠিতং
পুরুষার্থায় প্রবর্তমানং যথা বৎসবিরুদ্ধার্থমচেতনং ক্ষীরং
প্রবর্ততে যথা জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ততে

এখানে লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণশব্দ বঙ্গকত্ব, প্রকাশকত্ব ও আবরকত্ব-
সাধন্য্যপ্রযুক্ত, যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্ব প্রতিপাদিত করিয়া
থাকে ॥ ২২ ॥

যদি বল, প্রধান অচেতন । সুতরাং চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে
মহাদাদিকার্যো ব্যাপৃত হইতে পারে না । সুতরাং, কোন চেতন পদার্থ
অবশ্যই ইহার অধিষ্ঠাতা হইবে । তাহা হইলেই, সর্বার্থদর্শী পরমেশ্বরকে
স্বীকার করিতে হয় ।

ইহার উত্তর এই, ঈদৃশ মতবাদ সঙ্গত হইতে পারে না । কেননা,
প্রধান অচেতন হইলেও, প্রয়োজনবশে তাহার প্রবৃত্তির উপপত্তি হইয়া
থাকে । এবং এরূপও দেখা গিয়াছে, অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতি-
বেকেই পুরুষার্থসম্পাদনে প্রবর্তমান হয় । ইহার দৃষ্টান্ত, ক্ষীর অচেতন
হইলেও, বৎসের বুদ্ধি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । অথবা, জল অচেতন

তথাচ প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

তদ্বৃদ্ধং,

বৎসবিরুদ্ধিনিমিত্তং কীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য ।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্ত্যেতি ॥ ২৪ ॥

যন্ত পরমেশ্বরঃ করুণয়া প্রবর্তক ইতি পরমেশ্বরান্তি-
ত্ববাদিনাং ভিণ্ডিমঃ স প্রায়েণ গতঃ বিকল্পানুপত্তেঃ । স
কিং সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রবর্ততে সৃষ্ট্যন্তরকালং বা । আদ্যে
শরীরাদ্যভাবেন দুঃখানুৎপত্তৌ জীবানাং দুঃখপ্রহাণেচ্ছা-
নুপপত্তিঃ দ্বিতীয়ে পরম্পরাশ্রয়প্রসঙ্গঃ করুণয়া সৃষ্টিঃ
সৃষ্ট্যা চ কারুণ্যমিতি ॥ ২৫ ॥

তস্মাদচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠি তস্য প্রধানস্য মহাদাদি

হইলেও, লোকের উপকারার্থ প্রবর্তিত হয় । এইরূপ, প্রকৃতি অচেতন
হইলেও, পুরুষের মুক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২৩ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, অজ্ঞ কীর যেমন বৎসের বিরুদ্ধিসাধনার্থ প্রবৃত্ত
হয়, পুরুষবিমোক্ষের নিমিত্ত প্রধানের তদ্রূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পরমেশ্বর করুণাবশতঃ প্রবর্তক হন, এই বলিয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-
বাদিরা যে ভিণ্ডিম বাজাইয়া থাকে, তাহা প্রায় গত হইয়াছে । কেননা,
উহাতে বিকল্পের অনুপত্তি আছে, সেই পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্বে, কি
সৃষ্টির উত্তরকালে প্রবর্তিত হন ? সৃষ্টির পূর্বে হইলে, শরীরাদির অভাবে
দুঃখের অনুৎপত্তিতে জীবগণের দুঃখপ্রহাণেচ্ছার অনুপপত্তি হইয়া থাকে ।
আর, সৃষ্টির পরে হইলে, করুণা দ্বারা সৃষ্টি এবং সৃষ্টি দ্বারা করুণা, এই
রূপে পরম্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ সংঘটিত হয় ॥ ২৫ ॥

সেইজন্য, প্রধান অচেতন হইলেও, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে

রূপেণ পরিণামং পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগ-
নিমিত্তঃ ॥ ২৬ ॥

যথা নিৰ্ব্যাপারশূণ্যপ্যয়কান্তশ্চ সন্নিধানেন লোহস্য
ব্যাপারঃ তথা নিৰ্ব্যাপারশ্চ পুরুষশ্চ সন্নিধানেন প্রধান-
ব্যাপারো যুক্ত্যতে প্রকৃতিপুরুষসম্বন্ধশ্চ পঙ্গ্বন্ধবৎপরস্পরা-
পেক্ষানিবন্ধনঃ ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির্হি ভোগ্যতয়া ভোক্তারং পুরুষমপেক্ষতে
পুরুষোহপি ভেদাগ্রহাদ্বন্ধিচ্ছায়াপত্ত্যা তদগতং হঃখত্রয়ং
বারয়মাণঃ কৈবল্যমপেক্ষতে । তৎপ্রকৃতিপুরুষবিবেক-
নিবন্ধনং ন চ তদন্তরেণ যুক্তমিতি কৈবল্যার্থং পুরুষ-
প্রধানমপেক্ষতে । যথা খলু কোচিৎ পঙ্গ্বন্ধো পথি
সার্গেন গচ্ছন্তো দৈবকৃতাছুপপ্লবাৎ পরিত্যক্তসার্থো মন্দ-

মহাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে । এই পরিণাম পুরুষার্থপ্রযুক্ত এবং
প্রধান পুরুষের সংযোগনিমিত্ত ॥ ২৬ ॥

যেমন ব্যাপারশূণ্য অয়কান্তের সন্নিধান সহায়ে লোহের ব্যাপার
সম্পন্ন হয় ; সেইরূপ, ব্যাপারবিহীন পুরুষের সন্নিধানপ্রযুক্ত প্রধানের
ব্যাপার বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে । প্রকৃতি পুরুষের স্বন্ধ, পঙ্গু ও অক্ষের
স্তায়, পরস্পরের অপেক্ষানিবন্ধন ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতি ভোগ্যতাপ্রযুক্ত ভোক্তা পুরুষের অপেক্ষা করেন । পুরুষও
তদগত হঃখত্রয় নিবারণ করত, কৈবল্যের অপেক্ষা করিয়া থাকেন । উহা
প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের বিবেকনিবন্ধন, তদ্ব্যতিরেকে যুক্ত হয় না ।
এইরূপে কৈবল্যার্থ পুরুষও প্রধান উভয়েরই অপেক্ষা করে । যেমন
কোন পঙ্গু ও অক্ষ পথিমধ্যে একত্রে গমন করিতে করিতে, দৈবকৃৎ

মন্দমিতস্ততঃ পরিভ্রমন্তৌ ভয়াকুলৌ দৈববশাৎ সংযোগ-
মুপগচ্ছেতাং তত্র চাক্ষেন পঙ্গুঃ স্কন্ধমারোপিতঃ ততঃ
পঙ্গুদর্শিতেন মার্গেণাক্ষঃ সমীহিতং স্থানং প্রাপ্নোতি পঙ্গু-
রপি স্কন্ধাধিরূঢ়ঃ তথা পরম্পর্যাপেক্ষপ্রধানপুরুষনিবন্ধনঃ
সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

যথোক্তঃ

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য ।

পঙ্গুদ্বন্দ্বভয়োরপি সম্বন্ধস্তৎকৃতঃ সর্গ ইতি ॥ ২৯ ॥

ননু পুরুষার্থনিবন্ধনা ভবতু প্রকৃতে: প্রবৃত্তি: নিবৃ-
ত্তিস্তু কথমুপপদ্যত ইতি চেদুচ্যতে যথা ভক্তা দৃষ্ট-
দোষা স্বৈরিণী ভর্তারং পুনর্নাপৈতি যথা বা কৃতপ্র-
যোজনা নর্তকী নিবর্ততে তথা প্রকৃতিরপি ॥ ৩০ ॥

উপপ্লববশে পরস্পর স্বার্থভ্রষ্ট ও ভয়াকুল হইয়া, ইতস্ততঃ মন্দমন্দ পরিভ্রমণ
করত, অবশেষে দৈববশে সংযোগ প্রাপ্ত হইলে, অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে আরোপিত
করিয়া, সেই পঙ্গুর প্রদর্শিত পথে সমীহিত স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং পঙ্গু
স্কন্ধারূঢ় হইয়া, অভীষ্ট প্রদেশে গমন কবে, সেইরূপ সৃষ্টিব্যাপারও
পরম্পর্যাপেক্ষ-প্রধানপুরুষ-নিবন্ধন ॥ ২৮ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, পুরুষের দর্শনার্থ ও প্রধানের কৈবল্যার্থ পঙ্গু ও
অন্ধের স্তায়, ঐ উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই সৃষ্টিব্যাপারসমাধা হয় ॥ ২৯ ॥

আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, প্রকৃতির প্রবৃত্তি পুরুষার্থনিবন্ধন ।
কিন্তু নিবৃত্তি কিরূপে হইয়া থাকে ? ইহার উত্তর এই, ভক্তা কর্তৃক দৃষ্ট
দোষা স্বৈরিণী যেমন পুনরায় ভর্তার সমীপে গমন করে না, অথবা, কৃত-
প্রযোজনা নর্তকী যেমন বিনিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ ভাবাপন্ন ॥ ৩০ ॥

যথোক্তং

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাং ।

পুরুষস্য তথাস্থানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিরिति ॥৩১

এতদর্থং নিরীশ্বরসাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তককপিলানুসারিণাং
মতমুপন্যস্তম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্ ।

অথ পাতঞ্জলদর্শনম্ ।

সাম্প্রাতং সেখরসাংখ্যপ্রবর্তকপতঞ্জলিপ্রভৃতিমুনি
মতমনুবর্তমানানাং মতমুপন্যস্যতে ॥ ১ ॥

তত্র সাংখ্যপ্রবচনাপরনামধেয়ং যোগশাস্ত্রং পত-

তথাহি, বলিয়াছেন, নর্তকী যেমন রঙ্গ দর্শন করাইয়া, নৃত্য হইতে
নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতি তদ্রূপ পুরুষকে আত্মপ্রদর্শনপূর্বক বিনিবৃত্ত হইয়া
থাকেন ॥ ৩১ ॥

এইজন্যই, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিলানুসারিদিগের মত
উপন্যস্ত হইল ॥ ৩২ ॥

ইতি সর্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শন ।

পাতঞ্জলদর্শন ।

অধুনা, যাহারা সেখর-সাংখ্যপ্রবর্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণের
মতানুসারী, তাহাদের মত উপন্যস্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্র পাদচতুষ্টিসম্পন্ন । উহার অপরা

জ্ঞলিপ্রণীতং পাদচতুর্ভুজায়কম্ । তত্র প্রথমে পাদে
 অথ যোগানুশাসনমিতি যোগশাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাং বিধায়
 যোগশ্চিহ্নচতুর্ভুজনিরোধ ইত্যাদিনা যোগলক্ষণমভিধায়
 সমাধিং প্রপঞ্চং নিরদিক্ষৎ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ । দ্বিতীয়ে
 তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ ইত্যাদিনা
 বুখিতচিহ্নস্ত্রয় ক্রিয়াযোগং যমাদীনি পঞ্চ বহিরঙ্গানি
 সাধনানি । তৃতীয়ে দেশবন্ধশ্চিহ্নস্ত্রয় ধারণেত্যাদিনা
 ধারণাধ্যানসমাধিভ্রমমন্তরঙ্গং সংযমপদবাচ্যং তত্রাবাস্তব-
 ফলং বিভূতিজাতম্ । চতুর্থে জন্মোষধিমস্ত্রতপঃসমা-
 ধিজ্ঞাঃ সিদ্ধয় ইত্যাদিনা সিদ্ধিপ্রপঞ্চকপ্রপঞ্চনপুংসরং
 পরমং প্রয়োজনং কৈবল্যম্ । প্রধানাদীনি পঞ্চবিংশতি-
 তত্ত্বানি প্রাচীনান্যেব সন্মতানি ষড়্বিংশস্ত পরমেশ্বরঃ

নামসাংখ্যপ্রবচন । উহার প্রথম পাদে, অথ যোগানুশাসন, এইরূপ
 বলিয়া, যোগশাস্ত্রারম্ভের প্রতিজ্ঞা করিয়া, যোগশব্দে চিত্তবৃত্তি নিরোধ,
 ইত্যাদি বিধানে যোগের লক্ষণ নির্দেশসহকারে ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধি-
 প্রপঞ্চ উল্লেখ করিয়াছেন । দ্বিতীয় পাদে, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান
 ক্রিয়াযোগ, ইত্যাদি নির্দেশপূর্বক, বুখিত চিত্তের ক্রিয়াযোগ, যমাদি পঞ্চ
 বহিরঙ্গসাধন বিবৃত হইয়াছে । তৃতীয় পাদে, দেশবন্ধ চিত্তের ধারণা,
 ইত্যাদি উপভাসসহকারে সংযমশব্দবাচ্য ধারণা, ধ্যান ও সমাধিভ্রম এবং
 তাহার অবাস্তব ফলস্বরূপ বিভূতিজাত নির্দেশ করিয়াছেন । চতুর্থ পাদে,
 জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধিজন্য সিদ্ধি সকল, ইত্যাদি বিধানে
 সিদ্ধিপ্রপঞ্চক-প্রপঞ্চনপুংসর পরমপ্রয়োজন কৈবল্য কীর্তিত হইয়াছে ।
 এবং প্রধান প্রকৃতি প্রাচীন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া, পরমেশ্বরকে
 ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । এবং বলিয়াছেন, সেই পর-

ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকশয়ৈরপরामृष्टः श्वेच्छया निर्माणकायम-
धिष्ठाय लौकिकवैदिकसम्प्रदायप्रवर्तकः संसाराङ्गारे
तप्यमानानां प्रागङ्गतान्नुग्राहकश्च ॥ २ ॥

নমু পুঙ্করপলাশবন্নিপেপশ্য তস্য তাপঃ কথমুপ-
পদ্যতে যেন পরমেশ্বরোহনুগ্ৰাহকতয়া কক্ষীক্ৰিয়তে
ইতি চেচ্চ্যতে তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যং বুদ্ধ্যা-
অন্য পরিণমতে ইতি সত্ত্বে পরিতপ্যামানে তমোবশেন
তদভেদাবগাহিপুরুষোহপি তপ্যত ইত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

তদুক্তং আচার্য্যে:

সত্ত্বং তপ্যং বুদ্ধিভাবেন বৃত্তং ভাবান্তে বা রাজসা-
স্তাপকান্তে । তথা ভেদগ্রাহিণী তামসী যা বৃত্তিস্তস্তাং
তস্য ইত্যুক্ত আশ্নেতি ॥ ৪ ॥

মেধর ক্লেশ, কৰ্ম্মবিপাক ও আশয়, এই সকলের পরামৃষ্ট নহেন । তিনি
যেচ্ছাক্রমে নির্মাণশরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায়ের
প্রবর্তনা করেন এবং সংসাররূপ অঙ্গারে তপ্যমান প্রাণিগণের প্রতি অমু-
গ্ৰাহ বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর, পদ্মপত্রের স্রায়, নির্লিপ্ত । তাঁহার কিরূপে তাপসত্ত্ব
হইতে পারে যে, তাঁহাকে অনুগ্রাহক বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে ? এ
কথার উত্তর এই, রজোগুণ তাপ সমুদ্ভাবন করে । এবং সত্ত্বগুণ তৎকর্তৃক
তপ্য হইয়া থাকে । এইরূপে সত্ত্বগুণ তপ্যমান হইলে, তাহার সহিত
অভেদে অধিষ্ঠিত পুরুষও তমোবশে তপ্যমান হন, এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

আচার্য্যেরাও নির্দেশ করেন, বুদ্ধিভাব দ্বারা সত্ত্বগুণ তপ্যমান হয় ।
রাজসভাবসমূহ এই তাপের উদ্ভাবক ॥ ৪ ॥

পতঞ্জলিনাপ্যুক্তং

অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ
 পরিণামিণ্যর্থো প্রতিসংক্রান্তে চ তদ্বৃত্তিমনুভবতীতি ।
 ভোক্তৃশক্তিরিতি চিচ্ছক্তিরুচ্যতে সা চাত্মৈব পরিণামি-
 ণ্যর্থো বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিসংক্রান্তে চ প্রতিবিশ্বিতে তদ্বৃ-
 ত্তিমনুভবতীতি বুদ্ধৌ প্রতিবিশ্বিত্য সা চিচ্ছক্তিবুদ্ধিছায়া-
 পন্ত্যা বুদ্ধিবৃত্ত্যানুকারবতীতি ভাবঃ তথা শুদ্ধোহপি
 পুরুষঃ প্রত্যয়ঃ বৌদ্ধমনুপশ্চতি তমনুপশ্চমতদাত্মাপি
 তদাত্মক ইব প্রতিভাসত ইতি ॥ ৫ ॥

ইংং তপ্যমানস্ত পুরুষশ্চাদরনৈরন্তর্য্যাদীর্ঘকালানু-
 বন্ধিযমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানেন পরমেশ্বরপ্রণিধানেন
 চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিবনুপপ্লব্যাং জাতায়ামবিদ্যাদয়ঃ

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, ভোক্তৃশক্তি অপরিণামিনী ও অপ্রতিসংক্রমা ।
 পরিণামী অর্থে প্রতিসংক্রান্ত হইলে, তদ্বৃত্তি অনুভব করে। এখানে
 ভোক্তৃশক্তিগণে চিচ্ছক্তি। তাহাই আত্মা। পরিণামী অর্থ বুদ্ধিতত্ত্ব।
 এই বুদ্ধিতত্ত্ব প্রতিসংক্রান্ত অর্থাৎ প্রতিবিশ্বিত হইলে, তদ্বৃত্তি অনুভব করে,
 কি না, বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়া, ঐ চিচ্ছক্তি বুদ্ধির ছায়াপত্তিসহকায়ে
 বুদ্ধিবৃত্তির অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপ, পুরুষ শুদ্ধ হইলেও, বৌদ্ধ
 প্রত্যয় অনুদর্শন করেন। অনুদর্শন করত, তদাত্ম না হইলেও, তদাত্মকের
 ভায়, প্রতিভাত হন ॥ ৫ ॥

এইরূপে, পুরুষ তপ্যমান হইলে, আদরনৈরন্তর্য্য ও দীর্ঘকালানু-
 বন্ধী যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান এবং পরমেশ্বরপ্রণিধান সহায়ে
 যখন তাঁহার সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি অনুপপ্লুত হইয়া উঠে, তখন অবি-

পঞ্চ ক্লেশাঃ সমূলকাষঃ কষিতা ভবন্তি কুশলাকুশলাশ্চ
কর্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি ততশ্চ পুরুষস্ত নির্লে-
পস্ত কৈবল্যোন্नावস্থানং কৈবল্যমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

তত্রাথ যোগানুশাসনমিতি প্রথমসূত্রেণ প্রেক্ষাবৎ-
প্রবৃত্ত্যঙ্গং বিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধাধিকারিরূপমনুবন্ধচতুষ্টয়ং
প্রতিপাদ্যতে ॥ ৭ ॥

অত্রাথশব্দোহধিকারার্থঃ স্বীক্রিয়তে অথশব্দস্তানেন-
কার্থত্বে সম্ভবতি কথমারম্ভার্থত্বপক্ষে পক্ষপাতঃ সম্ভবেৎ ।
অথশব্দস্ত মঙ্গলাদ্যনেকার্থত্বং নামলিঙ্গানুশাসনেনানুশিষ্টম
মঙ্গলানন্তরানন্তপ্রশ্নকাৎ স্ম্যেষথো অথেতি ॥ ৮ ॥

অত্র প্রশ্নকাৎ স্ম্যেষোরসম্ভবেহপি আনন্তর্য্যমঙ্গলপূর্ব-

দ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ সমূল বিনষ্ট হয় এবং কুশলাকুশল কর্ম্মাশয় সমস্ত সমূলঘাত
ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঐ সময়ে পুরুষ নিগিষ্ট হইয়া, কৈবল্যে অব-
স্থান করেন । উহারই নাম কৈবল্য ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে, অণ যোগানুশাসন, ইত্যাদি প্রথম সূত্রে প্রেক্ষাবান্দিগের
প্রবৃত্তির অঙ্গস্বরূপ বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকাররূপ অনুবন্ধচতুষ্টয়
প্রতিপাদিত হইতেছে । ৭ ॥

এস্থলে অথশব্দ অধিকারার্থ বলিয়া, স্বীকৃত হয় । অথশব্দের অনেক
অর্থ সম্ভব হইয়া থাকে । জদৃশ স্থলে কিরূপে আরম্ভার্থত্বপক্ষে পক্ষপাত
সত্ত্বে ত হইতে পারে ? নামলিঙ্গানুশাসনে অথশব্দের মঙ্গলাদি অনেক
অর্থ অনুশিষ্ট হইয়াছে । যথা, মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন, কাৎ স্ম্য ও
অথ, এই সকল অর্থশব্দের বাচ্য ॥ ৮ ॥

এস্থলে প্রশ্ন ও কাৎ স্ম্য এই দ্বিবিধ অর্থের অসম্ভব হইলেও, অবশিষ্ট

প্রকৃ তাপেক্ষারন্তলক্ষণানাক্তুর্গামর্থানাং সম্ভবানারম্ভার্থঃ
 ত্রানুপপত্তিরিতি চেম্মৈবং মংস্থাঃ বিকল্পাসহজাৎ ত্রানন্তর্য্য-
 মথশব্দার্থ ইতিপক্ষে যতঃ কুতশ্চিদানন্তর্য্যং পূর্ববৃত্তিভাব-
 সাধারণাৎ কারণাদানন্তর্য্যং বা । ন প্রথমঃ নহি কশ্চিৎ
 ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকস্মদুদিতি ত্রায়েন সর্বো জন্তুঃ
 কিঞ্চিৎ করোত্যেবেতি তস্তাভিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্ততয়া
 তদর্থশব্দপ্রয়োগবৈয়র্থ্য প্রসক্তেঃ । ন চরমঃ শমাদ্যানন্তরং
 যোগস্ত প্রবৃত্তাবপি তস্তানুশাসনপ্রবৃত্ত্যানুবদ্ধতয়া শব্দতঃ
 প্রাধান্যভাবাৎ ॥ ৯ ॥

ন চ শব্দতঃ প্রধানভূতস্তানুশাসনস্ত শমাদ্যানন্তর্য্য-
 মথশব্দার্থঃ কিং নস্তাদিতি বদিতব্যম্ অনুশাসনমিতি হি

অর্থচতুষ্টয়ের সম্ভব যুক্ত আরম্ভার্থের অনুপপত্তি হইয়া থাকে । একপ মনে
 কিং না । কেননা, ইহা বিকল্পসহ নহে । অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্য । এই-
 রূপ বাললে, ইহাও জিজ্ঞাস্ত হইয়া থাকে, যেকোথাও হইতে আনন্তর্য্য,
 কি, পূর্ববৃত্তিভাবসধারণকারণ ইহতে আনন্তর্য্য ? প্রথম পক্ষ অর্থাৎ য-
 কোথাও হইতে আনন্তর্য্য হইতে পারে না । কেননা, কোন ব্যক্তি যখন
 ক্ষণকালও কস্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ইত্যাদি ন্যায়ে সকল জন্তু
 কিঞ্চিৎ করিয়া, কিঞ্চিৎ করিয়া থাকে ; এইরূপে তাহার অভিধান ব্যতি-
 রেকেও প্রাপ্ত হইলে, তদর্থ অথশব্দের প্রয়োগবৈফল্যদোষ ঘটে ।
 দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যাইতে পারে না । কেননা, শমাদির অন্তর
 যোগের প্রবৃত্তি হইলেও, তাহার অনুশাসনপ্রবৃত্তির অনুবদ্ধতাশ্রুত
 শব্দতঃ প্রাধান্যের অভাব ঘটে ॥ ৯ ॥

শব্দতঃ প্রধানভূত অনুশাসনের শমাদির আনন্তর্য্যই অথশব্দার্থ ।
 একপও বলিতে পারা যায় না । কেননা, অনুশাসনেরই নাম শাস্ত্র ।

শাস্ত্রমাহ অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়কল-
সহিতো যোগো যেন তদনুশাসনমিতি ব্যুৎপত্তেঃ অনু-
শাসনশ্চ চ তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যাপয়িষানস্তরভাবিত্বেন শমদমাদ্যা-
নন্তর্য্যনিয়মাত্বাৎ জিজ্ঞাসাজ্ঞানয়োস্তু শমাদ্যানন্তর্য্য-
মাম্নায়তে তস্মাচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিকুঃ শ্রদ্ধাশ্রিতঃ
সমাহিতো ভূত্বাত্মশ্চেবাত্মানং পশ্চেদিত্যাদিনা নাপি
তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যাপয়িষানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ তস্মৈ সন্তুবেহপি
শ্রোতৃপ্রতিপত্তিপ্রবৃত্ত্যোরনুপযোগেনানভিধেয়ত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তথাপি নিঃশ্রেয়সহেতুতয়া যোগানুশাসনং প্রমিতং
ন বা আদ্যে তদভাবেহ'প উপাদেয়ত্বং ভবেৎ দ্বিতীয়ে
তদভাবেহপি হেয়ত্বং স্তাৎ প্রমিতং চাস্ত নিঃশ্রেয়স-
নিদানত্বম্ অধ্যাত্মযোগাধিগমেন চৈবং মত্বা ধীরো

ইহার হেতু এই, লক্ষণ, ভেদ, উপায় ও ফল সহিত যোগ বাহা দ্বারা অনুশিষ্ট
অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহার নাম অনুশাসন। এইরূপ ব্যুৎপত্তি
হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, অনুশাসন তত্ত্বজ্ঞানব্যাখ্যোচ্চার অনন্তরভাবী।
এইজন্য শমদম দির আনন্তর্য্যনিয়মের অভাব সংঘটিত হয়। কিন্তু
জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান উভয়ের শমদমাদির আনন্তর্য্য আশ্রিত হইয়া থাকে।
অতএব, শাস্ত্র, দান্ত, উপরত, তিতিকু, শ্রদ্ধাশ্রিত ও সমাহিত হইয়া,
আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে, ইত্যাদি দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যা-
পয়িষার আনন্তর্য্যই অংশব্দের অর্থ ॥ ১০ ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যোগানুশাসন নিঃশ্রেয়সের হেতুতাবশতঃ
প্রমিত, কি অপ্রমিত? প্রমিত হইলে, তাহার অভাবেও উপাদেয়ত্ব
হইয়া থাকে। আর, অপ্রমিত হইলে, তাহার অভাবেও হেয়ত্ব হয়।
ইহার নিঃশ্রেয়সনিদানত্ব প্রমিত। কেননা, উহা দ্বারা অধ্যাত্মযোগাধিগম

হর্ষশোকৌ জহাতীতি শ্রুতে: সমাধাবচনা বুদ্ধিস্তদা
যোগমবাস্প্যসীতি স্মৃতেশ্চ অতএব শিষ্যপ্রশ্নতপশ্চরণ-
রসাম্মনাদ্ব্যপযোগানন্তর্যং পরাকৃতম্ ॥ ১১ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতেত্রে তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ
অনধিকার্য্যত্বেনাধিকার্য্যার্থত্বং পরিত্যজ্য সাধনচতুষ্টয়-
সম্পত্তিবিশিষ্টাধিকারিসমপর্ণায় শমদমাদিবাচ্যবিহিতাচ্ছ-
মাদেরানন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতি শঙ্করাচার্য্যোনিরটঙ্কি ॥ ১২ ॥

অথ মা নাম ভূদানন্তর্য্যার্থোহথশব্দঃ মঙ্গলার্থঃ কিং
ন স্মৃৎ ন স্মামঙ্গলস্ত বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবঃ । অগর্হিতা-
ভীক্যাগপ্তির্মঙ্গলং অভীক্যং চ স্মৃথাবাগ্প্তিঃখপরিহাররূপ-
তয়েকং যোগানুশাসনস্ত চ স্মৃথদুঃখনিবৃত্ত্যোরন্যতরত্বা-

হইয়া থাকে । তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ধীর ব্যক্তি এইরূপ মনন-
পূর্ব্বক হর্ষশোক পরিহার করেন । স্মৃতিতেও নির্দেশ আছে, সমাধিতে
বুদ্ধি অচলা হইলে, যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনধিকার্য্যত্ব
প্রযুক্ত অধিকার্য্যার্থত্বপরিচয়পূর্ব্বক সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিবিশিষ্ট অধিকারি-
সমপর্ণার্থ শমদমাদিবাচ্যবিহিত শমাদির আনন্তর্য্যই অথশব্দার্থ, শঙ্করাচার্য্য
এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অথশব্দ আনন্তর্য্যার্থ না হউক, কিম্বন্তু মঙ্গলার্থ না হইবে? ইহার
উত্তর এই, মঙ্গলশব্দের বাক্যার্থে সমন্বয়ের অভাব যুক্ত মঙ্গলার্থ হইতে
হইতে পারে না । মঙ্গলশব্দে অগর্হিত অভিপ্রেতি । স্মৃথের অবাগ্প্তি
ও দুঃখের পরিহাররূপতা দ্বারা যাহা ইষ্ট, তাহাকেই অভিপ্রেতি বলে । স্মৃথ ও
দুঃখ উভয়েরই নিবৃত্তিপ্রযুক্ত, অন্যতরত্বের অভাব হওয়াতে, যোগানুশাসনের

ভাবান্ন মঙ্গলতা । তথাচ যোগানুশাসনং মঙ্গলমিতি ন সম্পনীপদ্যতে মৃদঙ্গধ্বনেরিবাথশব্দশ্রবণস্য কার্য্যতয়া মঙ্গলস্য বাচ্যত্বলক্ষ্যত্বয়োঃ সম্ভবাচ্চ যথার্থিকার্থে বাক্যার্থে নিবিশেতে তথা কার্য্যমপি নিবিশেত অপদার্থত্বাবিশেষাৎ পদার্থে পদার্থ এব হি বাক্যার্থে সমন্বীয়তে অন্তথা শব্দ-প্রমাণকানাং শাব্দী হ্যাকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব পূর্য্যেতি মুদ্রা-ভঙ্গঃ কৃতো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

ননু প্রারিপ্সিত প্রবন্ধপরিসমাপ্তিপরিসিদ্ধি প্রত্যাহবুহ-প্রশমনায় শিষ্টাচারপরিপালনায় চ শাস্ত্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-মনুষ্ঠেয়ং মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি চ শাস্ত্রাণি প্রথমে আয়ুস্বপ্নপুরুষকাণি বীরপুরুষকাণি চ ভবন্তীত্যভি-যুক্তোক্তেঃ । ভবতি চ মঙ্গলার্থোহথশব্দঃ । ওঙ্কারশচাথ

মঙ্গলতা সিদ্ধ হয় না । তথাচ যোগানুশাসনশব্দে মঙ্গল, ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না । ইহার কারণ এই, মৃদঙ্গধ্বনির ছায়, অথশব্দ শ্রবণের কার্য্যতাবশতঃ মঙ্গলশব্দ বাচ্য বা লক্ষ্য, কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই । যেমন অর্থিকার্থ বাক্যার্থে নিবিষ্ট হয়, কাণ্যও সে রূপ নিবিষ্ট হইয়া থাকে । অন্তথা, শব্দপ্রমাণকসমূহের শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারাই পূরণীয় হয়, এইরূপ মুদ্রাভঙ্গ বিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যদি বল, প্রারিপ্সিত প্রবন্ধের পরিসমাপ্তির প্রতিকূল বিষয়পরম্পরার প্রশমন এবং শিষ্টাচারপরিপালন, এই উভয়বিধ ব্যাপারসম্পাদনর্থ শাস্ত্রের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ অঙ্গষ্ঠান করিতে হয় । তথাপি, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শাস্ত্রসকলের আদিতে মঙ্গল, মধ্যে মঙ্গল ও অন্তে মঙ্গল বিধান করা কর্তব্য । এই কারণে অথশব্দ মঙ্গলার্থ । স্থতিতে বলিয়াছেন, পূর্বে



শব্দশচ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা । কণ্ঠঃ ভিত্ত্বা বিনির্ঘাতৌ
তস্মান্মাস্তলিঙ্গাবুৎপাদিতৌ স্মৃতিসম্ভবাৎ তথাচ বুদ্ধিরাদৈ-
জিত্যাদৌ বুদ্ধ্যাদিশব্দবদখশব্দো মঙ্গলার্থঃ স্মাদিতি
চৈত্মবৎ ভাবিতাঃ । অর্থান্তরাভিধানায় প্রযুক্তাত্মাখশব্দস্য
বীণাবেণাদিধ্বনিবচ্ছবণে মঙ্গলফলত্বোপপত্তেঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থান্তরান্তরাবাক্যার্থধীফলকস্যাখশব্দস্ত কথমন্ত্য-
ফলকতেতি চেম্ম অত্মার্থঃ নীয়মানোদকুম্ভোপসম্ভবৎ
তৎসম্ভবাৎ ন চ স্মৃতিব্যাকোপঃ মাস্তলিকাভিত্তি মঙ্গল-
প্রযোজকত্ববিবক্ষয়া প্রবৃতিঃ । নাপি পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা-
খশব্দঃ ফলতঃ আনন্তর্য্যাব্যতিরেকেণ প্রাপ্তকৃত্যুৎপা-
নুষঙ্গাৎ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া ওকার ও অথ, এই দুই শব্দ বিনির্ঘাত হইয়াছে ।
এই ক রণে, উভয়ই মাস্তলিক । তথাচ, বুদ্ধির, দৈজিৎ, ইত্যাদিতে বুদ্ধ্যাদি
শব্দের স্মৃতি, অথশব্দ মঙ্গলার্থ হইয়া থাকে ।

একপ বলিও না । কেননা, অর্থান্তরের অভিধানার্থ প্রয়োজিত অথশব্দ
প্রবণ করিলে, বীণাবেণাদিধ্বনির স্মৃতি, মঙ্গলফল সমুদ্ভাবন করে ॥ ১৪ ॥

যদি বল, অর্থান্তরের আনন্ত-বাক্যার্থধীফলক অথশব্দের কিরূপে
অন্তফলকত্ব সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই, অন্যর্থ নামমান
উদককুম্ভবৎ তাহা সম্ভবিত হয় । তাহাতে পূর্বোক্ত স্মৃতির ব্যভিচার হইতে
পারে না । স্মৃতিতে যে, মাস্তলিক, এইরূপ পদ প্রয়োগিত হইয়াছে,
তাহা . মঙ্গলপ্রযোজকত্ববিবক্ষাতেই বলিয়াছেন । ফলতঃ, আনন্তর্য্যের
অব্যতিরেকে পূর্বোক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে । তৎপ্রযুক্ত অথশব্দ পূর্বপ্রকৃতির
অপেক্ষী হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

কিম্বমথশব্দকোহধিকারার্থঃ অথানস্তার্থার্থ ইত্যাদি
বিশ্ববাক্যে পক্ষান্তরোপন্যাসে তৎসমস্তবেহপি প্রকৃতে
তদসম্ভবাচ্চ । তস্মাৎ পরিশেষাদধিকারপদবেদনীয়-
প্রারম্ভার্থেহথশব্দ ইতি বিশেষো ভাষ্যতে ॥ ১৬ ॥

অথৈষ জ্যোতিরথৈষ বিশ্বজ্যোতিরিত্যত্রাত্মশব্দঃ
কৃত্ববিশেষপ্রারম্ভার্থঃ পরিগৃহীতো যথা অথ শব্দানুশাসন-
মিত্যত্রাত্মশব্দো ব্যাকরণশাস্ত্রাধিকারার্থঃ । তদভাষি
ব্যাসভাষ্যে যোগসূত্রবিবরণপরে অথৈতৎত্মমধিকারার্থঃ
প্রযুক্ত্যত ইতি তদ্ব্যাচখ্যো বাচস্পতিঃ । তস্মা-
দম্বমথশব্দকোহধিকারদ্যোতকো মঙ্গলার্থশ্চেতি সিদ্ধ-
মিতি ॥ ১৭ ॥

তদিত্তমমুমুখ্যাত্ম শব্দস্যাদিকারার্থত্বপক্ষে শাস্ত্রোণ

এই অংশকে অধিকার, কি, অনন্তর্য বুঝাইয়া থাকে, ইত্যাদি
বিশ্ববাক্যে তাহা সম্ভব হইলেও, অসম্ভব হইয়া থাকে । এইজন্যই,
পরিশেষে বিশেষ করিয়া, বলা হইয়াছে, অংশকে অধিকারপদবাচ্য প্রারম্ভ
বুঝাইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অথৈষ জ্যোতিঃ এবং অথৈষ বিশ্বজ্যোতিঃ ইত্যাদি স্থলে অংশক কৃত্ব-
বিশেষের প্রারম্ভার্থ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । যেমন, অথ শব্দানুশাসন,
ইত্যাদি স্থলে অংশক ব্যাকরণশাস্ত্রের অধিকার বুঝাইয়া থাকে । যোগ-
সূত্রের বিবরণপর ব্যাসভাষ্যে তাহা বলিয়াছেন, অংশক অধিকারার্থ প্রয়ো-
জিত হইয়াছে । বাচস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব, অংশকে
অধিকার ও মঙ্গল, উভয়ই বুঝাইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৭ ॥

এই কারণে, এইরূপে এই অংশকের অধিকারার্থত্বপক্ষে শাস্ত্র দ্বারা

প্রস্তুতমানস্য যোগেশোপবর্তনাৎ সমস্তশাস্ত্রতাৎপর্যব্যাখ্যা-
নেন শাস্ত্রস্য স্থাববোধপ্রবৃত্তিরাস্ত্যামিত্যুপপন্নম্ ॥ ১৮ ॥

নমু হিরণ্যগৰ্ভো যোগস্য বক্তা নাহ্যঃ পুরাতন ইতি
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেঃ পতঞ্জলিঃ কথং যোগস্য শাসিতেতি
চেদন্ধা অতএব তত্র তত্র পুরাণাদৌ বিশিষ্য যোগস্য
বিপ্রকীর্তয়া দুর্গ্রাহ্যার্থত্বং মন্যমানেন ভগবতা কৃপাসিদ্ধুনা
ফণিপতিনা সারং সংজিহ্মক্ষুণা অনুশাসনমারকং ন তু
সাক্ষাচ্ছাসনম্ ॥ ১৯ ॥

যদায়মথশব্দোহধিকারার্থঃ তদৈবং বাক্যার্থঃ সম্প-
দ্যেত যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বদিতব্যমিতি তত্র
শাস্ত্রে ব্যুৎপাদ্যমানতয়া যোগঃ সমাধনঃ সফলো বিষয়ঃ
তদব্যুৎপাদনমবাস্তুরফলং ব্যুৎপাদিতস্য যোগস্য কৈবল্যং
প্রস্তুতমান যোগের উপবর্তন হওয়াতে, সমস্ত শাস্ত্রতাৎপর্যের ব্যাখ্যান
দ্বারা শাস্ত্রের স্থাববোধপ্রবৃত্তিও উপপন্ন হইল ॥ ১৮ ॥

যদি বল, হিরণ্যগৰ্ভই যোগের বক্তা, অন্য কেহ নহে। যাজ্ঞবল্ক্য-
স্মৃতিতে ঐরূপ নির্দেশ আছে। স্তব্রাং, পতঞ্জলি কিরূপে যোগের শাসিতা
হইতে পারেন? ইহার উত্তর এই, তত্ত্ব পুরাণাদিতে যোগের বিপ্র-
কীর্তাবশতঃ অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট, বিবেচনা করিয়া, কখন ব্যাখ্যা ভগ-
বান ফণিপতি সারসংগ্রহাদিন য় অনুশাসন আবিস্ক করিৎ ছেন, সাক্ষাৎ
শাসন নহে ॥ ১৯ ॥

অশব্দ অধিকারার্থ হইলে, এইরূপ বাক্যার্থ হইয়া থাকে, যোগানু-
শাসনশাস্ত্র অধিকৃত অর্থাৎ বলিতে হইবে। সেই শাস্ত্রে সাধন ও ফল
সহিত যোগ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, এইজন্য যোগই বিষয়। তাহ র ব্যুৎপাদন
অবাস্তুর ফল। কৈবল্য এই ব্যুৎপাদিত যোগের পরমপ্রয়োজন। শাস্ত্র

পরমপ্রয়োজনং শাস্ত্রযোগয়োঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদক-
ভাবলক্ষণং সম্বন্ধঃ যোগস্য কৈবল্যস্য চ সাধ্যসাধনভাব-
লক্ষণং সম্বন্ধঃ স চ শ্রুত্যাদিপুসিক্ত ইতি প্রাগেবাবাদিষম্ ।
মোক্ষমপেক্ষমাণাঃ শ্রবণাধিকারিণ ইত্যর্থসিক্তম্ ॥ ২০ ॥

ন চাখাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদাবধিকারিণোহর্থতঃ
সিক্তিরাশঙ্কনীয়া তত্রাথ শব্দেনানন্তর্য্যাভিধানে প্রণাড়িকর্যা
অধিকারিসমর্পণসিক্তাবার্থিকত্বশঙ্কানুদয়াৎ । অতএবোক্তং
শ্রুতিপ্রাপ্তে প্রকরণাদীনামনবকাশ ইতি । অস্বার্থঃ
যত্র হি শ্রুত্যা অর্থো লভ্যতে তত্রৈব প্রকরণাদয়োহর্থঃ
সমর্পয়তি নেতরত্র যত্র তু শব্দাদেবার্থস্তোপলভ্যঃ তত্র
নেতরস্ত সন্তব্যঃ ॥ ২১ ॥

শীঘ্রবোধিত্বা শ্রুত্যা বোধিতের্থে তদ্বিরুদ্ধার্থঃ

এবং যোগ উভয়ে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-ভাবরূপ সম্বন্ধ । এবং যোগ ও
কৈবল্য উভয়ে সাধ্যসাধন-ভাবরূপ সম্বন্ধ । উহা শ্রুত্যাদিপুসিক্ত । পূর্বেই
তাহা বলা হইয়াছে ॥ ২০ ॥

অখাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি স্থলে অধিকারির অর্থসিক্তি আশঙ্কা
করা যাইতে পারে না । এখানে অশব্দে আনন্তর্য্য অভিহিত হওয়াতে,
প্রণালীক্রমে অধিকারিসমর্পণ সিক্ত হইয়াছে । তজ্জন্য আর্থিকত্বশঙ্কার
উদয় হইতে পারে না । এইজন্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিপ্রাপ্তে প্রকরণাদির
অনবকাশ । ইহার অর্থ এই, যেস্থলে শ্রুতি দ্বারা অর্থলাভ হয় না, সেখানেই
প্রকরণাদি অর্থ সমর্পণ করে, অপরত্র নহে । কিন্তু যেখানে শব্দ হইতেই
অর্থের উপলব্ধি হয়, সেখানে ইতরের সম্ভব সিক্ত হয় না ॥ ২১ ॥

শীঘ্রবোধনশাস্ত্রাদিনী শ্রুতি দ্বারা অর্থ বোধিত হইলে, তাহার বিরুদ্ধার্থ

প্রকরণাদি সমর্পয়তি অবিকল্পঃ বা ন প্রথমঃ বিরুদ্ধার্থ-
বোধকস্ত তস্য বাধিতত্বাৎ ন চরমঃ বৈয়র্থ্যাত্তদাহ ঞ্চতি-
লিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ৈ পারদৌর্ভল্য-
মর্থবিপ্রকর্ষাদিতি ।

বাধিকৈব ঞ্চতির্নিত্যং সমাখ্যা বাধ্যত্বে সন্না ।

মধ্যমানাক বাধ্যত্বং বাধকত্বমপেক্ষয়েতি চ ॥

তস্মাদ্বিষয়াদিমত্বাদ্বৈক্যবিচারকশাস্ত্রবদযোগানুশাসন-
শাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি স্থিতম্ ॥ ২২ ॥

নমু ব্যুৎপাদ্যমানতয়া যোগ এবাত্র প্রস্তুতো ন শাস্ত্র-
মিতি চেৎ সত্যং প্রতিপাদ্যতয়া যোগঃ প্রাধাত্মেন
প্রস্তুতঃ স চ তদ্বিষয়েণ শাস্ত্রেণ প্রতিপাদ্যত ইতি তৎ-
প্রতিপাদনে করণং শাস্ত্রং করণগোচরশ্চ কর্তৃব্যাপারো ন
কর্মগোচরতামাচরতি ॥ ২৩ ॥

প্রকরণাদি সমর্পণ করে, কি, অবিকল্প অর্থ প্রতিপাদিত করিয়া থাকে ? প্রথম
পক্ষ গ্রাহ্য হইতে পারে না । ইহার কারণ এই, বিরুদ্ধার্থবোধক তাহ র বাধা
হইয়া থাকে । দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না । কেননা, তাহাতে বৈয়র্থ্য ঘটে ।
তথাহি বলিয়াছেন, ঞ্চতি নিত্যই বাধিকা ও সমাখ্যা সর্বদা বাধিত হইয়া থাকে ।

এই কারণে, বিষয়াদিসম্পন্নতাবশতঃ বৈক্যবিচারক শাস্ত্রের ন্যায়,
যোগানুশাসনশাস্ত্র আরম্ভণীয়, ইহা মীমাংসিত হইল ॥ ২২ ॥

বন্ধি বল, যোগ ব্যুৎপন্ন দিত হইয়াছে । অতএব তাহাই এতলে প্রস্তুত,
শাস্ত্র প্রস্তুত নহে । ইহা সত্য, কিন্তু যোগ যখন প্রতিপাদ্য, তখন প্রধানতঃ
তাহাই প্রস্তুত, বশিতে হইবে । ঐ যোগ তদ্বিষয় শাস্ত্র দ্বারা প্রতি-
পাদিত হইয়াছে । এই কারণে তাহার প্রতিপাদনে শাস্ত্র করণ । কর্তৃ
ব্যাপার করণগোচর, কর্মগোচরতার আচরণ করে না ॥ ২৩ ॥

যথা চ্ছেতুর্দেবদত্তস্য ব্যাপারভূতমুদ্যমনিপাতনাদি
কৰ্ম্ম করণভূতপরশুগোচরং ন কৰ্ম্মভূতবুদ্ধাদিগোচরং
তথাচ বক্তুঃ পতঞ্জলেঃ প্রবচনব্যাপারাপেক্ষা তু যোগ-
বিষয়স্বাধিকৃততা করণস্য শাস্ত্রস্বাভিধানব্যাপারাপেক্ষা তু
যোগশ্চৈবেতি বিভাগঃ ততশ্চ যোগশাস্ত্রস্বারম্ভঃ সম্ভাবনাং
ভজতে ॥ ২৪ ॥

অত্র চানুশাসনীরো যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যা-
চ্যতে । নমু যুক্তির্যোগ ইতি সংযোগার্থতয়া পরিপঠিতাং
যুক্তেনিষ্পন্নো যোগশব্দঃ সংযোগবচন এব স্মাম তু
নিরোধবচনঃ । অতএবোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মানো-
রিতি ॥ ২৫ ॥

যেমন, ছেদনকর্তা দেবদত্তের ব্যাপারস্বরূপ উদ্যম নিপাতনাদি কৰ্ম্ম,
করণভূত পরশুর গোচর হইয়া থাকে, কৰ্ম্মভূত বুদ্ধাদির গোচর হয় না,
সেইরূপ, বক্তা পতঞ্জলের প্রবচনব্যাপারাপেক্ষা দ্বারা যোগবিষয়ের অধি-
কৃততা, এবং করণ শাস্ত্রের অভিধানব্যাপারাপেক্ষা দ্বারা যোগের অধিকার,
এইরূপ বিভাগ বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে । তাহা হইতেই যোগশাস্ত্রের
আরম্ভ সম্ভবিত হয় ॥ ২৪ ॥

এস্থলে চানুশাসনীর যোগশব্দে চিত্তবৃত্তির নিরোধ, এইরূপ উক্ত
হইয়াছে । যদি বল, যুক্তি যোগ, এইরূপ সংযোগার্থতা দ্বারা পরিপঠিত
যুক্ত্যতু হইতে যোগশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব উহা সংযোগবচন,
নিরোধবচন হইতে পারে না । অতএব, যাজ্ঞবল্ক্য ও বলিয়াছেন, জীবাত্মা
ও পরমাত্মা উভয়ের সংযোগকে যোগ বলে ॥ ২৫ ॥

তদেতদ্ব্যৰ্থঃ জীবপরয়োঃ সংযোগো কারণস্থানতর-
কৰ্মাদেবসম্ভবাদজসংযোগস্য কণ্ঠক্ষাক্ষচরণাদিভিঃ প্রতি-
ক্ষেপাচ্চ । মীমাংসকমতানুসারেণ তদঙ্গীকারেহপি
নিত্যসিদ্ধস্য তস্য সাধ্যত্বাভাবেন শাস্ত্রবৈফল্যাপত্তেশ্চ
ধাতুনামনেকার্থত্বেন যুজ্জেঃ সমাধ্যর্থত্বোপপত্তেশ্চ ॥ ২৬ ॥

তদুক্তং,

নিপাতাশ্চোপসর্গাশ্চ ধাতবশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ।

অনেকার্থাঃ স্মৃতাঃ সৰ্ব্বে পাঠস্তেষাং নিদর্শনমিতি ॥২৭॥

অতএব কেচন যুজিৎ সমাধাবপি পঠন্তি যুজ সমাধা-
ৰিতি । নাপি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাকোপঃ তত্রস্থম্যপি
যোগশব্দস্য সমাধ্যর্থত্বাৎ ।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।

ত্রাক্ষণ্যেব স্থিতিৰ্যি সা সমাধিঃ প্রত্যপাত্মন ইতি ॥ ২৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন সৰ্ব্বথা বার্ত । কেননা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা
উভয়ের সংযোগের কারণস্বরূপ অততর কৰ্ম্ম সম্ভব নহে । মীমাংসক
মতানুসারে তাহা অঙ্গীকার করিলেও, নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহার সাধ্যত্বের
অভাবপ্রযুক্ত শাস্ত্রবৈফল্যদোষ ঘটে । বিশেষতঃ, ধাতুসকলের অনেক অর্থ ।
স্মৃতরাং, যুজ্জধাতুর সমাধ্যর্থ উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, নিপাত, উপসর্গ ও ধাতু, এই তিনের অনেক
অর্থ লক্ষিত হয় ॥ ২৭ ॥

এই কারণে কেহ কেহ যুজ্জধাতুর অর্থ সমাধি, এইরূপ পাঠ করেন ।
যাজ্ঞবল্ক্যবচনেরও বৈয়র্থ্য নাই । কেননা, তিনি যোগশব্দে সমাধি, এইরূপ
বলিয়াছেন । যথা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়ের সমতাবস্থার নাম সমাধি ॥২৮

তেনৈবোক্তত্বাচ্চ । তদুক্তং ভগবতা ব্যাসেন
যোগঃ সমাধিরিতি । যদ্যেবমক্টাঙ্গযোগে চরমস্যাঙ্গস্য
সমাধিত্ত্বযুক্তং পতঞ্জলিনা যমনিয়মাসনপ্রাণারামপ্রত্যাহার-
ধ্যানধারণাসমাধয়োহক্টাঙ্গানি যৌগস্যেতি । ন চাক্তো
বাঙ্গতাং গন্তুম্‌সহতে উপকার্যোপকারকভাবস্য দর্শপূর্ণ-
মাসপ্রযাজাদৌ ভিন্নায়তনত্বেনাত্যন্তভেদাদতঃ সমাধিরপি
ন যোগশকার্থে যুক্ত্যত ইতি চেত্তন্ন যুক্ত্যতে ব্যুৎপত্তি-
মাত্রাভিধিংসয়া তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব
সমাধিরিতি নিরূপিতচরমাঙ্গবাচকেন সমাধিশব্দেনাঙ্গিনো
যোগস্তাভেদবিবক্ষয়া ব্যপদেশোপপত্তেঃ ন চ ব্যুৎপত্তি-
বলাদেব সর্বত্র শব্দঃ প্রবর্ততে তথাহে গচ্ছতীতি গৌরिति
ব্যুৎপত্তেঃ তিষ্ঠন্ গোঁন স্তাৎ গচ্ছতো দেবদত্তস্ত
স্তাৎ ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিনিমিত্তঞ্চ প্রাপ্তক্ৰমেব চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি

ভগবান্ ব্যাসও বলিয়াছেন, যোগশব্দে সমাধি । পতঞ্জলি যদিও
অষ্টাঙ্গযোগে চরম অঙ্গের সমাধিই নির্দেশ করিয়াছেন, অঙ্গী কখন অঙ্গতা-
গমনে উৎসাহী হয় না । কেননা, দর্শপূর্ণমাস বজ্রাদিতে উপকার্য ও উপ-
কারক ভাবের ভিন্নায়তনত্ববশতঃ অভ্যস্ত ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । এই
কারণে সমাধিও যোগশকার্থ, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ; এরূপ মত-
বাদ সঙ্গত নহে । কেননা, ব্যুৎপত্তিবলেই কেবল শব্দ প্রবর্তিত হয় না ।
তাহা হইলে, গমন করে, এই অর্থে গো, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ, গমন
না করিয়া, বসিয়া থাকিলে, গো বলে না ॥ ২৯ ॥

যদি বৃত্তি সকলের নিরোধই যোগ বলিয়া, অভিযত হয়, তাহা হইলে

তদুক্তং যোগশ্চিহ্নবৃত্তিনিরোধ ইতি । নমু বৃত্তীনাং
 নিরোধশ্চেদযোগোহভিমতস্তাসাং জ্ঞানত্বেনাত্মাপ্রায়তয়া
 তন্নিরোধোহপি প্রধ্বংসপদবেদনীয়স্তদাপ্রয়ো ভবেৎ
 প্রাগভাবপ্রধ্বংসয়োঃ প্রতিযোগিসমানাপ্রায়ত্বনিয়মাৎ
 ততশ্চোপপন্নস্তদ্বক্ষ্যে বিকরোতি হি ধর্ম্মিণমিতি
 ত্রায়েনাত্মনঃ কোটস্থ্যং বিহন্তেতি চেতদপি ন ঘটতে
 নিরোধানাং প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিস্বরূপাণাং
 বৃত্তীনামন্তঃকরণাদ্যপরাপর্যয়চিত্তধর্ম্মত্বাদীকারাৎ কূটস্থ-
 নিত্যা চিচ্ছক্তিপরিণামিনী বিজ্ঞানধর্ম্মাপ্রয়ো ভবিতুং
 নাইত্যেব ॥ ৩০ ॥

ন চ চিত্তিশক্তিরপরিণামিত্বমসিদ্ধমিতি মন্তব্যং
 চিত্তিশক্তিপরিণামিনী সদাজ্ঞাত্বাৎ ন যদেবং ন তদেবং

বক্তব্য এই, সেই সকল বৃত্তি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও আত্মার আশ্রয়।
 অতএব, তাহাদের প্রধ্বংসপদবাচ্য নিরোধও আত্মাপ্রয় হইবে। কেননা,
 প্রাগভাব ও প্রধ্বংস উভয়ে প্রতিযোগি সমানাপ্রায়ত্ব-নিয়মে বদ্ধ। সুতরাং
 আত্মার কূটস্থতার বাবাত করিতে পারে। ইহার উত্তর এই, ইহা কখন
 ঘটবার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা
 ও স্মৃতিস্বরূপ বৃত্তি সকল অন্তঃকরণাদি অপর নামে অভিহিত চিত্তের ধর্ম্ম
 বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তি কূটস্থনিত্যা এবং পরিণাম-
 বিহীন। সুতরাং, বিজ্ঞানধর্ম্মাপ্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥

চিচ্ছক্তির পরিণামশূন্যতা অসিদ্ধ বলিয়া, মনে করা বাইতে পারে না।
 কেননা, সর্বদাজ্ঞাত্ববশতঃ চিত্তিশক্তি পরিণামবিহীন এবং বাহ্য বাহ্য

যথা চিত্তাদি ইত্যাদ্যনুমানসম্ভবাৎ তথা যদ্যসৌ পুরুষঃ
পরিণামী স্মাতদা পরিণামস্য কাদাচিত্তকস্মাতাঙ্গাং চিত্ত-
বৃত্তীনাং সদাজ্ঞাতৃত্বং নোপপদ্যেত চিজপস্য পুরুষস্য
সদৈবাবিষ্ঠাতৃত্বেনাবস্থিতস্য যদন্তরঙ্গনির্মলং সত্ত্বং তস্মাপি
সদৈবস্থিতত্বাৎ যেন যেনার্থেনোপরক্তং ভবতি তস্য
দৃশ্যস্য সদৈব চিচ্ছায়াপত্ত্যা ভানোপপত্ত্যা পুরুষস্য
নিঃসঙ্গত্বং সম্ভবতি ততশ্চ সিদ্ধং তস্য সদাজ্ঞাতৃত্বমিতি ন
কাদিৎ পরিণামিস্থাশঙ্ক্যবতরতি ॥ ৩১ ॥

চিত্তং পুনর্ধেন বিষয়েণোপরক্তং ভবতি স বিষয়ো
জ্ঞাতঃ যদুপরক্তং ন ভবতি তদজ্ঞাতমিতি বস্তুনোহয়স্কাস্ত-

নহে, তাহা তাহা হইতে পারে না; যেমন চিত্তাদি, এইরূপ অনুমান
সম্ভব হইয়া থাকে।

তথাহি যদি এই পুরুষ পরিণামী হন, তাহা হইলে, পরিণামের কাদাচিত্ত-
কত্ববশতঃ ঐ সকল চিত্তবৃত্তির সদাজ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।
চিজপ পুরুষ সর্বদাই অবিষ্ঠাতারূপে অবস্থিত আছেন। তাহার যে
অন্তরঙ্গ নির্মল সত্ত্ব, তাহারও সর্বদা অবস্থান লক্ষিত হয়। উহা যে যে
বিষয়ে উপরক্ত হয়, সেই সেই দৃশ্যের সর্বদাই চিচ্ছায়াপত্তি ও ভানোপপত্তি
হইয়া থাকে। তদ্বারা পুরুষের নিঃসঙ্গত্ব সম্ভবিত হয়। তাহা হইলেই,
সদাজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং, কোনরূপ পরিণামিস্থাশঙ্কার অবতারণা
হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

চিত্ত যে বিষয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তাহাই জ্ঞাত হইয়া থাকে। যাঁহাতে
উপরক্ত হয় না, তাহাই অবিদিত থাকে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে, বস্তু-

মণিকল্পস্ত জ্ঞানাজ্ঞানকারণভূতোপরাগানুপরাগধর্মীত্বাদয়ঃ
সধর্মকং চিত্তং পরিণামি ইত্যুচ্যতে ॥ ৩২ ॥

ননু চিত্তশ্চেन्द्रিয়াণাং চাহঙ্কারিকাণাং সর্বগতত্বাৎ
সর্ববিষয়ৈরন্তি সদা সম্বন্ধঃ তথাচ সর্বেষাং সর্বদা সর্বত্র
জ্ঞানং প্রসজ্যেত সর্বগতত্বেহপি চিত্তং যত্র শরীরে বৃত্তিমৎ
তেন শরীরেণ সহ সম্বন্ধো যেবাং বিষয়াণাং তেষেবাস্য
জ্ঞানং ভবতি নেতরেষ্বিত্যতিপ্রসঙ্গাতাবাদত এবায়-
কান্তমণিকল্পা বিষয়াঃ অয়ঃসধর্মকং চিত্তমিन्द्रিয়প্রণালি-
কয়াভিসম্বন্ধধোপরঞ্জয়ন্তি । তস্মাক্চিত্তস্য ধর্মী বৃত্তয়ো
নাভূনঃ । তথাচ ঋতিঃ কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা
অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিরিত্যেতৎ সর্বং মন এবতি ॥ ৩৩ ॥

নাট্রেই অদ্বৈতমণির ন্যায় । এবং জ্ঞানাজ্ঞানের কারণস্বরূপ উপরাগ ও
অনুপরাগধর্মাদিবিষিষ্ট এবং সধর্মক চিত্ত পরিণামী ॥ ৩২ ॥

চিত্ত এবং অহঙ্কারিক ইঞ্জিয়সমূহ সর্বগত । তৎপ্রযুক্ত সকল
বিষয়ের সহিত তাহাদের সর্বদা সম্বন্ধ আছে । তথাচ, সকলেরই সর্বদা
সর্বত্র জ্ঞান প্রসক্ত হইয়া থাকে । সর্বগত হইলেও, চিত্ত যে শরীরে বৃত্তি-
যুক্ত হয়, সেই শরীরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে । যে সকল বিষয়ে
সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, তাহাতেই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে ; অন্ত্র নহে ।
এইরূপে অতি প্রসঙ্গের অভাব সংঘটিত হয় । এইজন্যই অদ্বৈতমণিসদৃশ
বিষয় সকল অয়ঃসধর্ম মনকে ইन्द्रিয়প্রণালীকাসহায়ে অভিসম্বন্ধে উপ-
রঞ্জিত করে । সেইজন্য, বৃত্তি সকল চিত্তের ধর্ম ; আত্মার নহে ।
তথাচ, ঋতিতে বলিয়াছেন, কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা,
ধৃতি, অধৃতি এই সকল মনই ॥ ৩৩ ॥

চিহ্নস্তেরপরিণামিত্বং পঞ্চশিখাচার্যৈরাখ্যায়ি অপ-
রিণামিনী ভোক্তৃশক্তিরিতি । পতঞ্জলিনাপি সদাজ্ঞাতা-
শ্চিত্তবৃত্তয়ন্তঃপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাদিতি । চিত্ত-
পরিণামিত্বেহানুমানমুচ্যতে চিত্তং পরিণামি জ্ঞাতাজ্ঞাত-
বিষয়ত্বাৎ শ্রোত্রাদিবদिति ॥ ৩৪ ॥

পরিণামশ্চ ত্রিবিধঃ প্রসিদ্ধঃ ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদাৎ ।
ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্য নীলাদ্যালোচনং ধর্ম্মপরিণামঃ যথা কনকস্য
কটকমুকুটকেয়ূরাদিধর্ম্মস্য বর্ত্তমানত্বাদিলক্ষণপরিণামঃ
নীলাদ্যালোচনস্য ক্ষুট্টহাদিরবস্থাপরিণামঃ কনকাদেস্তু
নবপুরাণত্বাদিরবস্থাপরিণামঃ । এবমন্যত্রাপি যথাসম্ভবং
পরিণামত্রিতয়মুহনীয়ং । তথাচ প্রমাণাদিবৃত্তীনাং চিত্তধর্ম্ম-

চিহ্নস্তের অপরিণামিত্ব পঞ্চশিখাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা,
ভোক্তৃশক্তি অপরিণামিনী । পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সকল
সদাজ্ঞাতা । তাহাদের প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বই ইহার কারণ । চিত্তের
পরিণামিত্বসম্বন্ধে এইরূপ অনুমান কথিত হইয়া থাকে, শ্রোত্রাদির জ্ঞান,
জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্ববশতঃ চিত্ত পরিণামী ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে পরিণাম ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
তন্মধ্যে, ধর্ম্ম চিত্তের নীলাদ্যালোচনের নাম ধর্ম্মপরিণাম । যেমন কনকের
কটক, মুকুট ও কেয়ূরাদিধর্ম্মের বর্ত্তমানত্বাদি লক্ষণপরিণাম । আর,
নীলাদ্যালোচনের ক্ষুট্ট প্রভৃতিকে অবস্থাপরিণাম বলিয়া থাকে । যেমন,
কনকাদির নবপুরাণত্বাদি অবস্থাপরিণাম । এইরূপ, অন্যত্রও যথাসম্ভব
পরিণামত্রয় ভাবিয়া লইতে হইবে । তথাচ, প্রমাণাদি বৃত্তি সকলের

জ্ঞাননিরোধোহপি তদাশ্রয় এবোতি ন কিঞ্চিদনু-
পপন্নম্ ॥ ৩৫ ॥

ননু বৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যঙ্গীকারে স্বপ্নপ্ৰাণাদৌ
বিক্ষিপ্তমুঢ়াদিচিত্তবৃত্তীনাং নিরোধসম্ভবাদেবাগতপ্রসঙ্গঃ
নৈচৈদ্যুজ্যতে ক্ষিপ্তাদ্যবস্থায় ক্লেশপ্রহাণাদেবসম্ভবামিঃ-
শ্রেয়সপরিপস্থিত্বাচ্চ । তথা হি ক্ষিপ্তং নাম তেষু তেষু বিষ-
য়েষু ক্ষিপ্যমাণমস্থিরং চিত্তমুচ্যতে । তমঃসমুদ্রে মগ্নং
নিদ্রাবৃত্তিমচ্ছিন্নং মুঢ়মিতি গীয়তে । ক্ষিপ্তাধিশিষ্টং
চিত্তং বিক্ষিপ্তমিতি গীয়তে । বিশেষো নাম চঞ্চলঃ হি মনঃ
ক্লেশপ্রমাণিবলবদৃঢ়মিতি ন্যায়েনাস্থিরস্তাপি মনসঃ কাদা-
চিৎকসমুদ্ভূতবিষয়স্বৈর্য্যসম্ভবেন স্বৈর্য্যম্ । অস্থিরত্বঞ্চ
স্বাভাবিকং ব্যাধ্যাদ্যনুশয়জনিতং বা । তদাহ ব্যাধি-

চিত্তবৃত্তিবশতঃ তাহাদেব নিরোধও চিত্তেরই আশ্রিত । এবিষয়ে কিছুমাত্র
অনুপপত্তি নাই ॥ ৩৫ ॥

যদি বল, যোগশব্দে বৃত্তিনিরোধ, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে,
স্বপ্নপ্ৰাণাদি অবস্থায় বিক্ষিপ্ত মুঢ়াদি চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধসম্ভববশতঃ
যোগত্বপ্রসঙ্গ হয় । ইহার উত্তর এই, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে
পারে না । কেননা, ক্ষিপ্তাদি অবস্থাতে ক্লেশপ্রহাণাদির অসম্ভব ও
নিঃশ্রেয়সপ্রতিকূলতা সংঘটিত হয় । তথাহি, ক্ষিপ্তশব্দে তত্ত্বং বিষয়ে ক্ষিপ্য-
মাণ অস্থির চিত্ত বুঝাইয়া থাকে । আর, তমঃসাগরে মগ্ন নিদ্রাবৃত্তিযুক্ত
চিত্তকেই মুঢ় বলে । এইরূপ, ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট চিত্তের নাম বিক্ষিপ্ত ।
এখানে বিশেষশব্দের অর্থ এই, মনঃ অস্থির হইলেও, কদাচিৎ সমুদ্ভূত
বিষয়ের স্বৈর্য্যসম্ভব দ্বারা তাহার স্বৈর্য্য সংঘটিত হয় । এই অস্বৈর্য্য
স্বাভাবিক অথবা ব্যাধি প্রভৃতির অনুশয়জনিত । তথাহি, বলিয়,ছেন,

স্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালঙ্ঘনিকভূমিকস্থানব-
স্থিতস্থানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়া ইতি । তত্র দোষত্রয়-
বৈষম্যানিমিত্তে জ্ঞাদিব্যাধিঃ চিত্তস্যাকর্ষণ্যত্বং স্ত্যানং
বিরুদ্ধকোটিদ্বয়াবগাহি জ্ঞানং সংশয়ঃ সমাধিসাধনানাম-
ভাবনং প্রমাদঃ শরীরবাক্চিত্তগুরুত্বাদপ্রবৃত্তিরালস্যং
বিষয়াভিলাষেহবিরতিঃ অতশ্চিস্তদবুদ্ধিভ্রান্তিদর্শনং
কুতশ্চিমিমিত্তাং সমাধিভূমেরলাভেহলঙ্ঘনিকত্বং লঙ্কা-
য়ামপি তস্যাং চিত্তস্যাপ্রতিষ্ঠা অনবস্থিতত্বমিত্যর্থঃ ।
তস্মায় বৃত্তিনিরোধো যোগপক্ষনিক্ষেপমর্হতি ইতি চেম্মৈবং
বোচঃ হেয়ভূতক্ষিপ্তাদ্যবস্থাভ্রয়ে বৃত্তিনিরোধস্য হেয়ত্ব-
সম্ভবেহপ্যুপাদেয়োরেকাগ্রবিরুদ্ধাবস্থয়োবৃত্তিনিরোধস্য

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ব্য, অবিরত, ভ্রান্তিদর্শন, অলঙ্ঘ-
নিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব, ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপ সমস্ত অন্তরায় ইত্যাদি ।
তন্মধ্যে, দোষত্রয়বৈষম্যানিমিত্ত জ্ঞাদির নাম ব্যাধি, চিত্তের অকর্ষণ্যতার
নাম স্ত্যান, বিরুদ্ধকোটিদ্বয়াবগাহি জ্ঞানের নাম সংশয় এবং সমাধিসাধন
সকলের অভাবনের নাম প্রমাদ । এইরূপ শরীর বাক্য ও চিত্তগুরুত্বের
আবির্ভাবপ্রযুক্ত অপ্রবৃত্তির নাম আলম্ব্য, বিষয়াভিলাষের নাম অবিরতি,
অবস্থিতে বস্তুবুদ্ধির নাম ভ্রান্তিদর্শন ; কোনরূপ নিমিত্তবশে সমাধিভূমির
অলাভকে অলঙ্ঘনিকত্ব এবং ভূমি লঙ্ঘন হইলেও, তাহাতে চিত্তের অপ্রতি-
ষ্ঠাকে অনবস্থিতত্ব বলিয়া থাকে । এই কারণে বৃত্তিনিরোধকে যোগপক্ষে
নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না । এরূপ বলিও না । কেন না, হেয়স্বরূপ
ক্ষিপ্তাদি অবস্থাভ্রয়ে বৃত্তিনিরোধের হেয়ত্ব সম্ভব হইলেও, উপাদেয় একাগ্র
ও বিরুদ্ধাবস্থার বৃত্তিনিরোধের যোগত্ব সম্ভব হইয়া থাকে । একতান চিত্তকে

যোগত্বসম্ভবাৎ একতানং চিত্তমেকাগ্রযুক্ত্যতে নিরুদ্ধসকল-
বৃত্তিকং সংস্কারমাত্রশেষং চিত্তং নিরুদ্ধমিতি ভণ্যতে ॥৩৬॥

স চ সমাধির্দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভেদাৎ ।
তত্রৈকাগ্রচেতসি যঃ প্রমাণাদিবৃত্তীনাং বাহ্যবিষয়াণাং
নিরোধঃ স সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ সম্যক্ প্রজ্ঞায়তেহস্মিন্
প্রকৃতের্বিবিক্ততয়া চিত্তমিতি ব্যুৎপত্তেঃ । স চতুর্বিধঃ
সবিতর্কাদিভেদাৎ । সমাধির্নাম ভাবনা । সা চ ভাব্যস্য
বিষয়ান্তরপরিহারেণ চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনং । ভাব্যঞ্চ
দ্বিবিধং ঈশ্বরস্তত্ত্বানি চ । তান্যপি দ্বিবিধানি জড়াজড়ভেদাৎ ।
জড়ানি প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদীনি চতুর্বিংশতিঃ অজড়ঃ
পুরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

তত্র যদা পৃথিব্যাদীনি স্থূলানি বিষয়ত্বেনাদায়
একাগ্র বলে । আর, যাহার সমুদায় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ সংস্কার-
মাত্রশেষবিশিষ্ট চিত্তের নাম নিরুদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

সমাধি দ্বিবিধ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । তন্মধ্যে, একাগ্রচিত্তে
প্রমাণাদিবৃত্তিবিশিষ্ট বাহ্য বিষয় সকলের নিবোধকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি
বলে । ইহাতে প্রকৃতির বিবিক্তাবশতঃ চিত্তকে সম্যকরূপে জানা যায়,
এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত । এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবি-
তর্কাদিভেদে চতুর্বিধ । সমাধিশব্দে ভাবনা । বিষয়ান্তরপরিহার দ্বারা
চিত্তে যে ভাব্যের পুনঃ পুনঃ নিবেশন, তাহার নাম ভাবনা । ভাব্য দ্বিবিধ,
ঈশ্বর ও ওৎসমূহ । তত্ত্ব সকলও আবার দ্বিবিধ, জড় ও অজড় । তন্মধ্যে
প্রকৃতি ও অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড়শব্দবাচ্য । আর ঈশ্বরকে
অজড় বলে ॥ ৩৭ ॥

তন্মধ্যে যাহাতে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলতত্ত্ব সকলকে বিষয়রূপে গ্রহণ

পূৰ্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখ্যসম্ভেদেন চ ভাবনা
প্রবর্ততে স সমাধিঃ সবিভর্কঃ যদা তন্মাত্রান্তঃকরণলক্ষণং
দৃক্ষ্যং বিষয়মালম্ব্য দেশাদ্যবচ্ছেদেন ভাবনা প্রবর্ততে
তদা সবিচারঃ যদা রজস্তমোলেশানুবিদ্ধং চিত্তং ভাব্যতে
তদা স্তূথপ্রকাশঃ यस্য সত্ত্বস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ যদা রজস্ত-
মোলেশানভিভূতং শুদ্ধং সত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা প্রবর্ততে
ভাবনা তদা তস্যাত্ম সত্ত্বস্য স্তূগ্ভাবাচ্ছিত্তিশক্তেৰুদ্রে-
কাচ্চ সত্ত্বমাত্রাবশেষত্বেন সান্মিতঃ সমাধিঃ বিতর্কবিচার-
নন্দান্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাত ইতি সর্ববৃত্তিনিরোধে
ত্বসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ৩৮ ॥

ননু সর্ববৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যুক্তে সংপ্রজ্ঞাতে

করিয়া, পূৰ্বাপরানুসন্ধান ও শব্দার্থোল্লেখ্যসম্ভেদ সহকারে ভাবনা প্র-
বর্ত্ত হয়, সেই সমাধির নাম সবিভর্ক । আর, যাহাতে তন্মাত্রান্তঃকরণরূপ
দৃক্ষ্য বিষয়কে অবলম্বন করিয়া, দেশাদির অবচ্ছেদানুসারে ভাবনা প্রবৃত্ত
হয়, তাহার নাম সবিচার সমাধি । এইরূপ, যে অবস্থায় রজঃ ও তমো-
লেশানুবিদ্ধ চিত্ত ভাবিত হয়, এবং যে সম্বন্ধে উদ্রেক বশতঃ স্তূথপ্রকাশ
হইয়া থাকে, তাহার নাম সানন্দ সমাধি । যে অবস্থায় রজঃ ও তমো-
লেশের অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, ভাবনা প্রবৃত্ত হয়, তাহার
নাম সান্মিত সমাধি । এইরূপ ভাবনাদ্বয়ে সত্ত্বগুণের স্তূগ্ভাব ও
চিত্তিশক্তির উদ্রেক প্রযুক্ত সত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট হইয়া থাকে । উক্তরূপ বিতর্ক,
বিচার, আনন্দ ও সান্মিতারূপের অনুগমপ্রযুক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ।
আর, সর্ববৃত্তির নিরোধে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

সর্ববৃত্তিনিরোধের নাম যোগ । এইরূপ বলিলে, সংপ্রজ্ঞাতে ব্যাপ্তি-

ব্যাপ্তির্ন স্যাৎ তত্র সত্ত্বপ্রধানায়। সত্ত্বপুরুষাত্তাখ্যাতি-
লক্ষণায়। বৃত্তেরনিরোধাদিতি চেৎ তদেতদ্ব্যর্থং ক্লেশকর্ম-
বিপাকাশয়পরিপস্থিচিহ্নবৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যঙ্গী-
কারাৎ । ক্লেশাঃ পুনঃ পঞ্চধা প্রসিদ্ধাঃ অবিদ্যাশ্মিতারাগ-
দ্বেষাভি নিবেশাঃ ॥ ৩৯ ॥

নববিদ্যেত্যত্র কিম্যশ্রীযতে পূর্বপদার্থপ্রাধান্যং
অমক্ষিকং বর্ত্তত ইতিবৎ উত্তরপদার্থপ্রাধান্যং বা রাজপুরুষ
ইতিবৎ অন্ত্রপদার্থপ্রাধান্যং বা অমক্ষিকো দেশ ইতিবৎ
তত্র ন পূর্বঃ পূর্বপদার্থপ্রধানত্বে অবিদ্যায়াং প্রসঙ্গ্য-
প্রতিষেধোপপত্তৌ ক্লেশাদিকারকত্বানুপপত্তেঃ অবিদ্যা-
শব্দস্ত্রীলিঙ্গত্বাভাবাপত্তেশ্চ । ন দ্বিতীয়ঃ কশ্চিদ্ভাবেন

দোষ ঘটে না। কেননা, তদবস্থায় সত্ত্বপ্রধানী সত্ত্বপুরুষাত্তাখ্যাতি-
রূপিনী বৃত্তির নিরোধ হয় না। এ কথা সর্বথা সঙ্গত। ইহার কারণ এই,
ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয়, এই সকলের পরিপস্থি চিহ্নবৃত্তির নিরোধের
নাম যোগ, এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ক্লেশ পঞ্চবিধ, অবিদ্যা, অশ্মিতা,
রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ॥ ৩৯ ॥

যদি বল, এস্থলে অবিদ্যাশব্দে কিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, অমক্ষিক-
রূপে বর্ত্তমান, ইত্যাদিবৎ পূর্বপদার্থপ্রাধান্য, কি রাজপুরুষ, ইত্যাদিবৎ
উত্তরপদার্থপ্রাধান্য, অথবা, অমক্ষিক দেশ, ইত্যাদিবৎ অন্ত্রপদার্থ-
প্রাধান্য, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? ইহার উত্তর এই, পূর্ব-
পদার্থপ্রাধান্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেননা, উহা স্বীকার
করিলে, অবিদ্যার প্রসঙ্গ্য প্রতিষেধের উপপত্তি হয়। তাহাতে ক্লেশাদি-
কারকত্বের অসম্ভবত্ব, এবং অবিদ্যাশব্দের ত্রীলিঙ্গত্বাভাবপত্তি সংঘটিত
হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও প্রশস্ত নহে। কেননা, কাহারও অভাব

বিশিষ্টায়া বিদ্যায়াঃ ক্লেশাদিপরিপস্থিত্বেন তদ্বীজত্বানুপ-
পত্তেঃ । ন তৃতীয়ঃ নঞোহস্ত্যর্থানাং বহুত্রীহির্ব। চোত্তরপদ-
লোপ ইতি বৃত্তিকারবচনানুসারেণ অবিদ্যমানা বিদ্যা
যন্তাঃ সা অবিদ্যা বৃত্তিরিতি সমাধিসিক্তৌ তস্তা অবিদ্যায়াঃ
ক্লেশাদিবীজত্বানুপপত্তেঃ বিবেকখ্যাতিপূর্বকসর্ববৃত্তিসম্প-
ন্নাস্তস্তাস্তথাহ প্রদঙ্গাচ্চ । উক্তঞ্চ অস্মিতাদীনাং ক্লেশা-
নামবিদ্যানিদানত্বম্ । অবিদ্যাক্ষেত্রত্বমিত্যেবাং প্রস্তুপ্তত্ব-
বিচ্ছিন্নমোদারাগামিতি । তত্র প্রস্তুপ্তং প্রবোধসহকার্য-
ভাবেনানভিব্যক্তিঃ তদ্বৎ প্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলীকরণং
বিচ্ছিন্নত্বং বলবতা ক্লেশেনাভিভবঃ উদারত্বং সহকারি-
সম্মিধিবশাৎ কার্য্যকারিত্বম্ । তদ্বৎ বাচস্পতিমিশ্রণ
ব্যাসভাষ্যব্যাখ্যায়াং

প্রস্তুপ্তত্বলীনানাং তদ্বৎক্লেশ যোগিনাম্ ।

বিচ্ছিন্নমোদারূপাশ্চ ক্লেশা বিষয়সঙ্গিনামিতি ॥ ৪০ ॥

বিশিষ্টা বিদ্যার ক্লেশাদিপ্রতিকূলত্ব দ্বারা তদ্কারণতার অনুপপত্তি ঘটে ।
তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে । যেহেতু, বৃত্তিকারের বচনানুসারে অবিদ্যমান
বিদ্যা যাহার, তাহারই নাম অবিদ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি । কেননা সমাধিসিক্তি
হইলে, সেই অবিদ্যায় ক্লেশাদির কারণত্ব উপপন্ন হয় না । তথাহি, বলিয়াছেন,
অবিদ্যাই অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের নিদান । এবং প্রস্তুপ্ত, তদ্বৎ, বিচ্ছিন্ন ও
উদার, এই সকলেরও উক্তবক্ষেত্র অবিদ্যা । তন্মধ্যে, প্রবোধসহকারির
অভাব বশতঃ যে অনভিব্যক্তি, তাহার নাম প্রস্তুপ্ত । এইরূপ, তদ্বৎ-
শব্দে, প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা শিথিলীকরণ, বিচ্ছিন্নত্বশব্দে বলবৎ-ক্লেশ-
করণক অভিভব, এবং উদারত্ব শব্দে সহকারির সাম্বিধিবশতঃ কার্য্য-
কারিত্ব । বাচস্পতিমিশ্রণ ব্যাসভাষ্যব্যাখ্যায় ঐরূপ বলিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

দ্বন্দ্ববৎ স্বতন্ত্রপদার্থদ্বয়ানবগম্যাত্তত্ত্বপদার্থপ্রধানত্বে
নাশঙ্কিতম্ । তস্মাৎ পক্ষদ্বয়েইপি ক্লেশাদিনিদানত্বম-
বিদ্যায়াঃ প্রসিদ্ধং হীয়েতেতি চেৎ তদপি ন শোভনং
বিভাতি পৰ্য্যদাসশক্তিমাশ্রিত্যবিদ্যাশব্দেন বিদ্যা-
বিরুদ্ধস্য বিপর্যয়জ্ঞানস্বাভিধানমিতি বৃদ্ধৈরঙ্গীকারাৎ ।

তদাহ

নামধাত্বর্থযোগে তু নৈব নঞ্ প্রতিষেধকঃ ।

বদত্যত্রাক্ষণা ধর্মাবশ্যমাত্রবিরোধিনাবিতি ॥

বৃদ্ধপ্রয়োগগম্যা হি শব্দার্থাঃ সর্ব্ব এব নঃ ।

তেন যত্র প্রযুক্তো যো ন তস্মাদপনীয়ত ইতি ॥ ৪১ ॥

বাচস্পতিমিশ্রৈরপ্যুক্তং লোকাধীনাবধারণো হি
শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ লোকে চোত্তরপদার্থপ্রধানস্তাপি নঞ
উত্তরপদাভিধেয়োপমর্দকস্য তদ্বিরুদ্ধতয়া তত্র তত্রোপ-

দ্বন্দ্ববৎ স্বতন্ত্র পদার্থদ্বয়ের অনবগতি প্রযুক্ত উত্তরপদার্থপ্রধানত্ব
আশঙ্কিত হয় না। এই কারণে পক্ষদ্বয়েও অবিদ্যার ক্লেশনিদানত্বের
অপগম হয় না। এরূপ মতবাদও সঙ্গত হইতে পারে না।
কেননা, বৃদ্ধগণ স্বীকার করিয়াছেন, পৰ্য্যদাসশক্তি আশ্রয় করিয়া,
অবিদ্যাশব্দ দ্বারা বিদ্যাবিরুদ্ধ বিপর্যয়জ্ঞানের অভিধান হইয়া থাকে।
তথাহি বলিয়াছেন, নামধাত্বর্থযোগে নঞ্ প্রতিষেধক হয় না। সমুদায়
শব্দার্থ বৃদ্ধপ্রয়োগগম্য। তৎকর্তৃক যাহাতে য.হা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইতে
অপনীত হয় না ॥ ৪১ ॥

বাচস্পতিমিশ্রও বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থ উভয়ের যে সম্বন্ধ, তাহার
অবধারণা লোকের অধীন। কেননা, লোকে নঞ্ উত্তরপদার্থপ্রধান
হইলেও, উত্তরপদার্থের উপমর্দক হইয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধতা দ্বারা

লঙ্কেরিহাপি তদ্বিরুদ্ধে প্রবৃতিরিতি । এতদেবাভি-
প্রত্যোক্তং অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্মস্ব নিত্যাশুচিস্বা-
খ্যাতিরবিদ্যেতি । অতস্মিন্দবুদ্ধির্ব্বিপৰ্য্যয়ঃ ইত্যুক্তং
ভবতি তদযথা অনিত্যে ঘটাদৌ নিত্যত্বাভিমান অশুচৌ
কার্য্যাদৌ শুচিত্বপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

স্থানাদীভাদবচ্ছান্মিষ্যন্মামিধনাদপি ।

কায়মাধেষশৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হশুচিং বিছুরিতি ॥

পরিণামতাপসংস্কারৈর্গুণবৃত্তিনিরোধাক্ষ দুঃখমেব
সৰ্ব্বং বিবেকিন ইতি জ্ঞানেন দুঃখে অক্চন্দনবনিতাদৌ
স্বখস্বারোপঃ অনাত্মনি দেহাদাবাত্মবুদ্ধিঃ । তদুক্তং

অনাত্মনি চ দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্ত দেহিনাং ।

অবিদ্যা তৎকৃতো বন্ধস্তম্মাশৌ মোক্ষ উচ্যত ইতি ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্বং স্থলে তাহার উপলব্ধিই ইহার কারণ । এখানেও তদ্বিরুদ্ধে প্রবর্তনা
হইয়াছে, ইত্যাদি । এইরূপ অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, অনিত্য, অশুচি,
দুঃখ ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য, শুচি, স্বখ ও আত্মখ্যাতির নাম অবিদ্যা ।
পুনশ্চ, বলিয়াছেন, অতঃ্বে তদ্বুদ্ধির নাম বিপর্য্যয় । যেমন, অনিত্য
ঘটাদিতে নিন্যত্বাভিমান, এবং অশুচি কার্য্যাদিতে শুচিত্বপ্রত্যয় ॥ ৪২ ॥

পরিণামতাপসংস্কার দ্বারা গুণবৃত্তির নিরোধপ্রযুক্ত, বিবেকের
পক্ষে সমুদায়ই দুঃখ, ইত্যাদি জ্ঞানানুসারে, অক্চন্দনবনিতাদি রূপ দুঃখে
স্বখত্বের আরোপ ও অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে ।
তথাহি, বলিয়াছেন অনাত্ম দেহাদিতে দেহিগণের যে আত্মবুদ্ধি, তাহার
নাম অবিদ্যা । এই অবিদ্যাকৃত যে বন্ধনসংঘটন হয়, তাহার নাশকেই
মোক্ষ বলে ॥ ৪৩ ॥

এবমিয়মবিদ্যা চতুষ্পাদা ভবতি । নহেতেষ্যবিদ্যা-
বিশেষেষু কিঞ্চিদনুগতং সামান্যলক্ষণং বর্ণনীয়ং অন্যথা
বিশেষস্তাসিদ্ধেঃ । তথাচোক্তং ভট্টাচার্য্যে:

সামান্যলক্ষণং ত্যক্ত্বা বিশেষশ্চৈব লক্ষণম্ ।

ন শক্যং কেবলং বক্তু মতোহপ্যস্ত ন বাচ্যতেতি ॥৪৪॥

তদপি ন বাচ্যমতস্মিন্স্তদ্বুদ্ধিরিতি সামান্যলক্ষণাভি-
ধানেন দত্তোত্তরত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োরহমস্মীত্যেকতাভিমানোহস্মিতা । তদ-
প্যুক্তং দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্বাভিমানোহস্মিতেতি ॥৪৬॥

স্বথাভিজ্ঞস্ত স্বথানুস্মৃতিপূর্বকঃ স্বথসাধনেষু তৃষ্ণা-
রূপো গর্ভো রাগঃ ॥ ৪৭ ॥

এই-রূপে এই অবিদ্যা চতুষ্পাদযুক্ত হইয়া থাকে । উল্লিখিত অবিদ্যা-
সম্বন্ধ চতুষ্পাদের কিঞ্চিং সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করা কর্তব্য । সামান্য লক্ষণ
বর্ণনা না করিলে, বিশেষের অসিদ্ধি হয় । তথাহি, ভট্টাচার্য্যসম্প্রদায়
বলিয়াছেন, সামান্য লক্ষণ ত্যাগ করিয়া, বিশেষের লক্ষণ কেবল বর্ণনা
করা সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ৪৪ ॥

এ কথা বলিতে পারা যায় না । কেননা, অবস্ততে বস্তবুদ্ধি, ইত্যাদি
সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করাতেই তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্ব ও পুরুষ, এই উভয়ের অহমস্মি অর্থাৎ আমিই ইত্যাকারে
একতাভিমানকে অস্মিতা বলে । তথাহি, বলিয়াছেন, দৃক্ ও দর্শনশক্তি,
উভয়ের একতাভিমানের নাম অস্মিতা ॥ ৪৬ ॥

স্বথাভিজ্ঞের স্বথসাধনসমূহে স্বথানুস্মৃতিপূর্বক তৃষ্ণারূপ গুণুতার
নাম রাগ ॥ ৪৭ ॥

দুঃখজ্ঞস্ত তদনুস্মৃতিপুরঃসরস্তৎসাধনেষু নিন্দা দ্বেষঃ
তদুক্তং স্খানুশয়ী রাগঃ দুঃখানুশয়ী দ্বেষ ইতি । কিমত্রো-
নুশয়িশব্দে তাচ্ছীল্যার্থে গিনিরিনির্ব্বা মত্বর্থী যোহভিমতঃ
নাদ্যঃ স্প্যজাতৌ গিনিস্তাচ্ছীল্য ইত্যত্র স্পীতি বর্তমানে
পুনঃ স্বেগ্রহণস্ত উপসর্গনিবৃত্ত্যর্থেন সোপসর্গাদ্ধাতোর্গি-
নেরনুৎপত্তেঃ যথাকথঞ্চিদঙ্গীকারেহপি অচোঽগ্নিতীতি
বুদ্ধিপ্রসক্তাবতিশয়াদিপদবদনুশয়িপদস্ত প্রয়োগপ্রসঙ্গাৎ
ন বিতীয়ঃ ।

একাক্ষরাৎ কৃতো জাতেঃ সপ্তম্যাক্ষ ন তৌ স্মৃতা-
বিতি তৎপ্রতিষেধাদত্র চানুশয়শব্দস্তাজন্ত্বেন কৃদন্তস্তাৎ ।
তস্মাদনুশয়িশব্দে ছরুপপাদ ইতি চেৎ নৈতদ্ভদ্রং ভাবান-

দুঃখজ্ঞের তদনুস্মৃতিপুরঃসর তৎসাধনসমূহে নিন্দার নাম দ্বেষ ।
তথাহি, বলিয়াছেন, স্খানুশয়ী রাগ এবং দুঃখানুশয়ী দ্বেষ । এস্থলে জিজ্ঞাস্য
এই, তাচ্ছীল্যার্থে গিনি অথবা ইনি প্রত্যয় করিয়া, এই অনুশয়ী শব্দ নিষ্পন্ন
হইয়াছে ? ইহার উত্তর এই, তাচ্ছীল্যার্থে গিনিপ্রত্যয় হয় নাই । কেননা,
স্প্যজাতৌ গিনিস্তাচ্ছীল্যে ইত্যাদি স্মৃতানুসারে স্প-বর্তমানে পুনরায়
স্পগ্রহণ করিলে, উপসর্গনিবৃত্ত্যর্থ স্বটিয়া থাকে । তদ্বিশায় উপসর্গ
সহিত ধাতুর উত্তর নিনির অনুৎপত্তি হয় । যথাকথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করি-
লেও, অচোঽগ্নি ইত্যাদি স্মৃতানুসারে বুদ্ধিপ্রসক্তি স্বটিয়া থাকে ।
তাহাতে, অতিশয়ী প্রভৃতি পদের ন্যায় অনুশয়িপদের প্রয়োগপ্রসঙ্গ
উপস্থিত হয় । দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে । কেননা, অনুশয়শব্দ অজন্ত
বলিয়া কৃদন্ত । তবে, অনুশয়িশব্দসাধন করা দুঃসাধ্য । এরূপ মনে করণও

ববোধঃ প্রায়িকান্তিগ্রাসমিদং বচনম্ । অতএবোক্তং
বৃত্তিকারেণ

ইতিকরণো বিবক্ষার্থঃ সর্বত্রাভিসম্বধ্যত ইতি । তেন
কচিদ্ভবতি কার্য্যৌ কার্য্যিকন্তু লী তল্লীক ইতি তথাচ
কদন্তাৎ জাতেশ্চ প্রতিষেধস্ত প্রায়িকত্বম্ । অনুশয়শব্দস্ত
কদন্ততয়া ইনৈরুপপত্তিরতি সিদ্ধং ॥ ৪৮ ॥

পূর্বজন্মানুভূতমরণদুঃখানুভববাসনাবলাৎ সর্বশ্চ
প্রাণভৃশ্মাত্ৰাত্মাকুরেরা চ বিদুষঃ সঞ্জায়মানঃ শরীরবিষয়াদে-
শ্মম বিয়োগো মা ভূদিতি প্রত্যহং নিমিত্তং বিনা প্রবর্ত-
মানো ভয়রূপোহভিনিবেশঃ পঞ্চমঃ ক্লেশঃ । মা চ ভূবং হি
ভূয়াসমিতি প্রার্থনায়াঃ প্রত্যাত্মমুভবসিদ্ধহাৎ । তদাহ
স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথারূঢ়োহভিনিবেশ ইতি ।

প্রশস্তকর নহে । কেননা, ভাবের অনবরোধবশতঃ এই বচন প্রায়ি-
কান্তিপ্রাপ্ত ।

এইজন্যই বৃত্তিকায় বলিরাছেন, ইতিকরণ বিবক্ষার্থের সর্বত্রই সম্বন্ধ
অছে ।

বৃত্তিকারের এই বচনানুসারে কোথাও কার্য্যস্থলে কার্য্যিক, এবং
তল্লীস্থলে তল্লীক হইয়া থাকে । ইত্যাদি নিয়মে অনুশয়িশব্দ কদন্ত
বলিয়া, ইনিপ্রত্যয়ের উপপত্তি সিদ্ধ হইল ॥ ৪৮ ॥

পূর্বজন্মানুভূত মরণদুঃখের অনুভববাসনাবলে কৃমি হইতে বিদ্বান্
পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীরই প্রত্যহ নিমিত্ত বিনা, আমার শরীরবিষয়াদির
যেন বিয়োগ না হয়, এইরূপে প্রবর্তমান ভয়রূপ অভিনিবেশ সমুদ্ভূত
হয় । উহাই পঞ্চম ক্লেশ । উক্তরূপ প্রার্থনা প্রত্যেক আত্মাতেই অম-
ভবসিদ্ধ । এই অবিদ্যাাদি পঞ্চ পদার্থ সাংসারিক বিবিধ দুঃখোপহারেব

তে চাবিদ্যাভয়ঃ পঞ্চ সাংসারিকবিবিধদুঃখোপহারহেতু-
ত্বেন পুরুষঃ ক্রিয়ান্তীতি ক্রেশাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৪৯ ॥

কৰ্ম্মাণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধরূপাণি জ্যোতিষ্কোমত্রক্ষ-
হত্যাदीনি বিপাকাঃ কৰ্ম্মফলানি জাত্যাযুৰ্ভোগাঃ আফল-
বিপাকাচ্চিত্তভূমৌ শেরত ইত্যশয়াঃ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসংস্কারাঃ
তৎপরিপল্লিচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ নিরোধো নাভাব-
মাত্রমভিমতং তস্মৈ তুচ্ছত্বেন ভাবরূপসংস্কারজননক্ষমত্বা-
সম্ভবাৎ কিন্তু তদাশ্রয়ো মধুমতীমধুপ্রতীকাবিশোক।
সংস্কারশেষতাব্যাপদেশঃ চিত্তস্বাবস্থাবিশেষঃ নিরুধ্যন্তে-
শ্চিন্ম প্রমাণাদ্যাশ্চিত্তবৃত্তয় ইতি ব্যুৎপত্তেরূপপত্তেঃ ॥ ৫০ ॥
অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বৃত্তিনিরোধঃ । তত্র স্থিতো

হেতু বলিয়া, পুরুষের ক্রেশ প্রদান করে; এই কারণে ক্রেশশব্দে
প্রসিদ্ধ ॥ ৪৯ ॥

কৰ্ম্মশব্দে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ স্বরূপ। যেমন, জ্যোতিষ্টোম ও
ব্রহ্মহত্যাदि। বিপাকশব্দে কৰ্ম্মফল। যেমন জাতি ও আয়ুৰ্ভোগ।
ফলবিপাক পর্য্যন্ত চিত্তভূমিতে শয়ন অর্থাৎ অবস্থিতি করে, এই অর্থে
আশ্রয়। যেমন, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসংস্কার। ইহাদের প্রতিকূল চিত্তবৃত্তিসমূহের
নিরোধকে যোগ বলে। নিরোধশব্দে অভাবমাত্র অভিमत নহে। কেননা,
তাহা তুচ্ছ বলিয়া, চিত্তের ভাবরূপ সংস্কারজননে তাহার ক্ষমতা সম্ভব
হয় না। কিন্তু মধুমতীপ্রভৃতি নামক অবস্থাবিশেষ তাহার আশ্রিত।
কেননা, প্রমাণাদি চিত্তবৃত্তিসমূহ ইহাতে নিরুদ্ধ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তির
উপপত্তি ইহার হেতু ॥ ৫০ ॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ উপায়ে বৃত্তিনিরোধ হয়। তন্মধ্যে

যদ্বোভ্যাসঃ । প্রকাশপ্রবৃত্তিরূপবৃত্তিরহিতস্ত চিত্তস্ত
স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামবিশেষঃ স্থিতিঃ । তন্নিমিত্তীকৃত্য
যত্নঃ পুনঃ পুনস্তথাত্বেন চেতসি নিবেশনমভ্যাসঃ । চক্ষুণি
দ্বীপিনং হস্তীতিবন্নিমিত্তার্থে সপ্তমীতু্যুক্তং ভবতি ॥৫১॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং
ঐহিকপারত্রিকবিষয়াদৌ দোষদর্শনান্নিরভিলাষস্ত মমৈতে
বিষয়া বশ্যাঃ নাহমেতেষাং বশ্য ইতি বিমর্শো বৈরাগ্য-
মিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৫২ ॥

সমাধিপরিপস্থিক্রেশতনুক্রণার্থং সমাধিলাভার্থক
প্রথমং ক্রিয়াযোগবিধানপরেণ যোগিনা ভবিতব্যং
ক্রিয়াযোগসম্পাদনে অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ সম্ভবাৎ ।

স্থিত যত্নের নাম অভ্যাস । প্রকাশপ্রবৃত্তিরূপ-বৃত্তিরহিত চিত্তের স্বরূপনিষ্ঠ
পরিণামবিশেষের নাম স্থিতি । ইহকে নিমিত্ত করিয়া যত্ন অর্থাৎ পুনঃপুনঃ
তদবস্থায় চিত্তে নিবেশনের নাম অভ্যাস । এখানে চক্ষুণি অর্থাৎ চক্ষুর
অন্য দ্বীপিকে বিনাশ করে, ইত্যাদিবৎ নিমিত্তার্থে সপ্তমীবিভক্তি, এইরূপ
উক্ত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে তৃষ্ণানুশ্রবের বশীকার সংজ্ঞার নাম বৈরাগ্য ।
ঐহিক পারত্রিক বিষয়াদিতে দোষদর্শনবশতঃ অভিলাষশূন্য পুরুষ, এই
সকল বিষয় আমার বশ্য হউক, আমি যেন ইহাদের বশীভূত না হই,
এইরূপে যে বিমর্শ করেন, তাহাকেই বৈরাগ্য বলে ॥ ৫২ ॥

সমাধির প্রতিকূল ক্রেশ সকলের তনুক্রণ ও সমাধিলাভ, এই উভয়
বিধ ব্যাপার বিধানার্থ যোগী ব্যক্তি প্রথমে ক্রিয়াযোগবিধানে তৎপর
হইবেন । কেননা, ক্রিয়াযোগসম্পাদনে অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়েরই

তদ্বক্তং ভগবতা

আরুৰুক্ষোশ্মু নৈৰ্যোগং কৰ্ম কাৰণমুচ্যতে ।

যোগাৰুঢ়শ্চ তত্শৈব শমঃ কাৰণমুচ্যতে ইতি ॥ ৫৩ ॥

ক্রিয়াযোগশ্চোপবিষ্টঃ পতঞ্জলিনা তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-
প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ইতি । তপঃস্বরূপং নিরূপিতং
যান্তবন্ধেন

বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রায়ণাদিভিঃ ।

শরীরশোষণং প্রাক্তপসাং তপ উত্তমমিতি ॥ ৫৪ ॥

প্রণবগায়ত্রীপ্রভৃतीनामध्ययनं स्वाध्याय इति ।
ते च मन्त्रा द्विविधाः वैदिकान्ताज्जिकान्श्च । वैदिकाश्च
द्विविधाः प्रगीता अप्रगीताश्च । तत्र प्रगीताः सामानि ।
अप्रगीताश्च द्विविधाः छन्दोवद्भान्तद्विलक्षणाश्च । तत्र

সম্ভব হইয়া থাকে । ভগবান্ তাহা বলিয়াছেন । যথা, যোগারোহণে
অভিলাষী মূনির কৰ্মই কাৰণরূপে কথিত হয় । এবং যোগে আরুঢ়
হইলে, শামই কাৰণস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ উপদেশ করিয়াছেন । যথা, তপঃ, স্বাধ্যায়
ঈশ্বরপ্রণিধান, এই সকলের নাম ক্রিয়াযোগ । যান্তববাক্য তপস্যার স্বরূপ
নিরূপণ করিয়াছেন । যথা, বিধিবিহিত মার্গাচ্ছ্রাসারে কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রায়
অনুষ্ঠানপূৰ্ব্বক শরীর শোষণ করার নাম তপঃশ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়া উক্ত
হয় ॥ ৫৪ ॥

প্রণবগায়ত্রী প্রভৃতির অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে ।

সেই সকল মন্ত্র দ্বিবিধ, বৈদিক ও তাজিক । বৈদিক মন্ত্র আবীর
দ্বৈত্রাকার ; প্রগীত ও অপ্রগীত । তন্মধ্যে সাম সকলকে প্রগীত বলে ।

প্রথমা ঋচঃ দ্বিতীয়া যজুঃষি । তদুক্তং জৈমিনি
 তেষামৃগ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা গীতিষু সামাখ্যাশেষে
 যজুঃশক ইতি ॥ ৫৫ ॥

তন্ত্রেষু কামিকারণপ্রপঞ্চাদ্যাগমেষু যে যে বর্ণি-
 তান্তে তান্ত্রিকাঃ তে পুনর্নৃত্তান্ত্রিবিধাঃ স্ত্রীপুংসক-
 ভেদাতদাহ

স্ত্রীপুংসকত্বেন ত্রিবিধা মন্ত্রজাতয়ঃ ।

স্ত্রীমন্ত্রাঃ বহিজায়ান্তাঃ নমোহস্তাঃ স্ত্র্যনপুংসকাঃ ॥

শেষাঃ পুমান্সন্তে শস্তাঃ সিদ্ধা বশ্যাদিকর্মণীতি ॥ ৫৬ ॥

স্বাপনাদিসংস্কারাভাবেহপি নিরন্তরমন্তদোষত্বেন
 সিদ্ধিহেতুত্বাৎ সিদ্ধত্বম্ । স চ সংস্কারো দশবিধঃ কথিতঃ
 শারদাতিলকে ॥ ৫৭ ॥

অগ্রগীত মন্ত্র ত্রিবিধ, ছন্দোবদ্ধ তদ্বিলক্ষণ । তন্মধ্যে ঋচ সকল ছন্দোবদ্ধ
 এবং যজুঃ সকল তদ্বিলক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

তন্ত্র সকল অর্থাৎ কামিকারণ প্রপঞ্চাদি আগমসমূহে যে যে মন্ত্র
 বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের নাম তান্ত্রিক । তান্ত্রিক মন্ত্র সকল তিনপ্রকার ।
 যথা, স্ত্রীমন্ত্র, পুংমন্ত্র ও নপুংসকমন্ত্র । তন্মধ্যে স্বাহান্ত মন্ত্র সকলকে
 স্ত্রীমন্ত্র, নমোস্ত মন্ত্র সকলকে নপুংসক মন্ত্র এবং অবশিষ্ট মন্ত্রসকলকে পুংমন্ত্র
 বলিয়া থাকে । বশ্যাদিকার্য্যে পুংমন্ত্র সকল প্রযুক্ত । এই সকল মন্ত্রই
 সিদ্ধ ॥ ৫৬ ॥

স্বাপনাদি সংস্কারের অভাবেও সমস্তদোষবিবর্জিত ও তদ্বিলক্ষণ
 সিদ্ধির হেতু হইয়া থাকে । এইজন্য সিদ্ধ । উল্লিখিত সংস্কার দশবিধ ।
 শারদাতিলকে তাহা বলিয়াছেন । যথা ॥ ৫৭ ॥

মন্ত্ৰাণাং দশ কথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ ।
 নির্দোষতাং প্রযান্ত্যাশু তে মন্ত্ৰাঃ সাধুসংস্কৃতাঃ ॥৫৮॥
 জননং জীবনঞ্চৈব তাড়নং বোধনং তথা ।
 অভিষেকোহথ বিমলীকরণাণ্যায়নে পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
 দর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্ৰসংস্কৃয়াঃ ॥ ৬০ ॥
 মন্ত্ৰাণাং মাতৃকাবর্ণাহুকারো জননং স্মৃতম্ ।
 প্রণবান্তরিতান্ কৃষ্ণা মন্ত্ৰবর্ণান্ জপেণ স্থধীঃ ॥ ৬১ ॥
 মন্ত্ৰাণসংখ্যায়া তদ্ধি জীবনং সম্প্রচক্ষতে ।
 মন্ত্ৰবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাস্তম্ ॥ ৬২ ॥
 প্রত্যেকং বায়ুবীজেন তাড়নং তদুদাহৃতম্ ।
 বিলিখ্য মন্ত্ৰবর্ণাংস্ত প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ॥ ৬৩ ॥

মন্ত্ৰ সকলের দশবিধ সংস্কার কথিত হইয়াছে। তত্ত্বং সংস্কারমাত্রেই সিদ্ধি সাধন করে। মন্ত্ৰ সকল সম্যগ্বিধানে সংস্কৃত হইলে, আশু নির্দোষ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন ॥৫৯॥

দর্পণ, দীপন, গুপ্তি, এই দশটা মন্ত্ৰসংস্কার ॥ ৬০ ॥

তন্মধ্যে, মাতৃকাবর্ণ হইতে মন্ত্ৰ সকলের উদ্ধার করাকে জনন বলে। জ্ঞানী পুরুষ মন্ত্ৰবর্ণ সকলকে প্রণবান্তরিত করিয়া, জপ করিবেন ॥ ৬১ ॥

মন্ত্ৰবর্ণের সংখ্যাক্রমে জপ করাকে জীবন বলে। মন্ত্ৰবর্ণ সকল সম্যক্ রূপে লিখিয়া, চন্দনসলিলে তাড়িত করিবে ॥ ৬২ ॥

প্রত্যেক বর্ণকে বায়ুবীজসহায়ে ঐরূপে তাড়ন করাকে তাড়ন বলে। মন্ত্ৰবর্ণ সকল বিশেষরূপে লিখিয়া, তৎসমসংখ্যক করবীরপুষ্প দ্বারা ॥ ৬৩ ॥

মন্ত্ৰাক্ষৰেণ সংখ্যাতৈৰ্হন্যাত্তৰ্ণোদনং মতম্ ।
 স্বতন্ত্ৰোক্তবিধানেন মন্ত্ৰী মন্ত্ৰাৰ্ণসংখ্যা ॥ ৬৪ ॥
 অশ্বখপল্লবৈৰ্মন্ত্ৰমভিষিঞ্চৈবিশুদ্ধয়ে ।
 সক্ষিস্ত্য মনসা মন্ত্ৰং জ্যোতিৰ্মন্ত্ৰেণ নিৰ্দ্ধেহেৎ ॥ ৬৫ ॥
 মন্ত্ৰে মলত্ৰয়ং মন্ত্ৰী বিনলীকরণং হি তৎ ।
 তারব্যোমাগ্নিমনুষ্যক্ জ্যোতিৰ্মন্ত্ৰং উদাহতঃ ॥ ৬৬ ॥
 কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যৰ্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ ।
 বারিবীজেন বিধিবদেতদাপ্যায়নং মতম্ ॥ ৬৭ ॥
 মন্ত্ৰেণ বারিণা মন্ত্ৰে তৰ্পণং তৰ্পণং স্মৃতম্ ।
 তারমায়ারমাযোগো মনোদীপনমুচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

—হনন করাকে বোধন বলে । স্বতন্ত্ৰোক্ত বিধানে মন্ত্ৰবর্ণের সংখ্যানু-
 সারে পরিগৃহীত ॥ ৬৪ ॥

—অশ্বখপত্র দ্বারা বিশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্ৰকে অভিষিক্ত করিবে ;
 ইহারই নাম অভিষেক ।

মনে মনে চিন্তা করিয়া, জ্যোতিৰ্মন্ত্ৰ সহজে মন্ত্ৰে মলত্ৰয় নিৰ্দ্ধন
 করিবে ; ইহারই নাম বিনলীকরণ । যাহা তারব্যোম ও অগ্নিমনুষ্যক্,
 তাহার নাম জ্যোতিৰ্মন্ত্ৰ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

জপ করিয়া কুশোদক দ্বারা মন্ত্ৰের প্রত্যেক বর্ণকে প্রোক্ষিত করিবে ।
 বারিবীজসহায়ে যথাবিধি ঐরূপ করার নাম আপ্যায়ন ॥ ৬৭ ॥

মন্ত্ৰোচ্চ রণসহকারে সলিল দ্বারা মন্ত্ৰে তৰ্পণ করার নাম তৰ্পণ । মন্ত্ৰে
 তার, মায়ী ও রমাবীজ যোগ করার নাম দীপন ॥ ৬৮ ॥

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ।

সংস্কারা দশ মন্ত্রাণাং সর্বভক্ত্যেব গোপিতাঃ ॥ ৬৯ ॥

যৎ কৃৎস্না সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমশ্নুতে ।

রক্তকীলিতবিচ্ছিন্নশৃঙ্গশৃঙ্গাদয়োহপি চ ॥

মন্ত্রদোষাঃ প্রগচ্ছন্তি সংস্কারৈরেভিরুক্তমৈরিতি ॥ ৭০ ॥

তদলমকাণ্ডতাপবক্লেন মন্ত্রশাস্ত্ররহস্যোদঘোষণেন ॥ ৭১

ঈশ্বরপ্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্বাসাং
ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমশুরো ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্ ।

অত্রেদমুক্তং

কামতোহকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্ ।

তৎ সর্বং ত্বয়ি বিচ্যুতং ত্বৎপ্রযুক্তং করোম্যহমিতি ॥ ৭২

জপ্যমান মন্ত্রের গোপন করাকে অপ্রকাশন বলে ।

মন্ত্র সকলের এই দশবিধ সংস্কার সকল ভক্ত্যেই গোপিত হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

সম্প্রদায়ানুসারে ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিলে, মন্ত্রী বাঞ্ছিত ফল ভোগ করেন ।

ঐ সকল উৎকৃষ্ট সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে, রক্ত, কীলিত, বিচ্ছিন্ন, শৃঙ্গ ও শৃঙ্গাদি মন্ত্রদোষ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৭০ ॥

অকাণ্ডে তাণ্ডবের ছায়, মন্ত্রশাস্ত্র সকলের রহস্যোদঘোষণা করায় আর প্রয়োজন নাই ॥ ৭১ ॥

ফলকামনাশূন্য হইয়া, অভিহিত ও অনভিহিত সমুদায় ক্রিয়া পরম-
শুদ্ধ পরমেশ্বরে সমর্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান । এতদ্ব্যপেক্ষে বলা
হইয়াছে, আমি কামতঃ অথবা অকামতঃ শুভাশুভঃ বাহা করিতেছি,

ক্রিয়াফলসংস্থাসৌপি ভক্তিবিশেষাপরপর্যায়ং প্রণি-
ধানমেব ফলাভিসন্ধানেন কর্মকরণাৎ । তথাচ গীয়তে
গীতাস্ত ভগবতা

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুভূত্বা তে সঙ্গোহস্তুকর্মগীতি ॥ ৭৩ ॥

ফলাভিসন্ধৈরুপঘাতকত্বমভিহিতং ভগবন্তিনীলকণ্ঠ-
ভারতীশ্রীচরণৈঃ

অপি প্রযত্নসম্পন্নং কামেনোপহতং তপঃ ।

ন তুষ্ঠয়ে মহেশস্ত শ্রীচরণিমিব পায়সমিতি ॥ ৭৪ ॥

সাঁ চ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানাঙ্গিকা ক্রিয়া যোগ-
সাধনত্বাদেবাং ইতি । শুদ্ধসারোপলক্ষণাবৃত্ত্যাশ্রয়ণেন

তৎ সমস্ত তোমাতে বিস্তৃত করিলাম । যেহেতু, আমি স্বংকর্ষক প্রেরিত
হইয়াই, করিয়া থাকি ॥ ৭২ ॥

যাহার অপর নাম ভক্তিবিশেষ, ক্রিয়াফলসম্প্রদায় সেই প্রণিধানই
বলিয়া পরিগণিত হয় । তথাচ, ভগবান্ স্বঃ গীতাতে বলিয়াছেন, তোমার
কর্ম্মেই যেন অধিকার হয়, কর্ম্মফলে যেন কখন না হয় । তুমি কর্ম্ম-
ফলের হেতুভূত হইও না ॥ ৭৩ ॥

ভগবান্ নীলকণ্ঠ ভারতীশ্রীচরণও ফলাভিসন্ধির উপঘাতকত্ব নির্দেশ
করিয়াছেন । যথা, প্রযত্নসম্পন্ন তপস্যাও কামে উপহত হইলে, কুহুরের
নীচ পায়সের আয়, মহেশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করে না ॥ ৭৪ ॥

এই তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়া যোগ সাধন করে,
এইজন্য যোগনামে অভিহিত । শুদ্ধসারোপলক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া,

নিরূপ্যতে যথায়ুধ্ৰুতমিতি । শুদ্ধসারোপলক্ষণা নাম
লক্ষণাপ্রভেদঃ মুখ্যার্থবোধতদযোগাভ্যাসার্থান্তরপ্রতিপাদনং
লক্ষণা সা দ্বিবিধা রুঢ়িমূল্য প্রয়োজনমূল্য চ । তদুক্তং
কাব্যপ্রকাশে

মুখ্যার্থবোধে তদযোগে রুঢ়িতোহর্থ প্রয়োজনাৎ ।

অন্যোর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়েতি ॥৭৫

তচ্ছব্দেন লক্ষ্যতে ইত্যাত্মাতে শুণীভূতং প্রতি-
পাদনমাত্রং পরামৃশ্যতে । সা লক্ষণেতি প্রতিনির্দিষ্টা-
মানাপেক্ষয়া তচ্ছব্দস্য স্ত্রীলিঙ্গস্বোপপত্তিঃ । তদুক্তং
কৈয়টৈঃ নির্দিষ্টমানপ্রতিনির্দিষ্টমানয়োরৈক্যমাপাদয়ন্তি
সর্বনামানি পর্য্যায়ৈণ তত্তল্লিঙ্গমুপাদনত ইতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কশ্মণি কুশল ইত্যাদি রুঢ়িলক্ষণায় উদাহরণং

ইহা নিরূপণ করা যাইতেছে । শুদ্ধসারোপলক্ষণাশব্দে লক্ষণাপ্রভেদ ।
মুখ্যার্থের বোধ ও তদযোগ, এই উভয় দ্বারা অর্থান্তর প্রতিপাদন করার
নাম লক্ষণা । এই লক্ষণা দুইপ্রকার । যথা, রুঢ়িমূল্য ও প্রয়োজনমূল্য ।
কাব্যপ্রকাশেও এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তচ্ছব্দ দ্বারা যাহা লক্ষ্য করা হয়, এইরূপ বলিলে, শুণীভূত প্রতি-
পাদনমাত্র পরামৃষ্ট হইয়া থাকে । সেই লক্ষণা, ইত্যাদি বিধানে প্রতি-
নির্দেশ্যমানাপেক্ষায় তচ্ছব্দের স্ত্রীলিঙ্গ উপপত্তি হইয়া থাকে । কৈয়ট
তাহা বলিয়াছেন । যথা, সর্বনাম সকল নির্দিষ্ট্যমান ও প্রতিনির্দিষ্ট্যমান
উভয়ের একতা আপাদিত এবং পর্য্যায়ক্রমে তত্ত্বং লিঙ্গ সমাহিত করে ॥৭৬॥

তন্মধ্যে, কশ্মে কুশল ইত্যাদি রুঢ়িলক্ষণার উদাহরণ । আর, কুশ-

কুশান্ লাভীত্যনয়া ব্যুৎপত্ত্যা দর্ভাদানকর্তরি যৌগিকং
কুশলপদং বিবেচকত্বসারূপ্যাৎ প্রবীণে প্রবর্তমানং অনাদি-
বুদ্ধব্যবহারপরম্পরানুপাতিত্বেনাভিধানবৎ প্রয়োজনম-
পেক্য প্রবর্ততে । তদাহ

নিরুঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবদিতি ॥ ৭৭ ॥

তস্মাৎ রুঢ়িলক্ষণায়াঃ প্রয়োজনাপেক্ষা নাস্তি ।
যদ্যপি প্রযুক্তঃ শব্দঃ প্রথমে মুখ্যার্থং প্রতিপাদয়তি
তেনার্থেনার্থান্তরং লক্ষ্যত ইতি অর্থধর্ম্মোয়ং লক্ষণা
তথাপি তৎপ্রতিপাদকে শব্দে সমারোপিতঃ সন্ শব্দ-
ব্যাপার ইতি ব্যপদিশ্যতে । এতদেবাভিপ্রেত্যোক্তোঃ
লক্ষণারোপিতা ক্রিয়েতি ॥ ৭৮ ॥

শব্দের উত্তর গ্রহণশস্যার্থ লাভাতু যোগ করিয়া, কুশলশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
ইহার অর্থ দর্ভাদানকর্তা । এই দর্ভাদানকর্ত্ত তে যৌগিক কুশলপদ
বিবেচকসারূপ্যবশে প্রবীণে প্রবর্তমান রহিয়াছে এবং অনাদিবৃদ্ধ-
ব্যবহারপরম্পরার অনুসারিত্বক্রমে অভিধানের ভ্রায়, প্রয়োজনের অপেক্ষা
না করিয় ই প্রচলিত হইতেছে ।

তথাহি, বলিয়াছেন, কোন কোম নিরুঢ়া লক্ষণা সামর্থ্যবশে অভি-
ধানের ভ্রায় ॥ ৭৭ ॥

সেইজন্য, রুঢ়িলক্ষণার প্রয়োজনাপেক্ষা নাই । যদিও প্রযুক্ত শব্দ
প্রথমে মুখ্যার্থ প্রতিপাদন করে, সেই অর্থের দ্ব রাই অর্থান্তর লক্ষিত হয় ;
এইরূপে অর্থধর্ম্মই লক্ষণা ; তথাপি, তৎপ্রতিপাদক শব্দে শব্দব্যাপার
সমারোপিত হইয়া থাকে ; এইরূপ ব্যপদিষ্ট হয় । এতদভিপ্রায়েই কাব্য-
প্রকাশে বলিয়াছেন, লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ইত্যাদি ॥ ৭৮ ॥

প্রয়োজনলক্ষণা তু ষড়্ বিধা উপাদানলক্ষণা লক্ষণ-
লক্ষণা গোঁণসারোপা গোঁণসাধ্যবসানা শুদ্ধসারোপা
শুদ্ধসাধ্যবসানা চেতি । কুস্তাঃ প্রবিশন্তি মক্ষাঃ ক্রোশন্তি
গৌর্বাহীকঃ গোঁরয়ং আয়ুরেবেদমিতি যথাক্রমমুদাহর-
ণানি দ্রষ্টব্যানি । তত্শক্তং

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থং স্বসমর্পণম্ ।

উপাদানং লক্ষণং চেতুস্তা শুদ্ধৈব সা বিধা ॥

সারোপান্তা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা ।

বিষয়ান্তঃ কৃতেনুগ্নিন্ সা স্তাৎ সাধ্যবসানিকা ॥

ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তথা ।

গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিভেদয়ো লক্ষণা ভেন ষড়্ বিধেতি ॥

তদলং কাব্যমীমাংসামর্থনির্ণাহুনেন ॥ ৭৯ ॥

স চ যোগো যমাদিভেদবশাদষ্টাঙ্গ ইতি নির্দিষ্টঃ ।

তত্র যমা অহিংসাদয়ঃ । তদাহ পতঞ্জলিঃ অহিংসাসত্য-

প্রয়োজনলক্ষণা ষড়বিধ । যথা, উপাদানলক্ষণা, লক্ষণলক্ষণা, গোঁণ-
সারোপা, গোঁণসাধ্যবসনা, শুদ্ধসারোপা এবং শুদ্ধসাধ্যবসানা । যথাক্রমে
উদাহরণ যথা, কুস্ত সকল প্রবেশ করিতেছে, মক্ষ সকল ক্রোশন করি-
তেছে ; গো বাহীক, এই গো, ইত্যাদি । কাব্যমীমাংসার মর্থনির্ণাহুনে আর
প্রয়োজন নাই ॥ ৭৯ ॥

এই যোগ যমাদিভেদবশে অষ্টাঙ্গ, এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে
অহিংসাদির নাম যম । পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য

স্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমা ইতি । নিয়মাঃ শৌচাদয়ঃ ।
তদপ্যাহ শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা
ইতি ॥ ৮০ ॥

এতে চ যমনিয়মা বিষ্ণুপুরাণে দর্শিতাঃ

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্ ।

সেবেত যোগী নিকামো যোগ্যতাং স্বং মনো নয়ন্ ॥ ৮১

স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়মানুবান্ ।

কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি পরং পরস্মিন্ প্রণবৎ মনঃ ॥ ৮২ ॥

এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রাকীর্তিতাঃ ।

বিশিষ্টকলদাঃ কামে নিকামাণাং বিমুক্তিদা ইতি ॥ ৮৩ ॥

স্থিরস্থখমাসনং পদ্মাসনভদ্রাসনবীরাসনস্বস্তিকাসন-
দণ্ডকাসনসোপাশ্রয়পর্য্যঙ্ককৌঞ্চনিষদনোষ্ট্রনিষদনসমসংস্থান-
ভেদাদ্ভবিধম্ ।

ও অপরিগ্রহ, ইহাদের নাম যম । শৌচাদির নাম নিয়ম । তাহাও বলিঃছেন,
শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, জৈশ্বরপ্রণিধান, ইহাদের নাম নিয়ম ॥ ৮০ ॥

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত যমনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা, ব্রহ্মচর্য্য,
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, এই কয়টা যোগী নিকাম হইয়া, সেবন
করিবেন ॥ ৮১ ॥

এবং নিয়মানুবান্ হইয়া, স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ ও তপস্যা এবং
পরব্রহ্মে মনঃসম্মিধান করিবেন ॥ ৮২ ॥

এই যম ও নিয়ম পঞ্চপঞ্চক্রমে প্রাকীর্তিত হইল । ইহারা নিকাম
ব্যক্তিগণের মুক্তি বিধান ও সকামগণের বিশিষ্ট ফল সমাধান করে ॥ ৮৩ ॥

পদ্মাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডকাসন, সোপাশ্রয়,
পর্য্যঙ্ক, কৌঞ্চনিষদন, উষ্ট্রনিষদন এবং সমসংস্থানভেদে স্থিরস্থখাসন দশবিধ ।

পাদাস্থ্যে নিবদীয়াঙ্কস্তাভ্যাং ব্যাংক্রমেণ তু ।

উর্বেষ্ণুরপরি বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা পাদতলে উভে ॥

পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্বেষামভিপূজিতম্ ॥ ৮৪ ॥

ইত্যাदिना याज्जबक्याः पद्मासनादिस्वरूपं निरूपित-
वान् तत् सर्वं तत् एवावगन्तव्यम् । तस्मिन्नासनैश्वर्ये
सति प्राणायामः प्रतिष्ठितो भवति । स च श्वासप्रश्वासयो-
र्गतिविच्छेदस्वरूपः तत्र श्वासो नाम बाह्यश्च वायोरन्तरा-
नयनम् । प्रश्वासः पुनः कौष्ठश्च बहिर्निःसावणम् । तयो-
रुभयोरपि संस्मरणभावः प्राणायामः ॥ ८५ ॥

ননু মেদং প্রাণায়ামসামান্তলক্ষণং তদ্বিশেষে-
ষু রেচকপূরককুস্তকপ্রকারেষু তদনুগতেরোগাদিতিচে-
ন্নৈব দোষঃ সর্বত্রাপি শ্বাসপ্রশ্বাসগতিবিচ্ছেদসম্ভবাৎ

তন্মধ্যে, হে বিপ্রেন্দ্র ! হস্তদ্বয় দ্বারা ব্যাংক্রমাস্থ্যে উভয় পাদাস্থ্যে
নিবদ্ধ ও উভয় পাদতলে উর্ধ্ব উপরি স্থাপন করিবে । তাহা হইলেই,
পদ্মাসন হইবে । এই আসন সকলের অভিপূজিত ॥ ৮৪ ॥

ইতাদি বিধানে যাজ্জবক্য পদ্মাসনাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ।
তৎসমস্ত তাহাতেই অবগত হইবে । এই আসনশৈল্য বিহিত হইলেই,
প্রাণায়াম প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রাণায়াম শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদরূপ ।
তন্মধ্যে, শ্বাসশব্দে বাহ্য বায়ুর অন্তরানয়ন । প্রশ্বাসশব্দে কৌষ্ঠ বায়ুর
বহির্নিঃসারণ । এই উভয়েরই সংস্মরণভাবে প্রাণায়াম বলে ॥ ৮৫ ॥

যদি বল, ইহা প্রাণায়ামের সামান্ত লক্ষণ নহে । কেননা, প্রাণায়ামের
প্রক রভেদস্বরূপ রেচক, পূরক ও কুস্তক প্রকারে তদনুগতির অবগোচর হইয়া
পাকে । ইহার উক্তর এই, তাহাতে দোষ নাই । ইহাব হেতু এই, সর্বত্রও

তথা হি কোষ্ঠস্য বায়োর্বহির্নিঃসরণং রেচকঃ প্রাণা-
 যামঃ প্রশ্বাসদ্বৈন প্রাপ্তকঃ । বায়ুবায়োরন্তর্কারণং চরমঃ
 যঃ শ্বাসরূপঃ । অন্তস্তত্ত্ববৃত্তিঃ কুন্তকঃ যস্মিন্ জলমিষ
 কুন্তে নিশ্চলতয়া প্রাণাখ্যো বায়ুরবস্থাপ্যতে । তত্র
 সর্বত্র শ্বাসপ্রশ্বাসদ্বয়গতিবিচ্ছেদোন্ত্যাবেতি নাস্তি শঙ্কা-
 বকাশঃ । তদুক্তং তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতি-
 বিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম ইতি ॥ ৮৬ ॥

স চ বায়ুঃ সূর্য্যোদয়মারম্ভ্য সার্কিঘটিকাৱয়ং ষটীযন্ত্র-
 স্থিতঘটভ্রমণন্ত্যয়েন একৈকশ্চাং নাড়্যাং ভবতি এবং
 সত্যহর্নিশং শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ ষট্শতাধিকৈকবিংশতিসহ-
 স্রাণি জায়ন্তে । অতএবোক্তং মন্ত্রসমর্পণরহস্যবেদিভির-
 জপামন্ত্রসমর্পণে ॥ ৮৭ ॥

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ সম্ভব হইয়া থাকে । তথাহি, কোষ্ঠ বায়ুর
 বহির্নিঃসরণকে রেচক বলে । পূর্বেই এ কথা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে ।
 যথা, প্রাণায়ামশব্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদস্বরূপ । পুনশ্চ, বহু বায়ুর
 অন্তর্কারণকে প্রক বলে । এই প্রক শ্বাসরূপ । আর, অন্তস্তত্ত্ববৃত্তিব
 নাম কুন্তক । যাহাতে, কুন্তে জলের স্রব, প্রাণাখ্য বায়ু নিশ্চলতাক্রমে
 অবস্থাপিত হয় । এইরূপে সর্বত্রই শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের গতিবিচ্ছেদ
 সঙ্গিত হয় । সূত্রবাং, শঙ্কার অবসর নাই । তথাহি, বলিয়াছেন, তাহা
 হইলে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ প্রাণায়াম ।

ঐ বায়ু সূর্য্যের উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া, সার্কি ঘটিকাৱয়ে ষটীযন্ত্র-
 স্থিত ঘটভ্রমণ ন্যায়ে এক এক নাড়াতে প্রচরিত হয় । এইরূপে দিন রাত্রির
 মধ্যে ষট্শতাধিক একবিংশতি সহস্রবার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিয়া থাকে ।

ষট্শতানি গণেশায় ষট্শহস্রং স্বস্তুবে ।

বিষয়বে ষট্শহস্রঞ্চ ষট্শহস্রং পিনাকিনে ॥ ৮৮ ॥

সহস্রমেকং গুরবে সহস্রং পরমাত্মনে ।

সহস্রমাত্মনে চৈবমর্পয়ামি কৃতং জপমিতি ॥ ৮৯ ॥

তথা নাড়ীসংকরণদশায়াং বায়োঃ সংকরণে পৃথি-
ব্যাদীনি তত্ত্বানি বর্ণবিশেষবশাৎ পুরুষার্থাভিলাষুকৈঃ
পুরুষৈরবগন্তব্যানি । তদুক্তমভিযুক্তৈঃ

সার্কং ঘটীদ্বয়ং নাড়ীরৈকৈকাকৌদয়াৎ বহেৎ ।

আরঘট্টঘটীভ্রান্তিস্থায়ো নাড্যোঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯০ ॥

শতানি তস্মৈ জায়ন্তে নিশ্বাসোচ্চাসয়োর্নব ।

খথষট্ কদ্বিকৈঃ সংখ্যাহোরাত্রে সকলে পুনঃ ॥ ৯১ ॥

এইকৃত্তই মন্বসমর্পণরহস্তবেদিসম্প্রদায় অজপামন্বসমর্পণপ্রসঙ্গে বলি-
য়াছেন ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

আমি কৃত জপের ষট্শত গণেশকে, ষট্শহস্র স্বস্তুকে, ষট্শহস্র
বিষ্ণুকে, ষট্শহস্র পিনাকীকে, একসহস্র গুরুকে, একসহস্র পরমাত্মাকে
এবং একসহস্র আত্মাকে অর্পণ করিয়া থাকি ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

এইরূপ, পুরুষার্থকামুক পুরুষগণ নাড়ীসংকরণদশায় বায়ুর সংকরণ-
সময়ে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সকল বর্ণবিশেষবশে বিদিত হইবেন । পশ্চিতেবা
তাতা বলিয়াছেন,—

স্বর্ষোর উদয় হইতে প্রত্যেক নাড়ী আরঘট্টঘটীভ্রমণস্থায়ৈ সার্কঘটীদ্বয়
বহিষা থাকে ॥ ৯০ ॥

অহোরাত্রের মধ্যে ষট্শতাধিক একবিংশতি সহস্রবার শ্বাস প্রশ্বাস
প্রবাহিত হয় ॥ ৯১ ॥

ষট্‌ত্রিংশদগুণবর্ণানাং যা বেলা ভগ্নে ভবেৎ ।

সা বেলা মল্লতো নাড্যন্তরে সঞ্চরতো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

প্রত্যেকং পঞ্চতন্ত্রানি নাড্যাশ্চ বহমানয়োঃ ।

বহন্ত্যহর্নিশং তানি জ্ঞাতব্যানি যতাস্তিভিঃ ॥ ৯৩ ॥

উর্দ্ধং বহ্নিরধস্তোয়ং তিরশ্চীনঃ সমীপঃ ।

ভূমিমর্দপুটে ব্যোম সর্বগং প্রবহেৎ পুনঃ ॥ ৯৪ ॥

বায়োর্বহ্নেরপাং পৃথ্যা ব্যোম্নত্ত্বং বহেৎ ক্রমাৎ ।

বহন্ত্যারভয়োনাড়্যোজ্ঞাতব্যেহিষং যথাক্রমম্ ॥ ৯৫ ॥

পৃথ্যাঃ পলানি পঞ্চাশচ্ছারিংশতথাস্তসং ।

অগ্নেত্রিশং পুনর্বায়োর্বিশং ভ্রমো দশ ॥ ৯৬ ॥

প্রবাহকালসংখ্যায়ং হেতুর্বিহ্নলয়োঃ ।

পৃথী পঞ্চগুণা তোয়ং চতুর্গুণমথানলঃ ॥ ৯৭ ॥

ষট্‌ত্রিংশদগুণ বর্ণসকলের উচ্চারণে যে সময় লাগে, তাবৎ সময়ে নাড়ীর অন্তরে বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

বহমান নাড়ীদ্বয়ে প্রত্যেক পঞ্চতন্ত্র অহর্নিশ প্রবাহিত হয়। যতাস্তি-
গণের তাহা জানা কর্তব্য ॥ ৯৩ ॥

তন্মধ্যে বহ্নি উর্দ্ধে, জল অধোভাগে, বায়ু তিরশ্চীনক্রমে ভূমি অর্দ-
পুটে এবং আকাশ সর্বত্র বহিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

বায়ু, বহ্নি, জল, পৃথী ও ব্যোম এই সকলের তত্ত্ব যথাক্রমে বহমান
উভয় নাড়ীতে প্রবাহিত হয়। ইহা অবগত হওয়া কর্তব্য ॥ ৯৫ ॥

তন্মধ্যে পৃথিবীতত্ত্ব পঞ্চাশৎপল, জলতত্ত্ব চারিংশৎ, অগ্নিতত্ত্ব ত্রিশং,
বায়ুতত্ত্ব বিংশতি এবং আকাশতত্ত্ব দশপল প্রবাহিত হয় ॥ ৯৬ ॥

ইহাই প্রবাহকালের সংখ্যা। পৃথিবীর পাচ গুণ, জলের চারি গুণ,
অনলেবঃ ॥ ৯৭ ॥

ত্রিগুণো দ্বিগুণো বায়ুর্বিষয়দেকগুণং ভবেৎ ।
 গুণং প্রতি দশপলান্যূর্ব্বাঃ পঞ্চাশদিত্যতঃ ॥ ৯৮ ॥
 একৈকহানিস্তোয়াদেস্তথা পঞ্চ গুণাঃ ক্ষিতেঃ ।
 গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দঃ ক্রমাদমী ॥ ৯৯ ॥
 তদ্বাভ্যাং ভূজলাভ্যাং স্রাং শান্তিকার্যে ফলোন্নতিঃ ।
 দীপ্তাহিরাকিকাকৃত্যে তেজোবায়ব্বরে তু চ ॥ ১০০ ॥
 পৃথ্যাণ্ডেজোমরুদ্ব্যোমতদ্বানাং চিহ্নমুচ্যতে ।
 আদ্যে স্বৈর্য্যং স্বচিভসং শৈভ্যে কামোদ্ভবো ভবেৎ ॥ ১০১ ॥
 তৃতীয়ে কোপসত্ত্বপৌ চতুর্থে চঞ্চলায়তা ।
 পঞ্চমে শূন্যতৈব স্রাদথবা ধর্ম্মবাসনা ॥ ১০২ ॥
 ত্রৈত্যোরঙ্গুষ্ঠকৌ মধ্যাঙ্গুল্যো নাসাপুটদ্বয়ে ।
 স্কন্ধগোঃ প্রান্ত্যকোপান্ত্যঙ্গুলী শেষে দৃগন্তয়োঃ ॥ ১০৩ ॥

—তিন গুণ, বায়ুর দুই গুণ এবং আকাশের একমাত্র গুণ । গুণের
 প্রতি দশ পল । তদ্বিধায় পৃথিবীর পঞ্চাশ পল নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৯৮ ॥
 গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, যথাক্রমে ঐ সংখ্যার গুণ । তন্মধ্যে
 পৃথিবীর পাঁচ গুণ । তোয়াদির এক এক গুণ ॥ ৯৯ ॥
 পৃথ্যাতত্ত্ব ও জনতত্ত্ব উভয় তত্ত্ব দ্বারা শান্তিকার্যে ফলোন্নতি হয় ॥ ১০০ ॥
 উক্ত পৃথাদি পঞ্চ তত্ত্বের চিহ্ন উল্লিখিত হইতেছে । আদ্যে স্বচিভের
 স্বৈর্য্য, শৈভ্যে কামোদ্ভব ॥ ১০১ ॥
 —তৃতীয়ে কোপ ও সত্ত্বাপ, চতুর্থে চঞ্চলায়তা এবং পঞ্চমে শূন্যতা
 অথবা ধর্ম্মবাসনা হইয়া থাকে ॥ ১০২ ॥
 উভয় কর্ণ, উভয় অঙ্গুষ্ঠ, উভয় মধ্যাঙ্গুলি, উভয় নাসাপুট, উভয়
 স্কন্ধগির প্রান্ত্যকোপান্ত্য অঙ্গুলীশেষ, উভয় দৃগন্ত ॥ ১০৩ ॥

অস্তান্তুপৃথিব্যাদিতত্ত্বজ্ঞানং ভবেৎ ক্রমাৎ ।

পাতিশ্বেতারুণশ্যামৈর্বিবিন্দুভিনীৰূপাধিখমিত্যাদিনা ১০৪

যথাবদ্বায়ুতত্ত্বমবগম্য তন্মিয়মানে বিধীয়মানে বিবেক-
জ্ঞানাবরণকর্ষক্ষয়ো ভবতি । তপো ন পরং প্রাণায়ামা-
দিতি ।

দহ্যন্তে ধায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ

প্রাণায়ামৈস্ত দহ্যন্তে তবদিন্দ্রিয়পন্নগা ইতি চ ॥ ১০৫ ॥

তদেৎ যমাদিভিঃ সংস্কৃতমনস্কস্ত যোগিনঃ সংযম-
প্রত্যাহারঃ কর্তব্যঃ চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রতিনিয়ত-
রঞ্জনীয়কোপনীয়গোহনীয়প্রবণত্বপ্রহাণেনাৎকৃতস্বরূপপ্রণব-
চিভানুকারঃ প্রত্যাহারঃ ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ প্রতীপ-
মাহ্রিয়ন্তেহস্মিমিতিব্যাৎপভেঃ ॥ ১০৬ ॥

এই সকলে ত্রাস করিলে, যথাক্রমে পৃথিব্যাদির তত্ত্বজ্ঞান হইয়া
থাকে ॥ ১০৪ ॥

যথাবৎ বায়ুতত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহার নিয়মন করিলে, বিবেক-
জ্ঞানের আবরণ কর্ণের ক্ষয় হয় । প্রাণায়াম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্তা নাই ।
ধাতুনকলকে দগ্ধ করিলে, তাহাদের বল যেমন পুড়িয়া যায়, তদ্বৎ প্রাণা-
য়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়পন্নগসকল দগ্ধ হয় ॥ ১০৫ ॥

অতএব, উক্তরূপে যমনিয়মাদি দ্বারা মন সংস্কৃত হইলে, যোগী পুরুষ
সংযমপ্রত্যাহারে প্রবৃত্ত হইবেন । তন্মধ্যে, চক্ষুর্বা দ ইন্দ্রিয় সকলের
প্রতিনিয়ত রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মেহনীয়-প্রবণতার পরিচাণ দ্বারা অবি-
কৃতস্বরূপ প্রণবচিত্তের অনুকার করার নাম প্রত্যাহার । ইন্দ্রিয়দিগকে
বিষয়প্রতীপকরন আহারণ করা যায় ইহাতে, এইজন্ত নাম প্রত্যাহার ।
ইহাই প্রত্যাহারের ব্যুৎপত্তি ॥ ১০৬ ॥

ননু তদা চিত্তমভিনিবিশতে নৈশ্চিয়ানি তেষাং বাহ্য-
বিষয়ত্বেন তত্র সামর্থ্যাভাবাদতঃ কথং চিত্তানুকারণঃ শ্রদ্ধা
অত এব বস্তুতত্ত্বাসম্ভবমভিসন্ধায় সাদৃশ্যার্থমিবশব্দধকার
সূত্রকারঃ স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকারণেবেশ্চি-
য়ানাং প্রত্যাহার ইতি ॥ ১০৭ ॥

সাদৃশ্যঞ্চ চিত্তানুকারণনিমিত্তং বিষয়াসম্প্রয়োগঃ যদা
চিত্তং নিরুধ্যতে তদা চক্ষুরাদীনাং নিরোধে প্রযত্নান্তরং
নাপেক্ষণীয়ং যথা মধুকররাজঃ মধুমক্ষিকা অনুবর্তন্তে
তথেন্দ্রিয়ানি চিত্তমিতি তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে

শব্দাদিস্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষানি যোগবিৎ ।

কুর্য্যচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণ ইতি ॥ ১০৮ ॥

যদি বল, তৎকালে চিত্তই অভিনিবিষ্ট হয় ; ইন্দ্রিয় সকল হয় না ।
কেননা, তাহারা বাহ্য-বিষয় বলিয়া, তাহাতে সমর্থ নহে । অতএব কিরূপে
চিত্তানুকারণ সম্ভবিত্তে পারে ? এই কারণে বস্তুতঃ তাহ র
অসম্ভব অভিসন্ধিত করিয়া, স্বত্রকার সাদৃশ্যার্থ ইবশব্দ প্রয়োগ
করিয়াছেন ॥ ১০৭ ॥

যখন চিত্তকে নিবোধ করা যায়, তৎকালে, চক্ষুরাদিয় নিরোধে
প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না । ইহা ব দৃষ্টান্ত, যেমন মধুমক্ষিকার
মধুকররাজের অনুবর্তী হয়, ইন্দ্রিয় সকলও তৎ চিত্তের অনুবর্তন করে ।
বিষ্ণুপুরাণে ইহা বলিয়াছেন । যথা, যোগবিৎ পুরুষ প্রত্যাহারপরায়ণ
হইয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে নিগৃহীত করিয়া, চিত্তের
অনুকারী করিবেন । ১০৮ ।

বশ্যতা পরমা তেন জ্ঞায়তেহতিচলান্ননঃ ।

ইন্দিয়ানামবশ্যৈস্তৈর্যোগী যোগস্ত সাধক ইতি ॥

নাভিচক্রহৃদয়পুণ্ডরীকনাড্যাগ্রাদাবাধ্যাত্মিকে হিরণ্য-
গৰ্ভবাসপ্রজ্ঞাপতিপ্রভৃতিকে বাহ্যে বা দেশে চিত্তস্ত
বিষয়ান্তবপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা । তদাহ দেশ-
বন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণেতি পৌরাণিকাস্চ

প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেन्द्रিয়ম্ ।

বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়মিতি ॥ ১০৯॥

তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়াবলম্বনস্ত প্রত্যসদ্য বিসদৃশ-
প্রত্যয়গ্রহণেন প্রবাহো ধ্যানং । তদুক্তং তত্র প্রত্যয়েক-
তানতা ধ্যানমিতি । অন্তেরপ্যুক্তং

তদ্রূপপ্রত্যয়েকাগ্রা সন্ততিশ্চানুনিষ্পৃহা ।

তদ্ব্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ যদ্ভিনীর্ষাদ্যতে তথেন্তি ॥ ১১০॥

নাভিচক্রহৃদয়পুণ্ডরীকনাড়ীর অগ্রাদিতে আধ্যাত্মিক হিরণ্য-
গৰ্ভবাস-প্রজ্ঞাপতি-প্রভৃতিক বাহ্য দেশে চিত্তের বিষয়ান্তবপরিহারসহ-
কারে স্থিরীকরণকে ধারণা বলে । তাহা বলিয়াছেন, যথা, দেশবন্ধ চিত্তের
ধারণা । পৌরাণিকেরাও বলেন, প্রাণায়াম দ্বারা পবন ও প্রত্যাহার দ্বারা
ইন্দ্রিয় বশীকৃত করিয়া, পরে শুভাশ্রয় চিত্তস্থান বিধান করিবে ॥ ১০৯॥

উল্লিখিত দেশে ধ্যেয়াবলম্বন প্রত্যয়ের বিসদৃশ-প্রত্যয়-গ্রহণ দ্বারা
প্রবাহের নাম ধ্যান । তাহা বলিয়াছেন, যথা, তথায় প্রত্যয়ের একতান-
তাকে ধ্যান বলে । অন্তেরাও বলিয়া থাকেন, যাহা তদ্রূপ প্রত্যয়েকাগ্রা
এবং যাহাতে বিষয়ান্তবের নিষ্পৃহা নাহি, তাদৃশ সন্ততিকেই ধ্যান বলে ।
প্রথম যদ্ভিব্ধ অঙ্গ দ্বারা তাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

প্রসঙ্গাচ্চরমমঙ্গং প্রাগেব প্রাত্যপীপদামঃ ।

তদনেন যোগানুষ্ঠানেনাদরনৈরন্তর্য্যাদীর্ঘকাল-
সেবিতেন সমাধিপ্রতিপক্ষক্লেশপ্রক্ষয়েহ্ভ্যাসবৈরাগ্যবশা-
মধুমত্যাদিসমাধিলাভো ভবতি ॥ ১১১ ॥

অথ কিমেবমকস্মাদস্মানতিবিকটভিরত্যস্তাঃ প্রসি-
দ্ধাভিঃ কণাটগোড়লাটভাষাভির্ভীষয়তে ভবান্ । নহি
বয়ং ভবন্তং ভীষয়ামহে কিন্তু মধুমত্যাদিপদার্থব্যুৎপাদনেন
তোষয়ামঃ ততশ্চাকুতোভয়েন ভবতাঃ শ্রয়তামবধা-
নেন ॥ ১১২ ॥

তত্র মধুমতী নামাত্যাসবৈরাগ্যাদিবশাদপান্তরজন্তু-
মোলেশসুখপ্রকাশময়সত্ত্বাবনয়ানবদ্যবৈশারদ্যবিদ্যোতন-

প্রসঙ্গক্রমে চরম অঙ্গ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ
আদরনৈরন্তর্য্য সহকারে দীর্ঘকালসেবিত যোগানুষ্ঠান দ্বারা সমাধির
প্রতিপক্ষ ক্লেশসমূহের প্রক্ষয় হইলে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যবশে মধুমত্যাদি
সমাধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

তুমি কি আমাদেরগকে এইরূপে অকস্মাৎ অতি বিকট ও অত্যন্ত
অপ্রসিদ্ধ কণাট-গোড়লাট-ভাষা দ্বারা বিভীষিত করিতেছ ? আমরা
তোমাকে ভয় দেখাইতেছি না । কিন্তু মধুমতীপ্রভৃতি পদার্থের ব্যুৎপাদন
দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছি । অতএব, তুমি অকুতোভয়ে অবধনসহকারে
শ্রবণ কর ॥ ১১২ ॥

তন্মধ্যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদিবশে রজন্তুমোলেশ অপান্ত ও সুখ-
প্রকাশময় সত্ত্বাবনয়ার উদয় হইলে, অনবদ্য-বৈশারদ্য-বিদ্যোতনস্বরূপ

রূপযুক্তস্তরপ্রখ্যাসমাধিসিদ্ধিঃ । তদুক্তং ঋতস্তরা তত্র
 প্রজ্ঞেতি । ঋতং সত্যং বিভর্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্য-
 য়েণাচ্ছাদ্যতে তত্র স্থিতৌ দার্ঢ্যে সতি দ্বিতীয়স্ত যোগিনঃ
 সা প্রজ্ঞা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

চত্বারঃ খলু যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ প্রথমকল্লিকো মধু-
 ভূমিকঃ প্রজ্ঞাজ্যোতিরিতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি । তত্রাত্মানী
 প্রবৃতিমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ । ন ত্বেনে পরচিত্তাদিগোচর-
 জ্ঞানরূপং বৈ জ্যোতির্বশীকৃতমিত্যুক্তং ভবতি । ঋত-
 স্তরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ পরবৈরাগ্য-
 সম্পন্নচতুর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

মনোজবিজ্ঞাদয়ো মধুপ্রতীকসিদ্ধয়ঃ । তদুক্তং মনো-
 জবিজ্ঞং বিকরণাভাবঃ প্রধানজয়শ্চেতি । মনোজবিজ্ঞং

যে ঋতস্তর-প্রজ্ঞাখ্যা সমাধি সিদ্ধ হয়, তাহার নাম মধুমতী । ঋতশব্দে
 সত্য, এবং তাহাকে ভরণ করে, কি না, কখনও বিপর্য্যক্রমে আচ্ছাদন
 করে না, এই অর্থ ঋতস্তর হইয়াছে । তাহাতে হিতিক্রমে দার্ঢ্য সমুৎপন্ন
 হইলে, দ্বিতীয় যোগীর সেই প্রজ্ঞার সঞ্চার হয় । ইহাই অর্থ ॥ ১১৩ ॥

চারিপ্রকার যোগী প্রসিদ্ধ আছেন ; যথা, প্রথমকল্লিক, মধুভূমিক,
 প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয় । তন্মধ্যে অভ্যাসী প্রবৃতি-
 মাত্রজ্যোতিঃ প্রথম । ইহা দ্বারা পরচিত্তাদিগোচর জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ
 বশীকৃত হয় না । এইরূপ কথিত হইয়াছে ।

ঋতস্তরপ্রজ্ঞের নাম দ্বিতীয় যোগী, ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয় এবং
 পরবৈরাগ্যসম্পন্ন চতুর্থ ॥ ১১৪ ॥

মনে জবিজ্ঞ অভ্যাসী মধুমতীপ্রতীক সিদ্ধিসমুৎপাদিষ্ট হইয়াছে ।
 যথা, মনোজবিজ্ঞ, বিকরণাভাব, এবং প্রধানজয় । তন্মধ্যে, মনোজবিজ্ঞ

নাম কায়স্থ মনোবহুতমো গতিলাভঃ বিকরণাভাবঃ
কায়নিরপেক্ষাণামিन्द्रিয়াণামভিমতদেশকালবিষয়াপেক্ষ-
বৃত্তিলাভঃ প্রধানজয়ঃ প্রকৃতিবিকারেষু সৰ্বেষু বশিত্বম্ ॥১১৫

এতাশ্চ সিদ্ধয়ঃ করণপঞ্চকস্বরূপজয়াং তৃতীয়শ্চ
যোগিনঃ প্রাপ্তুর্ভবন্তি যথা মধুন একদেশোহপি স্বদতে
তথা প্রত্যেকমেব তাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বদন্ত ইতি মধুপ্রতীকা
সর্বভাবাদাধিষ্ঠাতৃদ্বাদিরূপাদিরূপা বিশোকা সিদ্ধিঃ ।
তদাহ সত্ত্বপুরুষাত্মতাখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠিত্য সর্বভাবাধি-
ষ্ঠাতৃত্বং সৰ্বজ্ঞত্বং চেতি । সৰ্বেষাং ব্যবসায়াব্যবসায়াত্ম-
কানাং গুণপরিণামরূপাণাং ভাবানাং স্বামিবদাত্মরমণং সৰ্ব-
ভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং তেষামেব শাস্তোদিভাব্যপদেশাধিষ্ঠিত্বেন
স্থিতানাং বিবেকজ্ঞানং সৰ্বজ্ঞাতৃত্বম্ । তদ্বক্তং বিশোকা
বা জ্যোতিষতীতি ॥ ১১৬ ॥

শব্দে মনের স্থায়, শরীরের উত্তম গতিলাভ ; বিকরণাভাবশব্দে কায়-
নিরপেক্ষ ইन्द्रিয়গুণের অভিমত-দেশকালবিষয়াপেক্ষ বৃত্তিলাভ, এবং
প্রধানজয়শব্দে সমুদায় প্রকৃতিবিকারে বশিত্ব ॥ ১১৫ ॥

এই সকল সিদ্ধি করণ-পঞ্চক-স্বরূপ-জয়বশে তৃতীয় যোগীর
প্রাপ্তুর্ভূত হয়। যেমন মধুর এক দেশও আশ্বাদন করা যায়, তবৎ
ঐ সকল সিদ্ধির প্রত্যেকই আশ্বাদিত হইয়া থাকে। এই মধুপ্রতীক-
প্রতীকই বিশোকা সিদ্ধি। উহা সর্ব-ভাবাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব-দ্বিরূপাদি-স্বরূপ।
তথাহি, বলিয়াছেন, সত্ত্বপুরুষাত্মতাখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্ব-
ভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সৰ্বজ্ঞত্ব সমুৎপন্ন হয়। তদ্ব্যপ্যে ব্যবসায় ও অব্যবসায়,
এই উভয়ায়ক গুণের পরিণাম স্বরূপ যাবতীয় ভাবের প্রকৃৎ

সর্ববৃত্তিপ্রত্যন্তময়ে পরং বৈরাগ্যমাপ্রিতস্ত জাত্যা-
দিবীজানাং ক্রেশানাং নিরোধসমর্থো নির্বীজঃ সমাধিঃ
অসম্প্রজাতপদবেদনীয়ঃ সংস্কারশেষতাব্যপদেশঃ চিত্তত্যা-
বস্থা বিশেষঃ । তচ্ছবিত্তং বিরামঃ প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কার-
শেষোহস্ত ইতি ॥ ১১৭ ॥

এবঞ্চ সর্বতো বিরজ্যমানস্ত তস্ত পুরুষধোরেয়স্য
ক্রেশবীজানি চ নির্দগ্ধশালিবীজকল্পানি প্রসবসামর্থ্যবিধু-
রাণি মনসা সার্কঃ প্রত্যন্তং গচ্ছন্তি । তদেতেষু প্রালী-
নেষু নিরুপপ্লববিবেকখ্যাতিপরিপাকবশাৎ কার্যকারণা-
ন্তকানাং প্রধানেন লয়ঃ চিতিশক্তিস্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধি-
সন্তাভিসম্বন্ধবিধুরা কৈবল্যং লভতে ইতি । সিদ্ধিধরী চ

আক্রমণকে সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব বলে । এবং তাহাদেরই বিবেকজ্ঞানকে
সর্বজ্ঞাতৃত্ব বলিয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

সর্ববৃত্তির অন্তমন হইলে, পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, জাতি
প্রভৃতির বীজস্বরূপ ক্রেশসমূহের নিরোধসমর্থ নির্বীজ সমাধিকে চিত্তের
অবস্থা বিশেষ বলে । ইহারই নাম অসম্প্রজাত এবং সংস্কার
শেষতা ॥ ১১৭ ॥

এইরূপে সর্বতঃ বিরাগসম্পন্ন সেই পুরুষধোরেয়ের ক্রেশবীজ
সমস্ত নির্দগ্ধ শালিবীজ সদৃশ, প্রসবসামর্থ্যবিহীন হইয়া, মনের সহিত
অন্তমিত হয় । এই সকল লীন হইলে, উপপ্লববিহীন বিবেকখ্যাতির
পরিপাকবশে কার্যকারণাত্মক ভাবসমূহ প্রধানেন লয় প্রাপ্ত হয় । তৎকালে
চিতিশক্তিস্বরূপপ্রতিষ্ঠাও পুনরায় বুদ্ধিসন্তাভিসম্বন্ধশূন্য হইলে, কৈবল্য

মুক্তিরূপা পতঞ্জলিনা পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিক্ষেপ-
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিত্তিশক্তিরিতি ॥ ১১৮ ॥

ন চাস্মিন্ সত্যপি কস্ম্যম জায়তে জন্তুরিতি যদি-
তব্যং কারণাভাবাৎ কার্য্যভাব ইতি প্রমাণসিদ্ধার্থ
নিয়োগানুযোগয়োরযোগাৎ অপরথা কারণাভাবেহপি
কার্য্যসম্ভবে মণিবেদাদয়োহঙ্কাদিত্যো ভবেয়ুঃ যথা চানু-
পম্নার্থতায়ামাভাগকো। লৌকিক উপপন্নার্থো ভবেৎ ।
তথাচ শ্রুতিঃ অন্ধো মণিমবিন্দৎ অবিধ্যৎ তম্ননজুলিরা-
বয়ং গৃহীতবান্ অগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চৎ পিন্ধবান্ তমজিহ্বো
বা অসংখ্যত অভ্যপূজয়ৎ স্তুতবানিতি যাবৎ ॥ ১১৯ ॥

এবঞ্চ চিকিৎসাশাস্ত্রবদযোগশাস্ত্রং চতুর্বৃহৎ যথা
চিকিৎসাশাস্ত্রং রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভেষজমিতি

লাভ হইয়া থাকে। পাতঞ্জলিও সিদ্ধিহীনকে মুক্তি বলিয়াছেন। যখন
পুরুষার্থশূন্যদিগের প্রতিক্ষেপস্বরূপ প্রতিষ্ঠা অথবা চিত্তিশক্তি ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥

ইহা সত্ত্বেও কিছত্ত জন্তুগণের জন্ম হয় না, এরূপ বলিতে পারা
যায় না। কেন না, কারণাভাবে কার্য্যভাব, ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ
বিষয়ে নিরোগ ও অনুযোগ, উভয়ের অযোগ হইয়া থাকে। অতর্ক্য,
কারণাভাবেও কার্য্যসম্ভব হইলে, অন্ধাদিরাও মণিবেদে সমর্থ হইত।
তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, অন্ধ মণি বিদ্ধ করিল। যাহার অনুলি নাই,
সে তাহা গ্রহণ করিল। যাহার গ্রীবা নাই, সে তাহা পরিল। যাহার
জিহ্বা নাই, সে তাহার প্রশংসা করিল। ইত্যাদি ॥ ১১৯ ॥

এইরূপ, চিকিৎসাশাস্ত্রবৎ, যোগশাস্ত্র চতুর্বৃহৎ। যোগ, রোগহেতু,
আরোগ্য ও ভেষজ, এই চারিটি লইয়াই যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, সেইরূপ,

সর্বদর্শনঃ গ্রন্থঃ ।

তদ্ব্যবসায়ঃ সংসারহেতুমোক্শমোকপায় ইতি । তত্র
তুঃখময়ঃ সংসারো হেয়ঃ প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়-
ভোগহেতুঃ তত্ত্বাত্মান্তিকী নিবৃত্তিহীনঃ তদুপায়ঃ সমাগ-
দর্শনম্ । এবমম্বদপি শাস্ত্রং যথাসম্ভবং চতুর্ভূতহৃদ্ব্যবসায়-
মিতি সর্বমবদাতম্ ॥

ইতঃপরং সর্বদর্শনশিরোমণিকৃতং শাক্তরদর্শনমম্বদ্র
লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি ।

সমাপ্তম্ ।

সংসার, হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়, এই চারিটি লইয়া যোগশাস্ত্র করিত
হইল। তদ্ব্যবসায়ঃ সংসার হেয়ঃ প্রধান পুরুষের সংযোগ
হেতুঃ তত্ত্বাত্মান্তিকী নিবৃত্তি হীনঃ তাহার উপায়ঃ সমাগদর্শন ।
এইরূপে, অম্বদ শাস্ত্র সকলও যথাসম্ভব
চতুর্ভূতরূপে তাবিয়া লইবে ।

ইতঃপরং সর্বদর্শনের শিরোমণিরূপ শাক্তরদর্শন অম্বদ্র লিখিত
হইল। এ স্থলে তাহা উপেক্ষিত হইল ॥ ১২০ ॥

সমাপ্ত ।





